মিসির আলি অমনিবাস

হুমায়ূন আহমেদ

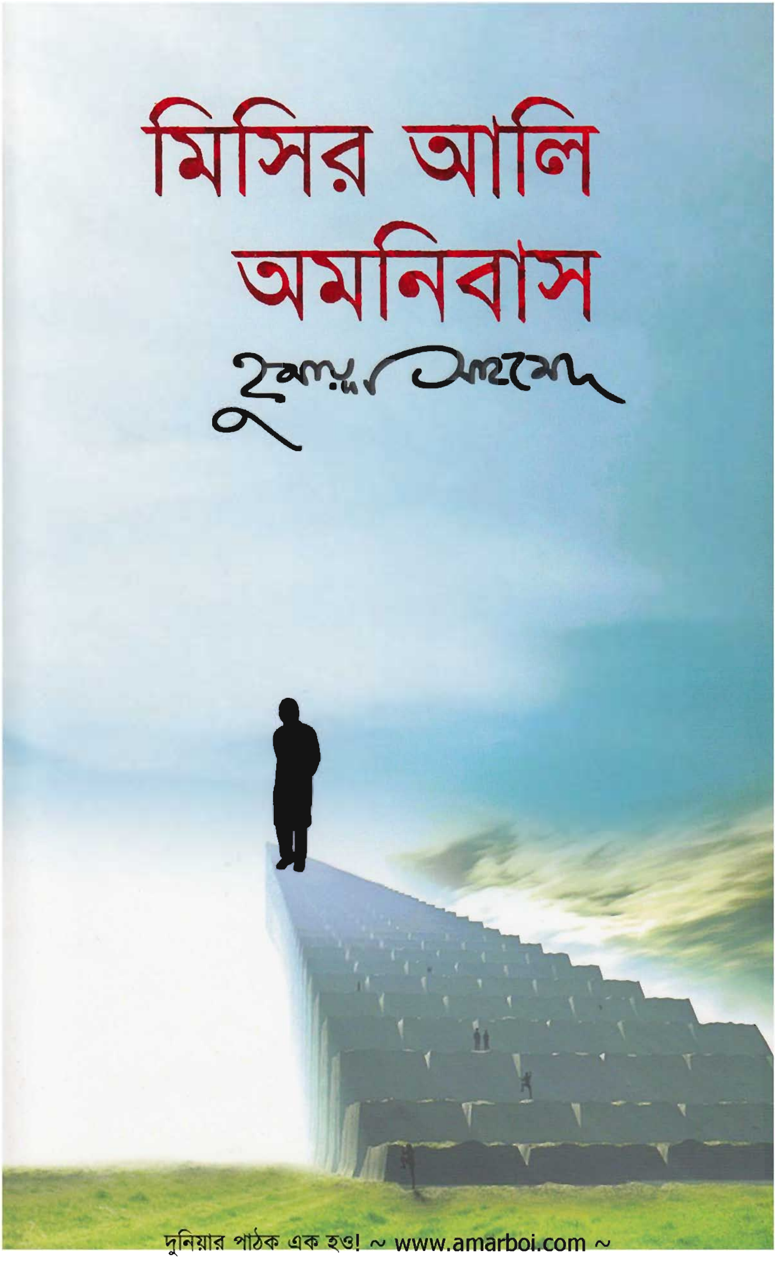

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

● হরতন ইশকাপন ● মিসির আলির চশমা ● মিসির আলি! আপনি কোথায়? ● মিসির আলি UNSOLVED ● পুফি ● যখন নামিবে আঁধার

মিসির আলি আমাদের কেন আকর্ষণ করে? জবাবটা জিভের ডগায় এসেও আটকে যায়—সহজ মনে হলেও এক কথায় চট করে বলা যায় না।

মিসির আলির শুরু ১৯৮৫ সালে। 'দেবী' থেকে 'যখন নামিবে আঁধার' সাতাশ বছরের পথপরিক্রমা—মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের ঘটনা মাত্র। এ সময়ের মধ্যে প্যারানরমাল সাইকোলজির এই শিক্ষক মানুষটিকে বিচিত্র সব ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়েছে।

মনোজগতের জটিল ক্রিয়াকে সরল করে তুলে ধরেছেন, ব্যাখ্যার অতীত বিষয়বস্তুকেও ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো তাকে বিচরণ করতে হয়েছে সমান্তরাল জীবন (Parallel life)-এর মধ্য দিয়েও। অতি সাধারণ একজন মানুষের মতো জীবনযাপন করেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ, আলোর মধ্যে থেকেও আলো-আঁধারে ঘেরা, দেখা যায় তো যায় না, চেনাও যায় না পুরোপুরি; অনেকটা নিজেকে যেন আড়াল করে রাখা। তবুও আমরা তার জন্য অনুভব করি—এই সংসারেরই একজন তিনি।

মিসির আলির পথপরিক্রমা যেন জীবনানন্দের কবিতা—

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে

সাতাশ বছরে মিসির আলি আমাদের মনোজগতের অলিগলিতে যাতায়াত করেছেন অনেকবার। কখনো কখনো আবার রহস্যের ঘোলাজলে হারিয়েও গেছেন।

মিসির আলির কাহিনীগুলো কোন ধারার? রহস্য, ডিটেকটিভ না ফ্যান্টাসি? মিসির আলির ভিন্ন মাত্রার অভিযাত্রাকে সম্ভবত 'মিসির আলি ধারা' নামকরণ করা যায়। যে গভীর মমতায়, মানবিক গুণাবলির সঙ্গে রহস্যময়তাকে মিশেল দেয়া হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। এরকম ঘটে নি আর ঘটবেও না। বিদায় মিসির আলি।

মিসির আলি যেন 'ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন...ফুরায় এ জীবনের লেনদেন...।'

মিসির আলি দীর্ঘজীবী হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ

জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮, মোহনগঞ্জ নানাবাড়িতে। জেলা নেত্রকোনা। মা আয়েশা ফয়েজ, বাবা ফয়জুর রহমান। পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে শহীদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অধ্যয়ন এবং একই বিভাগে অধ্যাপনা। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি। ওখানে চাকরির আমন্ত্রণ পেয়েও প্রত্যাখ্যান। ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান এবং 'প্রফেসর' পদে উন্নীত হওয়ার পর স্বেচ্ছা অবসর। সবই ছেড়েছেন সৃজনশীলতায় অধিকতর মনোনিবেশের জন্য।

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' (১৯৭৩) দিয়ে লেখালেখির জগতে যাত্রা, যা মূলত ছিল তাঁর জয়যাত্রা। প্রেম, জীবনের রহস্য, বোহেমিয়ান জীবন, কল্পবিজ্ঞান, মধ্যবিত্ত মানসের চিত্রকর হুমায়ূন আহমেদের রচনার বিশাল অংশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি। শিশু-কিশোরদের জন্যও তাঁর রচনা কম নয়।

তাঁর সৃজনশীলতার ভাণ্ডার বহুমুখী। লেখালেখির সঙ্গে টিভি নাটক ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, গান লেখা এবং সবশেষে যোগ হয় ছবি আঁকা।

'এইসব দিনরাত্রি' টেলিভিশন নাটকের ধারা বদলে দেয়। 'কোথাও কেউ নেই'-এর চরিত্র বাকের ভাইকে বাঁচাতে রাস্তায় মিছিল হয়।

লেখালেখির মতো চলচ্চিত্রে স্থান পায় মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'র বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ।

দেশে ও বিদেশে তিনি সমানভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত। পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'একুশে পদক'। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র একাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত। মুক্তিযুদ্ধ-উপজীব্য চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া' ও পরবর্তীতে 'ঘেটুপুত্র কমলা' অস্কার চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত।

অতি তরুণ বয়সেই পান বাংলা একাডেমী পুরস্কার। একুশে পদক, বাংলাদেশ লেখক শিবির পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত।

মৃত্যু : ১৯ জুলাই ২০১২। নিউইয়র্কে।

আলোকচিত্র :: রফিকুর রহমান রেকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

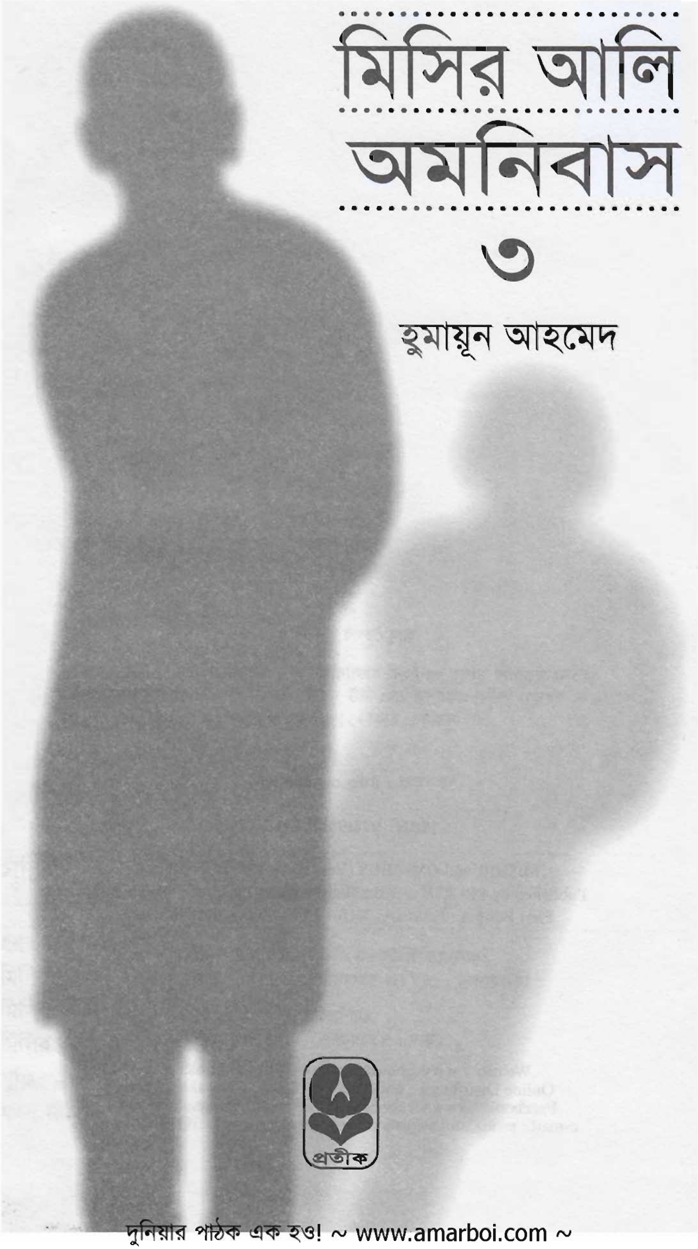

মিসির আলি অমনিবাস

৩

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
আবু তৈয়ব আজাদ রানা

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8794-19-7

MISHIR ALI OMNIBUS (Vol-III) by Humayun Ahmed.
Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
First Edition : February 2013. Price : Taka 450.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩

Website : www.abosar.com, www.protikbooks.com
Online Distributor : www.rokomari.com, www.akhoni.com
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

এই পাতা কয়টি বরাদ্দ থাকে লেখকের জন্য। প্রিয় গ্রন্থটি নিয়ে লেখকের কিছু বয়ান যা পাঠকের সামনে খুলে দেয় দরজা, ভালো লাগার প্রিয় কিছু কথার বারতা।

মিসির আলি অমনিবাস প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে হুমায়ূন আহমেদ পাঠকদের কাছে তাঁর প্রিয় কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। তৃতীয় খণ্ডে এসে সব এলোমেলো হয়ে গেল। প্রথমত, মিসির আলি অমনিবাসের তৃতীয় খণ্ড এত দ্রুত বের করার পরিকল্পনা ছিল না—কেননা মিসির আলির দ্বিতীয় খণ্ড তো বের হল সেদিনই। মিসির আলি আরো কয়েকটি রহস্যময়তার সন্ধান ও সমাধান করবেন তারপর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বের হবে মিসির আলির তিন নম্বর খণ্ড—এরকম পরিকল্পনাই ছিল।

হুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে মিসির আলি আর হিমু ব্যতিক্রম। এই দুই চরিত্র বিপরীতমুখী কিন্তু মিলও আছে—দু'জনই ছন্নছাড়া প্রকৃতির। সংসারী নন, আবার সংসারবিরোধীও নন। মিসির আলি চলেন লজিকের সুতা গুটাতে গুটাতে আর হিমুর উড়ন্ত ঘুড়িটা ভোঁ-কাট্টা সব সময়।

কিন্তু সব এখন থেমে গেল—মিসির আলির লজিক কিংবা হিমুর বোহেমিয়ান জীবন। লেখকের কলম নিথর হয়ে গেল। লেখক চলে গেলেন আরেক জীবনে—যে জীবন দোয়েলের নয়, শালিকের নয়। শুধু এক বিপন্ন বিস্ময় আর রহস্যময়তার কুয়াশার চাদরে মোড়ানো।

বিজ্ঞানের এক সূত্র উল্লেখ করে হুমায়ূন প্রায়ই বলতেন, সবকিছু আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে। আমরা সেই পূর্বনির্ধারিত ঘটনার মধ্য দিয়েই চলছি। এই সূত্র মানলে বলতে হয় মিসির আলি বলে একটি চরিত্র জন্ম নেবে—আমরা ভাবব কাকতালীয়ভাবে, অথচ কাকতালীয় নয়—এটাই হওয়ার কথা ছিল।

১৯৮৪ সালের শেষ দিকে সংবাদপত্রগুলোতে একটানা বাইশ দিন ধর্মঘট চলছিল। একটা জাতি টানা বাইশ দিন সংবাদপত্রের মুখ দেখে নি, গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস যাঁদের, তাঁরা কী চরম বিস্বাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গেই না সকালটা পার করেছেন। তখন ইন্টারনেট নেই, অনলাইন পত্রিকাও নেই, বিটিভিই ছিল ভরসা।

তখন আমি সাপ্তাহিক বিচিত্রার বিভাগীয় সম্পাদক। তো সেই কর্মবিহীন চাঞ্চল্যে বিচিত্রা অফিস হয়ে উঠল আড্ডাবিচিত্রা। সাংবাদিক আসেন, লেখক, কবি আসেন—কখনো কখনো রাজনীতিবিদ আসেন। সময় কেটে যায় ধুন্ধুমার আড্ডায়। চা-বিস্কিট উড়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। এরই মধ্যে ঘটল এক ঘটনা।

সেদিনও আড্ডা জমেছিল। সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর ঘরে।

আড্ডার এক পর্যায়ে কথা উঠল দেশী-বিদেশী সাহিত্য আর বই নিয়ে। বই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেকের কণ্ঠে আফসোসের সুর—বিদেশে ভালো বই, সাহিত্যের বই, ক্ল্যাসিক সবই কম দামে পেপারব্যাক এডিশানে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কেন পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গেও এরকম হচ্ছে না। আমরা সে সময়ে বিশ্বসাহিত্যের, সংস্কৃতির সব লেখাই পড়েছি পেপারব্যাক এডিশানে। দাম কম, বহন করাও কষ্টকর নয়। পশ্চিমা সাহিত্য ছাড়াও লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, চীনা বা জাপানি লেখার সঙ্গে পরিচিত হই পেপারব্যাগ এডিশান দিয়েই। তখন ঢাকায় অনেক ভালো ভালো বই পাওয়া যেত। বিদেশী বইয়ের দোকানও ছিল। এখন কেউ ভাবতে পারবেন যে স্টেডিয়ামে ছিল বইয়ের একাধিক দোকান। সবগুলোতে বিদেশী বইয়ে তাক ভর্তি। দূরদূরান্ত থেকে পাঠকরা আসতেন, বই কিনতেন।

যাক, সেদিন আড্ডায় পেপারব্যাক, সুলভে সাহিত্য পড়ার বাসনা নিয়ে হাপিত্যেশ করতে করতে একসময় শাহাদত চৌধুরী বলেই বসলেন—আলমগীর তোমাদের তো বইয়ের ব্যবসা রয়েছে, তা তুমিই এমন একটা উদ্যোগ নাও না কেন? হ্যাঁ, প্রকাশনা আমাদের পৈতৃক ব্যবসা। এই প্রতিষ্ঠানটি এখনো টিকে আছে—যার বয়স সত্তর পার হয়েছে।

সেদিন যাঁরা ওই ঘরে উপস্থিত ছিলেন—সবার নাম তো মনে নেই, শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, সৈয়দ লুৎফুল হকসহ আরো কয়েকজন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ এটা তো করা যায়।

কিন্তু সমস্যা হল পেপারব্যাক বই লিখবেন কে? রাজি কে হবেন নিউজপ্রিন্টে বই লিখতে। পেপারব্যাক মানে তো খুলনার নিউজপ্রিন্টে ছাপানো বই—যে কাগজে সাধারণত নোটবই প্রকাশিত হয়। এখনকার মতো বিদেশী কাগজের ছড়াছড়ি ছিল না সে সময়। প্রকাশকদের অবলম্বন ছিল খুলনার নিউজপ্রিন্ট আর কর্ণফুলীর লালচে-সাদা কাগজ।

সেদিন আড্ডায় ঠিক হয় বই যদি বেরই করতে হয় তবে তা হবে মৌলিক বই অর্থাৎ পেপারব্যাকে মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ।

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? এ যেন ঈশপের গল্পের পুনরাবৃত্তি—মহা কঠিন কাজ—পেপারব্যাক বই লিখতে কাকে অনুরোধ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়? বলা মাত্রই হয়তো শুনতে পাব, কী যে বলো নিউজপ্রিন্টে বই ছাপাতে যাব কোন দুঃখে? আমার কি প্রকাশকের অভাব রয়েছে? না, বলছিলাম কি—সুলভ মূল্যে সাহিত্যের বই প্রকাশ করলে অনেক বেশি পাঠক তা কিনতে পারবে—এই আর কি। তখন হয়তো গম্ভীর কণ্ঠে কেউ বলবেন, বুঝলে সস্তার কাজ মোটেই ভালো হয় না। যাক সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমরা কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। আড্ডার মধ্যে হতাশ বাতাসের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছি, তখন একজনের কথা উঠতেই সবাই যেন বলে উঠল তাই তো!

হুমায়ূন আহমেদ। বিচিত্রা অফিসে তাকে দেখেছি অনেক বার। আমার টেবিলের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতেন শাহাদত চৌধুরীর ঘরে। ছিমছাম একটা মানুষ। হাতে কখনো বই বা ম্যাগাজিন কখনো সিগারেট। আমার সঙ্গে কথা হতো না। শাহাদত চৌধুরীর ঘরে বসে আড্ডা দেয়ার সময়ও আমার ডাক পড়ত না। শাহরিয়ার কিংবা মুনতাসীরের সঙ্গে সমস্বরে কিছু কথাবার্তা ভেসে আসত। আর কথার ফাঁকে শাহাদত চৌধুরীর কাগজ ছেঁড়ার শব্দ। কথা বলার সময়, আড্ডা দেয়ার সময় শাহাদত চৌধুরী আনন্দের সঙ্গে একটা কাজ করতেন—নিউজপ্রিন্টের রাইটিং প্যাডের পাতা এমাথা ওমাথা ছেঁড়া। এমন নয় যে ফড়াৎ করে টান দিয়ে কাগজটাকে দু'টুকরো করে ফেলতেন। তার স্টাইল ছিল প্যাডের পাতাটা এমাথা থেকে ওমাথা সরু ফিতার মতো করে ছিড়ে ফেলা। ছিঁড়তে গেলে একটা অদ্ভুত শব্দ হয়—সেই শব্দ বা অনুরণন মনে হয় তাঁকে আনন্দ দিত।

তা হলে এই হল ঘটনা। হুমায়ূনকে প্রস্তাব দেবেন কে আর হুমায়ূন আহমেদ এ কথায় রাজি হবেন যে তার গ্যারান্টি কী? হুমায়ূন তো তখনো জনপ্রিয়, তা তো তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই। তবে বর্তমানের মতো পরিস্থিতি হয় নি যে বই বের হলেই পঞ্চাশ হাজার কপি নিঃশেষ। এর পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল মাত্র তখন। তবে কেন জানি সবাই তাঁকেই পছন্দ করল। রাজি হোন বা না হোন তাঁকেই বলা যায় সব কথা।

মুনতাসীর মামুন তখন বসবাস করেন মগবাজার ইস্পাহানী কলোনিতে। চারদিকে বাগানঘেরা একতলা বাসা। না ঢুকলে বোঝা যাবে না ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে এরকম খোলামেলা জায়গা আছে। মুনতাসীরের বাসায় আমরা বসব ঠিক হল। তর সইছিল না, মনে হয় সেদিন আমরা ক'জন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুনতাসীর মামুনের বাসায় গিয়ে হাজির হই। একসময় হুমায়ূন এলেন—চা সিগারেট, না মামুনের বাসায় সিগারেট খাওয়া যেত কি না মনে নেই—তবে জমপেশ চা-নাস্তার আয়োজন থাকত। সেদিনও ছিল। সবার নাম মনে পড়ছে না। সেদিন মামুনের বাসায় হাজির ছিলেন শাহরিয়ার কবির, ইমদাদুল হক মিলন, রেজোয়ান সিদ্দিকী। কিছুক্ষণ টুকটাক একথা ওকথা বলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর মূল বিষয়ে আসা গেল। সব বলা হল। চুপচাপ শুনলেন এবং রাজিও হলেন। আমরা হতবাক বা বিস্মিত নই। তার চেয়ে বেশি আমাদের দম বন্ধ হয়ে ছিল কী জবাব দেন—তা থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হুমায়ূন রাজি হওয়ার পরপরই ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা টোকেন অগ্রিম সম্মানী দেয়া হল। আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল না। পকেটে অর্থও খুব ছিল না। যা ছিল তাই—জানেন কী পরিমাণ অর্থ অগ্রিম সম্মানী দেয়া হয়েছিল? মাত্র এক হাজার টাকা।

পরবর্তী ঘটনা তো জানা। হুমায়ূন আহমেদ লিখলেন, 'দেবী', জন্ম হল মিসির আলি নামক বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। এদেশের ইতিহাসে প্রথম পেপারব্যাক মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ 'দেবী', অবসরের প্রথম বই। হুমায়ূন আহমেদ মিসির আলির মতো 'অবসর'কে নিয়ে এলেন সবার সামনে।

আলমগীর রহমান

ঢাকা : ১৫ জানুয়ারি ২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

হরতন ইশকাপন ১
মিসির আলির চশমা ৬১
মিসির আলি! আপনি কোথায়? ১২৩
মিসির আলি UNSOLVED ১৯৯
পুফি ২৭৫
যখন নামিবে আঁধার ৩৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

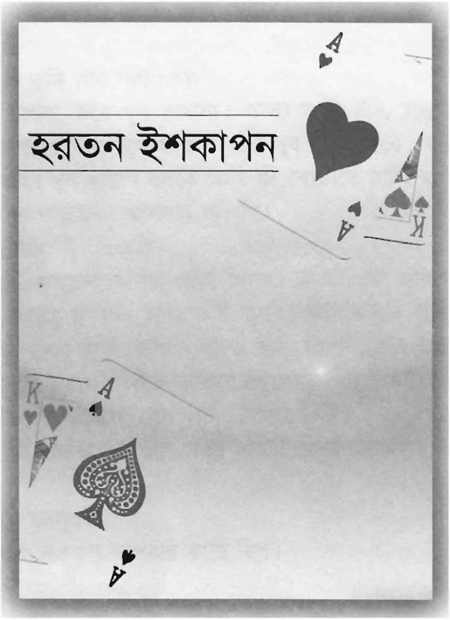

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

এই বইটির কোনো উৎসর্গ পত্র নেই।
উৎসর্গ পাতায় কারোর নাম লিখতে ইচ্ছা করছে না।
যত বয়স বাড়ছে আমিও মনে হয়
মিসির আলির মতো নিজেকে গুটিয়ে আনছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“যখন আকাশে চন্দ্র থাকবে না
তখন জোছনার অনুসন্ধান করো
জোছনা না পেলেও কিছু একটা পেয়ে যাবে।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

স্যার ম্যাজিক দেখবেন?

মিসির আলি বিরক্ত মুখে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালেন। পঁচিশ–ছাব্বিশ বছরের যুবক। বোঝা যাচ্ছে অভাব–অনটনে আছে। গায়ের শার্ট মলিন। চেহারাও শার্টের মতোই মলিন। যদিও হাসি–খুশি ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টায় লাভ হচ্ছে না। যুবকের চোখেও মনে হয় সামান্য সমস্যা আছে। সারাক্ষণ চোখ পিটপিট করছে। চোখের অশ্রুগ্রন্থি ঠিকমতো কাজ না করলে চোখ পিটপিট রোগ হয়। এর কি তাই হয়েছে? সে ক্ষুধার্তও। তাকে পিরিচে করে বিস্কিট এবং চানাচুর দেয়া হয়েছিল। সে সবই খেয়েছে। বিস্কিটের কিছু কণা পড়ে ছিল। তর্জনীর মাথায় সেই কণাগুলো মাখিয়ে সে জিভে ছোঁয়াল।

যুবকের নাম তিনি জানেন না। নাম জানার কোনো আগ্রহও বোধ করছেন না। তাঁর কাছে যুবকটি কেন এসেছে তা–ও ধরতে পারছেন না। তিনি এমন কোনো মজার চরিত্র না যে তাঁর সঙ্গে কথা বলে কেউ মজা পাবে। যুবক আবার বলল, স্যার, ম্যাজিক দেখবেন?

মিসির আলি বললেন, ম্যাজিক দেখব না। ম্যাজিক আমার পছন্দের বিষয় নয়।

যুবক হাসি হাসি গলায় বলল, কেন পছন্দ না জানতে পারি?

মিসির আলি বললেন, ম্যাজিকের ভেতর প্রতারণার একটা ব্যাপার থাকে। এই প্রতারণার অংশটা আমার অপছন্দ। আমি প্রতারণা পছন্দ করি না।

স্যার আমি যে ম্যাজিক দেখাব তার মধ্যে কোনো প্রতারণা নেই। মেন্টাল ম্যাজিক। আমার অনেক দিনের শখ আমি আমার মানসিক ক্ষমতার নমুনা আপনাকে দেখাই।

মিসির আলি যুবকের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে তেমন কৌতূহল অবশ্য দেখা গেল না।

যুবকের মানসিক ক্ষমতা দেখার ব্যাপারেও মিসির আলি কোনো আগ্রহ বোধ করলেন না। তিনি নিজের উপর সামান্য বিরক্তও হলেন। তাঁর কৌতূহল এত দ্রুত কমছে কেন? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কৌতূহল কমতে থাকে? সেই কমার হারটা কেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, তোমার নাম কী?

যুবক আগ্রহের সঙ্গে বলল, মনসুর। আপনার সঙ্গে আমার কিছু মিল আছে। আপনার নামের শুরু ম দিয়ে। আমার নামের শুরুও ম দিয়ে।

যুবক আবারো বলল, আমি কি স্যার আমার মানসিক ক্ষমতার একটা ম্যাজিক আপনাকে দেখাব? দেখলে আপনি খুবই মজা পাবেন।

মিসির আলি হ্যাঁ বা না বলার আগেই মনসুর পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। হতদরিদ্র যুবকদের পকেটেও কেন জানি দামি সিগারেটের প্যাকেট থাকে। এর কাছে তা নেই। সস্তা সিগারেটের প্যাকেটের ন্যাতন্যাতা ফিল্টারবিহীন সিগারেট।

আমি ম্যাজিকটা দেখাব সিগারেট দিয়ে।

মনসুর একটা সিগারেট টেবিলের উপর রাখল। মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। সিগারেটের দিকে এখন সে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তার মাথা নিচু হয়ে আছে। চোখে পিটপিটানিও বন্ধ।

স্যার ভালো করে দেখুন। আমি সিগারেটটা হাত দিয়ে স্পর্শও করি নি। আমি শুধু তাকিয়ে আছি। দেখুন চোখের দৃষ্টিতে আমি কী করছি!

মিসির আলি মোটামুটি বিস্মিত হলেন। সিগারেট নড়ছে। গড়িয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। বিস্মিত হবার মতোই ব্যাপার।

যুবকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখের মাংসপেশি শক্ত হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে মানসিক ক্ষমতার এই ম্যাজিক দেখাতে তার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

স্যার কেমন দেখলেন?

ভালো। ইমপ্রেসিভ।

এখন যা দেখালাম তার নাম টেলি–কাইনেটিক্স। মানসিক শক্তির সাহায্যে বস্তুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো। আপনি কি টেলি-কাইনেটিক্সের কথা শুনেছেন?

শুনেছি।

মনসুর লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, ইসরায়েলের এক যুবক, তার নাম য়ুরি গেলার। সে মানসিক ক্ষমতা দিয়ে চামচ বাঁকা করে ফেলতে পারত। আমার এত ক্ষমতা নেই। তবে যা আছে তা–ও খারাপ না। চামচ বাঁকা করতে না পারলেও আমি পাতলা তার বাঁকা করতে পারি। ঠিক বলেছি না স্যার?

মিসির আলি সামান্য নড়ে বসলেন। হ্যাঁ–না কিছু বললেন না।

টেবিলের উপর থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে দিল। দিয়াশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাল। সিগারেট একবারে ধরল না। বেশ কয়েকটা কাঠি খরচ করতে হল। একজন বয়স্ক মানুষ সামনে বসে আছে তা নিয়ে তার মধ্যে কোনো সঙ্কোচ দেখা গেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট থেকে তীব্র গন্ধ আসছে। গাঁজার গন্ধ। মিসির আলির মন সামান্য খারাপ হল।

সিগারেট শেষ করে আমি আমার ক্ষমতার অন্য একটা ভার্সান আপনাকে দেখাব। আপনি মজা পাবেন।

আচ্ছা।

আপনার সামনে সিগারেট টানছি আপনি কিছু মনে করছেন না তো? সস্তা সিগারেট বলেই এমন কড়া গন্ধ আসছে। আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু না। গাঁজা না।

মনে করছি না।

এখন স্যার মোটা দেখে একটা বই আমার হাতে দিন। যতটা মোটা হয় তত ভালো।

ডিকশনারি দিলে চলবে?

চলবে।

মনসুরের সিগারেট শেষ হয় নি। সে আধ খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে বই নিয়ে বসল। তার ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখতে ভালো লাগছে। মিসির আলি বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। মনসুর তার দুই হাত দিয়ে কোমর ধরে আছে। একটু ঝুঁকে এসেছে বইয়ের দিকে। তার কপাল আবারো ঘামছে। ঘটনা যা ঘটছে তা বিস্ময়কর। বইয়ের পাতা একের পর এক উল্টে যাচ্ছে।

স্যার কেমন দেখছেন?

ভালো।

আমি হিপনোটিজমও পারি। যে কোনো মানুষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।

ও আচ্ছা!

আজ অবশ্য পারব না। আজ আমার মন ভালো নেই। কোনো কিছুতেই কনসেনট্রেট করতে পারছি না। মন অসম্ভব খারাপ। এই মুহূর্তে আমার চেয়ে বেশি মন খারাপ মানুষ বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না।

মিসির আলি ঘড়ির দিকে তাকালেন। ছ'টা দশ। সন্ধ্যা হয়–হয় করছে। সন্ধ্যাবেলাটা তাঁর একা থাকতেই ভালো লাগে। মানসিক ক্ষমতাওয়ালা কারো সামনে বসে থাকতে ইচ্ছা করে না। মনসুর এখনো বসে কেন তিনি বুঝতে পারছেন না। সে তার মেন্টাল ম্যাজিক দেখাতে চেয়েছিল দেখানো হয়েছে। আরো কিছু কি বাকি আছে? নাকি সে তার ঘুম পাড়ানো ক্ষমতাও দেখাবে। যাবার আগে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে চলে যাবে। সন্ধ্যাবেলা তিনি চেয়ারে বাঁকা হয়ে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে পারবেন।

মনসুর আরেকটা সিগারেট ধরাল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, দিয়াশলাই জ্বালানোর সময় তার হাত সামান্য কাঁপছে। পারকিনসন্স ডিজিজ প্রাথমিক অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম হয়। এই যুবকের পারকিনসন্স ডিজিজ আছে বলে মনে হচ্ছে না। তা হলে আঙুল কাঁপছে কেন? মানসিক অস্থিরতা? মনের প্রবল অস্থিরতা শরীরে ছায়া ফেলে। মনের প্রবল কাঁপুনি শরীরে চলে আসে।

মনসুর সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মিসির আলির দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, এই জাতীয় ক্ষমতা সবচে বেশি দেখা যায় যোগী-সন্ন্যাসীদের মধ্যে। এদের অনেকেই লেভিটেশন করতে পারেন। লেভিটেশন হচ্ছে শূন্যে ভাসা। অসম্ভব কোনো ব্যাপার না। দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। সাধনা এবং মনের কনসেনট্রেশন। সাধনা আমি করে যাচ্ছি—সমস্যা একটাই, মনের একাগ্রতাটা আসছে না। মন খুবই বিক্ষিপ্ত।

ও আচ্ছা।

লেভিটেশনের দিকে আমি অনেকটা এগিয়েছি। মাটি থেকে এক ইঞ্চির মতো উঠতে পারি।

ও আচ্ছা।

বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। পাঁচ-দশ সেকেন্ড পারি।

যুবক বিস্মিত চোখে তাকাল। তার বিস্মিত হবার কারণ আছে। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন আগ্রহশূন্য চোখে। তার ভাবভঙ্গিতে এটা স্পষ্ট যে—মানসিক ক্ষমতাধর যুবকটি বিদায় হলে তিনি খুশি হবেন। তিনি যুবকের শূন্যে ভাসা দেখতে চান না।

স্যার, আমি উঠি?

আচ্ছা।

আমার মেন্টাল ম্যাজিক মনে হয় আপনার ভালো লাগে নি?

মিসির আলি জবাব দিলেন না। মনসুর বলল, আমার ক্ষমতার ব্যাপারটা কেমন লেগেছে একটু কি বলবেন?

মিসির আলি বললেন, মোটামুটি লেগেছে।

যুবক চাপা গলায় বলল, মানুষের মনের ক্ষমতা অনুভবের ব্যাপার। মানসিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কখনোই পাওয়া যায় না। সেই প্রমাণ আমি দেখালাম তারপরেও আপনি বলছেন মোটামুটি?

হ্যাঁ তা বলছি।

আমি কি জানতে পারি এখন আপনি মোটামুটি না বলে বলবেন—চমৎকার?

মিসির আলি ছোট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। অপ্রীতিকর একটা কথা এখন তাঁকে বলতে হবে। বলতে না পারলেই তিনি খুশি হতেন। কিন্তু উপায় নেই। এই যুবক অপ্রীতিকর কথা বলতে তাঁকে বাধ্য করছে।

মনসুর।

জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি যদি সত্যি তোমার মানসিক ক্ষমতার কোনো প্রমাণ দেখাতে আমি খুশি হতাম। তুমি যা দেখিয়েছ তা হচ্ছে সাধারণ ম্যাজিকের কৌশল। সিগারেট টেবিলের উপর রেখেছ তারপর মাথা নিচু করে খুব সাবধানে ফুঁ দিয়েছ। তুমি যা দেখিয়েছ তা মানসিক ক্ষমতা না, ফুসফুসের ক্ষমতা।

মনসুর তাকিয়ে আছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন, তার চোখ ধক করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। মিসির আলি বললেন, আমি কি ভুল বলেছি?

না।

তুমি তা হলে ওঠো।

আপনার কি এখন কাজ আছে?

আমার এখন কোনো কাজ নেই। কাজ না থাকলেই আমি যে লোকজনের সঙ্গে গল্প করি তা না।

আপনি আমাকে বাসা থেকে বের করে দিচ্ছেন?

তা–ও না। আমি খুব ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করছি যে আমি এখন একা থাকতে চাচ্ছি।

আপনার ধারণা আমি একজন ফ্রড, ভাঁওতাবাজ?

তা–ও না। ম্যাজিশিয়ানরা ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে যে ধরনের কথা বলেন তুমিও তাই বলেছ, এতে দোষ ধরার কিছু নেই।

আমার কিন্তু সত্যি সত্যি মানসিক ক্ষমতা আছে। আজ দেখাতে পারলাম না। একদিন এসে দেখিয়ে যাব।

সত্যি ক্ষমতাটা আজ দেখালে তো তোমাকে দ্বিতীয়বার দেখাতে হতো না।

মনসুর চাপা গলায় বলল, সত্যি ক্ষমতা আমি কাউকে দেখাই না। দেখাতে চাইলেও দেখাতে পারি না। বিশেষ বিশেষ সময়ে এই ক্ষমতা আমার মধ্যে আসে। যদি কখনো আসে আপনাকে দেখাব।

ঠিক আছে।

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য এবং আপনার সঙ্গে যে মিথ্যা কথা বলেছি সে জন্য আমি দুঃখিত।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

মোটেই ঠিক নেই। সবই বেঠিক তবে আমি একদিন এসে সব ঠিক করে দিয়ে যাব।

যুবক মাটিতে ফেলে দেয়া তার আধ খাওয়া সিগারেট আবার হাতে নিয়ে ধরাল। তামাকের কটু গন্ধে মাথা ধরে যাবার মতো অবস্থা হল।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। কথাবার্তা পর্ব শেষ হয়েছে এই সিগন্যাল দেয়া হল। এরপরও মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন যুবক নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকবে না। তার সামান্য চক্ষুলজ্জা থাকলে সে চলে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার যাই?

মিসির আলি চোখ খুললেন না। মাথা নাড়লেন। মনসুর চলে যাচ্ছে, চোখ বন্ধ করেও তা বোঝা যাচ্ছে। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জুতার শব্দ। মনসুর স্যান্ডেল পরে আসে নি, জুতা পরে এসেছে। কী রকম জুতা, কালো না ব্রাউন? কত দিনের পুরোনো জুতা? জুতার ফিতাগুলো কীভাবে বেঁধেছে? জুতার ফিতা বাঁধা থেকে একজন মানুষের চরিত্র খানিকটা বলে দেয়া যায়। কেউ খুব শক্ত করে ফিতা বাঁধে। কারো ফিতা বাঁধায় ঢিলাঢালা ভাব থাকে। মিসির আলি লক্ষ করেন নি।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায়। তিনিও সম্ভবত বদলাচ্ছেন। আগের মতো খুঁটিয়ে কিছু লক্ষ করছেন না। মনসুর একটা চেকশার্ট পরে এসেছে। এটা মনে আছে। সাদা কাপড়ে নীল সবুজ চেক। শার্টের বুক পকেটে একটা ফাউন্টেন পেন ছিল। ফাউন্টেন পেনের কথা মনে আছে—কারণ আজকাল ফাউন্টেন পেন কেউ ব্যবহার করে না। ফাউন্টেন পেন কেন, বল পয়েন্ট কলমও কেউ সঙ্গে রাখে না। বল পয়েন্ট কলম যেখানে যাওয়া যাবে সেখানেই পাওয়া যাবে, কাজেই সঙ্গে রাখার দরকার কী।

একটা সময় ছিল যখন কলম, ঘড়ি, চশমা এই তিনটি জিনিসকে সাজগোছের অংশ ধরা হতো। ইস্ত্রি করা শার্টের পকেটে থাকবে কলম। চোখে জিরো পাওয়ারের চশমা, হাতে ঘড়ি। রেডিওতে যখন খবর পাঠ করা হবে তখন চট করে হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে নেয়াও কালচারের অঙ্গ ছিল। একে বলা হতো রেডিও টাইম। আজকাল কেউ বোধ হয় খবর শুনে ঘড়ির টাইম ঠিক করে না। রেডিও টাইম বলেও বোধ হয় কিছু নেই। রেডিওর পরে অনেক কিছু চলে এসেছে—টিভি টাইম, স্যাটেলাইট টাইম। আচ্ছা মনসুরের হাতে কি ঘড়ি ছিল? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। সম্ভবত ছিল না। থাকলে চোখে পড়ত। কিংবা হয়তো ছিল, তাঁর চোখে পড়ে নি। চোখে পড়ার ক্ষমতা কমে গেছে। বার্ধক্য গুণনাশিনী।

এই যুবকের মধ্যে বিশেষ কিছু কি আছে যা দিয়ে তাকে আলাদা করা যায়? Identification Mark, পাসপোর্টে যেমন লেখা থাকে, অবশ্যই আছে। থাকতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আলাদা। প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা। একজন মানুষের আঙুলের ছাপ পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোনো মানুষের সঙ্গে মিলবে না। গায়ের গন্ধ দিয়েও মানুষকে আলাদা করা যায়। প্রতিটি মানুষের গায়ের গন্ধ আলাদা। কুকুর মানুষকে তার চেহারা বা কাপড়-চোপড় দিয়ে চেনে না, চেনে গায়ের গন্ধ দিয়ে।

মিসির আলির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধর যুবক কি যাবার আগে তাঁকে হিপনোটাইজ করে গেছে? সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কখনো ঘুম আসে না। আজ কেন আসছে? মিসির আলি কয়েকবারই চেষ্টা করলেন ঘুমের ঘোর থেকে উঠে আসতে। পারলেন না। তাঁর চোখের পাতায় কেউ যেন আইকা গাম লাগিয়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমাচ্ছেন?

মিসির আলি চোখ মেললেন। বাড়িওয়ালার ভাগ্নি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা আজ শাড়ি পরেছে। শাড়িতে তাকে শুধু যে বড় লাগছে তাই না, সুন্দরও লাগছে। কিছুটা সাজগোছও করেছে। গোসল করে চুল বেঁধেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। গলায় সোনার চেইন চিকচিক করছে। দুই হাতে সোনার চুড়ি। পায়ের লাল স্যান্ডেল জোড়াও মনে হয় নতুন। চোখে কাজল দেয়ার জন্য হয়তো—চোখের দিকে তাকালে মায়া-মায়া ভাব হচ্ছে। চোখে কাজল পরলে মায়া ভাব আসে কেন? কালো রঙের সঙ্গে কি মায়া সম্পর্কিত?

তোমার কী খবর রেবু?

জ্বি ভালো। আপনি অসময়ে চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছিলেন কেন? শরীর খারাপ?

ঘুমাচ্ছিলাম না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম।

আমি কি বসব আপনার সামনের চেয়ারটায়?

বস।

আমি যে প্রায়ই এসে আপনাকে বিরক্ত করি আপনি বিরক্ত হন না তো?

না, আমি বিরক্ত হই না। তা ছাড়া তুমি প্রায়ই আস না তো। হঠাৎ হঠাৎ আস।

মেয়েটা মাথা দুলিয়ে বলল, আমি রোজই আসি। সব দিন আপনার সঙ্গে কথা বলি না। বারান্দা থেকে অ্যাবাউট টার্ন করে চলে যাই। আপনার কাছে আসি না। মামার কারণে আসি না। বারবার আপনার এখানে আসতে দেখলে মামা হয়তো অন্য কিছু ভেবে বসবে।

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, কী ভাববে?

রেবু শান্ত গলায় বলল, ভাববে আপনার সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে গেছে।

রেবু চেয়ারে বসল। মিসির আলি মেয়েটির কথায় হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলালেন। চেয়ারে বসার ভঙ্গি খুব ভালো করে লক্ষ করলেন। সব মানুষ একভাবে চেয়ারে বসে না। একেকজন একেকভাবে বসে। কেউ ধপ করে বসে পড়ে। কেউ বসে নরম ভঙ্গিতে। যেন চেয়ারে বসছে না, কারো কোলে বসছে।

রেবু বলল, আজ আমাকে খুব সুন্দর লাগছে না?

হুঁ, লাগছে।

আপনার ঘরে আলো কম তো, এই জন্য ঠিকমতো দেখতে পারছেন না। আজ আমাকে ফরসাও লাগছে।

ও, আচ্ছা!

আজ আমি এত সাজগোছ করেছি কেন, বলুন তো?

বলতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী আশ্চর্য, বলতে পারছেন না কেন? আমার মামার ধারণা আপনার অসম্ভব বুদ্ধি এবং আপনি সবকিছু বলতে পারেন। মামা কী বলে জানেন? মামা বলে, আপনি যে কোনো মানুষকে পাঁচ মিনিট চোখের দেখা দেখে বলে দিতে পারেন দু'দিন আগে দুপুরবেলা সে কোন তরকারি দিয়ে ভাত খেয়েছিল।

মিসির আলি হেসে ফেললেন। রেবুর মামা আজমল সাহেবের তাঁর প্রসঙ্গে উচ্চ ধারণার কথা মিসির আলি জানেন। সেই ধারণা এতটা উঁচুতে তা জানতেন না। মানুষ বাড়িয়ে কথা বলতে ভালবাসে। এই ভদ্রলোক অনেক বেশি ভালবাসেন।

রেবু পা দোলাতে দোলাতে বলল, বলুন তো, আজ দুপুরবেলা আমি কী দিয়ে ভাত খেয়েছি?

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, ইলিশ মাছ দিয়ে। কচুর লতিও রান্না হয়েছিল। তুমি কচুর লতি খাও নি?

রেবু হতভম্ব গলায় বলল, আশ্চর্য কী করে বললেন?

কী করে বললাম সেটা তো আমি বলব না।

প্লিজ বলুন! আমি আপনার পায়ে পড়ি। কথার কথা না। আমি কিন্তু সত্যি আপনার পায়ে ধরব। প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত ছাড়ব না। আমি পাগল টাইপ মেয়ে। যা বলি তা করে ফেলি।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আজ সকালে তোমার মামা যখন বাজার করে ফিরছিলেন তখন আমি বারান্দায় বসা। তোমার মামা বললেন, বাজারে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। মাছের মধ্যে শুধু ইলিশ। আমি দেখলাম বাজারের ব্যাগে দু'টা ইলিশ মাছ। আর কচুর লতি। তুমি একবার বলেছিলে তুমি কচুর লতি খাও না। তোমার গলা কুটকুট করে। কাজেই সব মিলিয়ে-ঝিলিয়ে বলেছি। আমার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই।

আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম—আপনার অনেক ক্ষমতা।

মিসির আলি হাসলেন। রেবু বলল, আজ আমি সাজগোছ করেছি কারণ হল—আজ বিকেলে আমাকে দেখতে আসার কথা ছিল। আমাকে বিয়ে দেবার খুব চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রায়ই লোকজন আমাকে দেখতে আসছে।

আজ যাদের দেখতে আসার কথা ছিল তারা দেখতে আসে নি?

উঁহু। খবর পাঠিয়েছে। একটা জরুরি কাজে আটকা পড়েছে বলে আসতে পারছে না, পরে এক সময় আসবে। আমার ধারণা এরা আর কোনোদিনই আসবে না।

এরকম ধারণা কেন?

বিয়ের কথাবার্তা হলে সবাই মেয়ে সম্পর্কে গোপনে খোঁজখবর করে। এরাও আমার সম্পর্কে খোঁজ করে ভয়ঙ্কর খবরটা জেনে ফেলেছে। আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর খবর আছে।

ভয়ঙ্কর খবরটা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবু খুব সহজভাবে বলল, আমার যখন ষোল বছর বয়স তখন আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এক বছরের মতো পাগল ছিলাম। জেনেশুনে কেউ কি আর পাগল বউ ঘরে আনবে?

এখন তো তুমি আর পাগল না?

এখনো পাগল, তবে খুব সামান্য। আচ্ছা আমি উঠি, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে তো, সন্ধ্যাবেলা আপনার ঘরে বসে থাকলে মামা খুব রাগ করবে। খারাপ কিছু ভাববে। খুব খারাপ কিছু। খুব খারাপ বলতে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি বুঝতে পারছেন তো? অবশ্যই বুঝতে পারছেন। আপনার যা বুদ্ধি!

আবার এস।

আপনাকে বলতে হবে না। আমি আসব। আপনি তো আর জানেন না। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব। আপনি যদি আমাকে রাত তিনটার সময় আসতে বলেন আমি আসব। যদিও জানি আপনি সেটা কখনো করবেন না।

মিসির আলি হতাশ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। রেবু ঠিকই বলেছে তার পাগলামি পুরোপুরি সারে নি। এখনো বেশ খানিকটা আছে।

রেবু বলল, আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে একটা লোক এসেছিল আপনার কাছে। সে কে?

তার নাম মনসুর।

লোকটা অনেকক্ষণ আপনার কাছে ছিল।

হুঁ

কে আপনার কাছে আসে, কখন আসে, কতক্ষণ থাকে—সব আমি খেয়াল রাখি।

ও আচ্ছা!

লোকটা কিন্তু ভালো না। আপনি ওকে আপনার কাছে আসতে নিষেধ করে দেবেন।

লোকটা ভালো না বুঝলে কী করে?

সে যখন চলে যাচ্ছিল তখন আমি দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকটা আমার দিকে তাকাল। খুব খারাপভাবে তাকিয়েছিল। আপনি অবশ্যই তাকে এখানে আসতে নিষেধ করে দেবেন।

আচ্ছা।

যদি দেখি সে আবারো আপনার কাছে এসেছে তাহলে আমি কিন্তু খুব রাগ করব। আজ যাই?

আচ্ছা।

আপনার জন্য কি চা বানিয়ে ফ্লাস্কে করে পাঠিয়ে দেব?

না, দরকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই দরকার আছে। সন্ধ্যাবেলা মানুষের চা খেতে ইচ্ছা করে না! আমি চা পাঠিয়ে দেব। ঘরে যদি কোনো খাবার থাকে তাও পাঠাব। মনে হয় নেই। মামাদের বাসায় বিকেলে নাশতা খাবার চল নেই। সন্ধ্যা মিলাতে না মিলাতে সবাই চা খেয়ে ফেলে। যাই হোক, আমি আপনার জন্য চা পাঠাচ্ছি।

আচ্ছা ঠিক আছে।

সুগার পটে আলাদা করে চিনি দিয়ে দেব। কষ্ট করে নিজে মিশিয়ে নেবেন। পারবেন না?

পারব।

রেবু চলে গেল। মিসির আলি মনে মনে হাসলেন। চা পাঠানোর কথা, নাশতা পাঠানোর কথা এই মেয়ে আগে অনেকবার বলেছে। চা-নাশতা কখনো আসে নি। আজো আসবে না।

মেয়েটি সম্পর্কে মিসির আলি তেমন কিছু জানেন না। সে চাঁদপুরে থাকে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে মামার কাছে বেড়াতে এসেছে। মামা মেয়েটির বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। রেবু সম্পর্কে এইটুকু তথ্য তাঁর কাছে আছে। আজ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি তথ্য। ষোল বছর বয়সে মেয়েটি পাগল হয়ে গিয়েছিল। খুবই ভয়াবহ তথ্য। ভয়াবহ কারণ পাগলামিকে এক ধরনের অসুখ বলা হলেও এই অসুখের জাত আলাদা। এই অসুখ মানুষের কনসেন্সকে আক্রমণ করে। কনসেন্স হচ্ছে মানুষের অস্তিত্ব। যে অসুখ অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দেয়; সেই অসুখ অসুখ না, অন্য কিছু।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মিসির আলি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা। যেন কোনো একটা জটিল হিসেব মিলছে না।

জটিল হিসেবের ব্যাপারটা আসছে কেন তাও বুঝতে পারছেন না। আজ সারা দিন তিনজন মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে—রেবুর মামা, মনসুর এবং রেবু। এরা এমন কিছু কি করেছে যা তিনি সারা দিন ধরতে পারেন নি—তাঁর অবচেতন মন ধরে ফেলেছে। এবং অবচেতন মন চেতন মনের কাছে একটু পরপর খবর পাঠাচ্ছে। অবচেতন মন খবর পাঠায় নানা ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে, ধাঁধার মাধ্যমে। সেই সব প্রতীক এবং রিডলস ডিকোড করার দায়িত্ব চেতন মনের। চেতন মন তা করতে পারছে না।

আচ্ছা, এক এক করে ধরা যাক। প্রথমে রেবুর মামা—আজমল সাহেব।

> আজমল হোসেন
>
> বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। রোগা। সামান্য হাঁপানির মতো আছে। জর্দা দিয়ে প্রচুর পান খান। ব্যবসায়ী মানুষ বাড়ি ভাড়া দেন। কর্মী টাইপ। সারা দিন কাজ করেন। রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়েন। ব্যবসায়ীদের কখনো সুনিদ্রা হয় না। তাঁর হয়। মোটামুটি রুটিনে বাঁধা জীবন। সপ্তাহে তিন দিন বাজার করেন। বুধ, শুক্র, রবি। রবিবারে আমিন বাজার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরুর মাংস কেনেন। বৃহস্পতিবার রাতটা ধর্ম-কর্মের জন্য আলাদা করা। সেদিন সন্ধ্যায় কাকরাইল মসজিদে যান মাগরেবের নামাজ পড়তে। নামাজ শেষ করে বাসায় ফিরে এসে তাঁর বাড়ির ছাদের ঘরে জিকির করেন। মিসির আলি এক বছর হল এ বাড়িতে সাবলেট থাকেন। এক বছর রুটিনের ব্যতিক্রম হতে দেখেন নি।

মনসুর নামে যুবকটির কথা ভাবা যাক। মনসুর কি তার আসল নাম? কেন জানি মনে হয় মনসুর তার আসল নাম না। 'কেন জানি মনে হচ্ছে' আবার কী? অকারণে মানুষের কিছু মনে হয় না। প্রতিটি মনে হবার পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকতে হবে। মনসুর যুবকটির আসল নাম না এটা মনে হবার কারণ কী? মনসুর শব্দটা সে অদ্ভুত ভালো উচ্চারণ করছে এইটা কি কারণ? সেই দুই সিলেবলেই বলে মন সুর। মনসুর যদি যুবকটির নাম হতো তা হলে সে এক সিলেবলেই উচ্চারণ করত। শব্দটির সঙ্গে সে খুব পরিচিত নয় বলেই...

যুক্তিটা মিসির আলির পছন্দ হচ্ছে না। ভাসা ভাসা যুক্তি। মনে হচ্ছে তিনি জলের উপর ওড়াউড়ি করছেন। জল স্পর্শ করতে পারছেন না।

২

রাত দশটা।

বাইরে ঝুম ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। মিসির আলি বাড়ির যে অংশে থাকেন তার বারান্দায় টিনের চালা। বৃষ্টির শব্দ সেই কারণেই স্পষ্ট। বাড়ির সঙ্গে কোনো বড় গাছ থাকলে গাছের পাতায় বৃষ্টি হতো। গাছের পাতায় পড়া বৃষ্টির শব্দও অদ্ভুত হয়। কিছুক্ষণ শুনলে নেশা ধরে যায়।

বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস হচ্ছে। বেশ ভালো বাতাস। বাতাসের জন্য বৃষ্টি পড়ার একটানা শব্দে হেরফের হচ্ছে। কখনো বাড়ছে, কখনো হঠাৎ করে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কনসার্ট শুনছেন।

দু'বার ইলেকট্রিসিটি যাই যাই করেও যায় নি। এখন তৃতীয় বারের মতো যাই যাই করছে। ভোল্টেজ নেমে গেছে। একশ পাওয়ারের বাল্ব থেকে দশ পাওয়ারের মতো আলো আসছে। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন বাল্বের দিকে। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ যেমন ওঠা-নামা করছে, বাল্বের আলোও ওঠা-নামা করছে। বাল্বের কাছেই পেটমোটা একটা টিকটিকি। সে শিকার ধরার চেষ্টা করছে। বাল্বের আলোর ওঠা-নামার কারণে তার মনে হয় বেশ অসুবিধা হচ্ছে। সে ঠিকমতো নিশানা করতে পারছে না। শিকার আটকাতে পারছে না। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গরা ঘ্রাণনির্ভর জীবনযাপন করে। আলোর ওঠা-নামায় টিকটিকির অসুবিধা হবে কেন? সে ভরসা করবে তার ঘ্রাণশক্তির উপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বাল্ব থেকে তার দৃষ্টি পুরোপুরি টিকটিকিটার উপর নিয়ে এলেন। বেশ উত্তেজনাময় দৃশ্য। টিকটিকিটা পোকা নিয়ে খেলছে না পোকা টিকটিকি নিয়ে খেলছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পোকাটা উড়তে পারে। তার উচিত উড়ে গিয়ে নিরাপদ কোনো জায়গায় গিয়ে বসা। সে তা করছে না। আলোর পাশেই ওড়াউড়ি করছে। সে কি জানে আলোর প্রতি এই তীব্র আকর্ষণের কারণেই তার মৃত্যু হবে! মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আলোর মায়া সে ত্যাগ করতে পারছে না।

মানুষ কীটপতঙ্গ নয় বলেই তার চিন্তাভাবনা অন্য রকম। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে অন্ধকারের মায়া ত্যাগ করতে পারে না। মানুষ কি ভালবাসে অন্ধকার! কীটপতঙ্গ আলো ভালবাসে।

মিসির আলির ভুরু কুঞ্চিত হল। তাঁর হঠাৎ করে কেন যেন মনে হল মানুষ অন্ধকার ভালবাসে। মানুষ আলোর সন্তান। সে সব সময় আলো ভালবেসেছে। অন্ধকার ভালবেসেছে এমন মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য।

বাল্বের পাশে পোকাটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। খাদক জয়লাভ করেছে খাদ্য পরাজিত। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করছেন। এরকম বৃষ্টি আরো ঘণ্টাখানেক হলে ঘরে পানি ঢুকে যাবে। নর্দমার দুর্গন্ধ পানি একসময় নেমে যাবে কিন্তু গন্ধ থেকে যাবে।

দরজায় খটখট শব্দ হচ্ছে। মিসির আলি 'কে?' বলে চিৎকার দিলেন না। কারণ দরজা কে খটখট করছে তিনি জানেন। বাড়িওয়ালা। এই ভদ্রলোক কড়া নাড়েন না—কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান দেন। কড়া খুলে আনতে চান। হ্যাঁচকা টান দিয়ে কড়া নাড়তে তিনি আগে কাউকে দেখেন নি।

মিসির আলি দরজা খুলে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী ব্যাপার?

আজমল সাহেব মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, আপনার টেলিফোন। খুব নাকি জরুরি। আসুন তো।

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। বাড়িওয়ালার টেলিফোন নাম্বার তিনি কাউকে দেন নি। তিনি নিজেই জানেন না, কাজেই নাম্বার অন্যকে দেয়ার প্রশ্ন আসে না। জরুরি টেলিফোন মানে অসুখবিসুখ। মিসির আলির পরিচিত এমন কেউ নেই যার অসুখে জরুরি ভিত্তিতে তাঁর খোঁজ পড়বে।

আজমল সাহেব বললেন, দেরি করছেন কেন, চলুন।

মিসির আলি বললেন, টেলিফোন ধরতে ইচ্ছা করছে না। তাদের বলুন আমি শুয়ে পড়েছি। মিথ্যা বলা হবে না। কারণ, আমি শুয়ে ছিলাম।

খুবই জরুরি কল। জরুরি না হলে ঝড়বৃষ্টির রাতে কেউ কল করে?

মিসির আলি অনিচ্ছার সঙ্গে পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। তখনই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। পাঞ্জাবি উল্টা হয়েছে। পকেট ভেতরের দিকে চলে গেছে। পাঞ্জাবি ঠিক করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আজমল সাহেব সাবধানী মানুষ ইলেকট্রিসিটি থাকা সত্ত্বেও তিন ব্যাটারির একটা টর্চ সাথে নিয়ে এসেছেন। টর্চটা এখন কাজে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল সাহেব বললেন, দরজায় তালা না দিয়েই রওনা হচ্ছেন। তালা দিন।

এখন তালা খুঁজে পাব না।

টর্চটা নিয়ে খুঁজে বের করুন। ঘর খোলা রেখে যাবেন নাকি?

অসুবিধা নেই।

অবশ্যই অসুবিধা আছে। আমি প্রায়ই লক্ষ করেছি দরজায় তালা না দিয়ে আপনি বাইরে যান। এটা ঠিক না। পাঞ্জাবিও দেখি উল্টা পরেছেন। পাঞ্জাবি ঠিক করে পরুন। মেয়েরা উল্টা শাড়ি পরলে নতুন শাড়ি পায়। ছেলেরা উল্টা কাপড় পরলে অসুখে পড়ে। এটা পরীক্ষিত সত্য।

আজমল সাহেবের বসার ঘরে টেলিফোন। সেখানেই বাড়ির মেয়েরা ভিসিআরে ছবি দেখছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। এদের জেনারেটরও নেই। তারপরেও টিভি-ভিসিআর চলছে কী করে! দর্শকরা মিসির আলির দিকে তাকাল। তিনি সংকুচিত বোধ করলেন। অকারণে এতগুলো মানুষের বিরক্তি তৈরি করা। টেলিফোন না ধরলেই হতো। টেলিফোন নিয়ে যে দূরে চলে যাবেন সে উপায় নেই। কথাবার্তা ভিসিআরের দর্শকদের সামনেই বলতে হবে।

হ্যালো।

মিসির আলি সাহেব কথা বলছেন?

জি।

আমাকে চিনতে পারছেন?

জি না।

গলার স্বরটা কি চেনা মনে হচ্ছে না?

আমি টেলিফোনে গলার স্বর চিনতে পারি না।

আপনাদের দিকে কি বৃষ্টি হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, মুষলধারে?

হ্যাঁ, মুষলধারে।

আপনাদের ওদিকে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে না আছে?

মিসির আলি জবাব দিলেন না। টেলিফোনে একজন পুরুষ কথা বলছে। সে তার গলার স্বর বদলানোর চেষ্টা করছে। গলা ভারী করে কথা বলছে। এটা কোনো জরুরি কল না। ন্যুইসেন্স কল। মানুষকে বিরক্ত করে আনন্দ পাওয়ার জন্য এ ধরনের টেলিফোন করা হয়। টেলিফোনের এক পর্যায়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা থাকে।

মিসির আলি সাহেব?

জি।

আমি আপনার খুবই পরিচিত একজন।

ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হচ্ছেন?

বিরক্ত হচ্ছি। আপনি অকারণে কথা বলে যাচ্ছেন। মূল কথাটা বলুন।

মূল কথা অবশ্যই বলব। কথাটা ভয়াবহ বলে সামান্য সময় নিচ্ছি। আচ্ছা আপনি কি অপরিচিত মানুষের কথা বিশ্বাস করেন?

কী বলতে চাচ্ছেন বলুন। আমি টেলিফোন রেখে দেব।

আমি টেলিফোন করেছি আপনাকে সাবধান করার জন্য। আপনি একটা ভয়ঙ্কর বাড়িতে বাস করছেন।

ও আচ্ছা।

রেবু নামের একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে না? অল্পবয়সী মেয়ে তার মামার বাসায় থাকতে এসেছে। এই মেয়ে একটা ভয়ঙ্কর মেয়ে।

কোন অর্থে?

সর্বঅর্থে। মেয়েটা খুনি।

ও।

আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?

মিসির আলি বললেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

প্রায় শেষ। মেয়েটা তার স্বামীকে আর তিন মাস বয়সী মেয়েকে খুন করেছে। পুলিশি মামলা হয়। অবশ্য মেয়েটা ছাড়া পায়। মেয়েটা তার মাকেও খুন করেছে। এখন যে বাড়িতে আছে সে বাড়ির কেউ না কেউ অবশ্যই খুন হবে। কিন্তু কেউ কিছু ধরতে পারবে না। আপনি এসব বিষয় নিয়ে কাজ করেন। আপনাকে এই কারণেই জানালাম।

আচ্ছা।

মেয়েটি যে তার স্বামী–সন্তানকে খুন করেছে সেটি নিয়ে কাগজে নিউজ হয়েছিল তার কাটিং আমি পোস্ট করে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়েছি। দুএকদিনের মধ্যে পাবেন। স্যার, আমার কথা কি আপনার কাছে মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে?

মানুষের কথা আমি চট করে বিশ্বাস করি না। আবার অবিশ্বাসও করি না।

স্যার, আপনি কি আমাকে এখনো চিনতে পারেন নি?

চিনতে পেরেছি। তুমি মনসুর।

জি। কে খুন হবে বলব স্যার?

মিসির আলি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। ভিসিআর দর্শকদের মধ্যে রেবু বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। মিসির আলির চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল। মেয়েটি তাকে চিনতে না পারার ভঙ্গি করছে। কিংবা এও হতে পারে খুব ভালো কোনো ছবি চলছে। মেয়েটা ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছে না। তার সমস্ত মনোযোগ টিভি পর্দায়। মানুষ একসঙ্গে দু'জায়গায় মনোযোগ দিতে পারে না। মেয়েটিকে ভয়াবহ খুনি বলে মনে হচ্ছে না। সহজ–সরল মুখ। যে ভঙ্গিতে বসে আছে তার মধ্যেও আরামদায়ক আলস্য আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। আজমল সাহেব বললেন, চা খেয়ে যান। চা দিতে বলেছি। রাতের খানা কি হয়েছে?

জি হয়েছে।

নিজেই রেঁধেছেন?

জি।

আপনার জন্য একটা কাজের মেয়ে আনতে বলেছি। ময়মনসিংহের দিকে আমার কর্মচারীরা যায়। ওদের বলেছি একজন আনতে। ময়মনসিংহের কাজের মেয়ে ভালো হয়।

তাই নাকি?

জি একেকটার জন্য একেক জায়গা। মাটিকাটা লেবারের জন্য ভালো ফরিদপুর। অফিসের পিয়ন-দারোয়ানের জন্য রংপুর। আর কাজের মেয়ের জন্য ময়মনসিংহ।

আমি এইভাবে কখনো বিবেচনা করি না।

টেলিফোনে কোনো দুঃসংবাদ পেয়েছেন নাকি?

জি না।

যেভাবে আপনাকে চেয়েছিল, ভাবলাম দুঃসংবাদ।

মিসির আলি চা খেলেন। পান খেলেন। পানে প্রচুর জর্দা ছিল বলে মাথা ঘুরতে লাগল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই সাহেব আজ যাই।

আজমল সাহেব বললেন, যাই-যাই করছেন কেন? ইলেকট্রিসিটি আসুক তারপর যাবেন। বসেন ছবি দেখেন। নতুন ইউপিএস লাগিয়েছি। কারেন্ট চলে গেলে দুই-তিন ঘণ্টা টিভি চলে, ফ্যান ঘোরে। সায়েন্স ধাঁই-ধাঁই করে কোথায় যে চলে যাচ্ছে! পয়সা খরচ করে ইউপিএস লাগিয়ে ভালো করেছি না?

জি, ভালো।

পয়সা থাকলে সবই করা যায়। আমার এক বন্ধু গাজীপুর জঙ্গলে বাড়ি বানিয়েছে। সেখানেও সে সোলার এনার্জির ব্যবস্থা করেছে। সূর্যের আলো থেকে সোলার প্যানেল দিয়ে ইলেকট্রিসিটি।

তাই নাকি?

আপনাকে একদিন নিয়ে যাব, অবশ্য আপনাকে কোথাও যেতে দেখি না। যখনই দেখি—হাতে বই। এত পড়লে চোখের তো বারোটা বেজে যাবে। চোখের ক্ষতি যখন হয়েছে, আরেকটু হোক। আসুন ছবি দেখি।

মাঝখান থেকে দেখলে কি ভালো লাগবে?

হিন্দি ছবি যে কোনো জায়গা থেকে দেখা যায়। হিন্দি ছবির আগা-মাথা বলে কিছু নেই।

মিসির আলিকে ছবি দেখতে হল। মনে হচ্ছে ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ক কাহিনী। দুই ভাইয়ের একজন পুলিশ অফিসার, অন্যজন দুর্ধর্ষ খুনি। তবে খুনি হলেও সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজসেবক। দুষ্ট লোকের যম। পুলিশ ভাই ধরতে চেষ্টা করছে দুর্ধর্ষ ভাইকে। এদিকে আবার একই মেয়ে দুই ভাইকে ভালবাসে। কাউকে বেশি বা কাউকে কম না। দু'জনকেই সমান সমান। দু'জনকেই সে বিয়ে করতে চায়।

আজমল সাহেব বললেন, গল্পটা কোনো সমস্যাই না। দুই ভাইয়ের একজন মারা যাবে। যে বেঁচে থাকবে মেয়েটার বিয়ে হবে তার সঙ্গে। সবই ফর্মুলা।

মিসির আলি এখন আগ্রহ নিয়েই ছবি দেখছেন—ফর্মুলা ব্যাপারটা সত্যি কি না জানতে চান। 'সবই ফর্মুলা' এই বাক্যটি তাঁর পছন্দ হয়েছে। আসলে তো সবই ফর্মুলা। পৃথিবী ফর্মুলা মতো তার উপর ঘুরছে। ফর্মুলা মতোই আসছে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত। তরুণ-তরুণী বিয়ে করছে। ফর্মুলা মতো তাদের ঘরে সন্তান আসছে। সবই ফর্মুলা।

মিসির আলি সাহেব!

জ্বি।

আপনার ঘরে তো টিভি-ভিসিআর কিছুই নাই। ছবি যখন দেখতে ইচ্ছা করবে চলে আসবেন।

জ্বি আচ্ছা।

আপনাকে আমি পরিবারের একজন বলে মনে করি। আপনি একা একা থাকেন, খুবই মায়া লাগে।

মিসির আলি ছবির দিকে মন দিতে পারছেন না। বাড়িওয়ালা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছেন। তবে এ বাড়ির অন্যদের তাতে অসুবিধা হচ্ছে না। তারা আজমল সাহেবের ধারাবাহিক কথা বলার মধ্যেও ছবি দেখতে অভ্যস্ত।

মিসির আলি সাহেব!

জ্বি।

বিয়ে-শাদির কথা কি কিছু ভাবছেন? পুরুষ মানুষ যে কোনো বয়সে বিবাহ করতে পারে। হাসান-হোসেনকে মারল যে ইয়াজিদ তার পিতা আশি বছর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। বিষাদসিন্ধুতে পড়েছি। মারাত্মক বই। বিষাদসিন্ধু পড়েছেন?

জ্বি।

কত বার পড়েছেন?

একবারই পড়েছি।

আমি সময় পেলেই পড়ি। প্রথম পড়েছিলাম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকার সময়, শেষ পড়েছি গত রমজানে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো বই। ঠিক কি না বলুন তো?

মিসির আলি কিছু বলার আগেই রেবু বলল, মামা চুপ করো তো। তোমার কথার যন্ত্রণায় উনি ছবিটা ঠিকমতো দেখতে পারছেন না। মানুষ এত কথা বলতে পারে, উফ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্নির কথায় আজমল সাহেব রাগ করলেন না। বরং খুশি খুশি গলায় বললেন, রেবু, ইয়াজিদের বাবার নাম তোর মনে আছে? তুই তো বিষাদসিন্ধু পড়েছিস।

ইয়াজিদের বাবার নাম মোয়াবিয়া।

ও আচ্ছা মোয়াবিয়া, এখন মনে পড়েছে।

মামা চুপ করে থাক। ছবি এখন শেষের দিকে চলে এসেছে। হাই টেনশন।

আজমল সাহেব চুপ করলেন। মিসির আলি গভীর মনোযোগে ছবি দেখছেন। আজমল সাহেবের কথাই সত্যি হয়েছে। খুনি-ভাই পুলিশ-ভাইয়ের হাতে মারা গিয়েছে। শেষ দৃশ্যে পুলিশ-ভাইয়ের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী খুনি-ভাইয়ের বিশাল একটা অয়েল পেইনটিংয়ের সামনে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের চোখেই পানি। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে অয়েল পেইনটিংয়ের চোখেও অশ্রু টলমল করছে।

দর্শকদের মধ্যে রেবুর চোখেও পানি। শুধু আজমল সাহেবের মুখভর্তি হাসি। তিনি মিসির আলির দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, বলেছিলাম না ফর্মুলা মতো কাহিনী শেষ হবে!

মিসির আলি বললেন, তাই দেখলাম। আজ উঠি।

ছাতা নিয়ে যান। বাইরে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে।

মিসির আলি ছাতা হাতে নিলেন। আজমল সাহেব বললেন, কাজের ছেলেটাকে পাঠাচ্ছি। তার হাতে ছাতাটা দিয়ে দেবেন। আপনি যে মানুষ, দেখা যাবে ঘরের বাইরে ছাতা রেখে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ভালো কথা, আগামী বিষ্যুদবার রাতটা ফ্রি রাখবেন। আমার পীর ভাই আসবেন। হালকা-জিকির হবে। দোয়া করা হবে। পীর ভাই কোরানে হাফেজ। তাঁর ক্ষমতা মারাত্মক।

কী ক্ষমতা?

বাতেনি ক্ষমতা। এইসব আপনারা বুঝবেন না। সায়েন্স দিয়ে এই জিনিস বোঝা যায় না। পীর ভাইকে আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। ঠিক আছে?

মিসির আলি নিজের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনটা ঘটনা ঘটল।। বৃষ্টি থেমে গেল, ইলেকট্রিসিটি চলে এল এবং মিসির আলির ভয় করতে লাগল। তাঁর মনে হল, কেউ একজন বাড়িতে হাঁটাহাঁটি করছে। এরকম মনে করার কোনোই কারণ নেই। যদি ঘর অন্ধকার থাকত তা হলে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেত। ঘরে আলো আছে। মিসির আলি যে দুর্বল মনের মানুষ তাও না। অশরীরী কোনো কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস নেই। তা হলে ভয়টা তিনি পাচ্ছেন কেন?

রান্নাঘরে খুটখাট খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কেউ কি আছে রান্নাঘরে? রান্নাঘরে বাতি জ্বলছে না। অশরীরী কেউ অন্ধকারে রান্নাবান্না করছে নাকি? মিসির আলি রান্নাঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকলেন। বাতি জ্বালালেন। কেউ নেই। তিনি বাতি জ্বালিয়ে রেখেই শোবার ঘরে ঢুকলেন। মনে হচ্ছে আজ রাতে ঘুম আসবে না। ঘুম যখন আসবেই না শুধু শুধু বিছানায় গড়াগড়ি করার কোনো অর্থ হয় না। তার চেয়ে বিছানায় পা তুলে বসে জটিল কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যায়।

চিন্তা করার মতো জটিল বিষয় এই মুহূর্তে তাঁর কাছে আছে। একটু আগে যে ছবিটা দেখেছেন সেই ছবির একটা বিষয়ে বড় ধরনের খটকা তাঁর মনে তৈরি হয়েছে। ছবির গুণ্ডা-ভাইটা যখন গুলি খেল তখন তিনি দেখেছেন গুণ্ডাটার হাওয়াই শার্টের তিন নম্বর বোতামটা নেই। অথচ গুণ্ডাটা যখন তার প্রেমিকার কোলে মাথা রেখে মারা যাচ্ছে তখন দেখা গেল তিন নাম্বার বোতামটা ঠিকই আছে। এটা কী করে সম্ভব? গুলি খাওয়া গুণ্ডাটার সেবা না করে প্রেমিকা মেয়েটি কি শার্টের বোতাম লাগিয়েছে? খুবই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে যদি এমন কোনো লোকজ বিশ্বাস থাকে যে মৃত্যুপথযাত্রীর শার্টের বোতাম না থাকা অলক্ষণ, তা হলে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করা যায়। মেয়েটা অলক্ষণের কথা বিবেচনা করে কোনো এক ফাঁকে শার্টে বোতাম লাগিয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রীদের নিয়ে অনেক কুসংস্কার কাজ করে। যেমন মৃত্যুপথযাত্রীর ঘরে কোনো পাখি ঢুকে পড়া বিরাট অলক্ষণ। গ্লাস থেকে পানি পড়ে যাওয়া অলক্ষণ। জুতা বা স্যান্ডেল উল্টে যাওয়া অলক্ষণ। শার্টের বোতাম না থাকাও হয়তো অলক্ষণ।

মিসির আলি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

AMARBOI.COM

৩

মেয়ের নাম আঁখিতারা।

নেত্রকোনার অতি অজপাড়াগাঁর মেয়ের জন্য খুবই আধুনিক নাম। বয়স দশ থেকে এগারো। শশকের মতো ভীত চোখ। মিসির আলি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তার কাছে মনে হল মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার'-এর মেয়েটির চেয়েও অসহায়। 'পোস্টমাস্টার'-এর মেয়ে ছিল নিজের গ্রামে। এই মেয়েটি হঠাৎ উঠে এসেছে অতি আধুনিক এক শহরে। আজমল সাহেব মিসির আলির ঘরের ফুটফরমাশ করার জন্য তাকে আনিয়েছেন।

মেয়েটির ভয় কাটানো দরকার। এমন কী তাকে বলা দরকার যা শোনামাত্র তার ভয় কেটে যায়। এই ঘর তার নিজের ঘর বলে মনে হতে থাকে। মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় লাগছে গো মা?

মেয়েটি সামান্য চমকাল। মিসির আলি তার চোখ দেখেই বুঝলেন মেয়েটির প্রাথমিক ভয় কেটে গেছে। মিসির আলি বললেন, আঁখিতারা, শোনো, তোমার যখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছা করবে আমি তখনই তোমাকে পাঠিয়ে দেব। এখন কি তোমার বাবা–মার কাছে চলে যেতে ইচ্ছা করছে?

আঁখিতারা হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়ল।

মিসির আলি বললেন, আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেব। আজমল সাহেবকে বলে এর মধ্যে একজন কাউকে জোগাড় করব যে তোমাকে দেশের বাড়িতে দিয়ে আসবে। কেউ মনে কষ্ট নিয়ে আমার সামনে হাঁটাহাঁটি করলে আমার ভালো লাগে না। আঁখিতারা, তুমি কি ডাল–ভাত এইসব রাঁধতে পার?

পারি।

আমার খুবই খিদে লেগেছে। গ্যাসের চুলা কীভাবে ধরায় তোমাকে দেখিয়ে দেই। তুমি আমাদের দু'জনের জন্য ডাল–ভাত রান্না করে ফেল।

আঁখিতারা হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করল।

ডিম রান্না করতে পার?

পারি।

একসেলেন্ট, ঘরে ডিম আছে। ডিমের ঝোল রান্না কর। আজ সকাল থেকে কেন জানি ডিমের ঝোল খেতে ইচ্ছা করছে।

মেয়েটি তার ছোট্ট পুঁটলি এক পাশে রেখে রান্না শুরু করল। মিসির আলি লক্ষ করলেন মেয়েটির চোখ চাপা আগ্রহে চকচক করছে। তার মুখ থেকে শঙ্কার ভাব অনেকটাই চলে গেছে। বেচারির বোধহয় খুব খিদে লেগেছে। রান্নার আগ্রহটা সেই কারণে।

দুপুরে মিসির আলি তাকে নিয়ে খেতে বসলেন। বেগুন দিয়ে ডিমের ঝোল রান্না হয়েছে। তরকারির রঙ দেখে মনে হচ্ছে খেতে ভালো হয়েছে। আঁখিতারা একটা মাত্র ডিম রান্না করেছে। মিসির আলি বললেন, ডিম একটা কেন?

আঁখিতারা ভয়ে ভয়ে বলল, আপনার জন্য রানছি।

তুমি ডিম খাও না?

আঁখিতারা নিচু গলায় বলল, খাই।

মিসির আলি ডিমটা সমান করে দু'ভাগ করে একটি ভাগ মেয়েটির থালায় তুলে দিলেন। এবং গভীর বেদনায় লক্ষ করলেন মেয়েটির চোখে পানি এসে গেছে। বোধ হয় বেচারিকে কেউ কোনো দিন আদর করে পাতে কিছু তুলে দেয় নি।

আঁখিতারা, তোমার রান্না খুব ভালো হয়েছে। তুমি আরাম করে খাও। খেয়ে বিশ্রাম কর। সন্ধ্যাবেলা আমি তোমাকে তোমার দেশে পাঠিয়ে দেব। মেয়েটি হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়ল।

দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা মিসির আলির অনেক দিনের অভ্যাস। আগে ঘুমাতেন না। ইদানীং ঘুম এসে যায়। ঘুম ভাঙার পর খুবই অস্বস্তি লাগে। কিছুদিন থেকে তিনি চেষ্টা করছেন দুপুরে না ঘুমাতে। এই সময় জটিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের কিছু বই নিয়ে বসেন। বইয়ের জটিলতার ভেতর একবার ঢুকে পড়লে ঘুম কেটে যায়। ঘুম কাটানোর ওষুধ হিসেবে সায়েন্স অ্যান্ড প্যারাডক্স বইটা খুব কাজ করছে। আজো তাই করেছেন। তবে আজ সায়েন্স অ্যান্ড প্যারাডক্স বইটির সঙ্গে কুরিয়ার সার্ভিসে আসা মফস্বলের একটা পত্রিকাও আছে। প্রেরকের নাম—মনসুর। মেন্টাল ম্যাজিকের যুবক। মিসির আলি ঠিক করেছেন বিজ্ঞানের বই পড়ার পর ঘুম যখন পুরোপুরি কাটবে তখন পত্রিকা নেড়েচেড়ে দেখবেন।

আপনার মাথায় তেল দিয়া দিব?

মিসির আলি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। আঁখিতারা সংকুচিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, লাগবে না। আমি মাথায় তেল দেই না।

আঁখিতারা বলল, আমি যাব না। আমি আপনার সঙ্গে থাকব।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

আমি কোন ঘরে থাকব?

মিসির আলি আঙুল দিয়ে ঘর দেখিয়ে দিলেন। আঁখিতারা বলল, আপনারে আমি কী ডাকব?

তোমার যা ডাকতে ইচ্ছা করে ডাকবে। কোনো অসুবিধা নেই।

বড় বাবা ডাকি?

এত কিছু থাকতে বড় বাবা ডাকতে চাও কেন? মেয়েটা জবাব দিল না। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে নকশা করতে লাগল। মিসির আলি বললেন, বড় বাবা ডাকটা খারাপ না; ডাকো, বড় বাবা ডাকো।

আঁখিতারা সামনে থেকে চলে গেল। মিসির আলি কুরিয়ার সার্ভিসে আসা প্যাকেট খুললেন। মফস্বল পত্রিকা। পত্রিকার নাম সোনার বাংলা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা অনিয়মিত পাক্ষিক। পত্রিকার মালিকই যেখানে ঘোষণা করেন অনিয়মিত তখন বোঝা যায় এই পাক্ষিক হঠাৎ হঠাৎ বের হয়। ছয় পাতার পত্রিকার তিন পাতাই সাহিত্যে নিবেদন। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা। এক পাতা সিনেমা সংক্রান্ত—হলিউড-বিচিত্রা, ঢালিউড-বিচিত্রা। পাতাটি সচিত্র। নায়ক-নায়িকাদের ছবি আছে। কোনো ছবি দেখেই বোঝার উপায় নেই ছবিটা কার। পত্রিকার প্রথম পাতার লিড নিউজ—

স্বামী-পুত্র হন্তারক স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রাবেয়া খন্দকার ওরফে রেবু হিংসার বশবর্তী হয়ে স্বামী-পুত্রকে হত্যা করেছে। হিংসার কারণ রেবুর স্বামীর আপন চাচির সঙ্গে অবৈধ প্রেম। নিজস্ব সংবাদদাতা অবৈধ প্রেমের অংশটি যত্ন করে লিখেছেন। ভাতিজা নিশিরাতে চাচির সঙ্গে কোথায় কোথায় মিলিত হতেন তার বিবরণ আছে। দীর্ঘ দুই কলামের সংবাদ। সংবাদের শেষে লেখা : 'আগামী সংখ্যায় চাচি-ভাতিজার অবৈধ প্রণয় বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে লেখা হইবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয় পাতার পুরো কাগজটা মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে পড়লেন। সাহিত্য অংশও বাদ দিলেন না। চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়ার লেখা ছোটগল্প পড়লেন। একটি রম্যরচনা পড়লেন। লেখক সেখানে ছদ্মনাম নিয়েছেন চৌখামি। এই চৌখামি যে চৌধুরী খালেকুজ্জামান সেটা বোঝা যাচ্ছে। ইনিই পত্রিকার সম্পাদক এবং মুদ্রাকর।

সোনার বাংলা পত্রিকার সঙ্গে একটি হাতে লেখা চিঠিও আছে। চিঠিটি লিখেছে মনসুর।

পরম শ্রদ্ধাভাজন

জনাব মিসির আলি।

সোনার বাংলা পত্রিকাটা পাঠালাম। রেবুর খবরটা প্রথম পাতায় আছে। আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন রাবেয়া খোন্দকারই রেবু।

মেয়েটি অতি ভয়ানক। আপনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে। আমি ভয় পাচ্ছি সে আপনার কোনো ক্ষতি না করে ফেলে।

আমি আপনাকে অত্যন্ত পছন্দ করি। মানুষকে বেশি পছন্দ করা ঠিক না। হয়তোবা বেশি পছন্দের কারণেই আপনার সঙ্গে কখনো আমার সম্পর্ক হবে না। আপনাকে সাবধান করতে চাচ্ছি। সাবধান হোন।

ঐদিন মেন্টাল ম্যাজিকের নাম করে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেছি।

এই ক্ষমতা আমার সত্যি সত্যি আছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে সেটা বোঝা যায়। যদি কখনো বিশেষ সময় এসে উপস্থিত হয় আপনাকে ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যাব। তখন হয়তোবা আপনি আমার আগের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

ইতি

মনসুর

AMARBOI.COM

চিঠিতে তারিখ নেই। ঠিকানা নেই। কোনো বানান ভুল নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই চিঠি আগে একবার ড্রাফট করা হয়েছে, তারপর সেই ড্রাফট দেখে দেখে কপি করা হয়েছে। সরাসরি লেখা চিঠি এবং কপি করা চিঠি সহজেই বোঝা যায়। কপি করার সময় মূল চিঠি পড়তে হয়। একটি লাইন পড়ে শেষ করে লেখায় আসতে হয়। যে কারণেই ড্রাফট করা চিঠির প্রতি লাইনের শুরুর শব্দটা লেখা হয় সাবধানে।

মিসির আলি ভুরু কুঁচকালেন। মনসুর নামের ছেলেটা ড্রাফট করার পর তাঁকে চিঠি লিখছে নাকি সরাসরি লিখছে এটা কোনোই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। তাকে নিয়ে গবেষণা করার মতো কিছু ঘটে নি। তবুও তার বিষয়ে জানা তথ্যগুলো মাথার ভিতরে সাজিয়ে রাখতে দোষ নেই।

নাম : মনসুর (নকল নাম হওয়ার সম্ভাবনা!)

স্বভাব : ???

স্বভাব সম্পর্কে এখনো পরিষ্কার কোনো ধারণা তৈরি হয় নি। সময় লাগবে। অনেক সময় লাগবে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। পাশের ঘর থেকে খুটখুট শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে। আঁখিতারা নামের মেয়েটা হয়তো নিজের ঘর গুছাচ্ছে। ঝাড়ুর শব্দও পাওয়া গেল। মনসুর প্রসঙ্গ থাক। মেয়েটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবা যাক। মেয়েটা কেমন, কোন ধরনের পরিবার থেকে এসেছে—এইসব। পরে মিলিয়ে দেখা যাবে তাঁর অনুমান কতটুকু শুদ্ধ। এটা এক ধরনের খেলা। মানুষ দুটা সময়ে খেলতে পছন্দ করে। শৈশবে এবং বৃদ্ধ বয়সে। শৈশবে খেলার সঙ্গী জুটে যায়। বৃদ্ধ বয়সে কাউকে পাওয়া যায় না। তখন খেলতে হয় নিজের মনের সঙ্গে।

আঁখিতারার বিষয়ে মিসির আলি অনুমান করতে শুরু করলেন—

১. মেয়েটা দুঃখী।

(এই বিষয়টা অনুমান করতে চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হয় না। যে মেয়ে গ্রাম থেকে শহরে কাজ করতে এসেছে সে দুঃখী হবেই।)

২. মেয়েটির বাবা নেই।

(এই অনুমানও সহজ অনুমান। বাবা জীবিত অবস্থায় এমন ফুটফুটে একটা মেয়েকে শহরে কাজ করতে পাঠাবেন না।)

৩. মেয়েটি তার নিজের সংসারে বাস করে না। আশ্রিত।

(একমাত্র আশ্রিতরাই সামান্য আদরে অভিভূত হয়। তিনি অর্ধেকটা ডিম তার পাতে তুলে দিয়েছেন। এতেই তার চোখে পানি এসে গেছে। যে মেয়ে নিজের সংসারে থাকে সে আদর পেয়ে অভ্যস্ত।)

মিসির আলির চিন্তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আঁখিতারা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ঠিক আগের মতো করেই বলল, মাথায় তেল দিয়া দেই?

মিসির আলি বললেন, তোমাকে তো আমি একবার বলেছি আমি মাথায় তেল দেই না।

মেয়েটি তারপরেও মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। সে মনে হয় মাথায় তেল দিয়েই ছাড়বে। গ্রামের বাচ্চা একটা মেয়ের তুলনায় জেদ তো ভালোই আছে।

মিসির আলি বললেন, আঁখিতারা, শোনো। তুমি কি তোমার বড় বাবার মাথায় রোজ তেল দিয়ে দিতে?

মেয়েটি খুবই বিস্মিত হল। অবাক হয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে রইল।

মিসির আলি বললেন, কীভাবে বললাম জানো? তুমি আমাকে বড় বাবা ডাকছ। আমার মাথায় তেল দিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। খুব সহজ অনুমান। আচ্ছা, শোনো, তোমার বাবা কি মারা গেছেন না বেঁচে আছেন?

বাঁইচা আছেন।

তুমি কি তোমার বাবার সঙ্গে থাক?

হুঁ।

তোমার সঙ্গে আর কে থাকে?

আমরা তিন ভইন আর বড় বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, যাও, তেল নিয়ে এসে তেল দাও। কী তেল দেবে? ঘরে তো সয়াবিন তেল ছাড়া কোনো তেল নেই। সয়াবিন তেল কি মাথায় দেয়া যায়?

নারিকেল তেল দিমু। আমি সাথে কইরা আনছি।

তুমি তো দেখি খুবই গোছানো মেয়ে!

মিসির আলির মেজাজ সামান্য খারাপ হয়েছে। মেয়েটির ব্যাপারে তাঁর বেশিরভাগ অনুমানই ঠিক হয় নি। কেমন কথা? তিনি কি আগের মতো চিন্তা করতে পারছেন না? বৃদ্ধ বয়সের স্থবিরতা তাঁকে গ্রাস করছে? এগিয়ে আসছে মহাশক্তিধর জরা?

মাথায় তেল দেওয়ার ব্যাপারটা এত আরামদায়ক তা তিনি জানতেন না। শারীরিক আরাম পেয়ে তাঁর অভ্যাস নেই। কেউ একজন আরাম দিচ্ছে। আরাম নিতে অস্বস্তি লাগছে। সেই অস্বস্তিটা কাটাতে পারছেন না। কিন্তু আরামটা অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। আঁখিতারা মাথায় তেল দিতে দিতে টুকটুক করে কথা বলছে। কথাগুলো যে পরিষ্কার কানে আসছে তা না। তিনি কিছু শুনছেন। কিছু শুনছেন না। মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ করে যাচ্ছেন। কথার পিঠে কথা বলছেন। তাকে কথা না বললেও চলত। আঁখিতারা মিসির আলির জন্য অপেক্ষা করছে না। নিজের মনেই কথা বলছে।

আমার বাপজান বাদাইম্যা।

বাদাইম্যাটা কী?

ঘর থাইক্যা চইল্যা যায়, ফিরে না। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস পরে ফিরে। চাইর–পাঁচ দিন থাকে, আবার চইল্যা যায়।

সংসার চলে কীভাবে?

চলে না। মা চিঁড়া কুটে, মুড়ি ভাজে, মুড়ি–লাড্ডু বানায়। আমি লুচি–লাড্ডু বানাইতে পারি। আমাকে ভেলিগুড় আইন্যা দিয়েন।

ভেলিগুড়টা কী?

ভেলিগুড় চিনেন না?

না।

কুষার থাইক্যা হয়। কুষার চিনেন?

না।

ইক্ষু চিনেন?

হুঁ। এখন বুঝেছি। আখের গুড়।

আমরা চাইর ভইনের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর যে জন তার নাম নয়নতারা। আমার বড়। তিন বছরের বড়।

তোমাদের সব বোনের নামের শেষেই তারা আছে নাকি?

হুঁ। আমার পরেরটার নাম স্বর্ণতারা, তার পরের জনের নাম লজ্জাতারা। তোমরা দেখি তারা–পরিবার। ভাই হলে কী নাম হতো?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপজান সেইটাও ঠিক কইরা রাখছে। ভাই হইলে নাম হইত তারা মিয়া। হি হি হি...

আঁখিতারার হাসির মধ্যেই মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেও তাঁর চেতনার কিছু অংশ কাজ করতে লাগল। তিনি স্বপ্নে দেখছেন নৌকায় করে কোথাও যেন যাচ্ছেন। নৌকা খুব দুলছে। নৌকায় কোনো মাঝি নেই। অথচ নৌকা ঠিকই যাচ্ছে। স্বপ্নের ভেতরেও তিনি চিন্তিত বোধ করছেন। মাঝি নেই, নৌকা চলছে কীভাবে? স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছে? নাকি নৌকায় পাল আছে? পালের নৌকার তো এত দ্রুত যাওয়ার কথা না। নাকি এটা ইনজিনের নৌকা? ইনজিনের নৌকা হলে ভটভট আওয়াজ আসত। কোনো আওয়াজ নেই। শুধুই ঝড়ের শব্দ।

মিসির আলির ঘুম ভাঙল ঠিক সন্ধ্যায়। দুপুরে এত লম্বা ঘুম তিনি এর আগে ঘুমান নি। অসময়ের লম্বা ঘুম শরীর আউলে ফেলে, মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হয়। তাঁর হচ্ছে। মাথার এই যন্ত্রণা কমানোর জন্য আবার ঘুমিয়ে পড়তে হয়। ঘুমের যন্ত্রণা ঘুম দিয়ে সারানো।

রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। আঁখিতারা মনে হয় রান্নাবান্নায় লেগে গেছে। তাকে কয়েকটা জিনিস শেখাতে হবে। চা বানানো। নানা রকম চা। শুধু চা, লিকার চা, আদা চা, মশলা চা, ঠাণ্ডা চা।

রাত ন'টার দিকে বাড়িওয়ালা আজমল সাহেব বেড়াতে এলেন। তাঁর আসার প্রধান উদ্দেশ্য আঁখিতারা কাজকর্ম কেমন করছে খোঁজ নেওয়া। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কাজের মেয়ে রাখতে হয় মারের ওপর। সকালে একটা থাপ্পড় দেবেন, সারা দিন ভালো থাকবে। মাগরেবের নামাজের পর আবার থাপ্পড়, রাতটা আরামে কাটবে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটা ভালো, থাপ্পড় দিতে হবে বলে মনে হয় না।

আজমল সাহেব বললেন, গ্রামের পিচকা মেয়ে কখনো ভালো হয় না। মায়ের পেট থেকে এরা যখন বের হয় তাদের ভালো জিনিস সব মায়ের পেটে রেখে দিয়ে বের হয়। রান্নাবান্না কিছু জানে?

মনে হয় জানে।

রেবুর কাছে পাঠিয়ে দেবেন? দু-একটা আইটেম শিখিয়ে দেবে।

রেবু রান্না জানে?

খুব ভালো রান্না জানে। তার হাতে চিতলের পেটি খেলে বাকি জীবন মনে থাকবে।

মিসির আলি বললেন, রেবুর ভালো নাম কি রাবেয়া?

আজমল সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ভালো নাম রাবেয়া হবে কোন দুঃখে। ভালো নাম শেফালী। রেবু কি বলেছে তার ভালো নাম রাবেয়া?

না।

বলতেও পারে। মাথা ঠিক নাই। কখন কী বলে নিজেও জানে না। আপনাকে বলে নাই তো তার বিবাহ হয়েছে? স্বামী তালাক দিয়ে চলে গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি না, এরকম কিছু বলে নাই।

আজমল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, পাগলামি এমন এক অসুখ একবার হয়ে গেলে কখনো পুরোপুরি সারে না। অসুখের বীজ থেকেই যায়। ঠিকমতো আলো-হাওয়া পেলে বীজ থেকে গাছ হয়ে যায়? ঠিক বলেছি না ভাই সাহেব।

মিসির আলি কিছু বললেন না। আজমল সাহেব হতাশ গলায় বললেন, গত বৃহস্পতিবার সে তার মামির সঙ্গে আপনাকে নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলেছে।

মিসির আলি বললেন, কী বলেছে?

বলেছে, আপনি নাকি তাকে বলেছেন, দু'দিন পরপর তোমাকে দেখার জন্য পাত্রপক্ষের লোকজন আসে। পছন্দ হয় না বলে ফিরত যায়। এত ঝামেলার দরকার কী? আমাকে বিয়ে করে ফেল। তার মামি আবার তার কথা বিশ্বাসও করে ফেলেছে। মেয়েরা এই জাতীয় কথা দ্রুত বিশ্বাস করে। আমার কানে যখন কথাটা আসল আমি রেবুকে ডেকে কষে এক চড় লাগালাম। রেবু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল যে মজা করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে এইসব বলেছে।

বলেন কী!

আজমল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সাধারণ মানুষের কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়। পাগলের কথা যে কান দিয়ে শুনবেন সেই কান দিয়েই বের করবেন। এক কান থেকে আরেক কানে যাওয়ার সময় দেবেন না, বুঝেছেন?

মিসির আলি মাথা নেড়ে জানালেন যে বুঝেছেন। আজমল সাহেব হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, আপনি কি খাজা বাবার ডাক পেয়েছেন?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, কার ডাক?

খাজা বাবার, উনার ডাক পেয়েছেন?

আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

আজমল সাহেব বললেন, খাজা বাবা আজমীর থেকে না ডাকলে কেউ আজমীর শরিফ যেতে পারে না। আপনি কখনো আজমীর শরিফে গিয়েছেন?

জি না।

তার মানে ডাক পান নাই। আমি আগামী নভেম্বরে ইনশাল্লাহ আজমীর যাব। চলেন আমার সঙ্গে। যাবতীয় খরচ আমার। ট্রেনে উঠে যদি একটা পান খেতে ইচ্ছা করে সেই পানটাও আমি কিনে দেব।

মিসির আলি জবাব দিলেন না। আজমল সাহেব বললেন, কথা ফাইনাল। না করবেন না। আমি দু-তিন বছর অন্তর একবার করে খাজা বাবার কাছে যাই। সমস্যা নিয়ে যাই। উনার রওজা মোবারকে উপস্থিত হয়ে সমস্যার ফানা চাই। উনি ব্যবস্থা করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর কাছে গিয়ে খালি হাতে ফিরত আসি নি।

এইবার কী সমস্যা নিয়ে যাচ্ছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবুর সমস্যা নিয়ে যাচ্ছি। তার মাথাটা যেন ঠিক হয়ে যায়। তার একটা ভালো বিবাহ যেন দিতে পারি। ভাইজান, অনেক কথা বলে ফেললাম। আজমীরের ব্যাপারটা যেন মনে থাকে। জবান যখন দিয়ে ফেলেছি তখন আপনাকে নিয়ে যাবই। আর আমার পীর ভাইয়ের সঙ্গেও আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিব। কথা বললেই বুঝবেন ইনি এই দুনিয়ার মানুষ না। উনাকে আপনার কথা বলেছি। উনিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আজমল সাহেব উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই মনসুরের আসল নাম কী মিসির আলি ধরে ফেললেন। আজমল সাহেবের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে মনসুরের আসল নামের কোনো সম্পর্ক নেই। তবু নামের ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়ার ঘটনা এই সময়ই ঘটল।

মনসুরের আসল নাম চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়া। সোনার বাংলা পত্রিকার সম্পাদক। চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়ার লেখা—সম্পাদকীয়, গল্প এবং রম্যরচনা তিনটিতেই বিশেষ একটা শব্দ দিয়ে বাক্য শুরুর প্রবণতা আছে। শব্দটা হল 'হয়তোবা'। মনসুর তাঁকে যে চিঠি লিখেছে সেই চিঠিতেও দুটি বাক্য শুরু হয়েছে হয়তোবা দিয়ে।

সোনার বাংলা পত্রিকার প্রিন্টার্স লাইনে পত্রিকার ডিক্লারেশন নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সবই দেওয়া। বাংলাদেশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্ম অ্যান্ড পাবলিকেশনে টেলিফোন করলে চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়ার সব খবর বের হয়ে আসবে। ছোট্ট একটা জট খুললে অনেকগুলো জট খুলে যায়।

রান্নাঘর থেকে আঁখিতারা উঁকি দিচ্ছে। মিসির আলি বললেন, আঁখিতারা, চা বানাতে পার?

আঁখিতারা হাসিমুখে বলল, পারি।

কোথায় শিখেছ?

বাপজান খুব চা খায়।

কড়া করে এক কাপ চা বানাও। চিনি দেবে এক চামচ। সমান সমান করে এক চামচ দেবে কনডেন্সড মিল্ক।

আঁখিতারা অতিদ্রুত চা বানিয়ে নিল। কাপে একটা চুমুক দিয়েই মিসির আলি বললেন, আজ থেকে তোমার নাম চা-কন্যা। আমি এত ভালো চা আমার জীবনে খাই নি।

৪

আতরের গন্ধে বাড়ি ম ম করছে। আজমল সাহেবের পীর ভাই—হুজুরে কেবলা বিন নেশান আলি আসগর কুতুবী মিসির আলির বসার ঘরে বসে আছেন। আজমল সাহেব হুজুরে কেবলাকে এখানে বসিয়ে রেখে নাশতার জোগাড় করতে গেছেন। হুজুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবলা বসে আছেন মূর্তির মতো। মূর্তিও মাঝে মধ্যে বাতাসে এদিক-ওদিক দুলে—পীর ভাইয়ের মধ্যে সেই দুলুনিও নেই।

মিসির আলি বললেন, কেমন আছেন?

তিনি জবাব দিলেন না। তবে মিসির আলির দিকে তাকালেন। সামান্য হাসলেন।

যিনি কথা বললে জবাব দেন না তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর প্রশ্ন ওঠে না। মিসির আলি চুপচাপ বসে রইলেন। আজমল সাহেব তাঁর পীর ভাইকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন এটা ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। হয়তো ধর্মের লাইনে মিসির আলিকে টানতে চান। সব মানুষই নিজের দিকে মানুষকে টানতে চায়। এক চোর অন্য একজনকে চোর বানাতে চেষ্টা করে। সাধু চেষ্টা করে সাধু বানাতে।

মিসির আলির সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেটও আছে। দেয়াশলাইও আছে। সিগারেট ধরালে এই পীর সাহেব কী মনে করেন তা বুঝতে পারছেন না বলেই সিগারেট ধরাচ্ছেন না।

হুজুরে কেবলা এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। এখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। তাঁর মাথাও খানিকটা ঝুঁকে এসেছে। থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে যাচ্ছে। ভদ্রলোক কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লে সিগারেট একটা ধরানো যেতে পারে। ভদ্রলোকের চোখের পাতা দেখতে পারলে মিসির আলি সহজেই ধরতে পারতেন ভদ্রলোক ঘুমিয়েছেন কি না। চোখের পাতা দেখা যাচ্ছে না।

মিসির আলিকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ মাথা তুললেন। চোখ মেললেন। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট স্বরে বললেন—আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন—কেমন আছেন? আমি সেই প্রশ্নের জবাব দেই নাই। কারণ তখন ওজিফা পাঠ করছিলাম। জবাব না দেওয়ায় আপনি হয়তো ভেবেছেন আমি বেয়াদবি করেছি। ইচ্ছাকৃত বেয়াদবি করি নি। আপনার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বেয়াদবি করেছি—তার জন্য ক্ষমা চাই।

মিসির আলি বললেন, ক্ষমা করলাম।

শুকরিয়া।

মিসির আলি বললেন, ক্ষমা করলাম ঠিকই, আপনি কিন্তু এখনো প্রশ্নের জবাব দেন নি। এখনো বলেন নি কেমন আছেন।

হুজুরে কেবলা শব্দ করে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, জনাব আমি ভালো আছি। আপনি ইচ্ছা করলে আমার সামনে সিগারেট খেতে পারেন। আমি এমন কোনো ব্যক্তি না যে আমার সামনে সিগারেট খাওয়া যাবে না। যদিও এই অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

মিসির আলি সামান্য চমকালেন। হুজুরে কেবলা এমন ভঙ্গিতে কথা বলেছেন যাতে মনে হতে পারে তিনি থট রিডিং জানেন। মিসির আলি মনে মনে ঠিক যা ভাবছেন তা বলতে পারছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা মিসির আলির হচ্ছে এটা ঠিক। হুজুরে কেবলার জন্য সিগারেট ধরাতে সংকোচ হচ্ছে এটাও ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা হুজুরে কেবলার জানার কথা না।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। হুজুরে কেবলা বললেন, আপনাকে সিগারেট ধরাতে বলেছি এতে আপনি সামান্য চমকেছেন বলে আমার মনে হল। চমকানোর কিছু নেই। আপনার অ্যাশট্রেতে সিগারেট দেখে বুঝেছি আপনি সিগারেট খান। আপনার গা থেকেও সিগারেটের গন্ধ আসছিল। যারা সিগারেট খায় তারা যখন অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে তখন তাদের সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। আমার সামনে আপনি বসে আছেন, আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন, আমি জবাব দিচ্ছি না। আপনি পড়েছেন অস্বস্তিকর পরিবেশে। কাজেই আমি ধরে নিয়েছি আপনার সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা হচ্ছে।

মিসির আলি এতক্ষণ ভদ্রলোকের দিকে ভালোভাবে তাকান নি। এবার তাকালেন। বয়স অল্প। পঁচিশ-ছাব্বিশ। টকটকে গৌরবর্ণ। টানাটানা চোখ—সুরমা দিয়ে সেই চোখ আরো টানা হয়েছে। ঠোঁট টকটকে গোলাপি। পুরুষদের যে কোনো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় তিনি অবশ্যই ফার্স্ট প্রাইজ কিংবা রানার্সআপ প্রাইজ নিয়ে নেবেন।

AMARBOI.COM

মিসির আলি সাহেব!

কী।

আমি বুদ্ধি খাটিয়ে এরকম দুএকটা কথা বলি। লোকে মনে করে আমার বিরাট আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। কেউ চিন্তাও করে না আমার ক্ষমতাটা আধ্যাত্মিক নাও হতে পারে। আমি যতদূর শুনেছি আপনি একজন মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারেন। আপনি যখন বলেন তখন কিন্তু আপনার ক্ষমতাকে কেউ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ভাবে না।

মিসির আলি বললেন, আমি যদি আপনার মতো লম্বা দাড়ি রাখি, চোখে সুরমা দেই, মাথায় পাগড়ি পরি তখন আমার ক্ষমতাকেও লোকে ভাববে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা।

হুজুরে কেবলা বললেন, আমি মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করি। আমাকে করতে হয়। আমি যাকে যা বলি তাই নাকি সত্যি হয়। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী।

মিসির আলি বললেন, আপনি হয়তো নস্ট্রাডেমাস স্টাইলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

সেটা কী?

নস্ট্রাডেমাসের জন্ম ফরাসিতে ১৫০৩ সনে। তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সারা পৃথিবীতে খুব হইচই হচ্ছে। কারণ সবাই বলছে তিনি যা বলেছেন সব মিলে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু তা না। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার আকারে। সরাসরি কখনো কিছু বলেন নি। এই কারণে মনে হয় যা বলা হচ্ছে সবই মিলে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের নাম কী বললেন?

নস্ট্রাডেমাস।

উনি অস্পষ্টভাবে কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন?

জ্বি।

উদাহরণ দিতে পারবেন?

উনি বলেছেন—

An emperor will be born near Italy.
Who will cost the empire very dearly.

খুবই অস্পষ্ট কথা। এই emperor নেপোলিয়ান হতে পারেন, আবার হিটলারও হতে পারেন। আবার অস্ট্রিয়ার রাজাও হতে পারেন।

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝেছি। তবে আমি কিন্তু অস্পষ্টভাবে কিছু বলি না। আমি যা বলি স্পষ্টভাবে বলি। আপনার সম্পর্কে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, করুন।

পীর ভাই নির্বিকার ভঙ্গিতে অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে বললেন—আপনি দুএকদিনের মধ্যে বিরাট বিপদে পড়তে যাচ্ছেন। এমন বিপদ যার কোনো পারাপার নাই।

কী ধরনের বিপদ?

জীবন সংশয় হয় এমন বিপদ। এর বেশি কিছু বলব না।

পীর ভাই উঠে দাঁড়ালেন। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। পীর ভাইয়ের মুখে হাসি। হাসির মধ্যে শিশুর ভঙ্গিমা আছে। শিশুরা কোনো একটা চালাকি করে বড়দের হারিয়ে দিলে এরকম করে হাসে।

রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন লম্বা এক মানুষ তাঁর ঘরে ঢুকেছে। মানুষটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আতরের গন্ধে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। স্বপ্ন হবে বর্ণ এবং গন্ধহীন, তা হলে তিনি গন্ধ পাচ্ছেন কেন? লম্বা মানুষটা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। তার গলা অপূর্ব সুরেলা। স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলি উঠে বসলেন। লম্বা মানুষটা বললেন, আমার ভবিষ্যদ্বাণী কি মিলেছে মিসির আলি সাহেব?

মিসির আলি বললেন, ও আচ্ছা আপনি।

লম্বা মানুষটা বললেন, কথার জবাব দিন, আমার ভবিষ্যদ্বাণী কি মিলেছে?

মিসির আলি বললেন, না। আমি কোনো বিপদে পড়ি নি। আঁখিতারা বিপদে পড়েছে।

আপনি বিপদে পড়েছেন আপনি বুঝতে পারছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আপনার কথা আমি সত্যি বলে ধরে নিলাম। ধরে নিলাম আমিই বিপদে পড়েছি। এখন বলুন আপনি কী করে বুঝলেন আমি বিপদে পড়ব?

সেটা বলব না।

কেন বলবেন না?

সবকিছু সবাইকে বলতে নেই। সব রহস্য সবাইকে জানতে নেই।

মিসির আলি বললেন, রহস্য আগলে রাখা ঠিক না। বিজ্ঞানীরা যখনই কোনো রহস্য ধরে ফেলেন তখনই তাঁরা তা সবাইকে জানান। পৃথিবী যে আজ এত দূর এগিয়েছে এই কারণেই এগিয়েছে। তাঁরা রহস্য আগলে বসে থাকলে আমরা এত দূর আসতে পারতাম না। অন্ধকারে ডুবে থাকতাম।

অন্ধকারে ডুবে থাকাই ভালো।

তাই কি?

হ্যাঁ ভাই। আপনি ঘুমুচ্ছেন। ঘুম হল অন্ধকার। অন্ধকার ভালো না?

মিসির আলি জবাব দিলেন না। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

৫

আঁখিতারার জ্বর এসেছে।

সে চাদর গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। চাদরে শীত মানছে না। একটু পরপর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মিসির আলি তার কপালে হাত রেখে চমকে উঠেছেন। জ্বরে গা পুড়ে যায় বলে যে বাক্যটি প্রচলিত সেটা পুরোপুরি সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

AMARBOI.COM

আঁখিতারা, শরীর বেশি খারাপ লাগছে?

সে চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। মিসির আলি অস্থির বোধ করলেন। অসুখবিসুখের ব্যাপারগুলোতে তিনি অস্থির বোধ করেন। অসহায়ও বোধ করেন। অসুখবিসুখের সমস্যা মোকাবিলার মতো শক্তি তার নেই।

পানি খাবে? পানি?

আঁখিতারা আবারো চোখ মেলল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

মেয়েটির জ্বর কমানোর ব্যবস্থা করা দরকার। ডাক্তার ডাকা দরকার। মেয়েটি যেভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার অবশ্যই শীত লাগছে। তিনি কি এখন তার গায়ে লেপ দিয়ে দেবেন? এতে মেয়েটার শীত ভাব কমবে। অথচ তিনি জানেন জ্বর কমানো কী করে সম্ভব।

আঁখিতারা, শরীর বেশি খারাপ লাগছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

অনেকক্ষণ পর সে প্রথম একটা শব্দ করল। এক অক্ষরের এই শব্দ করতেও মনে হয় তার খুব কষ্ট হল।

মিসির আলি বললেন, শীত লাগছে?

হুঁ।

গায়ে লেপ দিয়ে দেব?

হুঁ।

মিসির আলি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। লেপ দিয়ে কি মেয়েটাকে ঢেকে দেবেন? শরীর তার প্রয়োজনের কথা জানাচ্ছে। এই প্রয়োজন কি মেটানো উচিত নয়? আমাদের যখন খিদে পায় শরীর সেটা জানান দেয়। তখন খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। আঁখিতারার শরীর জানাচ্ছে তার শীত লাগছে। কাজেই তার শীত কমানোর ব্যবস্থা করাই তো যুক্তিযুক্ত। যদিও ডাক্তাররা বলেন—এই অবস্থায় গায়ে পানি ঢালতে হবে। প্রয়োজনে বরফ-মেশানো পানিতে বাথটাবে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখতে হবে। ব্যাপারটা এমনও হতে পারে—জ্বরতপ্ত মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নিউরোন এলোমেলো সিগন্যাল দেয়।

দরজার কড়া নাড়ছে। কেউ একজন এসেছে। মিসির আলি স্বস্তি বোধ করলেন। যে এসেছে তার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে। বিপদের সময় নিজের বুদ্ধির ওপর মানুষের আস্থা কমে যায়। সে অন্যের বুদ্ধির দিকে তাকিয়ে থাকে।

কড়া নাড়ছিল মনসুর।

মিসির আলি দরজা খুলতেই সে বলল, জ্বর কার?

মিসির আলি বললেন, আমার একটা কাজের মেয়ে আছে, তার অসুখ। মিসির আলির একবারও মনে হল না মনসুরের জানার কথা না জ্বর কার। প্রশ্নটা সে করল কীভাবে?

মনসুর বলল, জ্বর কি বেশি?

অনেক বেশি। কী করা যায় বল তো?

মনসুর বলল, আপনি অস্থির হবেন না। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।

মিসির আলি স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলেন মনসুর ছেলেটা কাজের। যে অতিদ্রুত মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একপাতা প্যারাসিটামল বের করে দুটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। মিসির আলি বললেন, তুমি অষুধ পকেটে নিয়ে ঘোরো নাকি?

মনসুর বলল, আমার মাথাধরা রোগ আছে। যখন-তখন মাথা ধরে। সঙ্গে অষুধ রাখতে হয়। স্যার, আপনার ঘরে কি থার্মোমিটার আছে?

না।

জ্বরটা দেখা দরকার। আপনি মাথায় পানি ঢালতে থাকুন, আমি চট করে একটা থার্মোমিটার কিনে নিয়ে আসি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসুর ঘর থেকে বের হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই থার্মোমিটার নিয়ে ফিরে এল। জ্বর মাপা হল। একশ পাঁচ।

কারোর জ্বর একশ' পাঁচ হতে পারে তা মিসির আলির ধারণার মধ্যেও নেই। মেয়েটির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ লাল টকটক করছে। মিসির আলি বললেন, মনসুর, এখন আমাদের করণীয় কী?

মনসুর বলল, আপনার করণীয় হল চুপচাপ বসে থাকা। আমি বাকিটা দেখছি। সামান্য অসুখে এতটা নার্ভাস হতে আমি কাউকে দেখি নি।

একশ পাঁচ জ্বর, এটাকে তুমি সামান্য বলছ?

ভাইরাসের জ্বর ধুমধাম করে বাড়ে। বাচ্চারা সামাল দিতে পারে। বয়স্ক মানুষের জন্য অসুবিধা হয়। স্যার, আপনি বসার ঘরে চুপচাপ বসে থাকুন। আমি যা করার করছি।

তুমি কী করবে?

প্রথমে আপনাকে কড়া এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াব। তারপর মেয়েটাকে বাথরুমে নিয়ে যাব। মাথায় চার–পাঁচ বালতি পানি ঢালব।

আমাকে চা খাওয়াতে হবে না। তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আনো।

সকালে কোনো ডাক্তার পাওয়া যায় না। ডাক্তাররা প্রাইভেট রোগী দেখতে শুরু করেন বিকেলে। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আঁখিতারার জ্বর নামিয়ে দিচ্ছি। বিকেলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আপনি সিগারেট টানতে থাকুন। আমি এক ফাঁকে চা বানিয়ে দিয়ে যাব।

মিসির আলি বসার ঘরে এসে সিগারেট ধরালেন। মেয়েটাকে বাথরুমে নেওয়া হয়েছে এবং তার মাথায় বালতি বালতি পানি ঢালা হচ্ছে। একেকবার পানি ঢালা হচ্ছে মেয়েটা আর্তনাদের মতো করছে। মিসির আলি চমকে চমকে উঠছেন।

স্যার, চা নিন।

পানি ঢালার ফাঁকে ফাঁকে মনসুর চা বানিয়ে ফেলেছে। ছেলেটার কাজ করার ক্ষমতা আছে। মিসির আলি বললেন, জ্বর কি কিছু কমেছে?

মনসুর বলল, এখনো থার্মোমিটার দিয়ে মাপি নি। তবে কিছু নিশ্চয়ই কমেছে। চায়ে চিনি–টিনি সব ঠিক আছে কি না দেখুন।

মিসির আলি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চিনি ঠিক আছে। যেরকম ঘন লিকার খেয়ে তিনি অভ্যস্ত সেই ঘনত্ব ঠিক আছে। মিসির আলি দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন। বাথরুমে পানি ঢালার শব্দ শুনতে শুনতে তিনি সিগারেট টানছেন। তার মাথায় কিছু প্রশ্ন চলে এসেছে। তিনি চাচ্ছেন না এই মুহূর্তে প্রশ্নগুলো আসুক। কিন্তু প্রশ্নগুলো আসছে।

১. মনসুরকে তিনি মেয়েটির নাম বলেন নি। কিন্তু সে স্পষ্ট বলেছে আমি আঁখিতারার জ্বর নামিয়ে দিচ্ছি। নামটা সে জানল কীভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. থার্মোমিটার আনার জন্য সে ছুটে ঘর থেকে বের হল। থার্মোমিটার নিয়ে দু'মিনিটের মাথায় ফিরে এল। আশপাশে কোনো ফার্মেসি নেই।

অষুধ যেমন তার পকেটে ছিল। থার্মোমিটারও কি পকেটে ছিল? অনেকেই অষুধ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। পকেটে থার্মোমিটার নিয়ে ক'জন আর ঘোরে? তারপরেও ধরে নেওয়া যাক মনসুর অল্প কিছু অদ্ভুত মানুষের একজন, যার স্বভাব পকেটে থার্মোমিটার নিয়ে ঘোরা। তা হলেও সমস্যা আছে। কেন সে বলল, থার্মোমিটার কিনে নিয়ে আসি? সে বলতে পারত আমার সঙ্গে থার্মোমিটার আছে।

স্যার, আরেক কাপ চা খাবেন?

মিসির আলি বললেন, না। মেয়েটার অবস্থা কী?

অবস্থা ভালো না স্যার।

ভালো না মানে?

জ্বর নামে নি। হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসি?

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসি মানে! এটা কেমন কথা?

কথার কথা বলেছি স্যার। শিশু হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেই। আমার জানাশোনা আছে অসুবিধা হবে না। একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি। আপনি কি সঙ্গে যাবেন?

অবশ্যই আমি সঙ্গে যাব।

আপনি রেস্ট নিন, আমি ভর্তি করিয়ে আপনাকে খবর দিয়ে যাব। কোনো সমস্যা নেই।

আমার রেস্টের চেয়ে মেয়েটির চিকিৎসা অনেক বেশি প্রয়োজন। তুমি সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি, বেবিট্যাক্সি কী আনবে আনো।

মনসুর সিগারেট ধরাল। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট স্বরে বলল, মেয়েটা বাঁচবে না।

মিসির আলি হতভম্ব হয়ে বললেন, তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

মনসুর আবেগশূন্য গলায় বলল, মেয়েটা বাঁচবে না।

তুমি কী করে বুঝলে?

স্যার, আমি ডাক্তার না। কিন্তু আমার কিছু ক্ষমতা আছে। আমি কিছু কিছু জিনিস আগে আগে বুঝতে পারি। আমি মৃত্যুর গন্ধ পাই। আপনাকে তো স্যার আগেও বলেছি আমার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। মৃত্যুর গন্ধ কেমন আপনাকে একটু ব্যাখ্যা করি।

কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি মেয়েটাকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা কর।

এক কাপ চা খেয়ে নেই স্যার? পাঁচ মিনিট লাগবে। পানি গরম দিয়েছি। আপনি আরেক কাপ খাবেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি জবাব দিলেন না।

তিনি মনসুরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

আঁখিতারাকে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হল। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর ডাক্তার এনে সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দেখানোর ব্যবস্থা মনসুর অতি দ্রুত করে ফেলল। মিসির আলি তার কর্মক্ষমতার প্রশংসা না করে পারলেন না। সবকিছুই যেন তার হাতের মুঠোয়। সিস্টারদের সঙ্গে হাসিমুখে আপা আপা করে কথা বলছে। যেন কত দীর্ঘদিনের পরিচয়। এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার সময় ডাক্তারের বাড়ি মাদারীপুর শুনে মনসুর এমন ভঙ্গি করল যেন মাদারীপুর বাড়ি হওয়াটা বিস্ময়কর ঘটনা। এমন বিস্ময়কর ঘটনা শতাব্দীতে একটা-দুটার বেশি ঘটে না। গলা অন্যরকম করে সে দু'বার বলল, ও আচ্ছা আপনার বাড়ি মাদারীপুর। বলেন কী!

মিসির আলি হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েটা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তিনি খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছেন। চিকিৎসা শুরু হবে। ডাক্তাররা দেখবেন। দেশের ডাক্তারদের প্রতি তাঁর আস্থা আছে। আস্থার পেছনের লজিক হচ্ছে এ দেশের সব ডাক্তারকেই অসংখ্য রোগী দেখতে হয়। রোগীর প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের ওপর ডাক্তাররা তেমন ভরসা করেন না। কারণ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবগুলোর অবস্থা তারা জানেন। ডাক্তারদের নির্ভর করতে হয় অভিজ্ঞতার ওপর। লক্ষণ বিচার করে রোগ নির্ণয়ে তাদের দক্ষতা অসামান্য।

সব কমপ্লিট করে দিয়ে এসেছি স্যার।

বলতে বলতে সিগারেট হাতে মনসুর এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তাকে কেমন যেন হাসি-খুশি মনে হচ্ছে।

মনসুর সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, রোগীর যদি কিছু হয়ে যায় কেউ আমাদের দোষ দিতে পারবে না। আমরা প্রপার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের দিক থেকে কোনো ভুল নেই। রোগীর মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে।

মিসির আলি বললেন, তুমি বারবার মৃত্যুর প্রসঙ্গ আনছ কেন? মৃত্যু কেন হবে?

মানুষ তো স্যার অমর না। মানুষের মৃত্যু হয়। মানুষ মরণশীল।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বলুন।

মিসির আলি বললেন, তুমি এত নিশ্চিত কীভাবে যে মেয়েটা মারা যাবে?

সব মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারেই আমি নিশ্চিত। তবে আঁখিতারার মৃত্যু যে ঘনিয়ে এসেছে এটা বুঝতে পারছি।

আঁখিতারা মেয়েটাকে তুমি চিনতে?

জি না। আমি চিনব কী করে? সে কাজ করে আপনার এখানে।

মিসির আলি বললেন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়া কি তোমার আসল নাম? নাকি এটাও ছদ্মনাম?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়া?

হ্যাঁ, চৌধুরী খালেকুজ্জামান মিয়া।

মনসুর সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেট ছুড়ে ফেলে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার এই নাম আপনি কীভাবে জানলেন?

মিসির আলি বললেন, একেকজনের পদ্ধতি একেক রকম। তুমি একটা পদ্ধতিতে বের করেছ যে আঁখিতারা আজ রাতে মারা যাবে। আমি অন্য পদ্ধতিতে তোমার নাম–ধাম–পরিচয় বের করেছি। দু'জনের পদ্ধতি দু'রকম।

আমার নাম–ধাম–পরিচয় বের করেছেন?

হ্যাঁ, বের করেছি। আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে?

বিশ্বাস হচ্ছে। স্যার, আসুন আমরা কোথাও বসে চা খাই। রেস্টুরেন্টে বসে চা খেতে কি আপনার আপত্তি আছে?

না, আপত্তি নেই।

মনসুর বলল, আমার নাম যে চৌধুরী খালেকুজ্জামান এই তথ্য আপনাকে কে দিল?

মিসির আলি বললেন, তুমিই দিয়েছ! অন্য কেউ দেয় নি।

আমি দিয়েছি?

হ্যাঁ, তুমি দিয়েছ। কীভাবে দিয়েছ শুনতে চাও?

না।

হাসপাতালের কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে দু'জন ঢুকল। চায়ের দোকানের মালিক মনসুরের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বলল, আরে ময়না ভাই। কেমন আছেন?

মনসুর জবাব দিল না। একবার শুধু আড়চোখে মিসির আলিকে দেখল। চৌধুরী খালেকুজ্জামানের আরেক নাম ময়না এটা জেনে মিসির আলির তেমন কোনো ভাবান্তর হল না। রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। যে তিনজন খদ্দের চা–পাউরুটি খাচ্ছে তারা রেস্টুরেন্টের বাইরে বেঞ্চিতে বসে আছে। ভেতরে মানুষ বলতে তারা দু'জন এবং সাত–আট বছরের একটা ছেলে। ছেলেটা বেঞ্চির ওপর কান্নাকান্না মুখ করে বসে আছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মালিকের ছেলে। কোনো অপরাধ করায় কিছুক্ষণ আগে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তখন কান্নাকাটি করেছিল। চোখে পানির দাগ রয়ে গেছে। মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দোকানের চা ভালো। এই ব্যাপারটা মিসির আলির খুব অদ্ভুত লাগে। নামিদামি রেস্টুরেন্টের চায়ের চেয়ে রাস্তার পাশের সস্তা দোকানগুলোর চা ভালো হয়। সম্ভবত চা বানানোর কোনো বিশেষ কায়দা আছে। বিশেষ কায়দাটা শিখে নিতে হবে।

মনসুর বলল, স্যার, আপনি মনে হয় ধরেই নিয়েছেন আমি খারাপ লোক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আমি আগেভাগে কিছু ধরে নেই না। তুমি আমার কাছে আসল নাম গোপন করেছ। নাম গোপন করলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায় না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষ নাম গোপন করতে ভালবাসতেন। অন্য কোনো পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে চাইতেন। এই অস্বাভাবিকতা অনেকের ভেতর আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের নাম গোপন করে নাম নিয়েছেন নীল লোহিত। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের আরেক নাম বনফুল।

মনসুর বলল, স্যার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় না, বলাইচাঁদও না। তবে আমি খারাপ লোক না।

আমি বলি নি তুমি খারাপ লোক। আমার কাজের মেয়েটার নাম যে আঁখিতারা এটা কীভাবে জানলে?

মনসুর তাকিয়ে আছে। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে না এই প্রশ্নের জবাব সে দেবে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটার জন্য থার্মোমিটার আনার কথা বলে তুমি দৌড় দিয়ে বের হলে। থার্মোমিটার তোমার পকেটেই ছিল। তুমি কি থার্মোমিটার পকেটে নিয়ে চলাফেরা কর?

জি।

কেন?

থার্মোমিটার দিয়ে আমি একটা মেন্টাল ম্যাজিক দেখাই। থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি থার্মোমিটারের পারদ ওপরে উঠাতে পারি। আপনাকে এটা দেখাব বলে থার্মোমিটার সঙ্গে করে এনেছিলাম।

দেখি তোমার এই খেলাটা।

থার্মোমিটার আপনার বাসায় রেখে এসেছি। আপনি সত্যি দেখতে চান?

হ্যাঁ, দেখতে চাই।

আমি থার্মোমিটার একটা কিনে নিয়ে আসি। দু'মিনিট লাগবে। আপনি আরেক কাপ চা নিন। চা শেষ করার আগেই আমি চলে আসব।

মিসির আলি দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করার পরেও আরো আধঘণ্টা বসে রইলেন। মনসুর ফিরল না। আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আঁখিতারার খোঁজ নেওয়ার জন্য হাসপাতালে যাওয়া দরকার। মনসুরকে নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু না ভাবলেও চলবে। মিসির আলি চায়ের দাম দিতে গেলেন। রেস্টুরেন্টের মালিক খুবই অবাক হয়ে বলল, আপনে ময়না ভাইয়ের লোক, আপনার কাছ থাইক্যা চায়ের দাম নিব এইটা কেমন কথা!

ময়না ভাই এই মানুষটার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কেন গুরুত্বপূর্ণ কে জানে। জানতে ইচ্ছা করছে না। কোনো সমস্যা মাথার ভেতর ঘুরপাক খাক তা চাচ্ছেন না। তাঁর নিজেরই শরীর খারাপ লাগছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে ভালো হতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

রাত প্রায় আটটা। মিসির আলি তাঁর ঘরে। ঘরের কোনো বাতি জ্বালানো হয় নি। এতক্ষণ অন্ধকারেই হাঁটাহাঁটি করছিলেন। বসার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাওয়া, রান্নাঘর থেকে আবার বসার ঘর। জায়গাটা খুব ভালো করে চেনা। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না। অন্ধকারে কেন হাঁটাহাঁটি করছেন তা তিনি জানেন না। অস্থিরতা কাটানোর কোনো চেষ্টা হতে পারে। অস্থিরতা কাটানোর এই প্রক্রিয়া মিসির আলির চরিত্রের সঙ্গে মানাচ্ছে না। খুব অস্থির অবস্থায় তিনি চুপচাপ বসে থাকেন।

আঁখিতারাকে নিয়ে তিনি হঠাৎ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মনে হচ্ছে মনসুরের কথা ঠিক। মেয়েটা বাঁচবে না। অথচ হাসপাতালের ডাক্তার বলে দিয়েছেন ভয়ের কিছু নেই। এশিয়া জোনে ভাইরাসের নতুন কিছু স্ট্রেইন দেখা দিয়েছে। এতে হাই ফিভার হয়। ডেঙ্গু তার মধ্যে একটা।

মিসির আলি ডাক্তারকে বললেন, মেয়েটার কি ডেঙ্গু হয়েছে?

ডাক্তার সাহেব ভরসা দেয়ার মতো গলায় বললেন, হতে পারে। তবে চার পাঁচদিন পার না হলে কিছুই বলা যাবে না। আমরা সিস্টেমেটিক চিকিৎসা চালিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

ডাক্তারের কথায় তাঁর ভরসা পাওয়া উচিত। ভরসা পাচ্ছেন না। ভরসা না পাওয়ার কারণ কি মনসুর? সে পীর-দরবেশের মতো বলে বসল মেয়েটা বাঁচবে না। সে কোনো পীর-দরবেশ না। পীর-দরবেশদেরও মানুষের মৃত্যু নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকে বলে তিনি মনে করেন না। তারপরেও কি কোনো কারণে মনসুরের কথা তাঁর মনের গভীরে ঢুকে গেছে? হিপনোটিক সাজেশান?

আচ্ছা বাড়িওয়ালার পীর ভাইয়ের এখানে কোনো ভূমিকা আছে! এই মানুষটিও তো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—মহাবিপদ আসছে। জীবন সংশয় হবার মতো বিপদ। তাই তো হয়েছে। শুধু জীবন সংশয়টা তাঁর না হয়ে আঁখিতারার হয়েছে।

মিসির আলি হাঁটাহাঁটি বন্ধ করে খাটে উঠে বসলেন। এখনো বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করছে না। একটা ছোট্ট হিসেব মিলছে না। তিনি ঠিক করলেন ছোট্ট হিসেবটা না মেলা পর্যন্ত তিনি বাতি জ্বালাবেন না। হিসেব মেলানোর জন্য তিনি তাড়াহুড়ো করে হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন। এখন মনে হচ্ছে ফেরা ঠিক হয় নি।

হাসপাতালে মেয়েটার পাশে থাকা উচিত ছিল। মেয়েটার মা-বাবা মেয়েটাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে আসতে পারত না। তার বিছানার পাশে সারা রাত জেগে বসে থাকত।

বেচারি আঁখিতারা প্রবল জ্বরের ঘোরে আশপাশে অপরিচিত মানুষজন দেখবে, নার্স দেখবে, ডাক্তার দেখবে। কাউকেই সে চিনতে পারবে না। কী প্রচণ্ড ভয়ই না সে পাবে। কী করে তিনি মেয়েটাকে ফেলে চলে এলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি ঠিক করলেন রাতের খাবার খেয়ে আবার হাসপাতালে ফিরে যাবেন। থাকবেন মেয়েটার পাশে। যতবার সে চোখ মেলবে ততবার তিনি বলবেন, ভয় পেও না, আমি আছি। ভালো হয়ে যাও। এক ধরনের হিপনোটিক সাজেশান দেওয়া হবে। মেয়েটা এই সাজেশানের মর্ম বুঝতে পারবে না। তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

আপনি ঘর অন্ধকার করে বসে আছেন কেন?

মিসির আলি চমকে উঠে বললেন, কে?

কী আশ্চর্য, আমার গলা চিনতে পারছেন না। আমি রেবু। আপনার সুইচবোর্ড কোন দিকে বলুন তো। আমি বাতি জ্বেলে দেই।

মিসির আলি খাটে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর হাতের কাছেই সুইচবোর্ড। তিনি সুইচ টিপলেন। রেবু বলল, আপনার দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার। আমি ভাবলাম চোর এসে দরজা খুলে সবকিছু নিয়ে গেছে। কী কী নিয়েছে তা দেখার জন্য এসেছিলাম। আপনি ঘর অন্ধকার করে বসে ছিলেন কেন? আপনি কি বসে বসে ঘুমুচ্ছিলেন?

মিসির আলি জবাব দিলেন না। জবাব দেবার কিছু নেই। তিনি কি বলবেন, না, আমি বসে বসে ঘুমুচ্ছিলাম না।

রেবু বলল, আমি একবার পরীক্ষার হলে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জিওগ্রাফি ফাইনাল পরীক্ষার দিন। সারা রাত জেগে পড়েছি। হলে বসার পর লক্ষ করলাম এমন ঘুম ধরেছে, চোখ মেলে রাখতে পারছি না। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। ইনভিজিলেটর আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। সেই থেকে আমার নাম হয়ে গেল ঘুম রাবেয়া। আমাদের ক্লাসে দু'জন রাবেয়া ছিল। একজন খুব নামাজ পড়ত। বোরকা পরে স্কুলে আসত। তাকে সবাই ডাকত তাপসী রাবেয়া, আমাকে ডাকত ঘুম রাবেয়া।

মিসির আলি বললেন, তোমার নাম রাবেয়া?

হুঁ। শুধু রাবেয়া না। ঘুম রাবেয়া।

তোমার ভালো নাম শেফালী না?

না তো! আমি কি কখনো আপনাকে বলেছি আমার নাম শেফালী? তবে আপনার যদি আমাকে শেফালী ডাকতে ভালো লাগে আপনি ডাকতে পারেন। আমি রাগ করব না। আপনার কোনো কিছুতেই আমি রাগ করব না।

রেবু আজ শাড়ি পরে আসে নি। সালোয়ার-কামিজ পরেছে। পোশাকের জন্যই হয়তো তাকে কিশোরীদের মতো লাগছে। শাড়ি না পরার কারণে তার মধ্যে এখন তরুণী ভাব একেবারেই নেই। শাড়ি অদ্ভুত একটা পোশাক। ছেলেদের এমন কোনো পোশাক নেই যা পরলে একটা কিশোরকে যুবক মনে হবে। মিসির আলির মনে হল শাড়ি নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। বারো-তেরো হাত লম্বা একটা কাপড় কেন একজন কিশোরীকে তরুণী বানিয়ে দেবে?

রেবু বলল, আপনি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?

কীভাবে তাকিয়ে আছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে খুবই অবাক হচ্ছেন।

তোমার ভালো নাম রাবেয়া এটা শুনে অবাক হচ্ছি।

কেন? মানুষের ভালো নাম রাবেয়া থাকতে পারে না?

অবশ্যই পারে। তোমার নাম তো শুধু রাবেয়া না, তোমার নাম ঘুম রাবেয়া।

আমি খুব মজা করে গল্প করতে পারি, তাই না?

হুঁ।

যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে আমার গল্প শুনে খুব মজা পাবে। আগে আরো মজা করে গল্প করতে পারতাম। অসুখের পর আগের মতো মজা করে গল্প করতে পারি না। আপনার তো খুব বুদ্ধি, বলুন তো কেন আগের মতো মজা করে গল্প করতে পারি না?

বলতে পারছি না। তুমিই বল?

যখনই কারো সঙ্গে গল্প করি তখনই মনে হয় সে বুঝে ফেলছে আমার মাথা পুরোপুরি ঠিক নেই। তখন সাবধান হয়ে যাই। সাবধান হয়ে কথা বললে কি আর গল্পের মধ্যে মজা থাকে?

মিসির আলি বললেন, থাকে না।

রেবু গলার স্বর নামিয়ে বলল, আপনি কি জানেন, আপনার এখানে আসা আমার জন্য পুরোপুরি নিষেধ হয়ে গেছে?

না, জানি না।

আমার ওপর সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। মামা বলে দিয়েছে আর কোনো দিনও যেন আপনার এখানে না আসি।

নিষেধ অমান্য করে এসেছ, তোমার মামা তো রাগ করবেন।

মামা জানতে পারলে তবেই না রাগ করবে। আজ বৃহস্পতিবার না?

বৃহস্পতিবার কী?

বৃহস্পতিবারে মামার পীর ভাই আসে। মামা সন্ধ্যার পর থেকে ছাদের ঘরে চলে যায়। জিকির করে। সারা রাত ছাদের ঘরে থাকে। নামে না।

বলতে বলতে রেবু খিলখিল করে হেসে ফেলল। মিসির আলি বললেন, হাসছ কেন?

রাবেয়া হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, কারণটা আপনাকে বলব না। আচ্ছা শুনুন, আপনার কি জ্বর?

না।

আমার মনে হয় আপনার জ্বর। জ্বর হলে আপনার খুব কষ্ট হয়, তাই না? সেবা করার কেউ নেই। অসুখবিসুখ হলে সেবা পেতে খুব ভালো লাগে। ঠিক বলেছি না?

মিসির আলি জবাব দিলেন না। মেয়েটির সঙ্গে এখন আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। তাঁকে হাসপাতালে যেতে হবে। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হচ্ছে আঁখিতারার শরীর ভালো না। তার কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। মিসির আলি বললেন, রেবু আমি এখন একটু বের হব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। আপনি কিন্তু আর কখনো দরজা খোলা রেখে ঘর অন্ধকার করে বসে থাকবেন না।

রেবু চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিসির আলি বাতি নিভিয়ে দিলেন। ছোট্ট হিসেবটা এখনো মেলে নি। বাতি নেভানোর পর যদি মেলে। একটা উত্তর তাঁর কাছে আছে। উত্তরটা গ্রহণযোগ্য না। গ্রহণযোগ্য না এমন উত্তরও অনেক সময় সঠিক হয়। রেবুকে জিজ্ঞেস করে উত্তরটা যাচাই করে নেওয়া যেত। কিন্তু রেবুর কথাবার্তায় তাঁর সংশয় আছে। সে মানসিকভাবে সুস্থ না। তার কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য না।

মিসির আলি খাট থেকে নামলেন। তাঁর শরীর খারাপ লাগছিল। শরীর খারাপের কারণ ধরতে পারছিলেন না। খাট থেকে নামার পর শরীর খারাপের কারণ ধরতে পারলেন। আজ সারা দিন তাঁর খাওয়া হয় নি।

রিকশায় উঠে মিসির আলির ক্ষুধাবোধ চলে গেল। তাঁর মনেই রইল না রিকশায় ওঠার আগ পর্যন্ত তিনি ভেবে রেখেছিলেন চান মিয়ার রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে নেবেন। তাঁর যখন রান্না করতে ইচ্ছা করে না তখন এই রেস্টুরেন্টে খেতে যান। বিচিত্র কারণে রেস্টুরেন্টের মালিক চান মিয়া তাঁকে অসম্ভব পছন্দ করে। তাঁকে দেখলেই হাসিমুখে বলে, বাবুরে খানা দে। ঠিকমতো দিবি। আগে টেবিল সাফা কর। টেবিলে যেন আর কেউ না বসে।

চান মিয়া কেন তাঁকে বাবু ডাকে, কেনইবা তাঁর জন্য এতটা ব্যস্ত হয় তা তিনি জানেন না। জিজ্ঞেসও করেন নি। প্রশ্ন করে কারণ জানতে তাঁর ভালো লাগে না। কোনো একদিন কারণটা নিজেই ধরতে পারবেন। আর ধরতে না পারলেও ক্ষতি নেই। কারণ ধরতেই হবে এমন কথা নেই।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামার আগে আগে প্রকৃতি কিছু বোধ হয় করে। চারদিকে এক ধরনের অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়। মিসির আলি এক একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন, আকাশের মেঘের সঙ্গে সম্পর্কিত নিজের মানসিক অস্থিরতা টের পাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা করছে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমারও কি অস্থির লাগছে?

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই রিকশাওয়ালা বলল, আসমানের অবস্থা দেখছেন? আইজ এক্কেবারে ভাসাইয়া দিব।

মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ভাসিয়ে দেবার প্রবণতা প্রকৃতির ভেতর আছে। সে জোছনা দিয়ে ভাসিয়ে দেয়, বৃষ্টি দিয়ে ভাসিয়ে দেয়, তুষারপাত দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। আবার প্রবল প্রেম, প্রবল বেদনা দিয়েও তার সৃষ্ট জগৎকে ভাসিয়ে দেয়। প্রকৃতি যে খেলা খেলে তার নাম 'ভাসিয়ে দেয়া খেলা'।

প্রকৃতি ভাসিয়ে দিতে পছন্দ করে। আঁখিতারা মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি মারা যায়, প্রবল দুঃখবোধ মিসির আলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁখিতারাকে দেখে মিসির আলি চমকালেন। সে হাসপাতালের বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। তার কোলে হাসপাতাল থেকে দেয়া খাবার। হলুদ রঙের প্লাস্টিকের ট্রেতে ভাত, এক টুকরা মাছ, ভাজি, ডাল। আঁখিতারা আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। মনে হল মিসির আলিকে দেখে সে লজ্জা পেয়েছে।

মিসির আলি বললেন, আঁখিতারা, তোমার খবর কী?

মেয়েটা হাসিমাখানো লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, ভালো।

জ্বর চলে গেছে?

হুঁ।

হাসপাতালে থাকতে ভয় লাগছে?

না।

একা একা রাতে থাকতে পারবে?

হুঁ।

খাওয়া বন্ধ করেছ কেন, খাও।

আঁখিতারা বলল, বড় বাবা, আপনে খাইছেন?

মিসির আলি বললেন, না। তোমার এখান থেকে যাবার পথে হোটেলে খেয়ে নেব। হাসপাতালের খাবার কেমন?

আঁখিতারা বলল, লবণ কম।

লবণ দিতে বলব?

না।

মেয়েটা যে তাঁকে দেখে খুবই আনন্দ পাচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। আনন্দিত মানুষের পাশে বসে থাকাও আনন্দের ব্যাপার। একজনের দুঃখ অন্যজনকে তেমন স্পর্শ করে না, কিন্তু আনন্দ করে।

আঁখিতারা বলল, বড় বাবা আপনি চলে যান। হোটেলে গিয়া ভাত খান।

মিসির আলি বললেন, হঠাৎ করে তোমার এত জ্বর! আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এরকম জ্বর কি তোমার আগেও হয়েছে?

হুঁ।

বল কী!

আঁখিতারা বলল, ভয় পাইলে আমার জ্বর হয়।

তুমি ভয় পেয়েছিলে?

হুঁ।

ভয় পেয়েছিলে কেন?

আঁখিতারা নিচু গলায় বলল, রাইতে আমার কাছে একটা জিন আসছিল। জিন দেইখা ভয় পাইছি।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, তুমি ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছ।

স্বপ্ন দেখি নাই। জিন আমার বিছানার ধারে বসছে। আমার শইল্যে হাত দিছে। আমারে চিমটি দিছে।

কোথায় চিমটি দিয়েছে?

ঘাড়ে।

দেখি তোমার ঘাড় দেখি। কোন জায়গায় চিমটি দিয়েছে?

আঁখিতারা দেখাল। জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে আছে।

মিসির আলি বললেন, এটা চিমটি না। কাঁকড়া-বিছার কামড়। কাঁকড়া-বিছার বিষের কারণে তোমার জ্বর এসেছে। ওই বাড়িতে কাঁকড়া-বিছা আছে। আমি নিজে দেখেছি। তুমি এরপর থেকে সব সময় মশারি ফেলে ঘুমাবে।

আঁখিতারা বলল, বিছানার ধারে জিন বসছিল। আমি দেখছি।

মিসির আলি বললেন, আচ্ছা থাক, এই বিষয় নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। ডাক্তার তোমাকে কবে ছাড়বে কিছু বলেছেন?

কাল সকালে ছাড়বেন।

আমি সকালে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

একা একা থাকতে পারবে তো?

হুঁ।

তোমার কি কিছু লাগবে?

মৌলানা সাবের কাছ থাইকা আমারে একটা তাবিজ আইন্যা দিয়েন। তাবিজ থাকলে জিন আসব না।

মিসির আলি বললেন, আমি অবশ্যই তাবিজ নিয়ে আসব। তাবিজ ছাড়া আসব না।

আঁখিতারা হাসছে। সে খুবই আনন্দিত।

বৃষ্টি শুরু হল মিসির আলি বাসায় ফেরার পর। যত গর্জে তত বর্ষে না টাইপ বৃষ্টি। তেমন কোনো ভাসিয়ে দেয়া ধরনের বৃষ্টি না। ভ্যাপসা গরম ছিল, বৃষ্টিতে গরমটা কেটেছে। সামান্য শীত-শীতও লাগছে। ঘুমের জন্য এ ধরনের বৃষ্টিমাখা রাত খুব ভালো। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মাথার ওপর ফ্যান ঘুরবে। গায়ে থাকবে পাতলা চাদর। হাতে বই। বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে একসময় চোখে ঘুম জড়িয়ে আসবে। তখন একসঙ্গে দুটো ব্যাপার হবে—বই পড়তে ইচ্ছা করবে, আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করবে। মিসির আলির জন্য এই সময়টাই শ্রেষ্ঠতম সময়।

সায়েন্স অ্যান্ড প্যারাডক্স বইটি এমন যে, কয়েক পাতা পড়লেই ঘুম কেটে যায়। লেখক বইটির তৃতীয় চ্যাপ্টারে প্রমাণ করেছেন গ্যালাক্সির ভর শূন্য। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এটমকে ভেঙে পাওয়া যাচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এদেরকেও ভাঙা যাচ্ছে। এক পর্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে লেপটন। লেপটনের কোনো ভর নেই, কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও কোনো ভর নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর মনোযোগে বই পড়তে পড়তে তিনি কখন ঘুমিয়ে পড়লেন জানেন না। তাঁর ঘুম ভাঙল খুটখাট শব্দে। কেউ একজন বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। যে হেঁটে যাচ্ছে তাকে তিনি দেখতে পারছেন না। কারণ ঘর অন্ধকার। ঘুমানোর আগে তিনি বাতি নেভান নি। ঘর অন্ধকার থাকার কারণ নেই। হয়তো ঝড়বৃষ্টির কারণে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে।

বিছানার পাশ দিয়ে যে হেঁটে যাচ্ছে সে একবার ব্যস্ত ভঙ্গিতে রান্নাঘরে ঢুকল। দরজার পাশে রাখা টুলের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। মিসির আলি একবার সুইচ স্পর্শ করলেন। কেউ একজন সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। সেই কেউ একজনটা কে? চোর?

যে ঘরে ঢুকেছে সে এখনো ঘরেই আছে। মিসির আলি ইচ্ছা করলেই বাতি জ্বালাতে পারেন। তিনি বাতি জ্বালালেন না। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হল, যে এখন ঘরে ঢুকে সাবধানে হাঁটছে, আঁখিতারা কি তাকেই দেখেছে? তাকে দেখেই ভেবেছে জিন? যে ঘরে ঢুকেছে সে পুরুষ না রমণী? বাতি জ্বালিয়ে কে কে করে চিৎকার করার চেয়ে এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা ভালো।

ঘরে যে ঢুকেছে সে পুরুষ না রমণী তা অতি সহজেই বের করে ফেলা যায়। একটি রমণীর পায়ের স্টেপ ছোট। লম্বা রমণীও পুরুষদের মতো দীর্ঘ কদমে হাঁটে না। তাদের গায়ে থাকে প্রসাধন সামগ্রীর সুগন্ধ। চুলের তেলের গন্ধ, মুখে মাখা ক্রিমের গন্ধ। পুরুষদের গায়ে ঘামের গন্ধই প্রবল। রমণীরা হাতে চুড়ি পরে। অতি সাবধানে যে রমণী হাঁটবে তার হাতের চুড়িতেও কখনো না কখনো রিনঝিন করে উঠবে। রিনঝিন শব্দের সঙ্গে পুরুষ সম্পর্কিত না।

আগন্তুক পুরুষ না রমণী তার মীমাংসা হবার আগেই মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেই বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন।

৭

আঁখিতারা বাসায় ফিরেছে। তার গলায় দুটা তাবিজ। মিসির আলি কাকরাইল মসজিদের সামনের ফুটপাতের দোকান থেকে তাবিজ দুটা কিনেছেন। আঁখিতারা খুবই আগ্রহের সঙ্গে গলায় তাবিজ পরে ঘুরছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে অনেক দিন পর বাবার বাড়িতে ফিরে আনন্দে আত্মহারা। মেয়েটার আনন্দ দেখে মিসির আলির ভালো লাগছে।

আঁখিতারা বলল, বড় বাবা, চা বানায়ে দিব?

মিসির আলি বললেন, দাও।

দুপুরে রান্ধা কী হইব? ঘরে বাজার নাই।

ডাল–ভাত কর। ঘন ঘন বাজারে যেতে আমার ভালো লাগে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুন ভর্তা করব? রসুন ভর্তা খাইবেন? রসুন আর শুকনা মরিচ পুড়াইয়া ভর্তা বানাইতে হয়। খাইবেন?

হুঁ, খাব।

মিসির আলির মনে হল হাসপাতাল থেকে ফিরে আঁখিতারার মুখে বুলি ফুটেছে। মেয়েটা ফটফট করে কথা বলছে। 'পোস্টমাস্টার'-এর রতনের সঙ্গে এই মেয়ের ভালোই মিল আছে। রতনও ছিল ফটফটানি মেয়ে।

চা বানিয়ে মিসির আলির সামনে রাখতে রাখতে আঁখিতারা বলল, বড় বাবা, চাইরটা ঘর-বন্ধন তাবিজ ঘরের চাইর কোনায় লটকাইয়া দিলে ঘরে কিছু ঢুকব না।

ঘর-বন্ধন তাবিজ কোথায় পাওয়া যায়?

আমরার দেশের মৌলানা সাব ঘর-বন্ধন তাবিজ দেন।

তুমি যখন দেশে যাবে, তখন আমার জন্য ঘর-বন্ধন তাবিজ নিয়ে এস।

আইচ্ছা।

আঁখিতারা, শোনো, আজ তোমার এত কাজকর্ম করার দরকার নেই। হাসপাতাল থেকে এসেছ। বিশ্রাম কর। খাবার আমি হোটেল থেকে আনিয়ে নেব।

আমার অত বিশ্রামের দরকার নাই। অনেক বিশ্রাম হইছে।

মিসির আলি চায়ের কাপ নিয়ে বসার ঘরে বেতের চেয়ারে বসলেন। তিনি সেখান থেকেই আঁখিতারার প্রবল বেগে ঘর ঝাঁট দেবার শব্দ শুনলেন। মেয়েটার কাণ্ডকারখানায় তিনি বেশ আনন্দ পাচ্ছেন।

মিসির আলির আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভুরু কুঁচকে গেল। সিগারেটে টান দিয়ে আনাড়ি সিগারেটখোরদের মতো খকখক করে কাশতে লাগলেন। কোনো কারণে তাঁর মনে যদি খটকা তৈরি হয়, তখন এই ব্যাপারটা ঘটে। সিগারেটে টান দিয়ে কাশতে শুরু করেন। আজকের এই খটকা তৈরি হয়েছে মনসুরের চিঠির কারণে। মনসুর এই চিঠি ডাকে পাঠায় নি। খামে বন্ধ করে দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

> পরম শ্রদ্ধেয় স্যার
> জনাব মিসির আলি।
>
> স্যার, আমি আপনার সঙ্গে পরপর কয়েকটি অন্যায় করেছি। অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণে আপনাকে লিখছি। হয়তোবা আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।
>
> আমার প্রথম অন্যায় থার্মোমিটার আনার কথা বলে আমি চলে গিয়েছিলাম, আর ফিরে আসি নি। এই অন্যায়টি কেন করেছি আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষের তা না বোঝার কোনো কারণ নেই। স্যার, আমি থার্মোমিটার দিয়ে কোনো ম্যাজিক দেখাতে পারি না। থার্মোমিটার নিয়ে উপস্থিত হলে ম্যাজিক দেখাতে হতো। কাজেই আমি পালিয়ে চলে গেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি আমার কাজকর্মে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। সন্দেহভাজন একজন মানুষ যত ভালো কাজই করুক তার কাজকে দেখা হয় সন্দেহের চোখে।

আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো আঁখিতারাকে চেনো না, তা হলে তার নাম কীভাবে জানলে? আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার কারণে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম না। কী করে তার নাম জানি আর কেনইবা আমি পকেটে থার্মোমিটার নিয়ে ঘুরছিলাম সেটা বলি। আপনার কাছে জোড়হাতে অনুরোধ করি, আমার কথাগুলো দয়া করে পড়ুন। হয়তোবা আপনি আমার বিচিত্র কর্মকাণ্ড বুঝতে পারবেন।

ওইদিন আঁখিতারা মেয়েটি প্রবল জ্বরে ছটফট করছিল। আমি তখন এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনার ঘরের দরজা বেশিরভাগ সময়ই খোলা থাকে। আমি ঢুকে গেলাম আপনার বসার ঘরে। সেখান থেকে শুনলাম আপনি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েটার প্রবল জ্বর তাও বুঝলাম। আমি আপনাকে চমকে দেবার জন্যই ঘর থেকে বের হয়ে ফার্মেসিতে চলে গেলাম। জ্বর কমানোর অষুধ প্যারাসিটামল কিনলাম। আপনার বাসায় থার্মোমিটার নাও থাকতে পারে, এই ভেবে একটা থার্মোমিটারও কিনলাম। স্যার, আমি যে সত্যি কথা বলছি তা কি বিশ্বাস করছেন? যদি বিশ্বাস করেন তা হলে আরেকটা সত্যি কথা বলি। রেবু (রাবেয়া) নামের মেয়েটা তার স্বামী ও সন্তানকে হত্যা করেছে—এই ঘটনাটাও সত্যি। মেয়েটা সাইকোপ্যাথিক! সে তার পছন্দের মানুষদের খুন করে। আমি জানি আপনি তার পছন্দের মানুষদের একজন। একই ঘটনা আপনার ক্ষেত্রেও ঘটতে যাচ্ছে। আপনি অতি বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। এইখানেই আমার দুঃখ।

স্যার, আমার কথা আপনি যদি বিশ্বাস নাও করেন, একটু সাবধানে থাকবেন। আমার মন বলছে কোনো এক গভীর রাতে সে আপনার ঘরে ঢুকে পড়বে। হয়তোবা ইতিমধ্যেই ঢুকেছে।

ইতি

চৌধুরী খালেকুজ্জামান।

চিঠি শেষ করে মিসির আলি সিগারেটে টান দিয়ে আবারো খকখক করে কাশতে লাগলেন। আঁখিতারা বলল, বড় বাবা, আপনারে আরেক কাপ চা দিব?

মিসির আলি বললেন, দাও।

চা সে বানিয়েই রেখেছিল। মিসির আলির কথা শেষ হবার আগেই সে চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হল। মিসির আলি কাপ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আজমল সাহেব ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে রিকশা করে ফিরছিলেন। মিসির আলিকে দেখে বললেন, আপনার কাজের মেয়েটার কী হয়েছে? হাসপাতালে নাকি ভর্তি করিয়েছেন? ডেঙ্গু-ফেঙ্গু নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, না। এখন সুস্থ। বাসায় নিয়ে এসেছি।

এই এক যন্ত্রণা, একশ টাকা মাসের কাজের মেয়ে তার চিকিৎসার পেছনে খরচ পাঁচশ। আমার ঘরে তো অসুখবিসুখ লেগেই আছে। এখন আবার একটার হয়েছে জন্ডিস। বড় বিপদে আছি।

মিসির আলি বললেন, ব্যাগভর্তি বাজার। আজ কি কোনো উৎসব?

আজমল সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। ঠিকই ধরে ফেলেছেন। রেবুকে আজ দেখতে আসবে। ছেলে সুইডেনে থাকে। ভালো কিছু করে বলে মনে হয় না। লেবার টাইপ। আমি মেয়ে পার করতে পারলেই খুশি। বিদেশে গিয়ে বাথরুমের গু-মুত পরিষ্কার করলে করবে। আমার কী? আপনি আমার নিজের লোক। আপনাকে বলতে অসুবিধা নাই। ওর ইতিহাস ভালো না। শুনলে চমকে উঠবেন। যদি ভালোয় ভালোয় বিয়ে হয়ে যায়, রেবুকে বিদায় করতে পারি, তা হলে দুঃখের কথা বলব। কাউকে বলতে ভালো লাগে না।

বলতে ইচ্ছা না করলে বলবেন না।

আপনাকে তো আমি বলতেই পারি। শুনুন ভাই, আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খানা খাবেন। আমিন বাজার থেকে গরুর মাংস কিনেছি। খেলে বুঝবেন কী জিনিস। আসবেন কিন্তু মনে করে। আর একটু খাস দিলে দোয়া করবেন। আমার পীর ভাই বলেছেন, এই বিয়ে হবে। উনি যা বলেন তাই হয়। উনি বলেছেন কিন্তু হয় নি তা কখনো হয় নাই। অতি কামেল লোক, উনার কথা মিথ্যা হবে না। বাকি আল্লাহ মালিক। আপনাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন? এত চিন্তা করবেন না। সব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন। রাতে মনে করে খানা খেতে আসবেন।

মিসির আলি বললেন, আজ বরং বাদ থাকুক, বাইরের লোকজন থাকবে। আমি আবার অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে খেতে পারি না।

আজমল সাহেব বললেন, আমারও একই প্রবলেম। আমিও পারি না। আপদরা বিদায় হলে আপনাকে খবর দিব। তারপর দুই ভাই মিলে খানা খাব। এই আমার ফাইনাল কথা।

আজমল সাহেব বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন দোতলার বারান্দায় রেবু এসে দাঁড়িয়েছে। সে একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। রেবুকে একটা প্রশ্ন করবেন বলে তিনি ভেবে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন আর প্রশ্নটা করা হয় না। আজ অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নটা হিন্দি ছবি নিয়ে। মারামারির দৃশ্যে দেখা গেল নায়কের শার্টের একটা বোতাম নেই। কিন্তু মৃত্যু দৃশ্যে বোতামটা ঠিকই আছে। এর পেছনে রহস্যটা কী?

রসুন ভর্তা জিনিসটা যে এত সুস্বাদু মিসির আলি কল্পনাও করেন নি। তিনি শুধু রসুন ভর্তা দিয়েই এক গামলা ভাত খেয়ে ফেললেন। আঁখিতারার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম কুটু মিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুটু মিয়া কে?

কুটু মিয়া একটা উপন্যাসের চরিত্র। তার মতো রান্না কেউ করতে পারে না।

আঁখিতারা আনন্দে নুয়ে পড়ল। মিসির আলি বললেন, এখন তুমি আমাকে বল, তুমি যে রাতে জিনকে দেখলে সেই জিন কী করল?

চিমটি দিছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিমটি দিল না বসে চিমটি দিল?

বসছে। তারপরে চিমটি দিছে।

ভূত চিমটি দেয় আমি কোনোদিন শুনি নি। চিমটি দেয় মেয়েরা।

আঁখিতারা গম্ভীর গলায় বলল, আমারে চিমটি দিছে জিনে।

মিসির আলি বললেন, এখন তো আর চিমটি দিতে পারবে না। গলায় তাবিজ। ঠিক নয়?

হুঁ।

তোমার চৌকিটা আমি আমার ঘরে ঢুকিয়ে ফেলব। জিন যদি আসে তুমি আমাকে ডাকবে।

আনন্দে অভিভূত হয়ে আঁখিতারা ডান দিকে ঘাড় কাত করল। মিসির আলির মনে হল বাচ্চা এই মেয়েটির জীবনে যে ক'টি আনন্দময় ঘটনা ঘটেছে আজকের এই সিদ্ধান্ত তার একটি।

আঁখিতারা।

জি।

মন দিয়ে শোনো, ভবিষ্যতে তুমি যতবার রান্না করবে একটা আইটেম যেন অবশ্যই থাকে। রসুন ভর্তা।

AMARBOI.COM

আঁখিতারা আবার ঘাড় কাত করল। তার এতই আনন্দ হচ্ছে যে, কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না একটা মানুষ এত ভালো হয় কীভাবে? সামান্য কিছু মন্দ তো মানুষের মধ্যে থাকতে হবে। যদি না থাকে তা হলে মানুষ আর ফেরেশতায় তফাত কী?

আঁখিতারা!

জি।

তুমি লেখাপড়া জানো?

না।

লেখাপড়া শিখতে হবে। রসুন ভর্তা বানালে হবে না। আমি তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব।

আঁখিতারা ঘাড় কাত করল। এইবার সে আর চোখের পানি আটকাতে পারল না। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন। কিছু বললেন না। তিনি চাচ্ছেন মেয়েটা আরো কাঁদুক। আনন্দের কান্না দেখতে তাঁর বড় ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁখিতারা।

জি।

খাওয়া শেষ করে আমার মাথায় তেল দিয়ে দাও। তুমি আমার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছ। রসুন ভর্তা দিয়ে যে খাওয়া খেয়েছি আজ দুপুরে না ঘুমুলে চলবে না। আজ আমি মড়ার মতো ঘুমাব।

মিসির আলি সত্যি সত্যি মড়ার মতো ঘুমালেন। তার ঘুম ভাঙল রাত ন'টায়। দিনের বেলায় এত লম্বা ঘুম তিনি তাঁর জীবনে আর কখনো ঘুমিয়েছেন বলে মনে করতে পারলেন না। মৃত্যুর কাছাকাছি ঘুম। শান্তি এবং তৃপ্তির ঘুম। সবকিছুরই কারণ আছে। তৃপ্তিময় দীর্ঘ ঘুমেরও নিশ্চয়ই কারণ আছে। সব সময় কারণ খুঁজতে ভালো লাগে না। তিনি হাত-মুখ ধুতে গেলেন। রাতে আজমল সাহেবের বাড়িতে খেতে যেতে হবে। আঁখিতারাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মেয়েটাকে অবশ্যই একা রেখে যাওয়া যাবে না। জিনবিষয়ক ভীতি মেয়েটার মাথার ভিতর আছে। যে কোনো সুযোগে আবার সেই ভয় ডালপালা মেলতে পারে।

আঁখিতারা বলল, বড় বাবা, চা খাইবেন?

মিসির আলি বললেন, না। দাওয়াত খেতে যাব। তুমিও সঙ্গে যাবে।

আঁখিতারা বলল, আপনের কি শইল খারাপ?

মিসির আলি বললেন, শরীর খারাপ না। শরীর ভালো।

আপনে ঘুমাইতেই আছেন। ঘুমাইতেই আছেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে মানুষ মারা যায়।

কে বলেছে?

বড় বাবা বলেছে। এই জন্য বড় বাবা যখন বেশি ঘুমায় তখন আমার ভয় লাগে। আমি ডাক দিয়া তুলি।

আমাকে ডাক দিয়ে তুললে না কেন?

আমি ডাকছি। আপনের ঘুম ভাঙে নাই।

মিসির আলি বললেন এত লম্বা আরামের ঘুম কেন ঘুমিয়েছি শোনো। কারণটা কিছুক্ষণ আগে পরিষ্কার হয়েছে। আমার মাথা জট পাকিয়ে গিয়েছিল। আন্ধা গিট্টু লেগে গিয়েছিল। গিট্টু খুলে গেছে বলে আরাম করে ঘুমিয়েছি, বুঝেছ?

কিছু না বুঝেই আঁখিতারা মাথা নাড়ল। মানুষটা যে ঘুমের মধ্যে মরে যায় নি এতেই সে খুশি।

রাতে মিসির আলি আজমল সাহেবের বাড়িতে খেতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়লেন। বাড়িতে শোকের ছায়া। বরপক্ষের লোকজন কেউ আসে নি। তারা কোনো খবরও পাঠায় নি। আজমল সাহেব বললেন, মানুষ এত খারাপ কেন, বলেন তো ভাই সাহেব? আসবি না ভালো কথা। একটা খবর তো দিবি।

মিসির আলি বললেন, ক'টার সময়ে আসার কথা?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যাবেলা আসার কথা। মুরুব্বিরা আসবে, বিয়ের কথাবার্তা হবে, তারপর খানাপিনা।

রাস্তার যানজটে মনে হয় আটকা পড়েছে। সব মুরুব্বিদের একত্র করে আসতেও দেরি হয়।

আজমল সাহেব হতাশ গলায় বললেন, ওরা আসল খবর পেয়ে গেছে। সবকিছু এত গোপন করে রাখি, তারপরেও আসল খবর বের হয়ে যায়। আপনি আমার নিজের লোক, আপনাকে বলি। রেবুর আগে বিয়ে হয়েছিল। একটা মেয়েও হয়েছিল। স্বামী–সন্তান দু'জনই মারা যায়। তারপর থেকে রেবুর মাথা খারাপ। নতুন করে ঘর–সংসার হলে মাথা ঠিক হয়ে যেত। মাথা খারাপের আসল অষুধ বিবাহ।

প্রশ্ন করবেন না করবেন না ভেবেও মিসির আলি প্রশ্ন করে ফেললেন। তিনি ইতস্তত করে বললেন, তারা মারা যায় কীভাবে?

আজমল সাহেব বললেন, কাজের মেয়ে খুন করে টাকাপয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়ে যায়। বিশাল ইতিহাস। আরেকদিন বলব। আপনাকে বলতে কোনো বাধা নেই রে ভাই। আপনি আমার আপনা লোক। পুলিশ টাকা খাওয়ার জন্য কী যে করেছে বললে বিশ্বাস হবে না। পুলিশ আসামি করেছিল রাবেয়াকে।

রাবেয়া কে?

রেবুর ভালো নাম রাবেয়া। ঘটনার পরে আমরা রেবুর নাম চেঞ্জ করে ফেলি— তার নাম দেই শেফালী। ডাকনাম শেফু। মেয়েটার বিয়ে তো দিতে হবে। আগের নামধাম রাখার কোনো যুক্তি আছে, আপনিই বলেন?

মিসির আলি কিছু বললেন না। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আজমল সাহেব মিসির আলির দিকে এগিয়ে এসে গলা নিচু করে বললেন, স্ত্রী স্বামীকে খুন করে, এ ইতিহাস আছে। কিন্তু কোনো মা তার সাত মাসের ফুটফুটে বাচ্চা খুন করতে পারে? আপনি বলেন? আপনি তো 'বোকা...না' খারাপ কথা বলে ফেলেছি। ভাই, কিছু মনে করবেন না।

আজমল সাহেব বললেন, তোরা পারলে যে কাজের মেয়ে খুন করে পালিয়েছে তাকে ধরে আন। তা না, উল্টাপাল্টা জেরা। রেবুর মাথাটাই খারাপ করে দিল। মামলা থেকে রেবুকে বের করে আনতে কত টাকা গেছে বলুন তো? দেখি আপনার অনুমান?

বলতে পারছি না। মামলা–মুকাদ্দমা বিষয়ে আমার অনুমান খুবই খারাপ।

চার লাখ একুশ হাজার। থানা স্টাফ নিয়ে দুই লাখ, আর এসপি সাহেবকে দিয়েছি দুই লাখ।

মিসির আলি বললেন, একুশ হাজার টাকার হিসাবটা কী?

পত্রিকাওয়ালাদের দিতে হয়েছে। উল্টাপাল্টা খবর ছেপে দিলে মুশকিল না? ভাই সাহেব আপনার কি খিদে লেগেছে? খানা দিতে বলি?

মিসির আলি বললেন, আরেকটু অপেক্ষা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজমল সাহেব বললেন, কোনো লাভ নেই। শুয়োরের বাচ্চারা আসবে না। রেবু মেয়েটা কী কপাল নিয়ে এসেছে! ঝাড়ু মারি কপালে। একবার ইচ্ছা করে আমিই গলা টিপে মেয়েটিকে শেষ করে দেই। যন্ত্রণা শেষ হোক।

নিচে গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা না, বেশ কয়েকটা গাড়ি। মিসির আলি বললেন, আমার ধারণা বরপক্ষের লোকজন চলে এসেছে। আপনার পীর ভাইয়ের কথা সত্যিই হয়েছে।

৮

আজ রেবুর বিয়ে। আয়োজনের হইচই ধরনের বিয়ে না। নিয়মরক্ষা বিয়ে। মগবাজারের কাজি অফিস থেকে কাজি সাহেব আসবেন। বরপক্ষে কিছু লোকজন থাকবে। পাঁচ লক্ষ এক টাকা কাবিন। অর্ধেক গয়নাপাতিতে উসুল। আজমল সাহেব প্রায় জীবন দিয়ে দিচ্ছেন মিসির আলি যাতে কনের দিকের একজন উকিল হন। মিসির আলি কাটান দিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কাটান দিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

বিয়ের কনে রেবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। সে সকালবেলা নতুন পাঞ্জাবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আজমল সাহেব পাঞ্জাবি পাঠিয়েছেন। তিনি চান মিসির আলি বিয়ের আসরে এই পাঞ্জাবি পরে উপস্থিত হবেন। আঁখিতারাও এই উপলক্ষে লাল পাড় ডুরে লাল শাড়ি পরেছে। বিয়ে হবে সন্ধ্যায়, আঁখিতারা সকাল থেকেই শাড়ি পরে সেজেগুজে বেড়াচ্ছে। মিসির আলিকে বলেছে, তাকে কাচের চুড়ি কিনে দিতে হবে। কাচের চুড়ি না পেলে সে বিয়েতে যাবে না।

রেবু মিসির আলির পা ছুঁয়ে সালাম করল। মিসির আলি বললেন, আজ তোমার জন্য বিশেষ দিন।

পাঞ্জাবি টেবিলে রেখে রেবু কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, উন্নত একটা দেশে যাচ্ছ। তাদের চিকিৎসাব্যবস্থা খুব ভালো। অবশ্যই সেখানে তুমি ভালো ডাক্তার দেখাবে। সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তোমার ভালো চিকিৎসা দরকার।

রেবু ঘাড় কাত করল।

মিসির আলি বললেন, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?

রেবু বলল, না।

মিসির আলি বললেন, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল।

রেবু সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। অতিরিক্ত টেনশনে তার নাক ফুলে ফুলে উঠছে। মিসির আলি বললেন, তুমি ঘাবড়ে গেছ কেন? জটিল কোনো প্রশ্ন না। হিন্দি ছবি দেখেছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে। সেই ছবি নিয়ে প্রশ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী প্রশ্ন?

নায়ক যখন মারামারি করছিল তখন দেখলাম তার শার্টের একটা বোতাম নেই। কিন্তু মৃত্যুদৃশ্যের সময় দেখলাম শার্টের সবগুলো বোতামই আছে। এটা কী করে সম্ভব?

রেবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মৃত্যুদৃশ্যটা তারা আগে করেছে। তখন শার্টের বোতাম ছিল। মারামারি দৃশ্যের সময় বোতাম খুলে গেছে।

মিসির আলি বললেন, এত জটিল সমস্যার এত সহজ সমাধান? আমি বুঝতেই পারি নি।

রেবু বলল, আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন। আমার কাছে বুঝতে না পারার ভাব করেছেন।

তোমার সঙ্গে এটা কেন করব?

আমাকে বোঝানোর জন্য যে, আপনার বুদ্ধি কম। আপনার যে খুব বুদ্ধি এটা আমি জানি। এত বুদ্ধি থাকা ভালো না।

মিসির আলি আচমকা অন্য একটা প্রশ্ন করলেন। তিনি রেবুর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমাদের বাড়ির বারান্দার দিক থেকে আমার এই বাসায় ঢোকার একটা দরজা আছে। দরজাটা তোমাদের দিক থেকে তালাবদ্ধ থাকে। সেই তালার চাবি কি তোমার আছে?

রেবু কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, আছে। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?

মিসির আলি বললেন, না।

রেবু তাকিয়ে আছে। তার চোখ বড় বড়। মিসির আলির ধারণা ছিল তিনি মানুষের চোখের ভাষা পড়তে পারেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ করলেন, রেবুর চোখের ভাষা তিনি পড়তে পারছেন না। এর চোখের ভাষা অচেনা হয়ে গেছে।

AMARBOI.COM

রাত ন'টা বাজে। আজমল সাহেব দুইবার মিসির আলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। মিসির আলি যেতে পারছেন না। কারণ মনসুর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে সঙ্গে করে অনেকগুলো তাজা দোলনচাঁপা নিয়ে এসেছে। মিসির আলি দোলনচাঁপার নাম পড়েছেন নজরুলের কবিতার বইয়ে। দোলনচাঁপা আগে কখনো দেখেন নি। ফুল দেখে এবং ফুলের গন্ধে তিনি মুগ্ধ হলেন। পুরো বাড়িতেই মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে। মিসির আলি বললেন, বাহ্!

মনসুর বলল, স্যার, ফুলগুলো আপনার পছন্দ হয়েছে?

মিসির আলি বললেন, খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাঙ্ক য়্যু।

মনসুর পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, স্যার, মাঝে মাঝে আমি আপনার সামনে বেয়াদবি করি। সিগারেট খাই। আপনি কিছু মনে করবেন না। টেনশনের সময় আমি সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, সামনে সিগারেট খাওয়া–না–খাওয়া নিয়ে আদবের সম্পর্কটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তুমি যত ইচ্ছা সিগারেট খাও। কোনো সমস্যা নেই।

মনসুর কয়েকবার চেষ্টার পর তার লাইটারটা ধরাল। মিসির আলি হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেললেন।

মনসুর অবাক হয়ে বলল, আপনি হাসছেন কেন?

মিসির আলি বললেন, লাইটারের শব্দ শুনে হাসলাম। লাইটারটা তুমি বাঁ হাতে ধরিয়েছ, এটা দেখেও হাসলাম।

মনসুর বলল, আমি লেফটহ্যান্ডার। স্যার, এটা কি কোনো হাসির ব্যাপার। আমি যতদূর জানি, এই পৃথিবীর দুই পারসেন্ট মানুষ লেফটহ্যান্ডার।

মিসির আলি বললেন, আমি কেন হেসেছি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। একবার আমার বাসায় গভীর রাতে কেউ একজন ঢুকেছিল। সেটা খুব বৃষ্টির রাত ছিল। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছিল। যে ঢুকেছিল সে চাচ্ছিল আমি যেন টের পাই কেউ একজন এসেছে, কিন্তু কে এসেছে সেটা যেন বুঝতে না পারি।

আপনি বুঝে ফেলেন কে এসেছে?

হ্যাঁ। তুমি এসেছিলে।

মনসুর শান্ত গলায় বলল, আমি লেফটহ্যান্ডার এটা জেনেই আপনি টের পেলেন আমি আপনার ঘরে ঢুকেছি? লেফটহ্যান্ডাররা গভীর রাতে মানুষের বাড়িতে ঢোকে?

মিসির আলি বললেন, তুমি পুরোটা না শুনেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছ। আগে পুরোটা শোনো। নার্ভ ঠাণ্ডা কর। আরেকটা সিগারেট ধরাও।

মনসুর আরেকটা সিগারেট ধরাল। আর তখনই ব্যস্ত ভঙ্গিতে আঁখিতারা ঘরে ঢুকে বলল, বড় বাবা, আপনি যাবেন না?

মিসির আলি বললেন, তুমি বিয়ে বাড়িতে চলে যাও, আমি আসছি।

আঁখিতারা বলল, আমি আপনেরে না নিয়া যাব না।

তা হলে অপেক্ষা কর। সুন্দর করে দু'কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যাও।

আঁখিতারা চলে গেল। মিসির আলি মনসুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই রাতে তুমি কিছুক্ষণ আমার ঘরে হাঁটাহাঁটি করলে। আমার ঘুমভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে। তারপর ঘর থেকে বের হলে। যতক্ষণ ঘরে ছিলে ততক্ষণ টেনশনে তোমার স্নায়ু আড়ষ্ট ছিল। স্মোকাররা টেনশন কমাতে সিগারেট টানে। ঘর থেকে বের হয়েই তুমি সিগারেট ধরালে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল বলেই পুরো সিগারেটটা তুমি আমার বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেষ করলে। সিগারেটের গন্ধে আমি তোমাকে চিনলাম না। তোমাকে চিনলাম লাইটারের শব্দে। তোমার লাইটারের শব্দ আমি চিনি।

মনসুর চুপ করে আছে। সে এখন আর সিগারেটে টান দিচ্ছে না। তবে তাকিয়ে আছে সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, তুমি লেফটহ্যান্ডার এটাও কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং কো-ইনসিডেন্স। শুনলে তুমি মজা পাবে। বলব?

বলুন।

তুমি আঁখিতারার বিছানায় বসেছ। তার ঘাড়ের ডান দিকে চিমটি দিয়েছ। আঁখিতারা উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল। এই অবস্থায় তার ঘাড়ের ডান দিকে একজন লেফটহ্যান্ডার চিমটি দেবে। রাইটহ্যান্ডার চিমটি দেবে ঘাড়ের বাঁ দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে না পারলে আমি একটা কাজ করি, আঁখিতারাকে বিছানায় শুইয়ে তার পাশে বসে দেখাই কেন একজন ঘাড়ের বাঁ দিকে চিমটি দেবে, আরেকজন দেবে ডান দিকে।

দেখাব?

মনসুর শান্ত গলায় বলল, দেখাতে হবে না। আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি।

আঁখিতারা চা নিয়ে ঢুকেছে। মনসুর সহজভাবেই চায়ের কাপে চুমুক দিল। মিসির আলি বললেন, মনসুর শোনো। লজিক হচ্ছে সিঁড়ির মতো। লজিকের একটি সিঁড়িতে পা দিলে অন্য সিঁড়ি দেখা যায়। তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ এটা জানার পর বুঝতে পারলাম রেবু মেয়েটির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে।

কীভাবে বুঝলেন?

আমার বাসার একটা দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। সেই তালা খুলে এ বাসায় ঢোকা যায়। তালার চাবি রেবুর কাছে আছে। সেই চাবির একটা নিশ্চয়ই তোমার কাছেও আছে। আছে না?

হ্যাঁ আছে।

রেবুদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারও তুমি জানো। তুমি আমাকে ওই বাড়িতে টেলিফোন করেছিলে। মনে আছে?

আছে।

আমি একটা নতুন পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে বসে আছি। আমার কাজের মেয়েটা আমাকে তাড়া দিচ্ছে বের হওয়ার জন্য। তুমি একবারও জিজ্ঞেস করলে না আমরা কোথায় যাচ্ছি। জিজ্ঞেস কর নি কারণ তুমি জানো আমরা কোথায় যাচ্ছি। রেবুর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে তা জানা সম্ভব না। তুমি কি জানো আজ রেবুর বিয়ে?

মনসুর বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল।

মিসির আলি বললেন, তুমি এই বাসায় একসময় ভাড়াটে ছিলে। আমার এই অনুমান কি ঠিক আছে?

মনসুর চমকে উঠে বলল, এই তথ্য আপনাকে কে দিয়েছে?

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, রান্নাঘর দিয়েছে। রান্নাঘরের দেয়ালে হাজি আজমত আলি নামের এক ভদ্রলোকের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা। তোমার হাতের লেখা আমি চিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি কি আমার সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য হাজি আজমত আলিকে টেলিফোন করেছিলেন?

না, টেলিফোন করি নি। তুমি এই বাড়িতে কতদিন ছিলে?

তিন মাস।

আমার ধারণা রেবুর সঙ্গে তখনই তোমার পরিচয় এবং প্রণয়। রেবু কি নিশিরাতে তালা খুলে তোমার ঘরে আসত?

হ্যাঁ।

অবস্থাটা তো তোমার জন্য ভালোই ছিল। তুমি তিন মাসের মধ্যে চলে গেলে কেন? রেবুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বলে?

হুঁ।

মিসির আলি বললেন, আমার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে, একটা সিগারেট দাও। মনসুর সিগারেট দিল। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল। মিসির আলি বললেন, মনসুর তুমি কি মানুষ খুন করেছ?

মনসুর বলল, জি না।

রেবুকে পরামর্শ দিয়েছিলে তার স্বামী–সন্তানকে খুন করতে?

জি না।

তুমি যদি কিছু বলতে চাও বল। আমি তোমার কথা খুব মন দিয়ে শুনব।

স্যার, রেবুর বাচ্চা হওয়ার পর তার সংসারে খুব অশান্তি শুরু হল। রেবুর স্বামীর ধারণা হল বাচ্চাটা তার না। রেবু একদিন স্বীকারও করল বাচ্চার বাবা অন্য একজন। তারপর দু'জনকেই বঁটি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলল।

তুমি আমার ঘরে কেন আসতে?

স্যার, আমি আপনাকে ভয় দেখিয়ে এই বাসা থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম। কারণ, রেবু প্রায়ই বলত সে আপনাকে খুন করতে চায়। সে অসুস্থ একটা মেয়ে। ভয়ঙ্কর অসুস্থ। আপনাকে এই কথাই বারবার বলার চেষ্টা করেছি। আপনার বেঁচে থাকা আমার জন্য দরকার।

কেন?

স্যার, একমাত্র আপনিই রেবুকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন। আর কেউ পারবে না। স্যার, আমি এই অসুস্থ মেয়েটাকে ভয়ঙ্কর ভালবাসি।

মনসুর তাকিয়ে আছে। এই চোখের ভাষা মিসির আলি পড়তে পারছেন না। এই চোখ মমতা এবং ভালবাসায় আর্দ্র।

মনসুরের চোখে পানি জমতে শুরু করছে। মিসির আলি অপেক্ষা করছেন চোখ থেকে পানির ফোঁটাটা কখন টেবিলের ওপর পড়ে। মনসুর যেভাবে বসে আছে পানির ফোঁটা টেবিলে পড়ার কথা। অশ্রু চোখেই মানায়। কাঠের টেবিলে মানায় কি না এটা তার দেখার ইচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলির চশমা

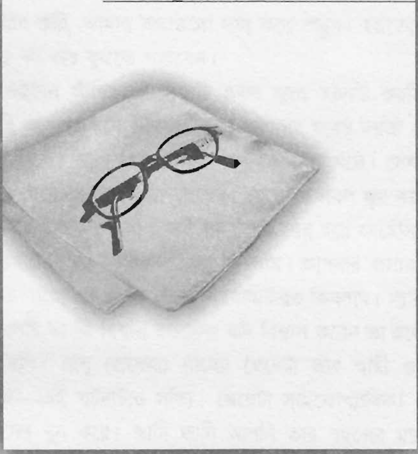

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রতি আমি একজনকে পেয়েছি যে
বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষদেরকে মিসির আলি হিসেবে
নিয়ে আসছে। এবং সবাইকে বাধ্য করছে
এদের মিসির আলি হিসেবে ভাবতে।

তরুণ পরিচালক
অনিমেষ আইচ
মিসির আলি সন্ধানেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

অদ্ভুত এক যন্ত্র।

যন্ত্রে বাটির মতো জায়গা, বাটিতে থুতনি রেখে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে হয়। যন্ত্রের ভেতর থেকে ক্ষণে ক্ষণে তীব্র আলো এসে চোখের ভেতর ঢুকে যায়। তখন বুকের ভেতর ধক করে ওঠে। মনে হয় কেউ একজন তীক্ষ্ণ এবং লম্বা একটা সুচ চোখের ভেতর দিয়ে মগজে ঢুকানোর চেষ্টা করছে।

পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার কথা। শেষ হচ্ছে না, কারণ ডাক্তার সাহেবের কাছে টেলিফোন এসেছে। তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছেন। মিসির আলি বুঝতে পারছেন না, তিনি কি বাটি থেকে থুতনি উঠিয়ে নেবেন? নাকি যেভাবে বসে আছেন সেভাবেই বসে থাকবেন? নড়ে গেলে যন্ত্রের রিডিংয়ে গণ্ডগোল হতে পারে। তখন হয়তো আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। হিন্দিতে যাকে বলে—'ফির পেহলে সে।'

মিসির আলি নড়লেন না। ডাক্তার সাহেবের টেলিফোন আলাপ বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ডাক্তার সাহেবের নাম হারুন অর রশীদ। নামের শেষে অনেকগুলো অক্ষর আছে। মনে হয় বিদেশের সব ডিগ্রিই তিনি জোগাড় করে ফেলেছেন।

ডাক্তার সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবার কথা। চুলে পাক ধরে নি, তবে দুই চোখের ভুরুর বেশ কিছু চুল পাকা। চিমটা দিয়ে ভুরুর পাকা চুলগুলো তুলে ফেললে তাঁর বয়স আরো কম লাগত।

ভদ্রলোক বেঁটে। ভারী শরীর। গোলাকার মুখ। চোখের দৃষ্টিতে সারল্য আছে, তবে ভুরু ঝোপের মতো বলে দৃষ্টির সারল্য চোখে পড়ে না। তিনি ঝকঝকে সাদা অ্যাপ্রন পরে আছেন। অ্যাপ্রনটা তাঁকে মানিয়েছে। বেশিরভাগ ডাক্তারের গায়ে অ্যাপ্রন মানায় না।

ডাক্তার হারুন এখন চরম রাগারাগি শুরু করেছেন। তাঁর কথা শোনা যাচ্ছে, ওপাশের কথা শোনা যাচ্ছে না। মিসির আলির ধারণা ওপাশে টেলিফোন ধরেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন সাহেবের স্ত্রী। রাগারাগির ধরনটা সেরকম। ডাক্তার সাহেবের গলার স্বর ভারী এবং খসখসে। তাঁর চিৎকার এবং হইচই শুনতে ভালো লাগছে।

ডাক্তার : আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। এই জিনিসটা আমার পছন্দ না। একেবারেই পছন্দ না।

(ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলল।)

ডাক্তার : খবরদার পুরোনো প্রসঙ্গ তুলবে না।

(ওপাশের কথা।)

ডাক্তার : কী! আমাকে বিয়ে করে ভুল করেছ? আরেকবার এই কথাটা বল তো? একবার শুধু বলে দেখ।

মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আরেকবার এই কথাটি বললেন।

ডাক্তার : চিৎকার করছি? আমি চিৎকার করছি? আমি এক পেশেন্টের চোখ পরীক্ষা করছি। তুমি খুব ভালো করে জানো পেশেন্টের সামনে আমি চিৎকার চেঁচামেচি করি না। শাট আপ, শাট আপ বললাম। Yes, I say shut up and go to hell.

হারুন মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি এখনো এইভাবে বসে আছেন কী জন্য? আপনার চোখ দেখা তো শেষ।

মিসির আলি বললেন, পরীক্ষা শেষ হয়েছে বুঝতে পারি নি। মাঝখানে আপনার টেলিফোন এল।

আপনার চোখ ঠিক আছে, শুধু প্রেশার হাই। গ্লুকোমা। একটা ড্রাপ দিচ্ছি। ঘুমুবার আগে চোখে এক ফোঁটা করে দেবেন। ভুল করবেন না।

মিসির আলি বললেন, যদি ভুল করি তা হলে কী হবে?

ডাক্তার নির্বিকার গলায় বললেন, অন্ধ হয়ে যাবেন—আর কী।

অন্ধ হয়ে যাব?

হ্যাঁ। পনের দিন পর আবার আসবেন। ভালো কথা, আপনাকে ফি দিতে হবে না।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললন, কেন?

হারুন বললেন, আপনাকে আমি চিনি। আপনি বিখ্যাত মানুষ। আমি বিখ্যাত মানুষদের কাছ থেকে ফি নেই না। বিখ্যাত মানুষরা দশ জায়গায় আমার কথা বলেন। তাঁদের কথার অনেক গুরুত্ব। এতে পসার দ্রুত বাড়ে।

মিসির আলি বললেন, আপনি মনে হয় ভুল করছেন। আমাকে অন্য কারোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। আমি বিখ্যাত কেউ না। আমি অতি সাধারণ একজন।

হারুন ভুরু কুঁচকে বললেন, আপনার নাম কী?

মিসির আলি।

হারুন বললেন, তা হলে তো ভুলই করেছি। মেজর মিসটেক। আমি আপনাকে নাটক করে এমন কেউ ভেবেছি। চেহারা খুব পরিচিত লেগেছে। ভালো কথা, আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি অভিনয় করেন? গত সপ্তাহে টিভিতে কী যেন একটা নাটক দেখলাম, আপনি সেখানে ছিলেন?

জি না।

অতি বোগাস এক নাটক। তারপরেও শেষ পর্যন্ত দেখেছি। নাটকের নামটা মনে পড়ছে না। ন দিয়ে নামের শুরু, এইটুকু মনে পড়ছে। আচ্ছা শুনুন, আপনি হাফ ফি দেবেন। আমার চারশ টাকা ফি, আপনি দু'শ দেবেন।

হাফ কেন?

প্রথমবার বাই মিসটেক ফ্রি বলেছিলাম এইজন্য। আপনি আশা করে বসেছিলেন ফ্রি হয়ে গেছে। যখন দেখলেন হয় নি, তখন আশাভঙ্গ হয়েছে। হয়েছে কি না বলুন?

মিসির আলি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। বোঝা যাচ্ছে এই ডাক্তার বিচিত্র স্বভাবের। তাঁর সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলা ঠিক না। ফি দিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচা যেত। চোখের ড্রপের নামটা এখনো তিনি লিখে দেন নি।

হারুন ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হল, জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনার আশাভঙ্গ হয়েছে না? মনটা খারাপ হয়েছে না?

সামান্য হয়েছে।

এই জন্যই ফি হাফ করে দিলাম।

প্রেসক্রিপশনটা লিখে দিলে চলে যেতাম।

হারুন কাগজ টেনে নিলেন। কলমদানি থেকে কলম বের করতেই আবার টেলিফোন। মনে হচ্ছে তাঁর স্ত্রী। কারণ ডাক্তার টেলিফোন ধরেই খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন।

তোমার প্রবলেমটা কী? রোগী দেখছি, এর মধ্যে একের পর এক টেলিফোন। আমাকে শান্তিমতো কিছু করতে দেবে না?

(ওপাশের কিছু কথা।)

সব সময় টাইম মেনটেন করা যায় না। রোগীর চাপ থাকে। ক্রিটিক্যাল কেইস থাকে। তর্ক করবে না। স্টপ তর্ক। স্টপ। যাও আজ আমি বাসাতেই যাব না। ক্লিনিকে থাকব। সোফায় ঘুমাব। যা ভাবছ তা-না। চেম্বারে কেউ শখ করে থাকে না।

হারুন টেলিফোন নামিয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি বসে আছেন কেন?

প্রেসক্রিপশনটার জন্য অপেক্ষা করছি। আই ড্রপ।

হারুন ড্রয়ার খুলে একটা প্যাকেট মিসির আলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মেজাজ খুবই খারাপ। প্রেসক্রিপশন লিখতে পারব না। এটা নিয়ে যান। রাতে ঘুমাবার সময় এক ড্রপ করে দেবেন।

দাম কত?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাম দিতে হবে না। ওষুধ কোম্পানি থেকে স্যাম্পল হিসেবে পাই। স্যাম্পলের ওষুধ বিক্রি করার অভ্যাস আমার নেই। দরিদ্র রোগীদের ফ্রি দিয়ে দেই।

ধন্যবাদ।

এক মাস পর আবার আসবেন।

আগে বলেছিলেন পনের দিন পর আসতে।

এখন বলছি এক মাস পর।

জি আসব।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার বললেন, একটু বসুন।

মিসির আলি বসে পড়লেন।

আপনি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন। এই জন্যই বসতে বলছি। আমার সঙ্গে চা খেয়ে তারপর যাবেন। এবং একটা বিষয় মনে রাখবেন, আমি ডাক্তার যেমন ভালো, মানুষ হিসেবেও ভালো। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সব জায়গায় হয়। এটা কিছু না। ভালো মানুষরা ঝগড়া করে। মন্দ মানুষের চেয়ে বেশিই করে।

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা নিয়ে যাচ্ছি না। আপনি খুব ভালো ডাক্তার—এটা জেনেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি দামি একটা আই ড্রপ বিনা টাকায় আমাকে দিয়েছেন। এটা প্রমাণ করে যে, আপনি মানুষ হিসেবেও ভালো।

দামি আই ড্রপ বুঝলেন কীভাবে?

প্যাকেটের গায়ে লেখা, বার শ টাকা রিটেল প্রাইস।

আরে তাই তো! এত সহজ ব্যাপার মাথায় আসে নি।

মিসির আলি বললেন, এরকম হয়। মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং লজিক একসঙ্গে কাজ করে না।

হারুন আনন্দিত গলায় বললেন, নামটা মনে পড়েছে—নদীর মোহনা।

মিসির আলি বললেন, নাটকের নামটার কথা বলছেন?

জি। জি। নামকরণটা ভুল হল না? মোহনা তো নদীরই হবে? সমুদ্রের মোহনা হবে না। নাটকের নাম শুধু 'মোহনা' রাখলেই হত। তাই না? কিংবা 'নদী' নাম হলেও চলত। নায়িকার নাম নদী। লম্বা একটা মেয়ে, তবে তার চোখে মনে হয় সমস্যা আছে। সারাক্ষণ চোখ মিটমিট করছে। আমার কাছে এলে বিনা ভিজিটে চোখ দেখে দিতাম।

দরজা ফাঁক করে কে একজন উঁকি দিচ্ছে। তার চেহারায় ভয়। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন, কী চাও?

স্যার, বাসায় যাবেন না?

না। তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। সামছুকে বল, দু'কাপ চা দিতে। চিনি আলাদা দিতে বলবে। লিকার যেন ঘন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি চলে যাব স্যার?

মিথ্যা চলে যাওয়া বলে কিছু আছে? গাধার মতো কথা। Get Lost. ম্যাডামকে গিয়ে বলবে, স্যার আজ আসবে না।

ভীত মানুষটা সাবধানে দরজা বন্ধ করল। বন্ধ করার আগে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

হারুন মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, সব গাধা।

মিসির আলি বললেন, আমি কি আপনাকে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব? আপনি বাসায় চলে যান। আপনার স্ত্রী একা। উনার নিশ্চয় মনটা খারাপ। আজ আপনাদের একটা বিশেষ দিন। ম্যারেজ ডে।

কে বলেছে আপনাকে?

অনুমান করছি।

হারুন রাগী গলায় বললেন, আমি মিথ্যা পছন্দ করি না। আপনাকে কেউ নিশ্চয় বলেছে। অনুমান বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।

মিসির আলি বললেন, আপনার অফিসে আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ছবি আছে। বাচ্চাকাচ্চার ছবি নেই। যিনি অফিসে স্ত্রীর ছবি রাখেন তিনি বাচ্চাকাচ্চার ছবিও অবশ্যই রাখেন। সেই থেকে অনুমান করছি, আপনাদের ছেলেমেয়ে নেই। আপনার স্ত্রী বাসায় একা।

AMARBOI.COM

আজ আমাদের ম্যারেজ ডে এটা বুঝলেন কীভাবে?

আজ ছয় তারিখ। দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ঝুলছে সেখানে ছয় তারিখটা লাল কালি দিয়ে গোল করা।

আমার স্ত্রী বা আমার জন্মদিনও তো হতে পারে।

মিসির আলি বললেন, আপনার জন্মদিন হবে না, কারণ নিজের জন্মদিন মনে থাকে। আপনার স্ত্রীর জন্মদিনও হবে না। স্ত্রীরা জন্মদিনে স্বামী দেরি করে বাড়ি ফিরলে তেমন রাগ করে না। ম্যারেজ ডে ভুলে গেলে বা সেই দিনে দেরি করে স্বামী ঘরে ফিরলে রাগ করে। তা ছাড়া গোল চিহ্নের ভেতর লেখা M. এটা ম্যারেজ ডে'র আদ্যক্ষর হওয়ার কথা।

হারুন বললেন, আপনি তো যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক।

মিসির আলি বললেন, খুব বুদ্ধিমান না। তবে কার্যকারণ নিয়ে চিন্তা করতে আমার ভালো লাগে।

আপনি করেন কী?

আমি কিছুই করি না। অবসরে আছি।

আগে কী করতেন?

সাইকোলজি পড়াতাম।

আপনার কি কোনো কার্ড আছে?

জি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন আমি আপনাকে চিনেছি। আপনাকে নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। আমার স্ত্রী আপনার বিশেষ ভক্ত। M দিয়ে আপনার নাম, মেহের আলি বা এই জাতীয় কিছু। আপনার নামটা কী বলুন তো। আগে একবার বলেছিলেন। ভুলে গেছি। সরি ফর দ্যাট।

আমার নাম মিসির আলি।

আপনার কি টেলিফোন আছে?

সেল ফোন একটা আছে।

হারুন আগ্রহ নিয়ে বললেন, নাম্বারটা লিখুন তো। শায়লাকে দিব। সে খুবই খুশি হবে। আচ্ছা আপনি নাকি যে কোনো সমস্যার সমাধান চোখের নিমিষে করে ফেলেন, এটা কি সত্যি?

সত্যি না।

যে কোনো মানুষকে দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব বলে দিতে পারেন, এটা কি সত্যি?

সত্যি না।

শায়লা আপনার বিষয়ে যা জানে সবই তো দেখি ভুল।

মগভর্তি চা চলে এসেছে। আগের লোকই চা এনেছে। ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, ফজলু, তোমাকে না চলে যেতে বললাম? তুমি ঘুরঘুর করছ কেন? Stupid. যাও সামনে থেকে। গাড়িতে বসে থাক।

স্যার কি বাসায় যাবেন?

যেতে পারি। এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। চা খেয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিব। এখন Get lost.

ফজলু চলে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন ফজলুর মুখ থেকে ভয়ের ছাপ কমেছে। তাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে।

হারুন মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, চা ভালো হয়েছে। খান। বিস্কিট আছে। বিস্কিট দেব? ভালো বিস্কিট।

বিস্কিট লাগবে না।

হারুন সামান্য ঝুঁকে এসে খানিকটা গলা নামিয়ে বললেন, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, না।

হারুন আনন্দিত গলায় বললেন, আমিও না।

মিসির আলি বললেন, ভূতের প্রসঙ্গ এল কেন?

হারুন জবাব দিলেন না। তাঁকে এখন বিব্রত মনে হচ্ছে। মিথ্যা কথা ধরা পড়ে গেলে মানুষ যেমন বিব্রত হয় সেরকম। মিসির আলি বললেন, আপনি কি কখনো ভূত দেখেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন ক্ষীণস্বরে বললেন, হুঁ।

মিসির আলি বললেন, একটু আগেই বলেছেন, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন না।

হারুন বললেন, ভূত দেখি নি। আত্মা দেখেছি। আত্মা। আমার মায়ের আত্মা। সেটাও তো এক ধরনের ভূত। তাই না?

ও আচ্ছা।

আমার সামনে যখন কোনো বড় বিপদ আসে, তখন আমার মায়ের আত্মা এসে আমাকে সাবধান করে।

তাই নাকি?

জি! আত্মার গায়ে যে গন্ধ থাকে এটা জানেন?

মিসির আলি বললেন, জানি না।

হারুন চাপা গলায় বললেন, গন্ধ থাকে। কেম্ফরের গন্ধ। বেশ কড়া গন্ধ।

সব আত্মার গন্ধই কি কেম্ফরের? নাকি একেক আত্মার গন্ধ একেক রকম?

হারুন বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি তো আত্মা শুঁকে শুঁকে বেড়াই না যে বলব কোন আত্মার গন্ধ কী? আমি শুধু আমার মা'র আত্মাকেই দেখি। তাও সব সময় না। যখন আমি বিপদে পড়ি তখন দেখি। তিনি আমাকে সাবধান করে দেন।

মিসির আলি বললেন, উনি শেষ কবে আপনাকে সাবধান করেছেন?

হারুন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাই। বলেই অপেক্ষা করলেন না। অ্যাপ্রন পরা অবস্থাতেই দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন।

মিসির আলির কাপের চা এখনো শেষ হয় নি। চা-টা খেতে অসাধারণ হয়েছে। তাঁর কি উচিত চা শেষ না করেই উঠে যাওয়া? একা একা ডাক্তারের চেম্বারে বসে চুকচুক করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়াও তো অস্বস্তিকর। হঠাৎ করে বাইরে থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেও তো বিরাট সমস্যা। যদিও সেই সম্ভাবনা খুবই কম। তারপরও সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রবাবিলিটির একটা বইয়ে পড়েছিলেন যে কোনো মানুষের হঠাৎ করে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

মিসির আলি চা শেষ করলেন। তাড়াহুড়া করলেন না, ধীরেসুস্থেই শেষ করে চেম্বার থেকে বের হলেন। গেটের কাছে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। গা থেকে অ্যাপ্রন খুলে ফেলেছেন বলে তাঁকে অন্যরকম লাগছে। ডাক্তারের হাতে সিগারেট। তিনি মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, গাড়িতে উঠুন। আপনাকে পৌঁছে দেই। আপনি থাকেন কোথায়?

মিসির আলি বললেন, আমি ঝিকাতলায় থাকি। আপনাকে পৌঁছাতে হবে না। আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব।

আপনাকে গাড়িতে উঠতে বলছি উঠুন। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি উঠলেন। এই মানুষটাকে 'না' বলে লাভ হবে না। হারুন সেই শ্রেণীর মানুষ যারা যুক্তি পছন্দ করে না।

হারুন বললেন, ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে কি আপনার অস্বস্তি লাগছে?

না।

অস্বস্তি লাগা তো উচিত। আমি আরাম করে পেছনের সিটে বসব। আর আপনি ড্রাইভারের পাশে হেল্পারের মতো বসবেন, এটা তো এক ধরনের অপমান। আপনি অপমান বোধ করছেন না?

মিসির আলি বললেন, অপমান বোধ করছি না। তা ছাড়া গাড়ি ড্রাইভার চালাবে না, আপনি চালাবেন। এই ক্ষেত্রে আপনার পাশে বসাই শোভন।

গাড়ি আমি চালাব আপনি বুঝলেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, আপনি গাড়ি নিয়ে চলে যান নি। আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কারণ আপনি আমাকে আরো কিছু বলতে চান। সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাকে আপনার পাশে বসাবেন এটাই স্বাভাবিক। আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়েছেন, সেখান থেকে ধারণা করেছি, গাড়ি আপনি চালাবেন।

হারুন হাই তুলতে তুলতে বললেন, ঠিকই ধরেছেন। আপনার বুদ্ধি ভালো। আমার বুদ্ধি নেই। স্কুলে আমার নাম ছিল হাবা হারুন। হারুন নামে কেউ আমাকে ডাকত না। সবাই ডাকত হাবা হারুন। কলেজে আমার নাম হল 'হাহা'। হাবা থেকে হা এবং হারুন থেকে হা নিয়ে হাহা।

গাড়ি মিরপুর সড়কে উঠে এসেছে। রাত এগারটার কাছাকাছি। এখনো রাস্তায় ভিড়। গাড়ি চলছে ধীরগতিতে। প্রায়ই থামতে হচ্ছে।

হারুন বিরক্ত হচ্ছেন না। ক্যাসেটে গান ছেড়ে দিয়েছেন। হিন্দি গান হচ্ছে। বয়স্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ টাইপ মানুষরা সাধারণত গাড়িতে হিন্দি গান শোনেন না। ইনি যে শুধু শুনছেন তা না, যথেষ্ট আনন্দও পাচ্ছেন। গানের সঙ্গে স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে তালও দিচ্ছেন। মিসির আলি বললেন, আপনি আমাকে কিছু বলবেন?

হারুন বললেন, ভেবেছিলাম বলব। এখন ঠিক করেছি বলব না।

মিসির আলি বললেন, তা হলে আমাকে যে কোনো জায়গায় নামিয়ে চলে যান। আপনার দেরি হচ্ছে।

হারুন বললেন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কথা বলে গাড়িতে তুলেছি। এখন পথের মাঝখানে নামিয়ে দেব না।

মিসির আলি বললেন, পথে নামালেই আমার জন্য সুবিধা। কারণ আমি হোটেলে ভাত খেয়ে তারপর বাসায় যাব। বাসায় আমার রান্নার ব্যবস্থা নেই।

আমি আপনাকে বাসায় নামিয়ে দেব। সেখান থেকে আপনি যেখানে ইচ্ছা যাবেন। I keep my words.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি চুপ করে গেলেন। অসময়ে চা খাওয়ার জন্য ক্ষুধা মরে গিয়েছিল। এখন আবার তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। কলিজা ভুনা খেতে ইচ্ছা করছে। ঝাল কলিজা ভুনা, সঙ্গে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ।

মিসির আলি সাহেব!

জি।

কোনো গন্ধ কি পাচ্ছেন?

এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ পাচ্ছি।

হারুন গান বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এয়ার ফ্রেশনারটার গন্ধ আপনার কাছে কেমন লাগছে?

মোটামুটি লাগছে। এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ আমার কখনোই ভালো লাগে না।

হারুন বললেন, আপনি কেফরের গন্ধ পাচ্ছেন। গাড়িতে কোনো এয়ার ফ্রেশনার নেই। আমার মায়ের আত্মা আমাদের সঙ্গে আছে বলেই এই গন্ধ।

ও আচ্ছা।

আপনি খুব হেলাফেলা করে 'ও আচ্ছা' বলেছেন। এটা ঠিক করেন নি। আমি সিজিওফ্রেনিক পেশেন্ট না। স্কুলজীবনে আমাকে হাবা হারুন বলা হলেও আমি হাবা না।

আপনার মা কি প্রায়ই আপনার সঙ্গে থাকেন?

যখন কোনো বড় বিপদ আমার সামনে থাকে তখন তিনি আমার সঙ্গে থাকেন।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি কোনো বড় বিপদের আশঙ্কা করছেন?

করছি।

জানতে পারি বিপদটা কী?

আমি খুন হয়ে যাব। কেউ একজন আমাকে খুন করবে। কে খুন করবে সেটাও আমি জানি। My mother told me.

মিসির আলি বললেন, তিনি কি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন? নাকি স্বপ্নে বলেন?

হারুন বললেন, তিনি নানানভাবে আমার সঙ্গে কম্যুনিকেট করেন। মাঝে মাঝে স্বপ্নেও করেন।

আপনার মা কী বলেছেন? কে আপনাকে খুন করবে?

আপনি জেনে কী করবেন?

কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছি। বলতে না চাইলে বলবেন না।

ডাক্তার গলা নামিয়ে বললেন, আমাকে খুন করবে আমার স্ত্রী। ওর নাম শায়লা।

মিসির আলি বললেন, খুন কবে হবেন সেটা কি আপনার মা আপনাকে বলেছেন?

বলেছেন। তবে খুব নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। জন্ম–মৃত্যুর বিষয় নির্দিষ্ট করে আত্মারা কিছু বলতে পারে না। ওদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। আমার খুন হবার কথা আজ রাতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি ধাক্কার মতো খেলেন। একটা মানুষ ভাবছে সে রাতে খুন হবে। তারপরও স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চালাচ্ছে।

নানান কায়দাকানুন করে এই কারণেই বাসায় যাওয়া পেছাচ্ছি। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে কোনো একটা হোটেলে চলে যাব।

মিসির আলি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মানুষটা মানসিকভাবে অসুস্থ। এতটা অসুস্থ তা শুরুতে বোঝা যায় নি।

হারুন বললেন, আমাকে কীভাবে মারবে জানতে চান?

কীভাবে?

বিষ খাইয়ে মারবে। বিষের নাম জানতে চান? পটাশিয়াম সায়ানাইড। পটাশিয়াম সায়ানাইডের নাম জানেন তো? KCN.

নাম জানি। আপনার স্ত্রী পটাশিয়াম সায়ানাইড পাবেন কোথায়?

তার কাছে আছে। সে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যান। সে কী করবে জানেন? কোনো একটা খাবারে এই জিনিস মিশিয়ে দেবে।

আপনি কি আপনার আশঙ্কার কথা আপনার স্ত্রীকে জানিয়েছেন?

জানিয়েছি। তার ধারণা আমার প্যারানয়া হয়েছে। ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে আমার চিকিৎসা করা উচিত। এই কারণেই আপনাকে সে খুঁজছে।

মিসির আলি বললেন, আমাকে এইখানে নামিয়ে দিন। সামনের গলিতেই আমার বাসা।

হারুন বললেন, আপনাকে আপনার বাসার সামনে নামাব। আপনার বাসাটা চিনে আসব। আপনার আপত্তি নেই তো?

কোনো আপত্তি নেই।

আমার মা'কেও আপনার বাসাটা চেনানো দরকার। প্রয়োজনে তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার মায়ের নাম সালমা রহমান।

মিসির আলির জানতে ইচ্ছা করছে সালমা রহমান কি দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। হারুনুর রশীদ ডাক্তারের নাম। তাঁর বাবার নাম যদি রশীদ হয় তা হলে সালমা রহমান না হয়ে সালমা রশীদ নাম হবার কথা।

মিসির আলি বললেন, আপনার বাবার নাম জানতে পারি?

কেন?

কৌতূহল।

আমার বাবার নাম আবদার রশীদ।

আপনার বাবা কি জীবিত?

বাবা মারা গেছেন।

আপনার মা কি দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন বিরক্ত গলায় বললেন, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন আমি পছন্দ করি না। আমার মাও পছন্দ করেন না। Like mother like son.

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার সাইকিয়াট্রিস্ট, সেই কারণেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি।

হারুন বললেন, আপনি আমার সাইকিয়াট্রিস্ট না। আপনি আমার একজন রোগী। ভদ্রতা করে আমি যাকে বাসায় নামিয়ে দিচ্ছি।

মিসির আলি বললেন, এই সামনে গাড়ি রাখুন। ডানদিকের ফ্ল্যাটবাড়ির একতলায় আমি থাকি। আপনি কি নামবেন?

না।

আপনি বলেছিলেন আপনার মা'কে আমার বাসা চিনিয়ে দেবেন।

হারুন রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে দরজা খুলে নামলেন। তাঁর চোখে ভরসা হারানো মানুষের দৃষ্টি। যে মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না তার কী করা উচিত।

মিসির আলির বসার ঘরের বেতের চেয়ারে ডাক্তার হারুন বসে আছেন। তাঁকে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়বেন। তাঁর মাথা ঝুলে আছে। থুতনি বুকের সঙ্গে প্রায় লাগানো। তাঁর চোখ খোলা, তবে ঘুমন্ত মানুষের নাক দিয়ে যেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ হচ্ছে।

হঠাৎ আওয়াজ বন্ধ হল। হারুন মাথা তুলে বললেন, আপনি একা থাকেন?

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হারুন বললেন, আপনার বাসায় কি এক্সট্রা বেড আছে?

মিসির আলি বললেন, নেই।

এক্সট্রা বেড থাকলে আপনার এখানেই থেকে যেতাম। হোটেলে যেতাম না। আমার মায়ের আপনার বাসা পছন্দ হয়েছে। তিনি পুরো বাড়ি ঘুরে দেখেছেন।

মিসির আলি বললেন, এখন কি তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন?

হুঁ।

এই মুহূর্তে তিনি কোথায়?

আপনার শোবার ঘরে।

মিসির আলি বললেন, আমার শোবার ঘরের দেয়ালে একটা ঘড়ি আছে। ঘড়িতে ক'টা বাজে তিনি বলতে পারবেন?

হারুন বললেন, আপনি পরীক্ষা করে দেখছেন মায়ের ব্যাপারটা আমার মনের কল্পনা কি না, ঠিক বলেছি?

ঠিক বলেছেন। এই পরীক্ষা আপনার মনের শান্তির জন্যও প্রয়োজন।

হারুন বললেন, আত্মা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই। দেহধারী মানুষ এবং আত্মা এক না। আত্মা জাগতিক পৃথিবী ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। জাগতিক পৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের কাছে অস্পষ্ট। গাঢ় কুয়াশার জগৎ। আত্মা প্রবল আকর্ষণের কারণে তার অতি প্রিয়জনদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে। কিন্তু জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না।

মিসির আলি বললেন, তার মানে কি এই যে আপনার মা আমার শোবার ঘরের ঘড়িতে কয়টা বাজে বলতে পারবেন না?

বলতে না পারার কথা। তারপরেও তাঁকে জিজ্ঞেস করব।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি চা খাবেন? কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে দেই?

না, আমি উঠব।

হারুন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, মা আমাকে জানিয়েছেন—আপনার শোবার ঘরের দেয়ালে কোনো দেয়ালঘড়ি নেই।

মিসির আলি ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁর শোবার ঘরের দেয়ালে কোনো ঘড়ি নেই। কখনো ছিল না। অনেকদিন থেকেই তিনি ভাবছিলেন একটা দেয়ালঘড়ি কিনবেন। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই যেন সময় দেখতে পারেন।

মিসির আলি ডাক্তারকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যাচ্ছেন। হারুন সাহেবের একটা বিষয়ে তিনি অবাক হচ্ছেন, এই মানুষটা একবারও জিজ্ঞেস করেন নি—দেয়ালঘড়ি আসলেই কি নেই? খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। অস্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক প্রশ্ন করে না।

AMARBOI.COM

ডাক্তার হারুন বাড়ি পৌঁছলেন রাত একটা দশে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় তিনি গেটের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লাগালেন। বাম্পারের একটা অংশ ঝুলে পড়ল। গাড়ি গ্যারেজে ঢোকানোর সময়ও গ্যারেজের দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। পরপর দু'টি অ্যাকসিডেন্টই হারুন সাহেবের স্ত্রীর চোখের সামনে ঘটল। তিনি বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর চোখে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা। বারান্দার বাতি নেভানো। বাইরে থেকে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি আজ সুন্দর করে সেজেছেন। কলাপাতা রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছেন। কপালে টিপ দিয়েছেন। তাঁর নাকের হীরের নাকফুল এই অন্ধকারেও ঝকমক করছে।

হারুন বারান্দায় ঢুকতেই শায়লা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, হ্যালো।

হারুন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ।

বলেই তিনি দরজার দিকে এগুলেন। শায়লা বললেন, দুটা মিনিট বারান্দায় বস। ঠাণ্ডা হও, তারপর ঘরে যাবে।

হারুন কথা বাড়ালেন না। স্ত্রীর সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। শায়লা বললেন, লাচ্ছি বানিয়ে রেখেছি। লাচ্ছি খাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন টেবিলের দিকে তাকালেন। দু'টা গ্লাসে লাচ্ছি। গ্লাস পিরিচ দিয়ে ঢাকা। শায়লা একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন। হারুনের ভ্রূ কুঁচকে গেল। পটাশিয়াম সায়ানাইড নামক ভয়ংকর বিষ কি এই গ্লাসেই মেশানো? তিনি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বারান্দার অল্প আলোয় শায়লার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

লাচ্ছি খাব না।

শায়লা বললেন, বিয়ের দিন লাচ্ছি খাওয়া আমাদের অনেক দিনের রিচুয়াল। প্লিজ গ্লাসে চুমুক দাও।

হারুনের ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। শিরশির করছে। এত সাধাসাধি করছে কেন? আজই কি তা হলে সেই বিশেষ দিন?

শায়লা বললেন, আজ সারা রাত আমরা ঘুমাব না। গল্প করব। বিয়ের রাতটা যেভাবে গল্প করে কাটিয়েছি। তোমার মনে আছে না?

হুঁ।

রাত তিনটার সময় কে দু'গ্লাস লাচ্ছি নিয়ে দরজা ধাক্কা দিল তোমার মনে আছে?

হুঁ।

হুঁ হুঁ না করে তাঁর নামটা বল। দেখি তোমার স্মৃতিশক্তি কেমন।

তোমার ভাবি লাচ্ছি এনেছিলেন।

গুড। তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো লাচ্ছিটা খাও। আমি অনেক যত্ন করে বানিয়েছি।

হারুন একবার ভাবলেন হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমার হাতের লাচ্ছিটা আমাকে দাও। আমারটা তুমি খাও। যুক্তি দিয়ে বললে সে সন্দেহ করবে না। বললেই হবে তোমার হাতের গ্লাসটা বেশি পরিষ্কার। ঐ গ্লাসটা দাও।

শায়লা বললেন, কী হল! চুমুক দাও।

হারুন হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। মৃত্যুর সঠিক সময়টা জানা থাকা দরকার। অবিশ্যি জেনেও কোনো লাভ নেই। তিনি কাউকে বলে যেতে পারবেন না, একটা তের মিনিট একুশ সেকেন্ড সময়ে তিনি মারা গেছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই হারুন গ্লাসে চুমুক দিলেন। সেকেন্ডের কাঁটা নড়ছে। একুশ সেকেন্ড থেকে হল তেইশ সেকেন্ড। এখন হল পঁচিশ সেকেন্ড।

কী দেখছ?

কিছু দেখছি না।

লাচ্ছিটা খেতে ভালো হয়েছে না?

হুঁ।

বিয়ের রাতের মতো হয়েছে?

হুঁ।

এই লাচ্ছিটার দৈ ঘরে পাতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুঁ।

তুমি দেখি হুঁ হুঁ করেই যাচ্ছ। ভালো কথা, তুমি চায়ের মতো চুকচুক করে খাচ্ছ কেন? একটানে শেষ কর।

হারুন একটানে গ্লাস শেষ করলেন। ঘড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মৃত্যু হলে এতক্ষণে হয়ে যেত। শায়লা বললেন, আমি বাথটাব পানি দিয়ে ভর্তি করে রেখেছি। তুমি আরাম করে সময় নিয়ে গোসল করবে। তারপর আমরা একসঙ্গে খাব।

আমি খেয়ে এসেছি।

কোথায় খেয়ে এসেছ?

এক পেশেন্টের বাসায় গিয়েছিলাম। পেশেন্ট জোর করে খাইয়ে দিয়েছে।

মেনু কী ছিল?

কৈ মাছের ঝোল আর আর...

আর কী?

ইলিশ মাছ ভাজা।

আরাম করে খেয়েছ?

হুঁ।

শায়লা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কৈ মাছের কাঁটার জন্য রাতে তুমি কৈ মাছ খাও না। ইলিশ মাছ খাও না গন্ধ লাগে এই কারণে। আজ এই দুই নিষিদ্ধ বস্তুই খেয়ে এসেছ? তাও তোমার এক পেশেন্টের বাড়িতে। যেখানে তুমি জানো আজ আমাদের ম্যারেজ ডে। বাসায় বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানো না?

জানি।

তুমি কি সত্যি খেয়ে এসেছ?

না।

শায়লা বললেন, মিথ্যা কথাটা কেন বলেছ আমি জানি না। নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কারণ জানতে চাচ্ছি না। আমি আজ কোনো কিছু নিয়ে হইচই করব না। ঝগড়া করব না।

হারুন বললেন, তুমি তো কখনোই হইচই কর না। ঝগড়া কর না।

তা ঠিক। মাঝে মাঝে করতে ইচ্ছা করে। আজ রাতে টেলিফোন করে সিরিয়াস ঝগড়া করেছি না? এরকম আর হবে না। উঠ তো, গোসল করবে।

হারুন উঠে দাঁড়ালেন। শায়লা বললেন, বল দেখি আজ রান্না কী?

আমার পছন্দের কোনো আইটেম।

হয়েছে। কলিজা ভুনা, খিচুড়ি।

থ্যাংক য়্যু। পেঁয়াজ কুচি করে ভিনেগারে দিও। কলিজা ভুনার সঙ্গে ভিনেগার মেশানো পেঁয়াজ ভালো লাগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শায়লা বললেন, দেয়া আছে। তোমার আরেকটা অতিপ্রিয় খাবারও আছে। ঘিয়ে ভাজা শুকনা মরিচ।

থ্যাংক য়্যু এগেইন।

বাথটাবের পানিতে গা ডুবিয়ে হারুন শুয়ে আছেন। পানি শীতল। পানির শীতলতা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আরামদায়ক অভিজ্ঞতা। হারুনের হাতে বিয়ারের ক্যান। বিয়ারের ক্যানের উত্তাপ হিমাঙ্কের কাছাকাছি। ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে ভালো লাগছে। স্নায়ু ঝিমিয়ে পড়ছে। স্নায়ুকে অলস করে দেয়াটাও আনন্দময় প্রক্রিয়া।

স্নানের সময় বরফশীতল বিয়ারের ক্যানে চুমুক দেয়ার অভ্যাস তিনি বিলেতে আয়ত্ত করেছেন। মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হয়, বিদেশে যে অল্পকিছু ভালো অভ্যাস তিনি করেছেন এটা তার একটা।

হারুন!

হারুন চমকে উঠলেন। তাঁর মা'র গলা। এই গলা বিয়ারের ক্যানের মতোই শীতল। এমনভাবে চমকালেন যে বিয়ারের ক্যান তাঁর হাত ফসকে বাথটাবের পানিতে পড়ে গেল। ক্যানটা তিনি অতি দ্রুত তুলে ফেললেন। তার আগেই অনেকখানি পানি ক্যানে ঢুকে গেল।

হারুন।

জি মা।

তুই পীরবংশের ছেলে, এটা জানিস? তোর বাবার দাদা হুজুরে কেবলা ইরফানুদ্দীন কুতুবি কত বড় পীর ছিলেন সেটা জানিস?

কিছু কিছু জানি। তুমি বলেছ।

তুই এত বড় পীরের পুতি! আর তুই কিনা নেংটো হয়ে মদ খাচ্ছিস?

হারুন হাত বাড়িয়ে টাওয়েল নিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে বললেন, বিয়ার মদ না মা। ইউরোপ আমেরিকায় পানির বদলে এই জিনিস খাওয়া হয়। অ্যালকোহলের পরিমাণ পাঁচ পার্সেন্টেরও নিচে।

চুপ।

হারুন চুপ করে গেলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। মুখ শুকিয়ে আসছে।

হারুন! বাতি নিভিয়ে দে।

বাতি নেভালে আমার ভয় লাগবে মা।

লাগুক ভয়। বাতি নেভা। আলোর মধ্যে থাকতে পারছি না। বিয়ারের ক্যান এখনো হাতে ধরে আছিস কেন? ফেলে দে।

হারুন ক্যান রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বাতি নেভালেন। বাথরুম হঠাৎ অন্ধকারে ডুবে গেল। হারুন কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, মা ভয় লাগছে।

ভয়ের কী আছে? আমি আছি না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

আমাকে দেখবি কী করে গাধা? কথা যে শুনতে পাচ্ছিস এই যথেষ্ট।

মা, তুমি তো কথাও ভুলভাল বল।

কখন ভুলভাল কথা বললাম?

তুমি বলেছিলে আজ রাতে বিষ খাওয়াবে। খাওয়ায় নি তো।

রাত কি শেষ হয়েছে?

না।

তুই কত বড় গাধা বুঝতে পারছিস?

ডিনারের সময় বিষ দেবে মা?

তোকে কিছুই বলব না।

মা। মা।

তোর কথা শুনতে পাচ্ছি। মা মা করতে হবে না। কী বলতে চাস বল।

আমার একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে তুমি আসলে আমার মনের কল্পনা।

আমি কল্পনা?

হুঁ। এক ধরনের অসুখ আছে যে অসুখে রোগীর হেলুসিনেশন হয়। সে কথা শুনতে পায়। নানান কিছু দেখে।

তোর ধারণা তোর সেই অসুখ হয়েছে?

হুঁ।

রোগ বাঁধিয়ে ঘরে বসে আছিস কেন? চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

করব।

আজ যে গাধাটার কাছে গিয়েছিলি সে-ই কি তোর চিকিৎসা করবে?

এখনো ঠিক করি নি।

দেরি করছিস কেন, ঠিক করে ফেল। সেও গাধা তুইও গাধা। গাধার চিকিৎসা তো গাধাই করবে।

আমাকে গাধা বলছ বল। উনাকে কেন গাধা বলছ?

যে বলে যুক্তির বাইরে কিছু নেই তাকে গাধা বলব না তো কী বলব? ছাগল বলব? এটাই ভালো—সে ছাগল তুই গাধা। গাধা শোন, রাতে খেতে গিয়ে দেখবি কলিজা ভুনা দু'টা প্লেটে রাখা। একটা তোর জন্য একটা তার জন্য। তোরটায় বিষ দেয়া। যা বলার আমি বলে দিলাম। এখন বাতি জ্বালা। তোর বউ এক্ষুনি তোকে খেতে ডাকবে। যদি দেখে বাতি নেভানো তা হলে নানান প্রশ্ন করবে।

হারুন বাতি জ্বালালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাথরুমের দরজায় টোকা পড়ল। শায়লা বললেন, এই এতক্ষণ লাগাচ্ছ কেন? টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। সব তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুন খেতে বসেই বললেন, কলিজা ভুনা দু'টা বাটিতে কেন?

শায়লা বললেন, তোমারটায় ঝাল দিয়েছি। আমি ঝাল খেতে পারি না বলে আমারটা আলাদা।

ঝাল খাওয়া তো আমিও ছেড়ে দিয়েছি।

কবে ছাড়লে?

হারুন আমতা-আমতা করছেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। শায়লা বললেন, তুমি ঝাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ এই তথ্য জানতাম না। এইমাত্র জানলাম। এখন থেকে সবকিছুই কম ঝালে রান্না হবে। আজ খেয়ে ফেল। প্লিজ।

শায়লা স্বামীর প্লেটে কলিজা ভুনা তুলে দিলেন।

হারুন খাচ্ছেন। খেতে অসাধারণ হয়েছে। ভিনেগার দেয়া পেঁয়াজের কারণে কলিজা ভুনার স্বাদ দশগুণ বেড়ে গেছে। হারুন ঘড়ি দেখলেন। ছয় মিনিট ধরে খাচ্ছেন। পটাশিয়াম সায়ানাইড দেয়া থাকলে অনেক আগেই 'কর্ম কাবার' হয়ে যেত। মা আবারো ভুল করলেন।

খাবারে পটাশিয়াম সায়ানাইড দেয়া থাকলে মন্দ হত না। এক ধাক্কায় সব ঝামেলা থেকে মুক্তি। মৃত্যুর পর মায়ের মতো আত্মা হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ানো। হারুন ঠিক করলেন আত্মা হতে পারলে তিনি মাঝে মাঝে শায়লাকে ভয় দেখাবেন। ধরা যাক সে ক্লাস নিচ্ছে, সেকেন্ড ল অব থার্মোডিনামিক্স পড়াচ্ছে। তিনি হঠাৎ ঘাড়ের কাছে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলবেন। কিংবা রাতে শায়লা যখন ঘুমুবে তিনি তার পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরবেন। আত্মারা কি কামড়াতে পারে? মাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

কী ভাবছ?

কিছু ভাবছি না।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিছু নিয়ে চিন্তা করছ।

হারুন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আত্মা নিয়ে চিন্তা করছি। Soul.

ও আচ্ছা।

আত্মার প্রপার্টি নিয়ে ভাবছি। তবে সমস্যা হচ্ছে আত্মা কোনো বস্তু না, পরা বস্তু। পরা বস্তুর ধর্ম পৃথিবীর বিজ্ঞান ধরতে পারবে না।

শায়লা বললেন, তুমি কি ভালো একজন ডাক্তার দেখাবে? একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।

দেখাব। মিসির আলি সাহেবকে দেখাব। উনার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছে।

সত্যি?

শায়লা, তুমি জানো আমি মিথ্যা কথা বলি না। জানো না?

জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুনের খাওয়া শেষ হয়েছে। পানি খাওয়া দরকার। পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েও শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে নিলেন। তাঁর মন বলছে পানির গ্লাসেই মেশানো আছে ভয়ঙ্কর KCN. অবশ্যই পানির গ্লাসে মেশানো। পানি হবে বর্ণহীন। এই গ্লাসের পানি নীলচে।

২

মিসির আলি কুরিয়ারে একটা দীর্ঘ চিঠি পেয়েছেন। চিঠির প্রেরকের নাম শায়লা রশীদ। পুনশ্চতে লেখা—ড. হারুন রশীদ নামে যে চোখের ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন আমি তাঁর স্ত্রী।

দশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি, এক বৈঠকে লেখা এটা বোঝা যাচ্ছে। চিঠি লিখতে লিখতে উঠে গিয়ে আবার লিখতে বসলে শুরুর লেখায় টানা ভাব কমে যায়। লেখার গতি কমে যায় বলেই এটা হয়।

চিঠি না পড়েই মিসির আলি পত্র লেখিকার বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন—

(ক) মহিলা ধৈর্যশীলা। যিনি এক বৈঠকে এত বড় চিঠি লিখবেন, তাঁর ধৈর্য থাকতেই হবে।

(খ) মহিলা শান্ত। তাঁর মধ্যে অস্থিরতা নেই। মানসিক অস্থিরতার ছাপ লেখায় চলে আসে। এই মহিলার হাতের লেখায় অস্থিরতা নেই।

(গ) মহিলা অত্যন্ত গোছানো। কারণ তিনি চিঠি লেখার সময় বাংলা ডিকশনারি পাশে নিয়ে বসেছেন। ভুল বানান ডিকশনারি দেখে শুদ্ধ করেছেন। প্রতিটি ভুল বানান কেটে শুদ্ধ বানান লিখেছেন।

(ঘ) মহিলা বুদ্ধিমতী। কারণ তিনি ব্যবস্থা করেছেন যেন মিসির আলি পুরো চিঠি পড়েন। সম্বোধনেই সেই ব্যবস্থা করা। মহিলা মিসির আলিকে 'বাবা' সম্বোধন করেছেন। 'বাবা' সম্বোধনে লেখা চিঠি অগ্রাহ্য করা কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব না। মেয়েদের পক্ষে 'মা' সম্বোধনের চিঠি অগ্রাহ্য করা খুবই সম্ভব। তারা নানানভাবে 'মা' ডাক শুনে অভ্যস্ত। পুরুষরা 'বাবা' শুনে অভ্যস্ত না। কেউ বাবা ডাকলেই সেই ডাক পুরুষদের মাথার ভেতর ঢুকে যায়।

মিসির আলি চিঠি পড়তে শুরু করলেন। তাঁর হাতে একটা লাল কালির বল পয়েন্ট। চিঠির কোনো কোনো জায়গা লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করতে হবে বলে তাঁর ধারণা। এই কাজটা প্রথম পড়াতেই শেষ হয়ে যাওয়া ভালো।

প্রিয় বাবা,

আমার বিনীত সালাম নিন।

মিসির আলি লাল কালি দিয়ে 'প্রিয় বাবা' আন্ডারলাইন করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বোধন পড়ে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন। একজন চিরকুমার মানুষের কন্যা থাকার কথা না। কন্যাস্থানীয়া অনেকেই থাকবে, তারা বাবা ডাকবে না। চাচা ডাকবে কিংবা আধুনিক কেতায় আংকেল ডাকবে। আপনাকে আমি কেন বাবা ডাকছি তা অন্য কোনো দিন ব্যাখ্যা করব।

মিসির আলি আবারো লাল কালি দিয়ে দাগ দিলেন। 'অন্য কোনো দিন ব্যাখ্যা করব' এই বাক্যের নিচে দাগ পড়ল।

আপনি অনেকের অনেক জটিল সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। আমি আপনাকে অতি জটিল একটা সমস্যা দিচ্ছি। সমস্যার ব্যাখ্যা আমি নিজে নিজে বের করেছি। ব্যাখ্যা ঠিক আছে কি না তা শুধু আপনি বলে দেবেন। এই দীর্ঘ চিঠিতে আমি শুধু সমস্যাটি বলব। ব্যাখ্যায় যাব না। আপনি রহস্য সমাধানের পর আমি আমার সমাধান বলব।

আপনার সঙ্গে 'রহস্য-সমাধান' খেলা আমি খেলতে পারি না। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। যাই হোক, এখন সমস্যাটি বলি।

অল্পবয়সে আমার বাবা-মা দু'জনই মারা যান। আমি বড় হই আমার ছোট চাচার আশ্রয়ে। চাচা-চাচি দু'জনই মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। আমার বাবা-মা নেই, এটা তাঁরা কোনোদিনই বুঝতে দেন নি। ছোট চাচিকে আমি চাচি না ডেকে সব সময়ই মা ডেকেছি। চাচাকে বাবা ডাকতে শুরু করেছিলাম। চাচা ডাকতে দেন নি।

মিসির আলি লাল কলমে পুরো প্যারাটা দাগ দিলেন। তাঁর ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হল। মেয়েটি তাঁকে কেন বাবা সম্বোধন করেছে তা মনে হয় পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। সে নিজের বাবাকে বাবা ডাকতে পারে নি। চাচাকে ডাকতে গিয়েছিল, অনুমতি পায় নি। কাউকে বাবা ডাকার তীব্র ইচ্ছা থেকেই কি বাবা সম্বোধন? মেয়েটি কি একজন ফাদার ফিগার খুঁজছে?

আমার চাচা-চাচি অনেক যাচাই-বাছাই করে আদর্শ এক পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। পাত্র আদর্শ, কারণ তাঁর চেহারা রাজপুত্রের মতো। আফ্রিকান কালো রাজপুত্র না, গ্রিক রাজপুত্র। আর্য সন্তান। আপনি তো আমার স্বামীকে দেখেছেন। বলুন সে রাজপুত্র না? এখন অবিশ্যি চিন্তায় ভাবনায় চোখের নিচে কালি জমেছে। মাথায় টাক পড়েছে। মন্ত্রীপুত্র টেকো হলেও মানিয়ে যায়। টাক মাথার রাজপুত্র মানায় না।

যাই হোক, আমার রাজপুত্র ডাক্তার। পড়াশোনা করেছেন আমেরিকায়। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। চোখের কর্নিয়া রিপ্লেসমেন্টের একটি বিশেষ অপারেশন তাঁর আবিষ্কার। মেডিকেল জার্নালে Haroon's cornia grafting হিসেবে এর উল্লেখ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রাজপুত্রের ঢাকা শহরের ওয়ারীতে একটা দোতলা বাড়ি আছে। বাড়ির নাম 'ছায়াকুটির'। ছায়া আমার শাশুড়ির ডাকনাম। আমার শ্বশুর সাহেব স্ত্রীকে যে নামে ডাকতেন বাড়ির কপালেও সেই নাম জুটল। তাঁদের দু'টা গাড়ি আছে। একটা কালো রঙের মরিস মাইনর, একটা লাল রঙের ভক্সওয়াগন।

আমার শ্বশুর সাহেব ব্যাংকার ছিলেন। হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মানুষ। বিয়ের পানচিনিতে তাঁকে আমি প্রথম দেখি। আমাকে পাশে বসিয়ে তিনি বললেন, আমার ছেলে আমাকে ডাকে বাবুই। তাকে শেখানো হয়েছিল 'বাবাই' ডাক। সে ডাকা শুরু করল বাবুই। আমি তার কাছে হয়ে গেলাম—'পক্ষী'। তুমিও আমাকে বাবুই ডাকবে। পুত্র এবং পুত্রবধূ দু'জনের কাছেই আমি পক্ষী হিসেবে থাকব। হা হা হা।

আমার শ্বশুর সাহেবকে আমার বাবুই ডাকা হয় নি। আমাদের বিয়ে হল রাত আটটায়। উনি সেই রাতেই এগারটার দিকে মারা গেলেন। বিয়ের আনন্দবাড়ি শোকে ডুবে গেল। আমার শাশুড়ি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি সাক্ষাৎ ডাইনি। আমার কারণেই আমার শ্বশুর মারা গেছেন। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

বাসররাত নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর গল্প শুনেছি। আমাদের বাসর ছিল বেহুলা-লক্ষীন্দর টাইপ বাসর। যেন আমাদের দু'জনের মাঝখানে কিলবিল করছে ভয়ঙ্কর কাল সাপ।

আমার শাশুড়ি শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কথাবার্তা খুব কম বলতেন। শুধু নিজের ছেলের সঙ্গে গলা নিচু করে নানান কথা বলতেন। তিনি এক অর্থে ভাগ্যবতী ছিলেন। ছেলে পেয়েছেন মাতৃভক্ত। বিদ্যাসাগর মায়ের জন্য সাঁতরে দামোদর নদী পার হয়েছিলেন। আমার শাশুড়ির ছেলে মায়ের জন্য সাঁতারে যমুনা পার হত, যদি সে সাঁতার জানত। হারুন সাঁতার জানে না।

হারুনের মাতৃভক্তির নমুনা না দিলে আপনি বুঝবেন না। আমি নমুনা দিচ্ছি। আমার শাশুড়ি তাঁর শোবার ঘরের দরজা কখনো বন্ধ করতেন না। সারা রাত দরজা খোলা থাকত। কারণ তাঁর ছেলের ভয় পাওয়া রোগ আছে। ভয় পেলে সে যেন যে কোনো সময় মা'র ঘরে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা। এমন অনেকবার হয়েছে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি, আমার বিছানার পাশে সে নেই। আমি আমার শাশুড়ির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছি, মাতা-পুত্র খাটের উপর বসে গল্প করছে। দু'জনই আনন্দিত। আমি সব সময় চেষ্টা করতাম ওরা যেন আমার উপস্থিতি টের না পায়। কিন্তু প্রতিবারই আমার উপস্থিতি আমার শাশুড়ি টের পেতেন এবং বিরক্ত কিন্তু শান্ত গলায় বলতেন, বৌমা, তুমি শুয়ে পড়, আমি ওকে পাঠাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এবং হারুনের আলাদা কোনো জীবন ছিল না। মনে করুন রেস্টুরেন্টে খেতে যাব, সেখানেও আমার শাশুড়ি। হারুন মা'কে ছাড়া কোথাও যাবে না। আমার শাশুড়ি আপত্তি করতেন। তিনি বলতেন, তোরা দু'জন খেতে যাচ্ছিস যা। আমি কেন? হারুন রেগে গিয়ে বলত—তোমাকে ছাড়া আমি যদি রেস্টুরেন্টে খেতে যাই, তা হলে আমার নাম হারুন রশীদ না। আমার নাম কুত্তা রশীদ। এরপর আর কারোই বলার কিছু থাকে না।

তবে একবার শুধু আমরা দু'জন কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি হারুন ড্রাইভ করেছে। আমি বসেছি তাঁর পাশে। কী আনন্দের ভ্রমণ যে সেটা ছিল! থামতে থামতে যাওয়া। পথের পাশের ছোট্ট চায়ের দোকানে গাড়ি থামিয়ে চা খাওয়া। যাওয়ার পথে এক জায়গায় হাট পড়ল। আমরা গ্রাম্য হাটে ঘুরে বেড়ালাম। কাঁচামরিচ, পটলের দাম করলাম। হারুন বলল, ঐ দেখ গরু-ছাগলের হাট। দরদাম করে একটা ছাগল কিনে ফেলব নাকি? আমি বললাম, কিনবেই যখন ছাগল কেন, এস একটা গরু কিনে ফেলি। গাড়ির ছাদে করে নিয়ে যাই।

আনন্দ করতে করতে আমরা কক্সবাজারে পৌঁছলাম রাত আটটার দিকে। পর্যটনের একটা মোটেল আছে, শৈবাল নাম। সেখানে আমাদের একটা ডিলাক্স রুম বুকিং দেয়া ছিল। শৈবালের লাউঞ্জে এসে আমি হতভম্ব হয়ে দেখি, আমার শাশুড়ি বিশাল এক সুটকেস নিয়ে লাউঞ্জে বসে আছেন। প্রথম ভাবলাম চোখে ভুল দেখছি। আমি হারুনের দিকে তাকালাম। সে আনন্দিত গলায় বলল, শায়লা, মা'কে দেখে তুমি সারপ্রাইজ হয়েছ কি না বল?

আমি শীতল গলায় বললাম, সারপ্রাইজ হয়েছি।

সে বলল, বেশি সারপ্রাইজ না মিডিয়াম সারপ্রাইজ?

আমি বললাম, বেশি সারপ্রাইজ।

হারুন বলল, তোমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য আমি এই কাজ করেছি। মা'কে প্লেনের টিকিট কেটে দিয়ে এসেছিলাম। আমরা রওনা হবার পর মা প্লেনে উঠেছেন। আমাদের আগে পৌঁছেছেন। ভালো করেছি না?

আমি বললাম, ভালো করেছ।

হারুন বলল, আমি সাঁতার জানি না তো। মা পাশে থাকলে ভয় নেই। মা আবার সাঁতারে এক্সপার্ট।

আমি শাশুড়ির কাছে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ দোয়া করলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কক্সবাজার ট্রিপটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার ধারণা সেখানেই আমি 'কনসিভ' করি। এইসব জিনিস মেয়েরা বুঝতে পারে। আমি আমার বাবুর নামও ঠিক করে ফেলি। ছেলে হোক বা মেয়েই হোক, আমার বাবুর নাম হবে সাগর।

কক্সবাজার থেকে ফেরার আট মাসের মাথায় সাগরের জন্ম হল। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে! বড় বড় চোখ। আমি তার চোখের দিকে তাকালেই সাগর দেখতে পাই। বাবুকে যখনই কোলে নিতাম আমার কাছে মনে হত, আমার যা পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি। এই পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাইবার নেই। এক সেকেন্ডের জন্যও বাবুকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করত না। বাধ্য হয়ে আমি বাবুকে না দেখে থাকতাম, কারণ আমি তখন কেমিস্ট্রির লেকচারারশিপের চাকরি পেয়েছি। সরকারি কলেজের চাকরি। ক্লাস বেশি না, কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই যেতে হত। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন খুবই কড়া।

চিল আকাশে ওড়ে, তার দৃষ্টি থাকে স্থলে। আমি কলেজে ছাত্র পড়াই, আমার মন পড়ে থাকে বাবুর কাছে। আমার শাশুড়ি কি ঠিকমতো দেখাশোনা করছেন? কাজের মেয়েটা কি পানি সেদ্ধ করে ফর্মুলা বানাচ্ছে? নাকি ট্যাপের পানি দিয়ে কাজ সারছে? সাগর কি ভেজা কাঁথায় শুয়ে আছে? তার কাঁথা কি সময়মতো বদলানো হচ্ছে? তাকে গোসল দেয়ার সময় কানে পানি ঢোকে নি তো? বিছানার ঠিক মাঝখানে তাকে শোয়ানো হচ্ছে তো? সিলিং ফ্যানের নিচে শোয়ানো হচ্ছে না তো? কত রকম দুর্ঘটনা হয়। দেখা গেল, ফ্যান সিলিং থেকে খুলে নিচে পড়ে গেছে।

WWW.AMARBOI.COM

একটা শিশুকে একা বড় করা যায় না। সবার সাহায্য লাগে। হারুনের কোনো সাহায্য আমি পেলাম না। সব বাবাই প্রথম সন্তান নিয়ে অনেক আহ্লাদ করে। বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে থাকা, ছবি তোলা...হারুন তার কিছুই করল না। একসময় সে আলাদা বিছানা করে ঘুমুতে শুরু করল। রাতে বাচ্চা জেগে থাকে, কান্নাকাটি করে, তাঁর নাকি ঘুমের সমস্যা হয়।

একদিন অবাক হয়ে দেখি হারুনের গলায় দু'টা তাবিজ। নাটকে গ্রামের চরিত্রে অভিনয় করলে মোটা মোটা রুপার তাবিজ পরে। সেরকম তাবিজ। আমি বললাম, তাবিজ কীসের?

সে জবাব দেয় না। আমতা-আমতা করে। খুব চেপে ধরায় বলল, মা দিয়েছেন। সামনে আমার মহাবিপদ, এই জন্যই তাবিজ। এই তাবিজে বিপদ কাটা যাবে।

আমি বললাম, উনি কী করে বুঝলেন, সামনে তোমার মহাবিপদ?

হারুন বলল, মা স্বপ্নে দেখেছেন। উনি স্বপ্নে যা দেখেন তাই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নে কী দেখেছেন?

হারুন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, মা'র স্বপ্ন তোমাকে বলব না।

কেন বলবে না?

মা নিষেধ করেছেন।

আমি অতি দ্রুত দুই-এ দুই-এ চার মেলালাম। আমাকে স্বপ্ন বলতে নিষেধ করা হয়েছে, এর অর্থ একটাই—স্বপ্নে আমার ভূমিকা আছে। খুব সম্ভব হারুনের মহাবিপদের সঙ্গে আমি যুক্ত।

আমি বললাম, তোমার মহাবিপদে কি আমার কোনো ভূমিকা আছে? মহাবিপদটা কি আমি ঘটাচ্ছি?

হারুন মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, হুঁ।

আমি বললাম, তোমাকে আমি খুন করছি এরকম কিছু?

হারুন আবার বলল, হুঁ।

খুনটা করছি কীভাবে? গলা টিপে?

হারুন বলল, ছুরি দিয়ে গলা কেটে।

এই জন্যই কি তুমি আলাদা ঘুমাও?

হুঁ।

তুমি বুদ্ধিমান আধুনিক একজন মানুষ। বিদেশে পড়াশোনা করেছ। স্বপ্নের মতো হাস্যকর জিনিস তুমি বিশ্বাস কর?

AMARBOI.COM

না।

তা হলে গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে ঘুরছ কেন? তাবিজ খোল।

না।

না কেন?

মা রাগ করবে।

মা–ই কি তোমার সব? আমি কিছু না? তোমার ছেলে কিছু না?

হারুন জবাব দিল না। আমি বললাম, তোমাকে একটা অনুরোধ করব। তোমাকে সেই অনুরোধ রাখতে হবে। বল রাখবে?

হারুন বলল, রাখব।

আমার হাত ধরে বল রাখবে?

হারুন আমার হাত ধরে বলল, সে অনুরোধ রাখবে।

এবং আমার এই অনুরোধের কথা মা'কে জানাতে পারবে না।

জানাব না।

আমার অনুরোধ হচ্ছে, তুমি একটা ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া করবে। সেই ফ্ল্যাটে আমি, তুমি এবং বাবু থাকব। তোমার মা থাকবেন না।

হারুনের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দিনেদুপুরে ভূত দেখলে মানুষের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা। সে বিড়বিড় করে বলল, এই স্বপ্নটাই মা দেখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, বিড়বিড় করবে না। পরিষ্কার করে বল। এই স্বপ্নটাই মা দেখেছেন মানে কী?

হারুন বলল, মা স্বপ্ন দেখেছেন মা'কে এ বাড়িতে রেখে আমরা তিনজন আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি। তারপর তুমি আমাকে খুন করেছ।

আমি কঠিন গলায় বললাম, তোমার মা স্বপ্নে যাই দেখুন, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করবে। তুমি যদি ফ্ল্যাট ভাড়া না নাও তা হলে আমি কিন্তু বাবুকে নিয়ে চাচার বাসায় চলে যাব। বাকি জীবন তুমি আমার বা তোমার ছেলের দেখা পাবে না। I mean it.

হারুন বলল, ফ্ল্যাট ভাড়া করব।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

হারুন সত্যি সত্যি ফ্ল্যাট ভাড়া করল। তিনতলায় চার কামরার সুন্দর ফ্ল্যাট। দক্ষিণে খোলা। বারান্দা আছে। ফ্ল্যাট দেখে আমি মুগ্ধ। হারুনদের পুরোনো বাড়ির উঁচু সিলিং আমার খুব অপছন্দ ছিল। সেই বাড়ির চারদিকে বড় বড় গাছপালা। গাছের জন্য বাড়িতে আলো ঢুকতে পারত না এমন অবস্থা। ফ্ল্যাটবাড়িটায় অনেক আলো হাওয়া।

এপ্রিল মাস থেকে বাড়ি ভাড়া নেয়া হল। আমরা ঠিক করলাম এপ্রিল মাসের এক তারিখ April fool's day. সেদিন নতুন ফ্ল্যাটে না গিয়ে দু' তারিখে উঠব। আমি ভেবেছিলাম আমার শাশুড়ি ব্যাপারটা নিয়ে খুব হইচই করবেন, বেঁকে দাঁড়াবেন। সেরকম কিছুই করলেন না। বরং শান্তগলায় বললেন, ঠিক আছে যাও। সপ্তাহে একদিন বাবুকে এনে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, অবশ্যই।

শাশুড়ি বললেন, তোমার চাচার বাড়ি থেকে কাউকে স্থায়ীভাবে এনে তোমাদের ফ্ল্যাটে রাখতে পার কি না দেখ। তুমি কলেজে চলে যাবে, কাজের মেয়েদের হাতে এত ছোট বাচ্চা রেখে যাওয়া ঠিক না।

আমি বললাম, সেই ব্যবস্থা করব।

মহা আনন্দে আমি গোছগাছ শুরু করলাম। নতুন সংসার শুরু করতে যাচ্ছি সেই আনন্দেও আমি আত্মহারা। মা'র কঠিন বলয় থেকে হারুনের মুক্তিও অনেক বড় ব্যাপার।

এপ্রিল মাসের দু'তারিখ বাড়ি ছাড়ব, এক তারিখে দুর্ঘটনা ঘটল। আমার বাবু মারা গেল। আমি তখন কলেজে। প্রাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ ক্লাসে ঢুকে বললেন, শায়লা আপনি এক্ষুনি বাড়ি যান। আপনার বাচ্চা অসুস্থ। আমার গাড়ি আছে, গাড়ি নিয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে পৌঁছে দেখি আমার শাশুড়ি মৃত বাচ্চা কোলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। তিনি ক্ষীণগলায় বললেন, বৌমা সব শেষ।

আমার বাচ্চাটি কীভাবে মারা গেল, তার কী হয়েছিল, আমি কিছুই জানতে পারি নি। আমার শাশুড়ি আমাকে বলেন নি। যে কাজের মেয়েটি বাচ্চার দেখাশোনা করত তাকেও পাওয়া যায় নি। দুর্ঘটনার দিন কাচের জগ ভাঙার মতো অতি গুরুতর অপরাধে (?) তার চাকরি চলে যায়। আমার শাশুড়ি তাকে বেতন দিয়ে বিদায় করে দেন। বাসায় একজন কেয়ারটেকার থাকত, সবুর মিয়া। সবুর মিয়াও ঘটনার সময় বাসায় ছিল না। শাশুড়ি তাকে কী এক কাজে নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়েছিলেন। আমি শাশুড়ির কাছ থেকে ঘটনা জানতে চেয়েছি, তিনি কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছেন, আমি কিছু বলব না, তোমরা ফ্ল্যাটবাড়িতে চলে যাও। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

আমি বাচ্চাটার সুরতহাল করাতে পারতাম, তার জন্য পুলিশ কেইস করতে হত। সেটা করা সম্ভব ছিল না। আমার নিজের মাথাও তখন পুরোপুরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করলেই দেখতাম আমার ছোট্ট বাবু হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে আসছে। তার সব ঠিক আছে—হাসি হাসি মুখ, বড় বড় মায়াভর্তি চোখ; শুধু মুখ দিয়ে টপটপ করে রক্তের ফোঁটা পড়ছে। দীর্ঘদিন গুলশানের এক মনোরোগ ক্লিনিকে আমাকে কাটাতে হয়েছে। সেখানেই আমি একবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুইসাইডের চেষ্টা করি।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। আমার শাশুড়ি মারা গেছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু। ডায়রিয়া হয়ে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু মৃত্যুর পরও তিনি আমার স্বামীকে ছাড়েন নি। এখনো হারুনের ঘাড়ে ভর করে আছেন। তিনি হারুনকে কন্ট্রোল করে যাচ্ছেন। হারুন তাঁর জীবিত মায়ের দ্বারা যেভাবে চালিত হত, মৃত মা-ও তাঁকে সেভাবেই চালিত করছে।

আমাদের আর কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি। কারণ আমার শাশুড়ি তাঁর অতি আদরের ছেলেকে বলেছেন যেন আমার সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্ক না হয়।

আমি আপনাকে লেখা আমার এই দীর্ঘ চিঠি এখানে শেষ করছি। আপনাকে 'বাবা' সম্বোধন করেছি যেন আপনি চিঠির এক কন্যার প্রতি দয়া করেন এবং চিঠিকন্যার পুত্রের মৃত্যুরহস্য বের করেন। আমার ধারণা এই রহস্য ভেদ হওয়া মাত্র হারুনের মোহমুক্তি ঘটবে। সে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত মা'কে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবে। আমি হারুনকে নিয়ে সত্যিকার সংসার শুরু করতে পারব।

বিনীতা

চিঠিকন্যা শায়লা

পুনশ্চ ১.

বাবা! আপনি আমার এই চিঠির বিষয়টি যদি হারুনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন তা হলে খুব খুশি হব। সে এমনিতেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। চিঠির বিষয় জানলে সে আরো আউলায়ে যাবে। আমি এই অবস্থাটা চাচ্ছি না। সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আপনি তাঁর চিকিৎসা করুন তাও চাচ্ছি না। তাঁর অসুস্থতা আপনি সারাতে পারবেন না। জগতের কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের এই ক্ষমতা নেই।

পুনশ্চ ২.

দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কঠিন কঠিন বিষয় লিখেছি, এখন হালকা কিছু লিখি। একটা ধাঁধা ধরি। দেখি আপনি পারেন কিনা। ধাঁধাটার দু'টা অংশ আছে।

ক) এমন একটি প্রাণী যে বসি করে পানিতে কিন্তু সে স্থলের প্রাণী। স্থলের প্রাণী হয়েও একবারও সে স্থলে যায় না। জীবন পার দেয় পানিতে। প্রাণীটির নাম কী?

খ) এটিও একটি প্রাণী। এই প্রাণীটি জলের প্রাণী। তার জন্ম-মৃত্যু সবই কিন্তু স্থলে। জলজ প্রাণী হয়েও সে একবারও জলের ধারেকাছে যায় না।

বাবা! আপনি কি বিরক্ত হলেন? চিঠির জন্য বিরক্ত না হলেও পুনশ্চতে যে ধাঁধার কথা লিখেছি তার জন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন। এই ধাঁধা দু'টির একটা সমস্যা আছে। উত্তর না জানলে কষ্ট হয়। নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। আমি অনেক দিন এই কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছি।

৩

প্রিয় পাঠক, আপনারা 'মিসির আলির চশমা' বইটির প্রথম দু'টি অধ্যায় পড়েছেন। প্রথম অধ্যায় দু'টি হল প্রস্তাবনা এখন আমি মূল অংশে যাচ্ছি। এই অংশটি আমি উত্তম পুরুষে লিখছি। কারণ আমি নিজেও গল্পে যুক্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেকজন মানুষের গল্প বলার Style একেক রকম। অতি সাধারণ কথা মিসির আলি যখন বলেন তখন মনে হয় দারুণ রহস্যময় কোনোকিছুর বর্ণনা দিচ্ছেন। উদাহরণ দেই—একদিন তাঁর বাসায় গেছি। তিনি জানালার পাশে বসে গল্প করছেন। গল্পের এক পর্যায়ে বললেন—'বুঝলেন ভাই! তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এত্ত বড় একটা চাঁদ।' "এত্ত বড় চাঁদ" কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যে শুনে আমার গা ছমছম করে উঠল। আমি চমকে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। অথচ চমকাবার কিছু নেই। পূর্ণিমার রাতে জানালা দিয়ে 'এত্ত বড় চাঁদ' দেখা যেতেই পারে।

এই মিসির আলি আবার অতি ভয়ংকর ব্যাপার এমন সাদামাটাভাবে বলেন যেন এটা কিছুই না। এরকম রোজই ঘটছে। এক সিরিয়াল কিলার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন—'লোকটার অভ্যাস ছিল খেজুরের কাঁটা দিয়ে ভিকটিমের চোখ গেলে দেয়া।' তাঁর বলার ভঙ্গি, বলতে বলতে হাই তোলা থেকে শ্রোতাদের ধারণা হবে—খেজুরের কাঁটা দিয়ে চোখ তোলা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কিছু না।

আমি অনেক দিন থেকেই মিসির আলিকে বলছিলাম, তাঁর রহস্য সমাধানের প্রক্রিয়ায় খুব কাছ থেকে আমি যুক্ত হতে চাই। আমি দেখতে চাই তিনি কাজটা কীভাবে করেন। লজিকের সিঁড়ি কীভাবে পাতেন। রহস্যের প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার প্রতি। সুযোগ সে অর্থে আসে নি। আমি নিজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি, মিসির আলি ঘরকুনো মানুষ। তিনি নিজেও তাঁর মানসিক জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের দু'জনের দেখা হয় না বললেই হয়।

এই সময় আমি আমার পারিবারিক ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে বসলাম। সমাজের একজন দুষ্ট মানুষ হিসেবে আমার পরিচয় ঘটল এবং মিটিং করে নিজের বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হল। পত্র-পত্রিকাগুলোতে ছাপার মতো খবর অনেক দিন ছিল না। তারা মনের আনন্দে আমাকে নিয়ে নানান গল্প ফাঁদতে লাগল। মিসির আলি সাহেবের যে গল্পটি এখানে লিখছি, সেখানে আমার ব্যক্তিগত গল্পের স্থান নেই বলেই নিজের গল্প বাদ থাকল। অন্য কোনো দিন সেই গল্প বলা হবে।

যাই হোক, আমি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে কিছুদিন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করলাম। বন্ধু-বান্ধবরা তেমন আগ্রহ দেখাল না। 'মহাবিপদ' কে সেধে পুষতে চায়? আমাকে দূরে রাখাই মঙ্গল। বাধ্য হয়ে উত্তরায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। তিন তলায় একা থাকি। দিনের বেলা অফিসের একজন পিয়ন থাকে। হোটেল থেকে খাবার এনে দিয়ে সন্ধ্যায় নিজের বাসায় চলে যায়। আমি তাকে চক্ষুলজ্জায় বলতে পারি না যে, তুমি থাক। এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকতে ভয় পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে, আমি মোটামুটি নিশ্চিত ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি না। আমার সঙ্গে বিদেহী কোনো আত্মাও থাকেন। তিনি গভীর রাতে কাঠের মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করেন। শব্দ করে নিঃশ্বাস নেন। রান্নাঘরে পানির ট্যাপ ছেড়ে হাতেমুখে পানি দেন। এক রাতের ঘটনা তো ভয়ংকর। রাত তিনটা বাজে। বাথরুমে যাবার জন্য বিছানা ছেড়ে নেমেছি, হঠাৎ দেখি ঘরের মধ্যে বেঁটে মতো এক ছায়ামূর্তি। সে আমার চোখের সামনে ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে গেল। আমি বিকট চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। চিৎকার দিয়ে তো লাভ নেই। যে বিদেহী আত্মা আমার সঙ্গে বাস করেন, তিনি ছাড়া আমার চিৎকার কেউ শুনবে না।

এর পর থেকে ঐ বাড়িতে রাত কাটানো আমার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সন্ধ্যার পর প্রতিটি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখি। কারেন্ট চলে যেতে পারে এই ভয়ে সব ঘরেই চার্জার। আমার বালিশের নিচে থাকে টর্চলাইট। হাতের কাছে টেবিলে দিয়াশলাই এবং মোমবাতি। লোহা সঙ্গে রাখলে ভূত আসে না। আমার শোবার ঘরে এই কারণেই রড আয়রনের খাট কিনে সেট করা হল। তারপরও ভয় কাটে না। রাতগুলো বলতে গেলে জেগেই কাটাই।

আমার এই বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় মিসির আলি হঠাৎ খুঁজে খুঁজে বাসায় উপস্থিত হলেন। তিনি এসেছেন পত্রপত্রিকা পড়ে। মিসির আলি আবেগপ্রবণ মানুষ কখনো ছিলেন না। তাঁর আবেগ এবং উচ্ছ্বাস খুবই নিয়ন্ত্রিত। তারপরও তিনি যথেষ্ট আবেগ দেখালেন। আমাকে বললেন, আপনার মতো গৃহী মানুষকে ঘরছাড়া দেখে খারাপ লাগছে। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি? বলেই তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। যেন আমি অল্পবয়সের অভিমানী কোনো যুবক। আমাকে সান্ত্বনা দেয়া প্রয়োজন।

আমি বললাম, আপাতত আপনি আমাকে ভূতের হাত থেকে বাঁচান। একটা ভূত আমাকে রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না। কাঠের ফ্লোরে সে রাতে হাঁটাহাঁটি করে। আমি নিজে ভূতটাকে দেখেছি।

মিসির আলি বললেন, কাঠ দিনের গরমে প্রসারিত হয়। রাতের ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। তখনই নানান শব্দ হয়।

আমি বললাম, কাঠের এই ব্যাপারটা মানলাম। কিন্তু রান্নাঘরে ভূতটা পানির কল ছাড়ে। ছড়ছড় করে পানি পড়ার শব্দ আমি রোজ রাতেই দুই তিনবার শুনি।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, রাতে চারদিকে থাকে নীরব। আপনার নিচের তলা বা উপরের তলার লোকজন যখন কল ছাড়ে তখন সেই শব্দ ভেসে আসে। এর বেশি কিছু না। আপনি ভূতের ভয়ে মানসিকভাবে উত্তেজিত থাকেন বলেই হালকা পানি পড়ার শব্দ বড় হয়ে কানে বাজে।

আমি বললাম, সরাসরি যে ভূত দেখেছি সেটা কী? বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেলাম, হাঁটু সাইজের একটা ভূত দেয়ালের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত গেল এবং মিলিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আপনি নিজের ছায়া দেয়ালে দেখেছেন। ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিন। ঐ রাতের মতো বিছানা থেকে নামুন। বাথরুমে যান। নিজের ছায়া দেখবেন।

আমি তাই করলাম। নিজের কোনো ছায়া দেখলাম না।

মিসির আলি মোটেই বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, ঐ রাতে নিশ্চয়ই আপনার TV খোলা ছিল। TV স্ক্রিন থেকে আসা আলোয় আপনার ছায়া পড়েছে। টিভি ছাড়ুন।

আমি টিভি ছাড়তেই দেয়ালে নিজের ছায়া দেখলাম।

মিসির আলি বললেন, হেঁটে বাথরুম পর্যন্ত যান। ছায়াকে হেঁটে যেতে দেখবেন।

আমি বললাম, এখন আর তার প্রয়োজন দেখছি না।

মিসির আলি বললেন, ভয় কেটেছে?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

মিসির আলি বললেন, এখন কি রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে পারবেন?

আমি বললাম, না।

মিসির আলি বললেন, বাতি জ্বালিয়েই ঘুমুবেন। সমস্যা কিছু নেই। ঘুমুবার জন্য অন্ধকার কোনো পূর্বশর্ত না। ভালো কথা, এ বাড়িতে গেস্টরুম আছে না?

আমি বললাম, আছে।

মিসির আলি বললেন, আগামী কয়েকদিন যদি আমি আপনার গেস্টরুমে বাস করি তা হলে কি কোনো সমস্যা হবে?

কেন থাকতে চাচ্ছেন?

এমনি। অনেক দিন একা বাস করছেন, একজন সঙ্গী পেলে আপনার ভালো লাগবে।

কবে থেকে থাকা শুরু করবেন?

আজ থেকেই। আমি প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় সঙ্গে করে এনেছি। শুধু টুথপেস্ট আনা হয় নি। টুথব্রাশ এনেছি। একটা টুথপেস্ট কিনতে হবে।

এতক্ষণ চোখে পড়ে নি এখন চোখে পড়ল, মিসির আলি ছোট্ট একটা চামড়ার সুটকেস এবং হাতব্যাগ নিয়ে এসেছেন। কাজটা তিনি করেছেন শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য। আনন্দে আমার চোখে পানি আসার জোগাড় হল। প্রিয়জনদের নিষ্ঠুরতায় মানসিকভাবে ক্ষুদ্র হয়ে ছিলাম। হঠাৎ করেই সেই ক্ষুদ্রতা দূর হল।

মিসির আলি বললেন, আপনি অনেক দিন থেকে বলছিলেন আমার কোনো একটা রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান। এই মুহূর্তে আমি একটা রহস্য নিয়ে ভাবছি। আপনি চাইলে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন।

আমি আগ্রহের সঙ্গে বললাম, অবশ্যই যুক্ত থাকতে চাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ পৃষ্ঠার একটা চিঠি এখন আপনাকে দিচ্ছি। রসায়নের একজন অধ্যাপিকা চিঠিটা দিয়েছেন। আপনি মন দিয়ে চিঠিটা তিনবার পড়বেন। ইতোমধ্যে আমি আপনার গেস্টরুমে স্থায়ী হচ্ছি। ভালো কথা, আপনার এখানে কি চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে?

ব্যবস্থা নেই।

রাতে ঘুম না এলে আমাকে চা খেতে হয়। টি ব্যাগ, চা-চিনির ব্যবস্থা করা দরকার। রান্নার চুলা ঠিক আছে তো?

জানি না।

মিসির আলি বললেন, আপনি চিঠি পড়ুন, আমি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি।

আমি চিঠি নিয়ে বসলাম। যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েই পড়তে শুরু করলাম। এক-দুই পৃষ্ঠা পড়ার পরই স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, রসায়নের এই অধ্যাপিকার বাংলা গদ্যের ওপর ভালো দখল আছে। হাতের লেখাও গোটা গোটা। নির্ভুল বানান।

চিঠির মূল বক্তব্য সন্তানের মৃত্যুরহস্যের সমাধান। আমার কাছে সমাধান খুব কঠিন বলে মনে হল না। সন্তানের মা সমাধান নিজেই করেছেন। সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিতও চিঠিতে দেয়া। ভদ্রমহিলা তাঁর শাশুড়িকে দায়ী করেছেন। সেটাই স্বাভাবিক। এই বৃদ্ধা হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে করার জন্য বাড়ির সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুনি বৃদ্ধার মোটিভও পরিষ্কার। এই বৃদ্ধা তাঁর ছেলেকে কাছে রাখতে চান। তিনি চান না ছেলে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকুন। ছেলেকে পাশে রাখার জন্য যে ভয়ংকর পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা কাজ করেছে। ছেলে নতুন ফ্ল্যাটে ওঠে নি।

AMARBOI.COM

যে রহস্যের কথা চিঠিতে বলা হয়েছে সেই রহস্য সাদামাটা রহস্য। রহস্যভেদের জন্য মিসির আলির মতো মানুষ লাগে না। আমার মতো গড়পড়তা মেধার যে কোনো মানুষই এই রহস্য ভেদ করবে।

অনেক দিন পর হোটেলের রান্নার বাইরে খাবার খেলাম। বাবুর্চি মিসির আলি সাহেব। চিকন চালের ভাত। আলু ভর্তা। ডিম ভাজি এবং ডাল। খেতে বসে মনে হল, অনেক দিন এত ভালো খাওয়া হয় নি।

মিসির আলি বললেন, বাঙালি রান্না দুই রকম। ব্যাপক আয়োজনের রান্না এবং আয়োজনহীন রান্না। আপনাকে কিছু রান্না আমি শিখিয়ে দেব। নিজে রাঁধবেন। নিজের রান্না খাবেন। আলু ভর্তার জন্য আলু আলাদা সিদ্ধ করতে হবে না। ভাতের সঙ্গে দিয়ে দেবেন। ডাল রান্নার মূলমন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধ। যত সিদ্ধ হবে ডাল তত খেতে ভালো হবে। তবে তেলে বাগার দিতে হবে। সিদ্ধ হতে হতে ডাল যখন 'কলয়েড' ফর্মে চলে যাবে তখন বাগার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। বাগারের কারণে তেল ডালের কণার উপর আস্তরণ তৈরি করবে। বাগারের তেলে বাঙালি মেয়েরা পেঁয়াজ-রসুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেজে নেয়। আমি তার প্রয়োজন দেখি না। পেঁয়াজ–রসুন ছাড়া ডাল রাঁধে বিধবারা। সেই ডাল খেতে সুস্বাদু। ইলিশ মাছ খুব অল্প আঁচে সিদ্ধ হয়, এটা কি জানেন?

জানি না।

মশলা মেখে ইলিশ মাছের টুকরো রোদে রেখে দিলেও সিদ্ধ হয়ে যায়। আপনাকে রোদে রাখতে হবে না। গরম ভাতের উপর রেখে ঢাকনা দিয়ে রাখলেই হবে।

মশলা কী?

মশলা হচ্ছে লবণ। আর কিছু না। বাঙালি মেয়েরা ভাপা ইলিশে নানান মশলা দেয়। মশলা মাছের স্বাদ নষ্ট করে। কোনোরকম মশলা ছাড়া ভাপা ইলিশ একবার খেলেই আপনার আর মশলা খেতে ইচ্ছা করবে না।

আমি ঘোষণা করলাম, আগামীকাল রাতের সব রান্না আমি করব। মেনু ইলিশ মাছ, ডাল, আলু ভর্তা। ভালো ঘিও কিনে আনব। গরম ভাতের উপর এক চামচ ঘি ছেড়ে দেয়া হবে। ভাতের গন্ধের সঙ্গে ঘিয়ের গন্ধ মিশে অমৃতসম কিছু তৈরি হবার কথা। ভেবেই আনন্দ পাচ্ছি এবং এক ধরনের উত্তেজনাও বোধ করছি। দুপুরে বাজার করতে হবে। একটা ফ্রিজ কেনা দরকার।

মিসির আলি হঠাৎ বললেন, ব্যাচেলর জীবনে কিছু আনন্দ আছে, তাই না?

আমি ধাক্কার মতো খেলাম। আমার মনে হল, রান্নাবান্নার এই বিষয়টি মিসির আলি ইচ্ছা করে আমার ভেতর ঢুকিয়েছেন যেন আমি ব্যস্ত থাকতে পারি।

রাতের খাওয়া শেষে দু'জন বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি। দক্ষিণমুখী বারান্দা। ভালো হাওয়া দিচ্ছে। দু'জনের হাতেই সিগারেট। মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আজকাল সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে 'ধূমপান মৃত্যু ঘটায়'। পড়েছেন?

আমি বললাম, পড়েছি।

মিসির আলি বললেন, আমার নিজের ধারণা সিগারেটের প্যাকেটে এই সতর্কবাণী দেয়ার পর থেকে সিগারেটের বিক্রি অনেকে বেড়েছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

মিসির আলি হাই তুলতে তুলতে বললেন, মানুষের মৃত্যু বিষয়ে আছে প্রচণ্ড ভীতি। সে মৃত্যু কী জানতে আগ্রহী। এই আগ্রহের কারণে অবচেতনভাবে মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি যেতে চায়। সিগারেট সেই কাছাকাছি থাকার সহজ উপায়।

আমি বললাম, যুক্তি খারাপ না।

মিসির আলি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, যারা ছাদে বেড়াতে চায় তাদেরকে দেখবেন একসময় ছাদের রেলিংয়ে বসেছে। অতি বিপজ্জনক জেনেও এই কাজটা করছে। মূল কারণ একটাই, মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়া। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী। ভালো কথা, আপনি কি আমার কন্যার চিঠিটা পড়েছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনবার পড়তে বলেছিলেন, আমি দু'বার পড়েছি।

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে বললেন, চিঠি পড়ে কি কোনো খটকা লেগেছে?

আমি বললাম, হুট করে আপনাকে বাবা ডাকাটায় সামান্য খটকা লেগেছে। 'বাবা' ডাক ছাড়া চিঠিতে খটকা নেই। চিঠির রহস্য আপনার মতো মানুষের পক্ষে মুহূর্তেই বের করার কথা।

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, রহস্য বের করেছি। একটা কাগজে লিখে খামে বন্ধ করে রেখেছি। খামটা আপনি রাখবেন, তবে খুলে এখন পড়বেন না।

কখন পড়ব?

আপনি নিজে যখন রহস্যভেদ করবেন তখন পড়বেন।

আমি রহস্যভেদ করব?

হ্যাঁ আপনি করবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি একা বাস করছেন, রহস্য নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত থাকবেন। মানবমনের গতিপ্রকৃতি জানবেন। আপনি লেখক মানুষ, এতে আপনার লাভই হবে।

আমি বললাম, সাগর নামের বাচ্চাটা তার দাদির হাতে খুন হয়েছে—এটা তো বোঝা যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, চট করে সিদ্ধান্তে যাবেন না। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসুস্থ না হলে কেউ এই কাজ করতে পারে না। চিঠি পড়ে কি মনে হয় ছেলেটির দাদি মানসিকভাবে অসুস্থ?

তা মনে হয় না। তা হলে কি ছেলেটির বাবা মানসিক রোগী? চিঠিতে সে রকম আছে। হারুন নামের ডাক্তার তাঁর মা'কে দেখে এইসব।

মিসির আলি বললেন, এক কাজ করলে কেমন হয়? ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করুন। তাঁকে চোখ দেখাতে যান। আপনি লেখক মানুষ। উনি আপনাকে চিনতে পারবেন। আমার ধারণা, উনি মন খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। রাত অনেক হয়েছে, চলুন ঘুমুতে যাওয়া যাক।

খামটা দিন।

মিসির আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে খাম বের করে দিলেন। তিনি খাম পকেটে নিয়েই গল্প করতে এসেছিলেন।

আমি বললাম, ধাঁধাটির উত্তর কী?

কোন ধাঁধা?

ঐ যে স্থলের প্রাণী জলে বাস করে। আবার জলের প্রাণী জীবন কাটায় স্থলে।

মিসির আলি বললেন, দু'টা একই প্রাণী। কল্পনার প্রাণী। জলের কোনো প্রাণী স্থলে বাস করে না। আবার স্থলের কোনো প্রাণী জলে বাস করে না। যান ঘুমুতে যান। ফালতু ধাঁধা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

ডা. হারুনের কাছে মিসির আলি আমাকে নিয়ে গেলেন। এমনিতেই তাঁর চোখ দেখাবার কথা। সঙ্গে আমিও দেখাব। চোখ দেখাতে গিয়ে ডাক্তার সাহেবের আচার-আচরণ লক্ষ করব। তেমন সুযোগ হলে কিছু প্রশ্নও করব। তবে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন মানুষকে দেখলেই চেনা যাবে। তাঁর চোখে থাকবে ভরসা হারানো দৃষ্টি।

যেমন ভেবেছি তেমনই দেখলাম। অস্থির ছটফটে একজন মানুষ। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে আছেন। কথা বলছেন উঁচু গলায়। তাঁর টেবিলে একটা চায়ের কাপ। তিনি কাপ হাতে নিয়ে তীব্র গলায় বললেন, এই ফজলু, চায়ের কাপ সরাও নি কেন গাধা! বলেই দেরি করলেন না, চায়ের কাপ ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিলেন। অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। তাঁর টেবিলে বরফ মেশানো হলুদ রঙের পানীয়। রঙ দেখে মনে হচ্ছে হুইস্কি। যদি হুইস্কি হয় তা হলে ব্যাপারটা অবশ্যই অস্বাভাবিক। কোনো ডাক্তারই হুইস্কি খেতে খেতে রোগী দেখতে পারেন না। আমি গ্লাসের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, কী খাচ্ছেন?

ডা. হারুন আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন, হুইস্কি খাচ্ছি। আপনি খাবেন?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম।

খেয়ে দেখতে পারেন। খারাপ লাগবে না। দিনের শেষে ক্লান্তি নিবারক।

আমি বললাম, আপনি ক্লান্তি নিবারণ করুন। আমি তেমন ক্লান্তি বোধ করছি না।

ডাক্তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে আমার চোখ দেখতে বসলেন। যত্ন করেই চোখ দেখলেন। বিল দিতে গেলাম। তিনি বললেন, মিসির আলি সাহেব আমার বন্ধু মানুষ। আপনাকে বিল দিতে হবে না।

আমি বললাম, আপনি কি বন্ধুর বন্ধুদের কাছ থেকে বিল নেন না?

না।

তা হলে তো একসময় দেখা যাবে, কারো কাছ থেকেই আপনি বিল নিতে পারছেন না। সবাই ফ্রি।

আমি এমন কোনো হাসির কথা বলি নি, কিন্তু ভদ্রলোক মনে হল খুব মজা পেলেন। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে অনেকক্ষণ হাসলেন। অ্যালকোহলের অ্যাফেক্টও হতে পারে। তিনি ফ্লাস্ক থেকে ঐ বস্তু আরো খানিকটা ঢালতে ঢালতে বললেন, আমি টিটাটোলার মদ সিগারেট কিছুই খাই না। গ্লাসে যে বস্তু দেখছেন তা হল তেঁতুলের পানি। তেঁতুলের পানি Arteriosclerosis কমায়। আমি যা করছি তা হল দেশীয় ভেষজের মাধ্যমে চিকিৎসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আপনি তেঁতুলের পানি খাচ্ছেন, আমাকে কেন বললেন হুইস্কি খাচ্ছি!

হারুন সাহেব বললেন, আপনি ভুরু কুঁচকে গ্লাসটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এই জন্যই বলেছি। আপনার আগেও কয়েকজন রোগী আপনার মতোই ভুরু কুঁচকে গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বলেছে, কী খাচ্ছেন? আমি তাদেরকেও বলেছি হুইস্কি খাচ্ছি।

তাদের ভুল ভাঙান নি?

না। শুধু আপনারটাই ভাঙিয়েছি।

আমার ভুল ভাঙালেন কেন?

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, আপনি বন্ধু মানুষ। বেহেশতে আমরা কিন্তু আত্মীয়স্বজন পুত্রকন্যা পাব না। বন্ধু পাব। আমাদেরকে দেয়া হবে সত্তর জন হুর। এরা সবাই বন্ধু। পবিত্র সঙ্গী। কেউ আত্মীয় না।

আপনি কি বেহেশত দোজখ এইসব বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি।

নামাজ পড়েন?

সময়মতো পড়া হয় না, তবে রাতে ঘুমুবার আগে কাজা পড়ি।

বেহেশতে যাবার জন্য পড়েন?

ডাক্তার বেশকিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, বেহেশত দেখার প্রতি আমার আগ্রহ আছে। সেখানে যেসব পবিত্র সঙ্গিনী আছে, তাদের একজনকে আমি দেখেছি।

স্বপ্নে দেখেছেন?

স্বপ্নে না, ঘোরের মধ্যে দেখেছি।

কী রকম দেখতে জানতে পারি?

জানতে পারেন। জানতে চান?

জি চাই।

ডা. হারুন আগ্রহ নিয়ে গল্প শুরু করলেন। চেম্বারের সব ক'টা বাতি নিভিয়ে শুধু টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখে আবহ তৈরি করলেন। ফজলু মিয়া নামের তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে বললেন, আর রোগী দেখব না। সবাইকে অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে বল। আমি Dog tired.

তাঁকে তেমন টায়ার্ড দেখাচ্ছে না। যথেষ্টই এনার্জেটিক লাগছে। মনে হচ্ছে হুরের বর্ণনা করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

এই চেম্বারেই দেখেছি। বছর দেড়েক আগের কথা। শায়লার সঙ্গে রাগ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাড়ি যাব না। রাতটা চেম্বারেই কাটাব। তখন আমার চেম্বারে একটা ইজিচেয়ার ছিল। কম্বল ছিল। রাতে যখন বাড়ি ফিরতাম না তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমাতাম। সেই রাতেও তাই করেছি। শুয়ে পড়েছি। হাতের কাছেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচ। বাতি নেভাতে যাব তখন তাকে দেখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ দেখার যন্ত্রটা দেখছেন না? সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার গা থেকে নীলাভ আলোর আভা আসছে। ফ্লোরেন্স আলোর মতো আলো, তবে তীব্রতা অনেক কম।

মিসির আলি বললেন, হুরটার গায়ে কাপড় ছিল?

ডা. হারুন বিরক্ত গলায় বললেন, অবশ্যই ছিল। আপনি কি ভেবেছেন সে নেংটা হয়ে আমার অফিসে আসবে? তার পরনে ছিল হালকা সবুজ রঙের শাড়ি। গা ভর্তি গয়না। পাথরের গয়না। গয়নার রঙও সবুজ। আমি চোখের ডাক্তার, প্রথমেই তাকালাম মেয়েটার চোখের দিকে। মেয়েটার চোখের সাদা অংশটা ঠিক সাদা না— একটু যেন লালচে। অনেকক্ষণ কাঁদলে মেয়েদের চোখ যেমন লালচে হয়ে যায় সেরকম।

আমি বললাম, কথা হয়েছে তার সঙ্গে?

হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমি আর কিছু বলব না। এই বিষয়ে কথা বললে মা রাগ করেন। এখন আপনারা বিদায় হোন।

আমরা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ ডাক্তার মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার মা আমাকে জানিয়েছেন, আপনি এখন নিজের বাসায় থাকেন না। অন্য এক জায়গায় থাকেন। আপনি যে ঘরে থাকেন, সেখানে দেয়াল ঘড়ি আছে। ঘড়িটা বন্ধ। ঘড়িতে সব সময় তিনটা বেজে থাকে। আমার মা কি ঠিক বলছেন?

মিসির আলি চিন্তিত গলায় বললেন, হ্যাঁ।

এখন কি বিশ্বাস করছেন, আমার মা'র সঙ্গে আমার কথা হয়? দেখা হয়?

মিসির আলি বললেন, না।

কখন বিশ্বাস হবে?

যখন তাঁকে নিজে দেখব।

ডাক্তারের ঠোঁটের কোনায় হালকা হাসির আভাস দেখা গেল। যেন তিনি মজার কোনো কথা বলবেন বলে ভাবছেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

মিসির আলি বললেন, আজ উঠি?

ডাক্তার বললেন, আরো কিছুক্ষণ বসুন, গাড়ি দিয়ে নামিয়ে দেব। একটা প্রশ্নের জবাব দিন, আপনি কি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বিশ্বাস করেন?

মিসির আলি বললেন, করি।

ডাক্তার বললেন, এদের তো আপনি চোখে দেখেন নি, তা হলে কেন বিশ্বাস করেন?

মিসির আলি বললেন, আমি চোখে না দেখলেও নানান যন্ত্রপাতি এদের অস্তিত্ব বের করেছে। একটি যন্ত্রের নাম সাইক্লট্রন। পৃথিবীর কোনো যন্ত্রপাতি মৃত মানুষের অস্তিত্ব বের করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার বললেন, সেরকম যন্ত্রপাতি তৈরি হয় নি বলেই পারে না। আমার পড়াশোনা যদি পদার্থবিদ্যায় হত আমি নিজেই এরকম একটা যন্ত্র বানানোর চেষ্টা করতাম। যন্ত্রটার নাম দিতাম Soul Searcher. যে যন্ত্র আত্মা অনুসন্ধান করে বেড়াবে। মনে করা যাক এই ঘরে একটা আত্মা আছে, যন্ত্রের কাজ হবে ঘরের প্রতিটি স্কয়ার ইঞ্চির রেডিও অ্যাকটিভিটি মাপবে, তাপ মাপবে, ইলেকট্রিক্যাল চার্জ মাপবে, ম্যাগনেটিক বলরেখার ম্যাপ তৈরি করবে। সমস্ত ডাটা কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে। সফটওয়্যারের কাজ হবে anamoly detect করা।

ডাক্তার সাহেব প্রবল উৎসাহে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। যেন তিনি ক্লাস নিচ্ছেন, আমরা দুই মনোযোগী শ্রোতা। তাঁর ঘরে বোর্ড না থাকায় সামান্য সমস্যা হচ্ছে। যন্ত্রের খুঁটিনাটি বোর্ডে এঁকে দেখাতে পারছেন না। কাগজ–কলমে এঁকে দেখাতে হচ্ছে।

আমরা রাত সাড়ে এগারটায় ছাড়া পেলাম। ডাক্তার সাহেব নিজেই পৌঁছে দিলেন। তবে গাড়িতেও তিনি বকবক করতেই থাকলেন, এক মুহূর্তের জন্যও থামলেন না।

প্রথম যেটা করতে হবে তা হল ম্যাগনেটিক টানেল কিংবা Magnetic Cone তৈরি করা। আত্মাকে যদি কোনোক্রমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে টানেলে ঢুকিয়ে ফেলা যায় তা হলেই কর্ম কাবার।

আমি বোকা বোকা মুখ করে বললাম, কর্ম কাবার মানে কী? আত্মা মারা যাবে? মানুষ মরে আত্মা হয়, আত্মা মরে কী হবে?

ভেবেছিলাম আমার রসিকতায় তিনি রাগ করবেন। ভাগ্য ভালো, রাগ করলেন না। তিনি বুঝাতে চেষ্টা করলেন আত্মা কী?

আত্মা হল পিওর ফরম অব এনার্জি। আমরা যেসব এনার্জির সঙ্গে পরিচিত তার বাইরের এনার্জি। আমাদের এনার্জির ট্রান্সফরমেশন হয়। এক ফরম থেকে অন্য ফরমে যেতে পারে। আত্মা নামক এনার্জির কোনো ট্রান্সফরমেশন নেই। বুঝতে পারছেন তো?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তারপরও প্রবল বেগে হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়লাম।

রাতে মিসির আলি সাহেবকে নিয়ে খেতে বসেছি। আয়োজন সামান্য। দুপুরের ডাল গরম করা হয়েছে। ডিম ভাজা হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে ডাল টকে গেছে। মিসির আলি সাহেব ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। টক ডাল খেয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি আছেন গভীর চিন্তায়। আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব, আপনি কি আত্মা বিশ্বাস করেন?

তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব যে ভেবেচিন্তে তিনি হ্যাঁ বললেন তা কিন্তু মনে হল না। বলতে হয় বলে বলা। আত্মা–বিষয়ক দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, তার আগেই মিসির আলি বললেন, ডাক্তার সাহেব গাড়ি করে আপনার বাসায় আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন, ব্যাপারটা আপনার কেমন লেগেছে?

আমি বললাম, ভালো লেগেছে। ভদ্রলোক নিতান্তই ভালো মানুষ। ভালো মানুষরা পাগলাটে হয়, উনিও পাগলাটে।

মিসির আলি বললেন, উনার গাড়ির ড্রাইভার কিন্তু আপনার বাড়ির ঠিকানা জানতে চায় নি। সে ঠিকানা জানত। আগে এসেছে। ঠিক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, তাই তো!

মিসির আলি বললেন, ডাক্তার সাহেব আপনাকে চেনেন না। আজই প্রথম চিনলেন। উনি আপনার বাড়ি চেনেন, কারণ উনি আমাকে অনুসরণ করছেন। আমার পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছেন।

আপনার পেছনে লোক লাগিয়ে রাখবে কেন?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, ঘড়ির ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনি যে বলে দিলেন আপনার ঘরের ঘড়িটা বন্ধ। তিনটা বেজে আছে।

মিসির আলি বললেন, এটা তুচ্ছ বিষয়। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কিছু নেই।

আমি বললাম, তুচ্ছ বলছেন কেন? ঘড়িটা তো বাইরে থেকে দেখানো যায় না। এই ঘড়ি দেখতে হলে ঘরে ঢুকতে হবে। হবে না?

মিসির আলি আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন না। বরং মনে হল কিছুটা বিরক্তই হলেন। আমাকে হতাশ গলায় বললেন, শরীরটা খারাপ লাগছে। ডালটা কি নষ্ট ছিল?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

মিসির আলি বললেন, আমার কাছে অবিশ্যি টকটক লাগছিল। আমি ভাবলাম কাঁচা আম দিয়ে ডাল টক করা হয়েছে।

এই সিজনে কাঁচা আম পাবেন কোথায়?

মিসির আলি বললেন, তাও তো কথা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভেদবমি শুরু হল। চোখ–মুখে উল্টে অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। সামান্য টক ডাল এই অবস্থা তৈরি করতে পারে তা আমার ধারণাতেও ছিল না।

বাংলাদেশের চিকিৎসাসেবার মনে হয় কিছুটা উন্নতি হয়েছে। টেলিফোন করা মাত্র অ্যাম্বুলেন্স চলে এল। তাঁকে ক্লিনিকে ভর্তি করলাম। তাঁর জ্ঞান ফিরল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোররাতে। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে বাক্যটি বললেন তা হল—যে কোনো রহস্যের অনেক ডালপালা থাকে। রহস্যভেদের জন্য প্রতিটি ডালে চড়তে হয় না। বেছে বেছে ডালে চড়তে হয়। 'ঘড়িতে তিনটা বাজে' এটা রহস্যের এমন একটা শাখা যাতে আমাদের চড়তে হবে না।

আমি বললাম, ভাই আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। রহস্য নিয়ে এখন আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

৫

দু'ধরনের মানুষের মধ্যে পাগলামি প্রকাশিত হয়। প্রতিভাবান মানুষ এবং কর্মশূন্য মানুষ। মিসির আলি প্রতিভাবান মানুষ। তাঁর মধ্যে পাগলামি প্রকাশিত হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং হাসপাতালের বিছানায় তা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হল। তিনি এত বিষয় থাকতে 'ভূত' নিয়ে প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। অতি ব্যস্ত প্রবন্ধকার। যখনই তাঁর কাছে যাই তাঁকে প্রবন্ধের কোনো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত দেখি।

হাসপাতালে তাঁর কিছু ভক্ত জুটে গেল। এর মধ্যে একজন নার্স, নাম—মিতি। তার প্রধান এবং একমাত্র দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল মিসির আলিকে ভূতের গল্প শোনানো। জানা গেল তার গ্রামের বাড়ি (নয়াবাড়ি, শ্রীপুর) ভূতের হোস্টেল। এমন কোনো ভূত নাই যে এই মেয়ের গ্রামের বাড়িতে থাকে না। 'কুয়াভূত' নামে এক ভূতের নাম তার কাছেই শুনলাম। এই ভূত থাকে কুয়ায়। হঠাৎ হঠাৎ কুয়া থেকে উঠে কুয়ার পাড়ে বসে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায়। মানুষজনের শব্দ শুনলে ঝপাং করে কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

'তেঁতুল ভূত' বলে এক ধরনের ভূতের কথা শোনা গেল, তারা থাকে তেঁতুল গাছে। এপ্রিল-মে মাসে যখন তেঁতুলের হলুদ ফুল ফোটে তখন তারা তেঁতুল ফুল চুষে ফুলের মধু খায়। যেসব গাছে তেঁতুল ভূত থাকে সেসব গাছে এই কারণেই তেঁতুল হয় না। মিতিদের গ্রামের বাড়িতে তিনটি তেঁতুল গাছের কোনোটিতেই তেঁতুল হয় না। বিশাল গাছ, প্রচুর ফুল ফোটে, কিন্তু তেঁতুল হয় না।

মিসির আলি এইসব উদ্ভট গল্প যে শুনছেন তা-না, রীতিমতো নোট করছেন। নানা মন্তব্যে খাতা ভর্তি করছেন। কুয়াভূত বিষয়ে তাঁর মন্তব্যের পাতাগুলো পড়লাম—

কুয়াভূত

পানিতে বাস করে এমন প্রজাতি

নারীধর্মী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ কুয়াভূতকে সব সময় কুয়ার পাড়ে চুল আঁচড়াতে দেখা যায়। তবে এমনও হতে পারে পানিজীবী এই ভূতশ্রেণীর সবারই লম্বা চুল। সবাই চুল আঁচড়াতে পছন্দ করে।

প্রকৃতি : ভিতু প্রকৃতির। মানুষের আগমনের ইশারা পেলেই এরা কুয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কর্মকাণ্ড : এদের প্রধান কর্মকাণ্ড কুয়ার পানিতে ছোটাছুটি করা এবং পানি ছিটাছিটির খেলা করা।

চরিত্র : উপকারী চরিত্রের ভূত। মিতির এক খালার ছোট ছেলে একবার পানিতে পড়ে গিয়েছিল। কুয়াভূতরা বাচ্চাটিকে ঘাড়ে ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। বালতি নামিয়ে দিলে কুয়াভূতরা বাচ্চাটাকে বালতিতে তুলে দেয়।

গন্ধ : কুয়াভূতদের গায়ে পুরোনো শ্যাওলার গন্ধ। কেউ কেউ বলে মাছের গন্ধ।

খাদ্য : এদের খাদ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ওদেরকে কুয়ার পাড়ে বসে পান-সুপারির মতো কী যেন চিবাতে দেখা গেছে।

পোশাক : এদের প্রিয় এবং একমাত্র পোশাক সাদা রঙের। সাদা রঙের কাপড় ছাড়া এদেরকে কেউ অন্য কোনো রঙের কাপড়ে দেখে নি।

কথাবার্তা : এদের কথাবার্তা কেউ কখনো শোনে নি, তবে হাসির শব্দ অনেকেই শুনেছে।

আমি কিছুতেই ভেবে পাই না মিসির আলির মতো অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষ কুয়াভূত বিষয়ে এতগুলো কথা এত গুরুত্বের সঙ্গে কেন লিখছেন! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি কি কুয়াভূতের ব্যাপারটা বিশ্বাস করছেন?

মিসির আলি বললেন, আমি বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। মিতি মেয়েটা বানিয়ে বানিয়ে ভূত বিষয়ে এত কথা কেন বলবে?

আমি বললাম, মানুষ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলে না? মানুষ প্রয়োজনে মিথ্যা বলে, অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলে, বানিয়ে বলে, অন্যকে বিপদে ফেলার জন্য বলে।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি ধারণা মিতি মেয়েটা আমাকে বিপদে ফেলার জন্য 'কুয়াভূত' নামক মিথ্যা বলছে?

আমি হাল ছেড়ে চুপ করে গেলাম। মিসির আলিকে যে রোগের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেই রোগ তাঁর সেরে গেছে, তবে দেখা গেছে তিনি নানা ধরনের রোগে ভুগছেন। শরীরের বেশিরভাগ যন্ত্রপাতিই নাকি নষ্ট। দু'টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিডনির একটা যায় যায় অবস্থায় আছে। লিভারে জমেছে ফ্যাট। তাঁর চিকিৎসা ডাক্তাররা মহাউৎসাহে চালাচ্ছেন। মিতি নামের নার্স চালাচ্ছে 'ভূত-চিকিৎসা'।

মিসির আলি একদিন আগ্রহ নিয়ে বললেন, মেয়েটার গ্রামের বাড়িতে একদিন বেড়াতে গেলে কেমন হয়?

আমি বললাম, আপনি মিতির গ্রামের বাড়িতে যেতে চাচ্ছেন?

হ্যাঁ। কুয়ার পাড়ে সারা রাত বসে থাকব। কুয়াভূতের হাসি শুনব। তারা জলকেলি করবে, সেই শব্দও শুনব।

আপনি কি সত্যি যেতে চাচ্ছেন?

অবশ্যই।

চোখের ডাক্তার সাহেবের সমস্যা বিষয়ে এখন তা হলে ভাবছেন না?

মিসির আলি বললেন, সেই সমস্যার সমাধান তো করেছি। আর কী?

তাদের তো কিছু জানাচ্ছেন না!

মিসির আলি বললেন, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি যুক্তির উপর যুক্তি দাঁড় করিয়ে সমস্যার সমাধান করে গভীর আনন্দ পাবেন। আপনার আনন্দ দেখতে ইচ্ছা করছে।

মিসির আলি হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? অনেক বড় রহস্য লুকিয়ে আছে মিতির কাছে।

আমি বললাম, কী রহস্য?

মিসির আলি তাঁর বিখ্যাত রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, আপনি চুপচাপ বসে না থেকে আমার চিঠিকন্যার সঙ্গে দেখা করে আসুন না। প্রাথমিক তদন্ত। আপনি আপনার মতো কথা বলবেন, প্রশ্ন করবেন। শুধু একটা প্রশ্ন আমি শিখিয়ে দেব।

কোথায় দেখা করব, তাঁর বাসায়?

না। তাঁর কলেজে। তিনি চাচ্ছেন না তাঁর স্বামী চিঠির ব্যাপারটা জানুক। কাজেই মিটিং অফিসে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপিকা শায়লা আমাকে দেখে যথেষ্টই বিরক্ত হলেন। শিক্ষিত মানুষরা সুগার কোটেড কুইনাইনের মতো বিরক্তি আড়াল করে সহজ ভঙ্গিতে হাসতে পারেন। ভদ্রমহিলা ভদ্রভাবে আমাকে বসালেন। বেয়ারা ডেকে চা বিস্কিট দিলেন। আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি, তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, শার্লক হোমসের সঙ্গে একজন সহকারী থাকেন। উনি অনেক বোকামি করেন। পাঠকরা তার বোকামি এবং ভুল লজিক পড়ে মজা পায়। আপনিও কি এমন একজন?

ভদ্রমহিলার কথায় অনেকটা থতমত খেয়ে গেলাম। যেসব কথা বলব বলে গুছিয়ে রেখেছিলাম, সবই এলোমেলো হয়ে গেল। আমি আমতা-আমতা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললাম, মিসির আলি সাহেব অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে একটা প্রশ্ন করার জন্য।

একটা প্রশ্ন?

জি একটাই প্রশ্ন।

এই প্রশ্নটা তো তিনি টেলিফোনেও করতে পারতেন। তা না করে আপনাকে কেন পাঠালেন?

শায়লার এই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারলাম না। আরো হকচকিয়ে গেলাম।

শায়লা বললেন, চা খান। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

শায়লা বললেন, আমার একটা ক্লাস আছে। ক্লাসে যেতে হবে। হাতে সময় আছে সাত মিনিটের মতো। প্রশ্নটা করুন। একটাই প্রশ্ন করতে হবে তা-না। সাত মিনিটে যে কয়টা প্রশ্ন করতে চান করুন।

মিসির আলির শিখিয়ে দেয়া প্রশ্নটা করলাম। আমি নিজে যেসব প্রশ্ন করব বলে ঠিক করে রেখেছি সবই কর্পূরের মতো উবে গেল।

আমি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, আপনি মিসির আলি সাহেবের কাছে লেখা চিঠিতে লিখেছেন এপ্রিল মাসের এক তারিখ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারিখ ঠিক আছে তো?

অবশ্যই ঠিক আছে। April fools day—ভুল হবার কথা না।

আমি বললাম, আপনি নিশ্চয় জানেন মিসির আলি সাহেব অনুসন্ধানের ব্যাপারে অত্যন্ত meticulus. তিনি খোঁজখবর করে জেনেছেন আপনার দুর্ঘটনার বছরের পহেলা এপ্রিল সরকারি ছুটি ছিল।

শায়লা বললেন, অবশ্যই না।

আমি বললাম, আমি ঐ বছরের একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে এসেছি। আপনাকে কি দেখাব?

শায়লা হ্যাঁ-না বলার আগেই আমি কাঁধে ঝোলানো চটের ব্যাগ থেকে একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডার বের করে তাঁকে দেখালাম। এপ্রিলের এক তারিখে লাল গোল চিহ্ন দেয়া। সরকারি ছুটি।

ভদ্রমহিলা থতমত খেলেন না। কঠিন মুখ করে বসে রইলেন। আমি বললাম, যদি অনুমতি দেন তা হলে উঠব। ভদ্রমহিলা এই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না। আমার ডেস্ক ক্যালেন্ডার হাতে নিয়ে বসে রইলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে এই ক্যালেন্ডারটা তিনি হাতছাড়া করতে চান না। আমি ক্যালেন্ডার রেখেই ঘর থেকে বের হলাম।

মিসির আলি বলে দিয়েছিলেন শায়লার সঙ্গে দেখা করার পরপরই যেন আমি ডাক্তার হারুনের সঙ্গে কথা বলি এবং তাকে জিজ্ঞেস করি, কোন তারিখে আপনার বাচ্চাটা মারা গিয়েছিল? তারিখ জানা খুব জরুরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ধারণা ছিল ডাক্তার হারুন আমাকে চিনতে পারবেন না। তিনি শুধু যে চিনলেন তা-না, আমাকে মহাসমাদর করে বসালেন। যেন দীর্ঘদিন পর তিনি তাঁর প্রিয় মানুষটার দেখা পেয়েছেন। সব কাজকর্ম ফেলে এখন তিনি জমিয়ে আড্ডা দেবেন।

আমাকে হাত ধরে বসাতে বসাতে বললেন, ভাই কেমন আছেন বলুন তো?

আমি খানিকটা বিব্রত গলাতেই বললাম, ভালো।

খবর পেয়েছি মিসির আলি সাহেব হাসপাতালে। উনাকে আমার খুব দেখতে যাবার ইচ্ছা, সময় করতে পারছি না। উনি আছেন কেমন?

আমি বললাম, ভালো আছেন। পানিভূত নিয়ে একটা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখছেন।

পানিভূতটা কী?

এরা পানিতে থাকে। প্রবহমান পানিতে না। দিঘিতে কিংবা পুরোনো কুয়াতে।

জানতাম না তো!

হারুন এমনভাবে 'জানতাম না তো' বললেন, যেন পৃথিবীর অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান থেকে তাঁকে ইচ্ছা করে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি বললাম, ভূত প্রসঙ্গ থাক। আপনার যে ছেলেটি মারা গেছে তার সম্পর্কে বলুন। সে কবে মারা গেছে?

হারুন হতভম্ব গলায় বললেন, আমার তো কোনো ছেলেমেয়েই হয় নি। মারা যাবে কীভাবে?

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম।

হারুন বললেন, সন্তান না হবার সমস্যাটা আমার। আমার স্ত্রীর না। আমার Sperm count খুব নিচে। ডাক্তার হিসেবে এই তথ্য আমি জানি। ভবিষ্যতেও যে আমার কোনো ছেলেমেয়ে হবে তা-না। আমার ছেলে মারা গেছে এই তথ্য আপনাকে কে দিল?

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, ভুল হয়েছে। কিছু মনে করবেন না।

হারুন বললেন, কিছু মনে করছি না। মানুষ ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। এখন বলুন, কী খাবেন? চা নাকি কফি। এক কাজ করুন, দুটাই খান। প্রথমে চা তারপরে কফি। চা-কফি খেতে খেতে পানিভূত বিষয়ে কী জানেন বলুন তো।

আমি বললাম, আমি কিছুই জানি না। জানতে চাচ্ছিও না। এইসব অতিপ্রাকৃত বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

হারুন মহাউৎসাহে বললেন, আগ্রহ কেন থাকবে না? আপনার কি ধারণা ভূত-প্রেত নেই? রবীন্দ্রনাথ ভূত বিশ্বাস করতেন, এটা জানেন? প্ল্যানচেট করে আত্মা আনতে পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে পরিষ্কার লিখেছেন। আপনি 'জীবনস্মৃতি' পড়েন নি? আমার কাছে আছে, আপনি ধার নিতে পারেন। তবে বই ধার নিলে কেউ ফেরত দেয় না, এটাই সমস্যা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ তদন্ত করে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়, আমিও শায়লার সন্তান বিষয়ে একটা ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করলাম। মিসির আলি সাহেবকে রিপোর্ট দেখিয়ে চমকে দেব এটাই আমার বাসনা। আমার ধারণা রিপোর্টটা ভালো লিখেছি।

ডা. হারুনের সন্তানের মৃত্যুবিষয়ক জটিলতা

(ক) ডা. হারুনের কোনো সন্তান নেই, সন্তানের মৃত্যুর প্রশ্নও সেই কারণেই নেই।

ডা. হারুনের প্রকৃতি ভালো মানুষের প্রকৃতি। ভালো মানুষরা নিজের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, এই ভদ্রলোকও সেরকম। ভূত-প্রেত-আত্মা এইসব বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস রক্ষার ব্যাপারে তিনি যত্নশীল। এটা দোষের কিছু না। এ ধরনের মানুষরা অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা বলেন না। কাজেই তাঁর কোনো সন্তান নেই—এমন মিথ্যা তিনি বলবেন না।

তারপরেও হারুন সাহেবের কথার সত্যতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্য আমি দু'জনের সঙ্গে কথা বলেছি। একজন হারুন সাহেবের গাড়ির ড্রাইভার এবং অন্যজন হারুন সাহেবের বাড়ির কেয়ারটেকার নাজমুল।

নাজমুলের অনেক বয়স। হারুনের জন্মের আগে থেকেই তাঁদের বাড়ির কেয়ারটেকার। স্ট্রোকের কারণে ডানহাত এবং পা নাড়াতে পারেন না। মুখের কথাও অস্পষ্ট এবং জড়ানো। তবে তার সেন্সেস পুরোপুরি কাজ করছে। আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন—

আমার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে নাই। আমি বিবাহ করি নাই। আমি মনে করি আমার ছেলে হারুন। আমি তাঁকে কোলেপিঠে বড় করেছি। ঘাড়ে করে স্কুলে নিয়ে গেছি। স্কুল থেকে এনেছি। তাঁর কোনো সন্তানাদি হয় নাই, এই দুঃখ হারুনের চেয়ে আমার অনেক বেশি। আর অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকব—হারুনের বাচ্চার মুখে দাদু ডাক শুনব না, এই কষ্টের কোনো সীমা নাই।

ডা. হারুনের ড্রাইভারের সাথে আমার যে কথা হয়েছে তা এরকম—

আমি : তোমার নাম?

ড্রাইভার : স্যার, আমার নাম ফজলু। ফজলু মিয়া।

আমি : তুমি ডাক্তার সাহেবের গাড়ি কতদিন ধরে চালাচ্ছ?

ড্রাইভার : হিসাব নাই। কাজ শিখার পরে প্রথম স্যারের এখানে কাজ নেই। খুব কম হইলেও দশ বছর ধইরা স্যারের সাথে আছি।

আমি : তোমার ডিউটি কেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রাইভার : আমার ডিউটি নাই বললেই চলে। স্যারের সন্তানাদি নাই, ইস্কুল ডিউটিও নাই।

আমি : ম্যাডামের ডিউটি কর না?

ড্রাইভার : ম্যাডামের আলাদা গাড়ি। আলাদা ড্রাইভার।

(খ) সন্তানবিষয়ক মিথ্যা কথাটা শায়লা বানিয়ে বলেছেন। এমন একটা ভয়ংকর কথা উনি কেন বানালেন সেটা খুব পরিষ্কার না। আমার ধারণা তিনি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে একটা বুদ্ধির খেলা খেলেছেন। মিসির আলি একজনকে শিশুর হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করার পর তিনি বলবেন, কোনো শিশুর অস্তিত্বই নাই। সম্মানিত মানুষকে ছোট করে অনেকে আনন্দ পায়। শায়লা সেরকম একজন বলে আমার ধারণা।

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে আমার রিপোর্ট পড়লেন। এবং হাসিমুখে বললেন, রিপোর্ট ঠিক আছে, তবে...।

আমি বললাম, রিপোর্ট ঠিক থাকলে তবে আসবে কেন?

মিসির আলি বললেন, তবে আসছে, কারণ হারুন সাহেবের কোনো ছেলে পহেলা এপ্রিল মারা যায় নি বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা যুক্তিনির্ভর না। আপনি হারুন সাহেবের কথা, তাঁর কেয়ারটেকার এবং ড্রাইভারের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন।

তারা কেন মিথ্যা বলবে?

হারুন সাহেবের স্ত্রীইবা কেন মিথ্যা বলবে?

আমি বললাম, হারুন সাহেবের স্ত্রীর মিথ্যা বলার কারণ কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি। তিনি আপনার সঙ্গে একটা খেলা খেলছেন।

মিসির আলি বললেন, এই খেলা তো হারুন সাহেবও খেলতে পারেন। পারেন না?

আমি বললাম, তাঁর বাড়ির বাকি দু'জন তো কোনো খেলা খেলবে না। তাদের স্বার্থ কী?

অন্নদাতা মুনিবকে রক্ষা করা স্বার্থ হতে পারে। বাড়ির বিশ্বাসী পুরোনো লোকজন মুনিবের প্রতি Loyal থাকে।

আমি বললাম, আপনি কি তা হলে ধারণা করছেন যে পহেলা এপ্রিল সত্যি সত্যি বাচ্চাটা খুন হয়েছে?

মিসির আলি বললেন, সেরকম ধারণাও করছি না। তবে আমি মনে করি ঐ তারিখে ডাক্তার হারুনের কোনো বাচ্চা মারা গিয়েছিল কি না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াটা খুব জরুরি।

আমি বললাম, কীভাবে নিশ্চিত হব? বাংলাদেশে তো জন্ম-মৃত্যুর কোনো রেকর্ড থাকে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, জন্মরেকর্ড থাকে না, মৃত্যুরেকর্ড কিন্তু থাকে। গোরস্থানে থাকে। গোরস্থানের অফিসে কার কবর হল তা লেখা থাকবে।

আমাকে এখন গোরস্থানে গোরস্থানে ঘুরতে হবে?

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, অবশ্যই। আপনি একটা রহস্যের মীমাংসা করবেন বিনা পরিশ্রমে তা কি হয়?

আমি বললাম, আপনি তো বিনা পরিশ্রমেই রহস্যের মীমাংসা করে ফেলেছেন। অনেক আগেই খামে লিখে আমাকে দিয়েছেন।

মিসির আলি বললেন, বিনা পরিশ্রমে করি নি। অনেক পরিশ্রম করেই সিদ্ধান্তে এসেছি। কঠিন এক অঙ্ক ধাপে ধাপে করে সিদ্ধান্তে এসেছি। আপনার পক্ষে গোরস্থানে গোরস্থানে ঘোরা সম্ভব হবে না আমি বুঝতে পারছি। এক কাজ করুন, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কাউকে লাগিয়ে দিন, যে আপনার হয়ে কাজটা করবে। পাঁচশ টাকা খরচ করলেই হবে।

আমাকে এক হাজার টাকা খরচ করতে হল। গোরস্থান থেকে গোরস্থানে যাবার ভাড়া পাঁচশ টাকা। কাজটার জন্য পাঁচশ টাকা। জানতে পারলাম ঢাকা শহরে ঐ তারিখে এগারজন শিশু মারা গেছে। এর মধ্যে পাঁচজন মেয়ে। ছয়জন ছেলের মধ্যে চারজনের বয়স চার বছরের বেশি। এরা বাদ। বাকি দু'জনের একজন জন্মের পরপরই মারা গেছে। সেও বাদ। একজন শুধু মারা গেছে এক বছর বয়সে। তার নাম মিজান। তার বাবা আলহাজ আব্দুল লতিফ। থাকেন পুরোনো ঢাকায়।

আমি আমার রিপোর্টে লিখলাম—নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি পহেলা এপ্রিলে হারুন সাহেবের কোনো সন্তান মারা যায় নি।

রিপোর্টটা লিখে শান্তি পেলাম না। মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। আমার ধারণা এর মধ্যেও মিসির আলি কিছু ভুল বের করে ফেলবেন। আবার আমাকে নতুন করে ছোটাছুটি শুরু করতে হবে। হয়তো মিসির আলি বলবেন, আলহাজ আব্দুল লতিফ সাহেবের ইন্টারভ্যু নিতে।

নানানভাবে চিন্তা করলাম। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি বাদ দিয়েছি? মানুষের স্বভাব হচ্ছে চোখের সামনে যে জিনিস থাকে তাই চোখে পড়ে না। আমার বেলায় তেমন কিছু কি ঘটেছে?

মিসির আলি সাহেব বলেছেন মিতির মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। মিতির মধ্যে কী রহস্য থাকবে? সে তার গ্রামের বাড়িতে ভূত দেখে। তার গ্রামের বাড়ির ভূতের সঙ্গে ডা. হারুন বা তাঁর স্ত্রী শায়লার সম্পর্ক কী?

ইংরেজিতে একটা কথা আছে Left no stone unturned. প্রতিটি পাথর উল্টে দেখতে হবে। মিতি নামক পাথর উল্টে দেখার জন্য একদিন হাসপাতালে তার সঙ্গেও দেখা করতে গেলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিটে যে ভূত বাস করে তার গল্প শুরু করল। এটা নাকি ঠিক ভূতও না। অনেকটা জন্তুর মতো। মৃত রোগীর পায়ের পাতা চাটে। তার গায়ে লাশের গন্ধ।

পাতা চাটা ভৌতিক প্রাণীর গল্প শোনার মানে হয় না। বিরক্ত হয়ে চলে এসেছি। মনে হচ্ছে রহস্য সমাধানের পথ খুবই জটিল পথ।

অনেক চিন্তাভাবনা করে আমি একটা সহজ পথ বেছে নিলাম। মিসির আলি সাহেবের খামটা খুলে ফেললাম। সেখানে লেখা—

ধৈর্য ধরতে পারলেন না? আগেভাগেই খাম খুলে ফেললেন? যাই হোক, হত্যাকারীর নাম লিখছি। সাংকেতিকভাবে লিখছি। দেখি সংকেত ভেদ করতে পারেন কি না। হত্যাকারীর নাম—

'আ মারপ ত্রক ন্যা।'

আমার মাথায় হাত দিয়ে বসা ছাড়া উপায় রইল না। সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার আমার কর্ম না। মিসির আলি সাহেবের নির্দেশমতো অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া এরচে' সহজ। মনে হচ্ছে পেতেছি সমুদ্র শয্যা।

AMARBOI.COM

৬

মিসির আলি হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন এবং গভীর আগ্রহে রাত জেগে ভূতবিষয়ক প্রবন্ধ লিখে যাচ্ছেন। পানিভূত বিষয়ে আগেই লেখা হয়েছে। এখন লিখছেন বৃক্ষবাসী ভূত। যেসব ভূত গাছে বাস করে তাদের নিয়ে জটিল প্রবন্ধ। যা লেখেন সেটা আমাকে ঘুমুতে যাবার আগে পড়ে শোনান। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, নিতান্ত ফালতু কাজে এই মানুষটা কেন তাঁর মেধা নষ্ট করছে। তারপরেও ভূতবিষয়ক আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করছি। একটা শিশু যদি গভীর আগ্রহে কোনো খেলা খেলে সেই খেলায় বাধা দিতে নেই। ভূতবিষয়ক গবেষণা শিশুর খেলা ছাড়া আর কী? শিশুর খেলাকে প্রশ্রয় দেয়া সাধারণ নর্মের মধ্যে পড়ে।

রাতে দু'জন খেতে বসেছি, মিসির আলি বললেন, বলুন তো দেখি কোন কোন গাছে ভূত থাকে?

আমি বললাম, জানি না। আমি এখন পর্যন্ত কোনো গাছে ভূত থাকতে দেখি নি।

মিসির আলি বললেন, চার ধরনের গাছে ভূত থাকে। বেলগাছ, তেঁতুলগাছ, শ্যাওড়াগাছ এবং বাঁশগাছ। এর বাইরে কোনো গাছে থাকে না। আম এবং কাঁঠাল গাছে ভূত থাকে এরকম কথা কখনো শুনবেন না।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, ভূত মানুষের কল্পনা, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষ কেন ভূত থাকার জন্য চারটা মাত্র গাছ বেছে নিল এটার গবেষণা হওয়া দরকার।

এই গবেষণায় আমাদের লাভ?

মিসির আলি বললেন, এই গবেষণা মানুষের কল্পনার জগৎ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবে।

আমি বললাম, শ্যাওড়া ঘন ঝাঁকড়া গাছ। দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। সেই জন্যই মানুষ শ্যাওড়া গাছকে ভূতের জন্য বেছে নিয়েছে।

মিসির আলি বললেন, বেলগাছ তো ঝাঁকড়া গাছ না। ছায়াদায়িনী বৃক্ষও না। তা হলে বেলগাছ বাছল কেন?

বেলগাছে কাঁটা আছে কী কারণে। ভূতরা হয়তো কাঁটা পছন্দ করে।

তেঁতুল এবং বাঁশগাছে তো কাঁটা নেই। ভূতরা তা হলে ঐ গাছে কেন থাকছে?

আমি চুপ করে গেলাম। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বললাম—শায়লার পুত্রের মৃত্যুরহস্য ভেদের কাজটা শেষ করে ভূতের গবেষণাটা করলে ভালো হয় না?

মিসির আলি বললেন, রহস্য তো অনেক আগেই ভেদ হয়েছে। উত্তর লিখে খামে সিলগালা করে আপনার হাতে দিয়েছি। এখন আপনার দায়িত্ব নিজের মতো করে রহস্যের মীমাংসায় আসা।

কোন দিকে আগাব বুঝতে পারছি না তো।

আমার চিঠিকন্যা শায়লা আমাকে যে চিঠি লিখেছে সেটা ধরে আগাবেন।

সেটা ধরে আগানোর তো আর কিছু নেই।

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই আছে। চিঠিতে লেখা—ডা. হারুন চোখের কর্নিয়া গ্রাফটিংয়ের একটা পদ্ধতি বের করেছে, যার নাম Haroon's cornia grafting. দেখতে হবে আসলেই এমন কোনো পদ্ধতি ডাক্তার হারুন বের করেছে কি না?

তার প্রয়োজনটা কী? উনি এই পদ্ধতি বের না করলেও তো কিছু আসে যায় না। শিশুর মৃত্যুর সঙ্গে কর্নিয়া গ্রাফটিংয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

মিসির আলি বললেন, রহস্যভেদের জন্য কোনো তথ্যই অপ্রয়োজনীয় না।

আমি বললাম, গ্রাফটিংবিষয়ক তথ্য পাব কোথায়?

মিসির আলি বললেন, সব মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরিতে জার্নাল আছে। সেখান থেকে পাবেন। তারচেয়েও সহজ বুদ্ধি হল Internet. Haroon's cornia grafting লিখে সার্চ দিলেই পাওয়া যাবে। আমি তো সেভাবেই বের করেছি। এবং আপনার কম্পিউটারেই বের করেছি।

কী পেয়েছেন?

সেটা তো আপনাকে বলব না। আপনি রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আপনি নিজে বের করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্ষুনি বের করছি।

মিসির আলি বললেন, ভেরি গুড। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা না। ইন্টারনেট আমাদের জীবন অনেক সহজ করে দিয়েছে।

ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখা গেল Haroon's cornia grafting বলে কিছু নেই, তবে Jalal Ahmed's comia grafting বলে নতুন এক পদ্ধতি আছে।

মিসির আলিকে এই তথ্য দিতেই তিনি বললেন, জালাল আহমেদ মুসলমান নাম। তার মানে এই না যে তাঁর দেশ বাংলাদেশ। সে পাকিস্তানি হতে পারে, মিডল ইস্টের হাতে পারে। আপনার কাজ হচ্ছে মেডিকেল কলেজগুলোতে খোঁজ নেয়া— এই নামে কোনো ছেলে পাস করেছে কি না।

আমি হতাশ গলায় বললাম, আপনি কি এইভাবেই রহস্য ভেদ করেন?

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই। দ্বিতীয় বিকল্প তো নেই। যাইহোক, আপনার এই কাজটা সহজ করে দিচ্ছি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি জালাল আহমেদ নামে অসম্ভব ব্রিলিয়ান্ট একজন ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছে। সে যে শুধু ব্রিলিয়ান্ট তা-না, সে রাজপুত্রের মতো রূপবান। তাঁকে প্রিন্স নামে ডাকা হত।

আমি শুধু বললাম, ও আচ্ছা। জালাল আহমেদ নামে নতুন এই চরিত্রটির সঙ্গে রহস্যের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না। জট খুলতে গিয়ে আরো জট পাকিয়ে দিচ্ছি এই হল সমস্যা। মিসির আলির রহস্যভেদ প্রক্রিয়া যে এমন ঝামেলার তাও আগে বুঝি নি। এখানে-ওখানে যাওয়া, ঘোরাঘুরি, বিরাট পরিশ্রমের ব্যাপার।

মিসির আলি বললেন, আমার চিঠিকন্যার চিঠিটা মনে করুন। সেখানে লেখা— আমার স্বামী রাজপুত্রের মতো। এখন আপনি বলুন, হারুন সাহেব কি রাজপুত্রের মতো?

না।

হারুন'স কর্নিয়া গ্রাফটিং বলে কিছু নেই, অথচ জালাল আহমেদ'স কর্নিয়া গ্রাফটিং আছে। যে জালাল রাজপুত্রের মতো সুন্দর। কিছু কি বোঝা যাচ্ছে?

আমি হতাশ গলায় বললাম, না।

মিসির আলি বললেন, আমার চিঠিকন্যা হাসপাতালের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিটা পড়ে দেখতে পারেন। আরো কোনো ক্লু যদি পাওয়া যায়।

আমি বললাম, চিঠি পড়ে ক্লু বের করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আগের চিঠিতে কিছু পাই নি, এই চিঠিতেও কিছু পাব না।

মিসির আলি হো হো করে হাসছেন, যেন আমি খুবই মজার কোনো কথা বলেছি।

এইবারের চিঠিটা আমি পরপর তিনবার পড়লাম। আগের চিঠি মিসির আলি তিনবার পড়তে বলেছিলেন, এই কারণেই এই চিঠিও তিনবার পড়া। চিঠিটা হল—

বাবা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আপনার চিঠিকন্যা শায়লা। আপনার শরীর খারাপ এবং আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এই খবর আমি হারুনের কাছ থেকে পেয়েছি। সে আপনার সব খবর রাখে। আপনি যে একজন লেখকের বাড়িতে উঠেছেন, এই খবরও তাঁর কাছে পেয়েছি। আমার ধারণা সে আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়েছে।

বাবা, আপনাকে যে কথা বলার জন্য চিঠি লিখছি তা হল—ক্ষমা প্রার্থনা। মিথ্যা কথা বলে আপনার সময় নষ্ট করেছি, এই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। আমি অত্যন্ত ছেলেমানুষি একটা কাজ করেছি। বানিয়ে বানিয়ে বলেছি আমার ছেলের মৃত্যুর কথা। আপনাকে রহস্য ভেদ করতে বলেছি। কারণটা ব্যাখ্যা করি। আমি আপনাকে নিয়ে লেখা প্রায় সব বইই পড়েছি। হঠাৎ ইচ্ছা হল অতি বুদ্ধিমান মিসির আলিকে বিভ্রান্ত করা যায় কি না দেখা যাক।

আমার ধারণা ছিল চিঠি পড়েই আপনি বুঝবেন পুরোটাই বানানো। তা না করে আপনি যে রীতিমতো গবেষণা শুরু করেছেন তা জানলাম যখন আপনি আপনার লেখক বন্ধুকে আমার কাছে পাঠালেন। আপনার লেখক বন্ধু বললেন, ঐ বছরের পহেলা এপ্রিল সরকারি ছুটি। মিথ্যা বলার এই বিপদ।

সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটলে আমার মনে থাকত সে বছরের পহেলা এপ্রিল সরকারি ছুটি ছিল।

বাবা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে বাবা ডেকেছি, কাজেই কন্যা হিসেবে ক্ষমা পেতে পারি।

আমার ইচ্ছা ছিল হাসপাতালে আপনার সঙ্গে দেখা করা। চক্ষুলজ্জায় দেখা করতে পারি নি।

বাবা, আপনি আমাকে যদি ক্ষমা করেন তা হলেই একদিন এসে আপনাকে দেখে যাব। আমার এতই খারাপ লাগছে, ইচ্ছা করছে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরে যাই।

ইতি
চিঠিকন্যা শায়লা

তিনবার চিঠি পড়ার পর আমি বললাম, আমি যা ভেবেছিলাম ঘটনা তো সেরকমই। মামলা ডিসমিস।

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, মামলা মাত্র শুরু। ডিসমিস মোটেই না। আমি মেয়েটিকে সোমবার সন্ধ্যায় আসতে বলেছি। রাতে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছি। এর মধ্যে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে—জালাল আহমেদের একটা ছবি জোগাড় করতে হবে।

কোত্থেকে জোগাড় করব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলে দেব কোত্থেকে।

আর কিছু করতে হবে?

ডাক্তার হারুনের সঙ্গে ভূতবিষয়ক একটা মিটিং। আপনি তাঁকে ভূতবিষয়ক নানান তথ্য দেবেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভূতবিষয়ে আমি কী তথ্য দেব? আমি তো কিছুই জানি না।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আমি শিখিয়ে দেব।

এতে লাভ কী হবে?

পরকালে বিশ্বাসী লোকজন মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অনেক কর্মকাণ্ড করে, যেমন প্ল্যানচেট, চক্র। আমি শুধু জানতে চাই তিনি মৃত কোনো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন কি না।

আমি বললাম, ভূত-প্রেত বিষয়ক আলোচনায় আপনি থাকবেন তো?

মিসির আলি না-সূচক মাথা নাড়লেন। ভাবলেশহীন গলায় বললেন, পুরো প্রক্রিয়াটি আমি আপনাকে দিয়ে করাতে চাই। নিজে নিজে রহস্যভেদ করতে চাচ্ছিলেন, সেই সুযোগ করে দিচ্ছি। তবে এখনো সময় আছে। আপনি যদি সরে আসতে চান সরে আসবেন।

আমি সরে আসতে চাই না।

AMARBOI.COM

ডা. হারুনের সঙ্গে ভূতবিষয়ক আলোচনা তেমন জমল না। তিনি সেদিন কথা বলার মুডে ছিলেন না। তবে তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর নিজেরও প্ল্যানচেটের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর মা জীবিত থাকার সময় মা'র সঙ্গে অনেকবার প্ল্যানচেট করেছেন। প্ল্যানচেটে সাধারণ মানুষের আত্মা যেমন এসেছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মাও এসেছে। প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি সুকান্ত, নবাব সিরাজউদ্দৌলা...। তাঁর কাছ থেকে জানলাম তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শায়লা একবারই বসেছিলেন প্ল্যানচেটে। খুবই বাচ্চা একটা ছেলের আত্মা এসে উপস্থিত হয়। শায়লা এই ঘটনায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আর কখনো প্ল্যানচেটে বসেন নি।

আমি বললাম, বাচ্চাছেলেটা কি তার নাম বলেছে?

হারুন বলেছেন, নামের আদ্যক্ষর বলেছে। বলেছে 'S'. আপনি নিজে উৎসাহী হলে আপনাকে নিয়ে একদিন বসব। ভয়ের কিছু নেই। একটা বোতামে আমি এবং আপনি আঙুল চেপে বসব। বোতামটা থাকবে উইজা বোর্ডে।

আমি বললাম, উইজা বোর্ডটা কী?

একটা কার্ড বোর্ড। সেখানে A থেকে Z পর্যন্ত অক্ষরগুলো লেখা। এক জায়গায় Yes এবং No লেখা। যখন বোতামে আত্মার ভর হবে তখন আত্মা কাঁপতে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মাকে তখন প্রশ্ন করবেন, আপনি কি এসেছেন? আত্মা তখন বোতামটা টেনে Yes-এর ঘরে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপ্যাল। বুঝেছেন?

কিছুটা। কাছ থেকে না দেখলে পুরোপুরি বুঝব না।

একদিন রাতে মিসির আলি সাহেবকে নিয়ে বাসায় চলে আসবেন। হাতেকলমে দেখাব।

আমি বললাম, হাতেকলমে তো দেখাবেন না। আপনি দেখাবেন আঙুল বোতামে।

আমার রসিকতায় হারুন অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আজ আমি ব্যস্ত আছি। অন্য একদিন আসুন।

আমি উঠে পড়লাম। ভূতবিষয়ক এই আলোচনা থেকে মিসির আলি কী উদ্ধার করবেন আমি বুঝতে পারছি না। বাচ্চা একটা ছেলের আত্মা এসেছিল যার নামের আদ্যক্ষর 'S', এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হতে পারে। তবে আমি লক্ষ করেছি, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যই মিসির আলির কাছে গুরুত্বহীন। এই ক্ষেত্রে হয়তো তাই হবে।

মিসির আলি হয়তো আমাকে বলবেন, এখন আপনার কাজ হবে 'S' দিয়ে শুরু নামের তালিকা তৈরি করুন। 'নবজাতকের নাম' জাতীয় বই জোগাড় করুন। 'S' দিয়ে শুরু নামগুলো আলাদা করে বড় একটা খাতায় লিখে ফেলুন। আমি লিখতে শুরু করব—

সালাহ উদ্দিন
সালাম
শাহীন
সোহেল
শাহাবুদ্দিন
সাব্বির
সালমান
শিহাব
শুভ
সুলতান
সাবের

AMARBOI.COM

রাতে খাবার টেবিলে মিসির আলি সাহেবকে বললাম, আপনি আমাকে ছোট্ট একটা সাহায্য করুন। মিতির সঙ্গে বর্তমান রহস্যের সম্পর্কটা শুধু বলুন। বাকিটা আমি পারব।

মিসির আলি বললেন, মিতি বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক গল্প বলে। তার প্রধান চেষ্টা সবাইকে বিভ্রান্ত করা। একজন ক্রিমিনালও তাই করে। ক্রাইমটা করার পর সে সবাইকে বিভ্রান্ত করতে চায়। এইটুকুই সম্পর্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর বেশি কিছু না?

না, এর বেশি কিছু না। যখন কোনো ক্রাইম সলভিং শুরু করবেন তখন এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। ক্রিমিনাল আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চাইবেই।

৭

ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বের হয়েছি। উদ্দেশ্য জনৈক জালাল আহমেদের খোঁজ বের করা। বৃষ্টিতে ভিজে ঠক ঠক করে কাঁপছি। আবহাওয়ার বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। গরমকালের বৃষ্টির পানি এত ঠাণ্ডা হবে না। পানি বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা হতে পারে না। কিন্তু পায়ে যে পানি পড়ছে মনে হচ্ছে তার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে। জালাল আহমেদের মা মারা গেছেন। বাবা একা বেইলি রোডের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন। বাড়ির দারোয়ান আমাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। তার একটাই কথা, কারোর দেখা করার অনুমতি নাই। পুলিশের আইজি আসলেও নাই। মন্ত্রী মিনিস্টার আসলেও নাই। অনেক ঝামেলা করে জালাল সাহেবের বাবার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। তিনি আমাকে শীতল গলায় বললেন, আমি আপনাকে চিনি না, জানি না। কোনোদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয় নি। আপনাকে আমি আমার ছেলের ছবি কেন দেব? আপনি তো দূরের কথা, আমি তো আমার আত্মীয়স্বজনকেও কোনো ছবি দেব না। আমার ছেলে মারা গেছে, ধরে নেন তার ছবিও মারা গেছে।

আপনার ছেলে মারা গেছে তা তো জানতাম না। কবে মারা গেছে?

কবে মারা গেছে জেনে কী করবেন? মিলাদ পড়াবেন? কুলখানি করবেন? অনেক কথা বলে ফেলেছি, যান বিদায় হোন। ভেজা শরীরে সোফায় বসেছেন। সোফাটা তো নষ্ট করেছেন।

সরি।

এখন সরি বলে কী হবে? ক্ষতি যা করার তো করে ফেলেছেন।

আমি হতাশ হয়ে দেয়ালের দিকে তাকালাম। দেয়ালভর্তি এক যুবকের নানান ভঙ্গিমার সুন্দর সুন্দর ছবি। রাজপুত্রের মতো রূপবান সেই যুবক বসার ঘরের দেয়াল আলো করে রেখেছে। এই যুবক যে জালাল আহমেদ তাতে সন্দেহ নেই। একটি ছবি এত সুন্দর যে সেই ছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার করা যায়। যুবক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পেছনে নীল সমুদ্র। যুবকের চোখে বিষণ্নতা। তাঁর হাতে একটা মগ। মনে হচ্ছে সে মগে করে কফি খাচ্ছে।

আমি বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার ছেলের ছবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আমার ছেলের ছবি না। পাড়ার ছেলের ছবি। পাড়ার ছেলের ছবি দিয়ে আমি দেয়াল ভর্তি করে রেখেছি।

আমি মুগ্ধ কণ্ঠে বললাম, পুরুষমানুষ যে এত রূপবান হতে পারে এই প্রথম দেখলাম। মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডের চেয়েও আপনার ছেলে সুন্দর।

এই কথাতেই কাজ হল। বৃদ্ধের চোখ থেকে কাঠিন্য মুছে গেল। সেখানে চলে এল এক ধরনের বিষণ্ণতা। বৃদ্ধ বললেন, চা খাবেন?

আমি বললাম, চা না, কফি খেতে ইচ্ছা করছে। জাহাজের ডেকে আপনার ছেলের কফি খাওয়া দেখে আমার কফি খেতে ইচ্ছা করছে। আপনার বাসায় কফির ব্যবস্থা কি আছে?

বৃদ্ধ বললেন, অবশ্যই আছে। আমার ছেলে যে মগে করে কফি খাচ্ছে সেই মগটাও আছে। ঐ মগে করে খেতে চান?

আমি বললাম, এত সৌভাগ্য আমি আশা করছি না। কফি হলেই আমার চলবে।

বৃদ্ধ আমাকে মাথা মোছার টাওয়েল এনে দিলেন। ছেলের কফি মগেই কফি দিলেন। চোখ মুছতে মুছতে ছেলের মৃত্যুর ঘটনা বললেন। নিউইয়র্কের সাবওয়েতে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যু।

মৃত্যুর দশ মিনিট আগেও টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। মোবাইলে টেলিফোন করেছে। আমি বাথরুমে ছিলাম। দৌড়ে এসে টেলিফোন ধরেছি। ছেলে বলল, বাবা কেমন আছ?

আমি বললাম, ভালো। তুই কেমন আছিস?

ছেলে বলল, আমি বেশি ভালো না।

আমি বললাম, ভালো না কেন? শরীর খারাপ?

ছেলে বলল, শরীর ঠিকই আছে। মনটা অস্থির। বাংলাদেশে চলে আসতে ইচ্ছা করছে। কতদিন বাংলাদেশের বৃষ্টির শব্দ শুনি না। ব্যাঙের ডাক শুনি না।

আমি বললাম, দেশে চলে আয়।

ছেলে বলল, বর্ষা শুরু হোক। তারপর আসব। বাবা রাখি?

এই বলে সে টেলিফোন বন্ধ করল। ও আল্লা, এক মিনিটের মাথায় আবার টেলিফোন। আমি বললাম, বাবা কী?

সে বলল, বাবা খুব অস্থির লাগছে। বুঝতে পারছি না কেন? তুমি আমার জন্য দোয়া করবে।

আমি বললাম, অবশ্যই করব বাবা।

এক্ষুনি দোয়া করতে বস। এক্ষুনি।

আমি বললাম, বাবা, তোর শরীর ঠিক আছে তো?

সে বলল, আমার শরীর খুব ভালো। শুধু মন অস্থির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে টেলিফোন রাখামাত্র আমি অজু করে নামাজ পড়তে বসলাম। আমার বাবু যখন মারা যাচ্ছে তখন আমি বাবুর জন্য নামাজ পড়ছি। এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

জালাল আহমেদের ছবি নিয়ে বাসায় ফিরলাম। জাহাজে কফি খাওয়ার ছবিটাই আমাকে দিলেন। চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমার ছেলের এই ছবিটা আপনার পছন্দ হয়েছে, আপনি নিয়ে যান। ফেরত দিতে হবে না। ছবি আপনার কেন দরকার, ছবি দিয়ে কী করবেন, কিছুই জানতে চাচ্ছি না। আজকাল কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না। কফি খেতে চাইলে আমার কাছে এসে কফি খেয়ে যাবেন। আমার ছেলের কফি খুব পছন্দ ছিল। মৃত্যুর সময়ও তার হাতে কফির কাপ ছিল।

৮

আজ সোমবার।

মিসির আলি সাহেবের চিঠিকন্যা শায়লার আমাদের এখানে ডিনারের নিমন্ত্রণ। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। টেলিফোনে জানিয়েছেন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ চলে আসবেন।

AMARBOI.COM

আমি কয়েকটি কারণে কিছুটা উত্তেজনার মধ্যে আছি। প্রথম কারণ, অতিথির জন্য রান্নার দায়িত্ব পড়েছে আমার। মেনু মিসির আলি ঠিক করে দিয়েছেন—

স্টার্টার : জিরাপানি

সাইড ডিশ : বেগুন ভর্তা, টমেটো ভর্তা

মেইন ডিশ : ইস্ত্রি ইলিশ

ফিনিশিং : মুগের ডাল

ডেজার্ট : দৈ

মেইন ডিশ নিয়ে আমি যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। মেইন ডিশের নামই দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট—ইস্ত্রি ইলিশ। এই রান্না মিসির আলির আবিষ্কার। ইলিশ মাছে সরষে বাটা, কাঁচামরিচ এবং লবণ দেয়ার পর লাউপাতা দিয়ে মুড়তে হবে। তারপর গরম ইস্ত্রির নিচে বসিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর মাছ উল্টে আবার ইস্ত্রি চাপা দেয়া। ইস্ত্রি দিয়ে কতক্ষণ চাপা দিয়ে রাখতে হবে, সেই সম্পর্কে মিসির আলি কিছু বলছেন না। আমার ধারণা মেইন ডিশ হবে কাঁচা মাছ।

মিসির আলিকে এই কথা বলতেই তিনি বললেন, কাঁচা মাছ তো খারাপ কিছু না। জাপানিরা সুসি খায়। সুসি বানানো হয় কাঁচা মাছ দিয়ে।

সমস্যা হচ্ছে—আমরা জাপানি না, কাঁচা মাছ খেতে অভ্যস্ত না। কাজেই আমি সকাল থেকে Stop watch দিয়ে ইস্ত্রি চাপা দেয়ার সময়টা বের করার চেষ্টা করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ইলিশ মাছের লেজ এবং মাথা ছাড়া পুরোটাই নষ্ট হয়েছে। এখন Experiment শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ইলিশ মাছ দিয়ে। যথেষ্টই টেনশন বোধ করছি। আমি একদিনের টেনশনেই অস্থির, বাংলাদেশের মেয়েরা রোজই এই টেনশনের ভেতর দিয়ে যায়—এটা ভেবে খুব অবাক লাগছে।

সন্ধ্যা থেকে ঝুম বৃষ্টি।

সাতটার মধ্যে ঢাকা শহরের সব রাস্তায় পানি। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় শায়লা উপস্থিত হলেন। তখনই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আমার মাথায় হাত। ইলেকট্রিসিটি ছাড়া বিখ্যাত ইস্ত্রি ইলিশ তৈরি হবে না।

বসার ঘরের টেবিলে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। মোমবাতির আলোয় শায়লা নামের মহিলাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। অধ্যাপিকারা পড়াতে জানেন, সাজতে জানেন না—কথাটা ঠিক না। তিনি সুন্দর করে সেজেছেন। শায়লা অতি বিনয়ের সঙ্গে মিসির আলিকে কদমবুসি করতে করতে বললেন, ভুলভাল চিঠি লিখে আপনাকে বিরক্ত করেছি। বাবা, আমাকে ক্ষমা করেছেন তো?

মিসির আলি হাসলেন। শায়লা বললেন, ক্ষমা করে থাকলে মাথায় হাত রাখুন। মিসির আলি মাথায় হাত রাখলেন।

সুন্দর সন্ধ্যা শুরু হল। আমরা তিনজন একসঙ্গে বসেছি। আমাদের সামনে লেবু চা। ঝড়বৃষ্টির রাতে লেবু চায়ে চুমুক দিতে অসাধারণ লাগছে। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। হাওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপছে। এখন মনে হচ্ছে ঝড়বৃষ্টির রাতে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া এমন খারাপ কিছু না।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে শায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার হ্যান্ডব্যাগে কি সব সময় পটাশিয়াম সায়ানাইড রাখ?

শায়লার মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল। শায়লার কথা বাদ থাকুক, আমি নিজেই হকচকিয়ে গেলাম। শায়লা যদি তাঁর হ্যান্ডব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইড রেখেও থাকেন মিসির আলির পক্ষে তা জানা কোনোক্রমেই সম্ভব না। উনার আর যাই থাকুক X-ray চোখ নেই।

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, তোমার ব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইডের একটা ফাইল আছে কী করে সেটা বুঝলাম তোমাকে বলি। পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়ে তোমার অবসেশান আছে। শ্বশুরবাড়িতে এই শব্দটা তুমি প্রায়ই উচ্চারণ কর। যে কারণে তোমার শাশুড়িও শব্দটি শিখেছেন এবং তাঁর পুত্রকে সাবধান করেছেন।

কেমিস্ট্রির শিক্ষক হিসেবে পটাশিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করা তোমার পক্ষে কোনো বিষয় না। তারচেয়েও বড় কথা তুমি M.S. করেছ New York ইউনিভার্সিটি থেকে। তোমার থিসিস ছিল কোনো একটি Inorganic যৌগে KCN-এর সাহায্যে Carbon যুক্ত করা। Inorganic যৌগের নামটা যেন কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শায়লা যন্ত্রের মতো বললেন, সিলিনিয়াম হাইড্রাইড। আপনি এই খবরও নিয়েছেন?

হ্যাঁ নিয়েছি। তোমার যে গাইড প্রফেসর জেমস ক্লার্ক, তাঁর সঙ্গেও আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে।

মিসির আলি বললেন, এই ঘরে ঢোকার পর থেকে লক্ষ করছি, তুমি তোমার হ্যান্ডব্যাগ শরীরের সঙ্গে শুধু যে জড়িয়ে রেখেছ তা-না, শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকেও রাখছ। বাতাসের ঝাপটায় একবার তোমার শাড়ির আঁচল সরেও গেল। তুমি সঙ্গে সঙ্গে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে তোমার ব্যাগটা ঢাকলে। এখন বল, তোমার ব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে না? তুমি যদি বল নাই তা হলে নাই। আমি তোমার ব্যাগ খুলে দেখব না।

শায়লা বিড়বিড় করে বললেন, পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে। বিশ গ্রামের একটা ফাইল।

চোখ কপালে ওঠার ব্যাপারটা বাগধারায় আছে। বাস্তবে এই ঘটনা কখনো ঘটে না। ঘটার সামান্য সম্ভাবনা থাকলে আমার চোখ কপালে উঠে থাকত।

মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে একটা খাম রাখতে দিয়েছিলাম। খামটা আজ খোলা হবে এবং খামে কী লেখা পড়া হবে।

আমি খাম এনে নিজের জায়গায় বসলাম। মিসির আলি শায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি প্রথম চিঠিতে জানতে চেয়েছিলে তোমার পুত্র সাগরের হত্যাকারী কে? তা তুমি জানো। আমি জানি কি না? আমিও জানি। সেটা একটা কাগজে লিখে রেখে দিয়েছিলাম। তোমার সামনে একদিন খুলব এই আশায়। এখন খোলা হবে।

শায়লা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বললেন, Oh God!

মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাগজে কী লেখা পড়ুন।

আমি বললাম, কাগজে লেখা—

'আ মারপ ত্রক ন্যা'।

মিসির আলি বললেন, অতি সহজ সাংকেতিক ভাষায় লিখেছি। অক্ষরগুলো আগ-পিছে করলেই মূলটা বের হবে।

আমি লিখেছি—

'আমার পত্রকন্যা।'

আমি শায়লার দিকে তাকালাম, তাঁর চেহারা ভাবলেশহীন। কী ঘটছে না ঘটছে তা সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

মিসির আলি বললেন, শায়লা, তুমি বিয়ের পর M.S. করতে আমেরিকা যাও, ঠিক না?

শায়লা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

জালাল আহমেদের সঙ্গে সেখানেই তোমার পরিচয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ।

সাগর নামের ছেলেটি কি তোমাদের অবৈধ সন্তান?

শায়লা মুখ তুলে তাকালেন এবং কঠিন গলায় বললেন, না। আমি হারুনকে নিয়মমাফিক তালাক দিয়ে জালালকে বিয়ে করি। হারুনের সঙ্গে এমনিতেই আমার বিয়ে বৈধ ছিল না। আপনি এত কিছু জেনেছেন, এই তথ্যও নিশ্চয়ই জানেন—সে Impotent.

জানি।

পুরো ইসলামি মতে নিউইয়র্কের এক মসজিদে আমাদের বিয়ে হয়। তারপরই সমস্যা শুরু হয়।

কী সমস্যা?

জালালের ধারণা হয় আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। যে কোনো সময় তাকে আমি খুন করতে পারি। এইসব হাবিজাবি।

ডা. হারুনের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা?

হ্যাঁ। আমাদের যে বাচ্চাটা হয়—সাগর, সেই বাচ্চাটাকে জালাল সরিয়ে ফেলেছিল। তার ধারণা হয়েছিল বাচ্চাটাকেও আমি মেরে ফেলব। সে সাগরকে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সরিয়ে দিয়েছিল যাতে আমি বুঝতে না পারি সে কোথায়। আমি ইচ্ছা করলে পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাচ্চা বের করে ফেলতে পারতাম। তা করি নি। নিজেই খুঁজে খুঁজে বের করেছি সে কোথায় আছে। আমি আমার ছেলের খোঁজে জ্যাকসন হাইটের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে জানলাম, তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি এক কাপ কফি খাব। কফি কি আছে? মানুষ চলে যায় তার কিছু অভ্যাস রেখে যায়। জালাল নেই কিন্তু তার কফির অভ্যাস আমার মধ্যে রেখে গেছে।

আমি কফি বানিয়ে শায়লার সামনে ধরলাম। শায়লা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বলল, জালাল যে নিউইয়র্কের এক সাবওয়েতে কফি খেতে খেতে মারা গিয়েছিল এই খবর কি আপনি জোগাড় করেছেন?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যায় নি। কফিতে পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে খেয়েছিল। সে সুইসাইড করেছিল। পটাশিয়াম সায়ানাইড চুরি করেছিল আমার কাছ থেকে। নিউইয়র্ক পুলিশের বুদ্ধির কত নামডাক শুনি। তারা ধরতে পারে নি। তারা ভেবেছে হার্ট অ্যাটাক।

তার মৃত্যুর পর আমি দেশে ফিরে আসি। বাস করতে থাকি হারুনের সঙ্গে। এমনভাবে বাস করি যেন মাঝখানের দু'টা বছর হঠাৎ বাদ পড়ে গেছে। হারুন কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে নি। আমিও কিছু বলি নি। আমার শাশুড়ি ব্যাপারটা একেবারেই মেনে নেন নি। তিনি আমাকে হজম করেছেন কারণ আমাকে প্রচণ্ড ভয় পেতেন। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি জালালকে খুন করে ফিরে এসেছি তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেকে খুন করতে। বাবা, আপনার বুদ্ধি আপনার লজিকের সিঁড়ি তৈরি করার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই। আমি ব্যাগে পটাশিয়াম সায়ানাইড নিয়ে ঘুরি—এটা পর্যন্ত বের করে ফেলেছেন। কিন্তু আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত ছিল ভুল।

মিসির আলি বললেন, তোমার ছেলে সাগর কোথায় আছে?

সে তার দাদুর সঙ্গে থাকে। ঐ বাড়িতে আমার যাওয়া নিষেধ। তবে হারুন ঐ বাড়িতে যায়। আমার ছেলে তাকে খুব পছন্দ করে। হারুনই তাকে আমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য প্রায়ই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। ছেলেটি তার বাবার চেয়েও অনেক সুন্দর হয়েছে।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। আমি ইস্ত্রি ইলিশ বানানোয় ব্যস্ত। মানসিকভাবে খানিকটা বিপর্যস্ত। সন্ধ্যার পর থেকে অনেক ঘটনা এত দ্রুত ঘটেছে যে তাল রাখতে সমস্যা হচ্ছে। শায়লা পুরোপুরি সত্যি বলছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে না। মিসির আলিকে দেখে কিছু বুঝতে পারছি না।

রাত নটায় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খোলার জন্য উঠে দাঁড়াল শায়লা। লজ্জিত গলায় বলল, আমি হারুনকে রাত নটায় ডিনার খেতে এখানে আসতে বলেছি। ওকে বাদ দিয়ে ডিনার খেতে খুব খারাপ লাগবে।

মিসির আলি বললেন, ভালো করেছ। আমার উচিত ছিল দু'জনকে দাওয়াত দেয়া। ভুলটা আমার।

শায়লা বললেন, হারুনকে বলেছি সাগরকেও যেন নিয়ে আসে। মনে হয় এনেছে।

দরজা খোলা হল। হারুন সাহেব এক গোছা দোলনচাঁপা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে যে শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে সে দোলনচাঁপার চেয়েও সুন্দর। আমি আমার জীবনে এত সুন্দর শিশু দেখি নি। অবশ্যই দেবশিশুরা এত সুন্দর হয় না। এই শিশুর সৌন্দর্য পৃথিবীর সৌন্দর্য।

শায়লা বললেন, আমার দুষ্টু বাবাটা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে মা'কে জড়িয়ে ধরল।

মিসির আলি বললেন, শায়লা! তোমার দুষ্টু বাবুটাকে একটু আমার কাছে আনো। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

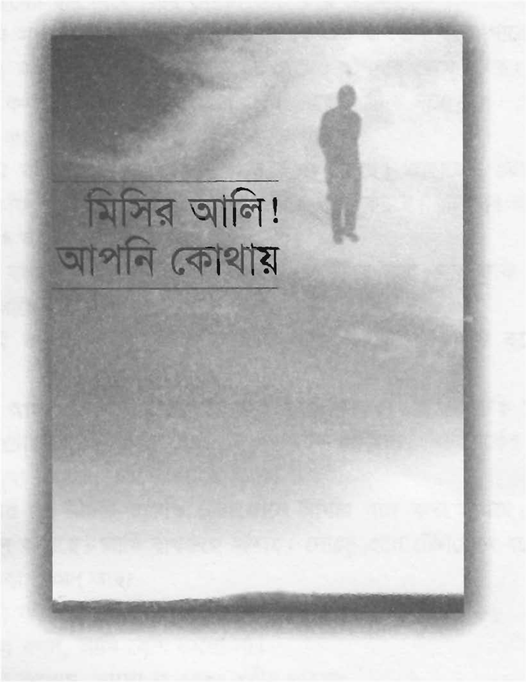

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

কিছু লেখা আছে কাউকে উৎসর্গ করতে মন চায় না। এই লেখাটি সেরকম। কাজেই উৎসর্গ পত্রে কেউ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I always know the ending; that is where I start.

Toni Morrison

মিসির আলিও একই কাণ্ড করেন। শেষটা তিনি শুরুতেই জানেন।

হুমায়ূন আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

মিসির আলি অবাক হয়ে কুয়াশা দেখছেন।

কুয়াশা দেখে অবাক বা বিস্মিত হওয়া যায় না। তিনি হচ্ছেন। কারণ কুয়াশা এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। সে জায়গা বদল করছে। তাঁর সামনে মাঝারি সাইজের আমগাছ। কুয়াশায় গাছ ঢাকা। ডালপালা পাতা কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কুয়াশা সরে গেল। আমগাছ দেখা গেল। সেই কুয়াশাই ভর করল পাশের একটা গাছকে, যে গাছ তিনি চেনেন না।

বাতাস কুয়াশা সরিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিচ্ছে এই যুক্তি মেনে নেয়া যাচ্ছে না। বাতাস বইলে তিনি টের পেতেন শীতের বাতাস শরীরে কাঁপন ধরায়।

এই কুয়াশার ইংরেজি কি Fog নাকি Mist? শহরের কুয়াশা এবং গ্রামের কুয়াশা কি আলাদা? শহরের ধূলি ময়লার গায়ে চেপে যে কুয়াশা নামে তাকে কি বলে Smog?

মিসির আলি বেতের মোড়ায় চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁর পায়ে উলের মোজা। শিশিরে মোজা ভিজে যাচ্ছে। হাতে Louis Untermeyer নামের এক ভদ্রলোকের বই নাম Poems. বইয়ের পাতাও শিশিরে ভিজে উঠছে। তিনি কইলাটি নামের এক গণ্ডগ্রামে গত দু'দিন ধরে বাস করছেন। এখন বসে আছেন দোতলা এক হলুদ রঙের পাকা বাড়ির সামনে। বাড়ি কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সূর্য উঠলে প্রথমেই তাঁর গায়ে রোদ পড়বে। সূর্য উঠছে না।

তাঁর চা খেতে ইচ্ছা করছে। তাঁকে চা দেয়া হচ্ছে না। তাঁর জন্য টাটকা খেজুরের রস আনতে লোক গিয়েছে। কইলাটি হাইস্কুলের হেডমাস্টার তরিকুল ইসলাম এমএ বিটি বলেছেন—খেজুরের রস এক গ্লাস খাবার পর চা দেয়া হবে। তার আগে না। খেজুরের রস নাকি খালি পেটে খেতে হয়।

তরিকুল ইসলাম এই মুহূর্তে মিসির আলির আশপাশে নেই। বাড়িতে ভাপাপিঠা রান্না হচ্ছে। তিনি পিঠার খবরদারি করছেন। পিঠা জোড়া লাগছে না। ভেঙে ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি করছেন। গতকাল দুধপিঠা হয়েছিল। দুধ কী কারণে ছানা ছানা হয়ে গেল, মেহমানের সামনে বেইজ্জতি ব্যাপার। ঢাকার মেহমানকে একদিনও ভালো মতো পিঠা খাওয়ানো যায় নি, এরচে দুঃখের ব্যাপার কী হতে পারে?

গ্রামের মানুষদের মধ্যে সবচে বেশি কথা বলে নাপিতরা। তারপরেই স্কুল শিক্ষকরা। তরিকুল ইসলাম কথা বলায় শিক্ষকদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন। তিনি সারাক্ষণই কথা বলেন। কেউ তাঁর কথা শুনছে কি শুনছে না, তা নিয়ে মাথা ঘামান না। এখন তিনি কথা বলে যাচ্ছেন স্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী সালেহা মাথায় ঘোমটা দিয়ে পিঠা বানাচ্ছেন। তিনি চুলার আগুনের পাশে হাত মেলে কথার তুফান মেইল চালাচ্ছেন—

'সালেহা! তুমি বাংলাদেশের গ্রামের একজন সিনিয়ার মহিলা। তুমি পিঠা বানাতে পার না এটা কতবড় দুঃখের কথা তা কি জান? এটা হল ক্লাস থ্রির পরীক্ষায় ফেল করার মতো। শহরের একজন বিশিষ্ট মেহমান তাঁকে আমি পিঠা খাওয়াতে পারব না? কী আপশোস! আরেক হারামজাদাকে খেজুরের রস আনতে পাঠালাম তার খোঁজ নাই। সে মনে হয় খেজুরগাছে চড়ে বসে আছে। কাঁটার ভয়ে নামতে পারছে না। এদের সকাল বিকাল থাপড়ানো দরকার। বদমাইশের ঝাড়। কামের মধ্যে নাই, আকামে আছে।'

AMARBOI.COM

মিসির আলি হতাশ চোখে তাঁর হাতের জাম্বো সাইজের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছেন। এত বড় গ্লাস যে এখনো বাংলাদেশে আছে তা তিনি জানতেন না। পুরো এক জগ পানি এই গ্লাসে ধরবে তারপরেও গ্লাস ভরবে না, এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

তরিকুল ইসলাম বললেন, এক চুমুকে খান। অতি সুস্বাদু। অমৃত সম। ফুঁ দিয়ে ফেনা সরান, তারপর চুমুক দেন। অবিশ্যি ফেনারও আলাদা স্বাদ আছে।

মিসির আলি ফুঁ দিয়ে ফেনা সরিয়ে চুমুক দিলেন। তাঁর শরীর গুলিয়ে উঠল। অতিরিক্ত মিষ্টি। বাসি ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ। গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

তরিকুল ইসলাম হাসিমুখে বললেন, খেতে কেমন বলুন। অমৃত না? রস আগুনে জ্বাল দিয়ে ঘন করে বিকেলে এক গ্লাস দেব। দেখবেন কী অবস্থা। খেজুর গুড়ের গন্ধ ছাড়বে, মোহিত হয়ে যাবেন। গ্লাস নিয়ে বসে আছেন কেন, চুমুক দিন।

মিসির আলি দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। এই বস্তু যে তাঁর পক্ষে খাওয়া সম্ভব না, তা তিনি কীভাবে বলবেন বুঝতে পারছেন না। 'না' বলতে পারা মস্তবড় গুণ। মিসির আলি এই গুণ থেকে বঞ্চিত। তিনি কারোর মুখের উপরই 'না' বলতে পারেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরিকুল ইসলাম বললেন, রসটা এক চুমুকে নামিয়ে দেন। আমি চা নিয়ে আসছি। গরম গরম চা খান। ঠাণ্ডার পর গরম চা'র তুলনা হয় না। নাশতা দিতে একটু দেরি হবে। পিঠা তৈরিতে সামান্য সমস্যা হচ্ছে। যাই চা নিয়ে আসছি।

মিসির আলি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুয়াশার ভেতর মানুষটা অদৃশ্য হওয়া মাত্র মিসির আলি হাতের গ্লাসের রস উলটে দিলেন। তাঁর ঢাকায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। 'ছায়া ঢাকা ঘুঘু ডাকা' গ্রাম তেমন পছন্দ হচ্ছে না। শহরবাসী হওয়ার এই এক সমস্যা। ভোরবেলা চায়ের কাপের সঙ্গে পত্রিকা লাগে। ভালো বাথরুম লাগে। রাতে বই পড়ার জন্য টেবিল ল্যাম্পের আলো লাগে।

তরিকুল ইসলামের গ্রামের বাড়িতে শহরের অনেক সুযোগ-সুবিধাই আছে। আধুনিক ধাঁচের দোতলা পাকা বাড়ি। পল্লীবিদ্যুৎ না থাকলেও সোলার প্যানেলে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। সেই ইলেকট্রিসিটিতে পাখা চলে, বাতি জ্বলে এবং টিভি চলে। এমন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার এনার্জি দেখে মিসির আলি অবাক হয়েছিলেন। তরিকুল ইসলামের কথায় অবাক ভাব দূর হল।

এইসব আমার ছেলের করা। সে ইনজিনিয়ার। জার্মানির এক ফার্মে কাজ করে। বাড়িঘর সব তার বানানো। তবে আপনার কাছে হাতজোড় করছি ছেলের কী নাম জিজ্ঞেস করবেন না। গত এপ্রিল মাসের সাত তারিখ থেকে এই বাড়িতে তার নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তার নাম উচ্চারণ করবে তার মুখ দর্শন করব না।

মিসির আলি বললেন, ছেলে এপ্রিল মাসের সাত তারিখ বিদেশী বিয়ে করেছে এই জন্য?

তরিকুল ইসলাম অবাক হয়ে বললেন, আপনার অসম্ভব বুদ্ধি। ঠিকই ধরেছেন। ইহুদি এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। কত বড় স্পর্ধা। দেশে থাকলে বাটা কোম্পানির জুতা দিয়ে পিটাতাম। আপশোস দেশে নাই। তার দেশে ফেরার উপায়ও নাই। আমি চিঠি লিখে জানিয়েছি—যেদিন সে আসবে সেদিন আমি এবং আমার স্ত্রী কাঁঠাল গাছে দড়ি ঝুলিয়ে ফাঁস নেব।

মিসির আলিকে থাকার জন্য দোতলার বড় একটা ঘর দেয়া হয়েছে। ঘরের লাগোয়া দক্ষিণমুখী বারান্দা। বারান্দায় ইজিচেয়ার পাতা। বারান্দা থেকে দূরের নদী দেখা যায়। নদীর নাম রায়না। বারান্দা ঘেঁষে বিশাল এক কদম গাছ। গাছ ভর্তি বলের মতো ফুল। কদম বর্ষার ফুল। শীতকালে কদম গাছে শত শত ফুল ফুটবে ভাবাই যায় না। মিসির আলির ধারণা, গাছটার জিনে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। যে কারণে তার সময়ের টাইমটেবিল এলোমেলো হয়ে গেছে। অনেক পশু-পাখির ক্ষেত্রেই এরকম হয়। মিসির আলি যখন ঢাকার জিগাতলায় থাকতেন, তখন একটা কোকিল বৈশাখ-চৈত্র মাসে ডাকত। কোকিল হিমালয় অঞ্চলের পাখি। বসন্তকালে ডাকাডাকি করে গরমের সময় তার হিমালয় অঞ্চলে চলে যাবার কথা। সে থেকে গিয়েছে এবং তার অবস্থান জানানোর জন্য গরমকালে ডাকাডাকি করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কদম গাছটাও হয়তো টাইমটেবিল নষ্ট হওয়া গাছ। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে এই কদম অন্য কোনো ভ্যারাইটির। আজকাল সামার ভ্যারাইটির টমেটো গাছ পাওয়া যাচ্ছে। টমেটো গরমকালে ফলে।

মিসির আলি রোজই ভাবেন হেডমাস্টার সাহেবকে কদম গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। মনে থাকে না।

হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে মিসির আলির কোনো পূর্বপরিচয় নেই। তাঁর প্রিয় শহর ছেড়ে গ্রামের এই বাড়িতে থাকতে আসার কারণ এক পাতার একটা চিঠি। চিঠিটা তাঁর ছাত্রের লেখা।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম নিন। আমি আপনার সরাসরি ছাত্র। আপনি আপনার কোনো ছাত্রের নামই মনে রাখেন না। কাজেই নিজের পরিচয় দেয়া অর্থহীন। তারপরেও নাম বলছি। আমার নাম ফারুক। একটা সরকারি কলেজে সাইকোলজি পড়াই।

আপনি সারা জীবন অতিপ্রাকৃতের সন্ধান করেছেন। অবিশ্বাস্য সব ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আমাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন লজিক ব্যবহারে।

অন্যদের কথা জানি না, আমি চেষ্টা করেছি এবং এখনো করছি।

আমি আপনাকে ব্যাখ্যার অতীত কিছু ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় করাতে চাচ্ছি। হাতজোড় করছি কইলাটি গ্রামের একটা গ্রামের হেডমাস্টার তরিকুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে। উনি আমার শ্বশুর। সরল ধরনের মানুষ। কিন্তু খুবই ভালোমানুষ। তিনি কথা বেশি বলেন, এটা একটা বড় সমস্যা। আপনার মতো মানুষের কাছে এই সমস্যা কোনো সমস্যাই না।

ঐ বাড়ির সমস্ত ঘটনা একটি তরুণীকে কেন্দ্র করে। তার নাম আয়না। আয়না আমার স্ত্রী। আমরা এখন আর একসঙ্গে বাস করছি না। আলাদা থাকছি। তবে আমাদের মধ্যে কোনো ডিভোর্স হয় নি। হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

স্যার আপনি কি যাবেন? অল্প কিছু দিন থাকবেন। গ্রাম কইলাটি। পো: অ রোয়াইলবাড়ি। থানা কেন্দুয়া। জেলা নেত্রকোনা।

বিনীত

আহমেদ ফারুক।

কইলাটিতে দু'দিন পার হয়েছে। আজ তৃতীয় দিনের শুরু। মিসির আলি কোনো অতিপ্রাকৃতের সন্ধান পান নি। কুয়াশায় ঢাকা গ্রাম। সন্ধ্যা হতেই মশার গুনগুন। গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসা শীতের বাতাস। গরম মোজা, কানটুপি এবং ভারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাদরও সেই হাওয়া আটকাতে পারে না। ঘুমুতে যাবার আগে আগে তরিকুল ইসলাম গরম পানি ভর্তি দু'টা বোতল লেপের নিচে রেখে যান। তাতে ঠাণ্ডা লেপের ভেতর ঢোকার প্রক্রিয়া খানিকটা সহনীয় হয়।

তরিকুল ইসলাম যত্নের কোনো ত্রুটি করছেন না। রোজ রাতে ঘি চপচপ পোলাও খেতে হচ্ছে। মিসির আলি কয়েকবারই জানিয়েছেন পোলাও খাদ্যটি তাঁর অপছন্দের। তিনি ডালভাত দলের মানুষ। তরিকুল ইসলাম চোখ কপালে তুলে বলেছেন, আপনি আমার জামাইয়ের শিক্ষক। আপনাকে ডালভাত খাওয়াব এটা কী বললেন?

ভাই আমি পোলাও খেতে পারি না। আমার পেটে সহ্য হয় না। ডাক্তারের নিষেধ আছে।

ডাক্তারের নিষেধ থাকলে কিছু করার নেই। পোলাওয়ের চালের ভাত করব। তবে সঙ্গে পোলাও থাকবে। শোভা হিসেবে থাকবে। চায়ের চামচে এক চামচ হলেও খাবেন।

মিসির আলি চায়ের চামচে এক চামচ করে পোলাও খেয়ে ভাত খাচ্ছেন। আদরকেও যে কেউ অত্যাচারে পরিণত করতে পারে, মিসির আলির এই অভিজ্ঞতা ছিল না।

সূর্য উঠেছে। সূর্যের প্রথম আলো গায়ে মাখতে ভালো লাগছে। তরিকুল ইসলাম চা দিয়ে গেছেন। এই চায়ের কাপও গ্লাসের মতো জাম্বো সাইজ। ঘন লিকারের দুধ চা। খেতে ভালো। চিনির পরিমাণ ঠিক আছে। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। গ্রামের মানুষরা চায়ে বেশি চিনি খেতে পছন্দ করে। চায়ের উপর ভাসন্ত সর থাকাকে তারা উত্তম চায়ের অনুষঙ্গ বিবেচনা করে।

AMARBOI.COM

তরিকুল ইসলাম বললেন, আরাম করে চা খান। নাশতার দেরি হবে ভাইসাব। নতুন চালের গুঁড়ি করা হচ্ছে। সেই চালের গুঁড়িতে পিঠা হবে। আগেরগুলো ফেলে দিতে হয়েছে।

মিসির আলি বললেন, আমার যে পিঠা খেতেই হবে তা কিন্তু না। আলু ভাজি দিয়ে পাতলা দু'টা রুটিই আমার জন্য যথেষ্ট।

তরিকুল ইসলাম বললেন, ভাই সাহেব আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আপনি আমার জামাইয়ের শিক্ষক। আপনাকে খাওয়াব আলু ভাজি রুটি? এরচে আমার গালে একটা থাপ্পড় মারেন।

মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে। যা খাওয়াতে চান খাওয়ান।

দুপুরে চিতল মাছ খাওয়াব। বিলের চিতল। শীতকাল তো তেলে ভর্তি। আমার ছোটখালাকে খবর দিয়েছি। তিনি এসে রেঁধে দিয়ে যাবেন। আমার স্ত্রী রান্নাবান্নায় বড়ই আনাড়ি। একবার তের কেজির একটি বোয়াল মাছ এনেছিলাম এক পিস মুখে দিতে পারি নাই। এমন লবণ দিয়েছিল খেতে গিয়ে মনে হল নোনা ইলিশ।

আপনার মেয়ে রাঁধতে পারে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়নার কথা বলছেন? ওর তো ভাই মাথার ঠিক নাই। ও রাঁধবে কী? দুই তিন দিন একনাগাড়ে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে। কিছু খায় না। পানিও না। তারপর দরজা খুলে বের হয়। খুব স্বাভাবিক।

গত দু'দিন কি সে দরজা বন্ধ করে ছিল?

হ্যাঁ। তিন দিন ধরেই দরজা বন্ধ। হিসেব মতো আজ দরজা খোলার কথা। দরজা খুললেই আপনার কথা বলব।

মিসির আলির সামান্য খটকা লাগল। একটি মেয়ে তিন দিন দরজা বন্ধ করে আছে তার বাবা-মা'র এই কারণেই অস্থির থাকার কথা। তরিকুল ইসলামের বা তাঁর স্ত্রীর চোখেমুখে কোনো অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা দু'জনই মেহমানের যত্ন নিয়ে অস্থির। এমনকি হতে পারে—মেয়ের পাগলামি দেখে দেখে তাঁরা অভ্যস্ত। কোনো বাবা-মা'ই সন্তানের অস্বাভাবিকতায় অভ্যস্ত হবেন না।

মিসির আলি খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, হেডমাস্টার সাহেব! মেয়েটা কি আপনার নিজের না পালক কন্যা?

তরিকুল ইসলাম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভাই আপনার বুদ্ধি মারাত্মকেরও উপরে। মেয়েটা যে আমার নিজের না এই খবর কেউ জানে না। আমার জামাইও জানে না। জানানো উচিত ছিল, জানাই নাই। পালক কন্যা কেউ বিয়ে করে না। এমন ভালো পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে এই ভয়েই জানাই নি।

গ্রামের লোকদের তো জানার কথা।

কেউ জানে না। কেন জানে না সেটা একটা ইতিহাস। পরে আপনাকে বলব। ভাই সাহেব আমি পিঠার আয়োজন দেখি, আপনি চা খান।

হলুদ রঙের লম্বা লেজওয়ালা একটা পাখি ওড়াউড়ি করে শীত কাটাচ্ছে। পক্ষী সমাজে কেউ একা থাকে না। সবারই সঙ্গী থাকে। এই পাখিটা একা কেন? তার সঙ্গী কি কাছেই কোথাও বসে আছে। মিসির আলি হলুদ পাখির সঙ্গী খুঁজতে ঘাড় ফেরাতেই এক তরুণীকে দেখলেন। সে এসে মিসির আলির পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল। নরম গলায় বলল, স্যার আমি আয়না।

মেয়েটির পরনে সাধারণ একটু সুতি শাড়ি। প্রচণ্ড শীতে খালি পা। গায়ে চাদর নেই। মিসির আলি কিছু সময় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটিকে এই পৃথিবীর মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অন্য কোনো ভুবনের। পৃথিবীর কোনো মেয়ে এত রূপ নিয়ে জন্মায় না।

মিসির আলি বললেন, আয়না কেমন আছ?

ভালো আছি চাচা।

আমি তোমার স্বামীর একসময়কার শিক্ষক।

চাচা আমি জানি। অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল। আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় আটকা পড়ে গিয়েছিলে?

আয়না হাসল, জবাব দিল না।

খালি পায়ে হাঁটছ। শীত লাগছে না?

শীত লাগছে। বাইরে এত ঠাণ্ডা বুঝতে পারি নি।

ঘরে যাও। পায়ে স্যান্ডেল পর। গায়ে চাদর দাও।

জি আচ্ছা চাচা। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

আয়না চলে যাচ্ছে। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না। শীতের কুয়াশা ঢাকা সকাল। লম্বা লেজের হলুদ পাখি। কিন্নরীর মতো এক তরুণী। সব মিলিয়ে মিসির আলির মনে ঘোরের মতো তৈরি হল।

সকালের নাশতা তৈরি হয়েছে। শুধু ভাপা পিঠা না। পরোটা আছে। পরোটার সঙ্গে ঝাল মুরগির মাংস এবং ছিটা পিঠা। মিসির আলি সকালে মিষ্টি খেতে পারেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে পিঠা খেতে হচ্ছে। এত আয়োজন করে পিঠা তৈরি হয়েছে। খাবেন না বলাটা অন্যায় হবে। মিসির আলির নিজেকে জাপানি জাপানি মনে হচ্ছে। জাপানিরা 'না' বলতে পারে না। এমনই লাজুক জাতি। তবে সম্প্রতি একটা বই জাপান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের শিরোনাম—'জাপানিরা এখন 'না' বলা শিখেছে।' বইটা জোগাড় করে পড়তে পারলে ভালো হতো।

AMARBOI.COM

ভাই সাহেব! পিঠা কেমন হয়েছে?

খুব ভালো হয়েছে। অসাধারণ।

আপনার খাওয়া দেখে তো সে রকম মনে হচ্ছে না। একটা পিঠা নিয়ে বসে আছেন। মিনিমাম তিনটা পিঠা শেষ করার পর পরোটা মাংস।

মিসির আলি খাদ্য আলোচনার মোড় ঘুরাবার জন্য বললেন, আপনার মেয়ে আয়নার সঙ্গে ভোরবেলায় দেখা হয়েছে। অতি রূপবতী মেয়ে।

তরিকুল ইসলাম বিস্মিত গলায় বললেন, রূপবতী?

আমি এমন রূপবতী মেয়ে দেখি নি। গায়ের রঙ দুধে আলতায়।

তরিকুল ইসলাম বললেন, অন্য কাউকে দেখেন নাই তো ভাই সাহেব? আমার মেয়েটা তো কালো।

কালো?

জি বেশ কালো।

তা হলে অন্য কাউকেই দেখেছি। কিংবা চোখে ভুল দেখেছি। কারণ মেয়েটা বলেছে সে আয়না।

কেউ কি আপনার সঙ্গে ফাজলামি করেছে? ফাজলামি কে করবে? ফাজলামি করার মতো মেয়ে তো এই গ্রামে নাই। আচ্ছা আমি দেখি আয়না ঘর থেকে বের হয়েছে কি না। বের হলে নিয়ে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরিকুল ইসলাম আয়নাকে নিয়ে ফিরলেন। কালো একটা মেয়ে। সাধারণ চেহারা। নাক মোটা। গালের হনু সামান্য উঁচু হয়ে আছে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, তোর জামাইয়ের শিক্ষক। কদমবুসি কর।

আয়না স্পষ্ট গলায় বলল, একবার কদমবুসি করেছি বাবা। সকালে স্যারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আর তোমরা স্যারকে এক গাদা পিঠা দিয়ে বসিয়ে রেখেছ কেন? স্যার নাশতায় মিষ্টি খেতে পারেন না। মাংস পরোটা দাও। এখন থেকে স্যারের খাবারদাবারের সব দায়িত্ব আমার।

আয়না পরোটা এবং মাংসের বাটি নিয়ে মিসির আলির সামনে দাঁড়াল। মিসির আলি আচমকা ধাক্কার মতো খেলেন। ভোরবেলায় দেখা সেই মেয়ে। গায়ের রূপ জোছনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় কালো চোখ। সেই চোখে পাপড়ির ছায়া। অভিমানী পাতলা ঠোঁট। মিসির আলি চোখ নামিয়ে নিলেন। দীর্ঘ সময় ভ্রান্তির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি কি রক্ত মাংসের মানুষ?

নাকি মায়া?

'বাস্তব জগতের পুরোটাই মায়া। একটাই সমস্যা মায়া ধরার কোনো পথ নেই।' আইনস্টাইনের কথা। অতি বাস্তববাদী বিজ্ঞানীর পরাবাস্তব উক্তি।

AMARBOI.COM

আয়না বলল, স্যার পরোটা দেই?

মিসির আলি বললেন, দাও।

তরিকুল ইসলাম বললেন, তোর স্যার বলছিলেন তোর মতো রূপসী মেয়ে তিনি নাকি দেখেন নাই।

আয়না বলল, স্যার আমাকে আদর করে বলেছেন। আদর করে আমরা ভালো ভালো কথা বলি।

তরিকুল ইসলামের স্ত্রী সালেহা বললেন, কেউ কেউ স্যারের মতো বলেন। ভিন গ্রামের এক ফকিরনী এসে তোকে দেখে রাজরানী রাজরানী বলে কত হইচই শুরু করল। মনে নাই?

আয়না বলল, বেশি ভিক্ষা পাওয়ার জন্য বলেছে মা। ফকিরনীরা খুব চালাক হয়। কী বললে কে খুশি হবে সেটা জানে।

মিসির আলি নিঃশব্দে নাশতা শেষ করলেন। চলে গেলেন নিজের ঘরের সামনের বারান্দায়। চা-টা আলাদা খাবেন। তাঁর নিজের মাথা খানিকটা এলোমেলো লাগছে। এলোমেলো ভাবটা দূর করতে হবে। আয়না এল চা নিয়ে। তাঁর সামনে বসল। মিসির আলি তাকালেন আয়নার দিকে। তাকে সাধারণ দেখাচ্ছে। গায়ের রঙ কালো। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। থুতনিতে আঁচিলের মতো আছে। থুতনির আঁচিল আগে লক্ষ করেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো অর্থেই এই মেয়েকে রূপবতী বলা যাবে না। তা হলে সমস্যাটা ঠিক কোন জায়গায়? দেখার ভুল? আলোছায়ার কোনো খেলা? প্রকৃতি নানান খেলা খেলে। আলোছায়ার খেলা তার একটি। তবে প্রকৃতি প্রশ্নের উর্ধ্বে না। তাকেও প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

স্যার কি চিন্তা করছেন?

মিসির আলি হেসে বললেন, তেমন কিছু চিন্তা করছি না।

স্যার, আমার নামটা সুন্দর না? আয়না।

খুব সুন্দর নাম।

এই নাম কেন রাখা হয়েছে জানেন? ছোটবেলায় আমার খুব আয়নাপ্রীতি ছিল। সারাক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখতাম। মনে করুন আমি খুব কান্নাকাটি করছি। আমার হাতে একটা আয়না ধরিয়ে দিলেই আমি চুপ।

মিসির আলি বললেন, আয়নাপ্রীতি কি এখন নেই?

না। এখন আছে আয়নাভীতি। আমার ঘরের আয়না কালো পর্দায় ঢাকা। কতদিন যে আয়নায় নিজের মুখ দেখি না।

মিসির আলি বললেন, মনে হচ্ছে আয়না নাম তোমাকে পরে দেয়া হয়েছে। তোমার আসল নাম কী?

কুলসুম।

তোমার স্বামী তোমাকে কী নামে ডাকে? কুলসুম না আয়না?

সে কুলসুম নামের 'ল'টা ফেলে দিয়ে কুসুম ডাকে। তবে বিয়ের কাবিননামায় আমার নাম কুলসুম থাকলেও আমি সিগনেচার করেছি 'আয়না' নাম।

আয়না তোমার খুব পছন্দের নাম?

জ্বি।

তোমার রূপ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তুমি অতি রূপবতীদের একজন, না সাধারণ বাঙালি তরুণীদের একজন?

আয়না এই প্রশ্নের জবাব দিল না। হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে প্রশ্ন শুনে সে মজা পাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, প্রশ্নটার জবাব দাও।

দিতেই হবে?

দিতে না চাইলে দেবে না। তোমার রূপ সম্পর্কে তোমার স্বামীর কী ধারণা?

আয়না নিচু গলায় বলল, বাসররাতে সে আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ভোরবেলায় হতভম্ব। এখনো সে মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়। মাঝে মাঝে হতভম্ব হয়।

তাতে তুমি মজা পাও?

পাই।

এই মুহূর্তে আমি একটা সংখ্যা ভাবছি। সংখ্যাটা কত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট।

একটা পাখির কথা ভাবছি। পাখিটার নাম কী?

স্যার আপনি দু'টা পাখির কথা ভাবছেন। একটা ঘুঘু আর একটা কোকিল। একটা কোকিল গরমের সময় ডাকত। সে পাখিটা কেন হিমালয়ে যাচ্ছে না সেটা চিন্তা করছেন। এখন আবার অন্য একটা পাখির কথা ভাবছেন। হলুদ পাখি লম্বা লেজ। একা থাকে।

তুমি কি সবার চিন্তা বুঝতে পার?

পারি। কিন্তু বুঝার চেষ্টা করি না। মানুষের বেশিরভাগ চিন্তাই কুৎসিত।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে চাই তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

আয়না বলল, স্যার সাহায্য করব। আমি নিজেও বুঝতে চাই। আপনার ছাত্রও বুঝতে চেষ্টা করেছিল। সে আমার বিষয়ে অনেক কিছু খাতায় লিখে রেখেছে। খাতাটা আমার কাছে। আপনি পড়তে চাইলে আপনাকে দেব। পড়তে চান?

চাই। তুমি নিজে কি তোমার বিষয়ে কিছু লিখেছ। ডায়েরি জাতীয় লেখা?

লিখেছি, তবে আপনাকে পড়তে দেব না।

তোমার স্বামীকে পড়তে দিয়েছিলে?

না। স্যার, আপনার আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। চা নিয়ে আসি? চায়ের সঙ্গে সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। সিগারেট তো আপনার সঙ্গে নেই। সিগারেট আনিয়ে দেই?

দাও।

কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট আনব?

মিসির আলি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট আনাবে তা তুমি জান। কেন জিজ্ঞেস করছ?

আয়না হাসিমুখে উঠে গেল। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। নদীর নাম রায়না। একসময় নাকি প্রমত্তা ছিল। স্টিমার যাওয়া আসা করত। এখন মরতে বসেছে। মৃত্যু সবার জন্যই ভয়ংকর।

নদীর নাম রায়না।

সে কোথাও যায় না।

সমুদ্রকে পায় না।

মিসির আলি নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর মাথায় ছড়া পাঠ হচ্ছে। পাঠ করছে আয়না নামের মেয়েটি। এর মানে কী? জীবনে প্রথম মিসির আলি হতাশ এবং পরাজিত বোধ করলেন।

The old man and the sea বইটিতে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে একটা বিখ্যাত লাইন লিখেছিলেন Man can be destroyed but not defeated. লাইনটা ভুল। মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসংখ্যবার পরাজিত হতে হয়। এটাই মানুষের নিয়তি। পরাজিত হয় না পশুরা। এটাও বোধ হয় ঠিক না। পশুরাও পরাজিত হয়। সিংহ এবং বাঘের যুদ্ধে একজনকে লেজ গুটিয়ে পালাতে হয়।

স্যার, আপনার চা। সিগারেট।

আয়না চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল। মিসির আলি বললেন, আয়না তুমি এখন যাও। আমি কিছুক্ষণ একা থাকব।

আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

না।

আপনার ছাত্র সব সময় বলত আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষ সে জীবনে দেখে নি। আপনাকে আমার দেখার শখ ছিল।

আয়না পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন না।

স্যার, চা শেষ করে আপনি নদীর পাড় ঘেঁষে হাঁটতে যান, আপনার ভালো লাগবে। একটা পুরোনো বটগাছ আছে। সেখানে বসার জায়গা আছে। আমি ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা দিয়ে দেব।

থ্যাংক য়্যু। এখন যাও।

স্যার, যাচ্ছি। একটা কথা বলে যাই? পরাজিত হবার মধ্যেও কিন্তু আনন্দ আছে স্যার।

পরাজয়ের আবার আনন্দ কী?

অবশ্যই পরাজয়ের আলাদা আনন্দ আছে। আনন্দ আছে বলেই প্রকৃতি আমাদের জন্য পরাজয়ের ব্যবস্থা রেখেছে। মৃত্যু একটা পরাজয়। সেখানেও আনন্দ আছে। সমাপ্তির আনন্দ।

AMARBOI.COM

তুমি পড়াশোনা কতদূর করেছ?

বিএ পাস করেছি। আপনার ছাত্রের খুব ইচ্ছা ছিল আমি এমএ পাস করি। আমার ইচ্ছা হয় নি। স্যার যাই? আপনি সিগারেট ঠোঁটে নিন। আমি ধরিয়ে দেব।

মিসির আলি সিগারেট নিলেন। আয়না ধরিয়ে দিল। আয়নার চোখ আনন্দে ঝলমল করছে।

হলুদ রঙের লম্বা লেজের পাখিটা বারান্দার রেলিংয়ে বসেছে। রেলিংয়ে পাখিটা বসানোর পেছনে কি আয়না মেয়েটার কোনো হাত আছে? কাক এবং চড়ুই ছাড়া আর কোনো পাখি তো মানুষের এত কাছে আসে না। বনের এই অচেনা পাখি এত কাছে এসেছে কেন?

আয়না।

জি স্যার।

এখন কী ভাবছি বল।

আয়না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বলতে পারছি না স্যার। খুবই অবাক হচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, তুমি যাতে আমার মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে না পার, তার একটা কৌশল বের করেছি। কৌশলটা কাজ করেছে।

আয়না বলল, কৌশলটা কী?

মিসির আলি বললেন, কৌশল তোমাকে জানানো ঠিক না। তারপরেও জানাচ্ছি। আমার হাতের কবিতার বইটার নাম উল্টো করে বারবার পড়ছিলাম—বইটার নাম Poems. আমি উল্টো করে পড়ছি Smeop, Smeop.

ব্রেইনে অর্থহীন শব্দ বারবার বলে জট পাকিয়েছি। মনে হয় এটাই কাজ করেছে।

২

মিসির আলি বটগাছের গুঁড়িতে বসে আছেন। বসার জন্য জায়গাটা সুন্দর। অর্ধেক বটগাছ রায়না নদীর উপর। নদীর পানি শিকড়ের মাটির অনেকটাই ধুয়ে নিয়ে গেছে। অসহায় বটবৃক্ষ নিজেকে রক্ষার জন্যে অসংখ্য ঝুরি নামিয়েছে। সে এখনো টিকে আছে। কতদিন টিকবে কে জানে।

প্রথমবারের মতো মিসির আলির মনে হল তার একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো। নদীর উপর দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছের ছবি তুলে রাখতেন। ভাতের থালা হাতে নিরন্ন ভিখিরি ছেলের ছবি তুলতে ফটোগ্রাফাররা পছন্দ করেন। এই বিশাল গাছও এই অর্থে ভিক্ষুক। সে বেঁচে থাকার জন্য করুণা ভিক্ষা করছে নদীর কাছে। যে নদীর নাম রায়না।

মিসির আলি আরাম করে বসেছেন। পায়ের নিচের পানির ছলাৎ শব্দ শুনতে ভালো লাগছে। নদীর পানি যদিও সব সময় একই গতিতে বইছে কিন্তু ছলাৎ ছলাৎ শব্দটা থেমে থেমে হচ্ছে। কিছুক্ষণ ছলাৎ ছলাৎ তারপর আর শব্দ নেই কঠিন নীরবতা। এর কারণ কী? আমাদের চারপাশে অমীমাংসিত সব রহস্য।

নদীর নামটাও তো রহস্যের একটা। কে দিয়েছে রায়না নাম? প্রাচীন পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠী খণ্ড খণ্ড ভাগ হয়ে নদীর পাশে বসতি করেছে। হঠাৎ কেউ একজন কি সেই নদীকে ব্রহ্মপুত্র নাম দিয়ে দিল। বিশাল এলাকা জুড়ে নদী। সবাই তাকে ডাকছে ব্রহ্মপুত্র নামে। কারণ কী? বটগাছের কথাই ধরা যাক। কে তার প্রথম নাম দিল? সেই নাম কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল? এমন তো না কিছু জায়গায় নাম বটবৃক্ষ আবার কিছু জায়গায় হটবৃক্ষ।

মিসির আলির মাথায় এলোমেলো চিন্তা একের পর এক আসছে। তাঁর ভালোই লাগছে। নামকরণ রহস্যের সমাধান তাঁকে করতে হবে না। এই দায়িত্ব তাঁকে কেউ দেয় নি। রহস্যের প্রতি সামান্য কৌতূহল প্রদর্শন করলেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। তাঁর দৃষ্টি এখন পাখিদের কর্মকাণ্ডে। পাখিদের বড় অংশই বক। তারা মাছ ধরায় ব্যস্ত। দু'টা মাছরাঙা দেখা যাচ্ছে। মাছরাঙার প্রধান খাদ্য মাছ। তবে তারা মাছ ধরায় আগ্রহী না। তারা বাঁশের খুঁটিতে পাশাপাশি বসে আছে। কিছুক্ষণ পরপর একজন আরেক জনকে দেখছে। মাছরাঙা যে এত সুন্দর পাখি তা আগে তিনি লক্ষ করেন নি। ক্যামেরা থাকলে অবিশ্যি মাছরাঙার ছবি তুলতেন।

জায়গাটা নির্জন। নদীর পাড় ধরে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। নদীতে অনেকক্ষণ পরপর নৌকার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। সবই ইনজিনের নৌকা। দ্রুত বিদায় হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-বাংলার শ্লথ জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

মিসির আলি চায়ের ফ্লাস্ক বের করার জন্যে কাপড়ের ঝুলি খুললেন। আয়না মেয়েটা শুধু যে ফ্লাস্ক ভর্তি চা দিয়েছে তা-না এক প্যাকেট বিস্কিট দিয়েছে। বিস্কিটের নাম Energy. সাদা কাগজ এবং বল পয়েন্ট দিয়েছে। সে কি ভেবেছে মিসির আলি লেখক মানুষ? র‍্যাক্সিনে বাঁধানো একটা ডায়েরিও দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি কৌতূহলী হয়ে ডায়েরি খুললেন। যা সন্দেহ করেছিলেন তাই। তাঁর ছাত্রের লেখা ডায়েরি। সে তার স্ত্রী আয়না সম্পর্কে লিখেছে।

চমৎকার কোনো জায়গায় বসে ডায়েরি পড়া যায় না। ডায়েরি বা গল্পের বই পড়ার অর্থ প্রসারিত দৃষ্টিকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। ডায়েরি পড়ার চেয়ে মিসির আলি অনেক বেশি আগ্রহবোধ করছেন মাছরাঙা পাখিটার গতিবিধি লক্ষ করায়। এর নাম মাছরাঙা কেন হল? মাছ খেয়ে সে রাঙা হয়েছে এই জন্য? তা হলে তো বকের নাম হওয়া উচিত মাছসাদা। কারণ মাছ খেয়েই সে ধবধবে সাদা হয়েছে।

মিসির আলির চিন্তায় বাঁধা পড়ল। দু'টি মাছরাঙাই হঠাৎ উড়ে গেছে। তাদের উড়ে যাওয়ার পেছনেও ব্যাখ্যা আছে। গ্রামের এক তরুণী মেয়ে নদীতে স্নান করতে এসেছে। সে হয়তো ভেবেছে আশপাশে তাকে লক্ষ করার মতো কেউ নেই। অর্ধনগ্ন হওয়া যেতে পারে। মিসির আলি খাতা খুলে চোখ সরিয়ে নিলেন। মেয়েটির স্নান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ছাত্রের লেখা পড়া একটি শোভন কর্ম।

"আমার বিয়ে হয় তেইশে শ্রাবণ। ইংরেজি তারিখটা মনে থাকে না। বাংলাটা মনে থাকে কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের দিনটাই আমার বিয়ের তারিখ।

স্ত্রীর নাম কুলসুম। বিয়ের আগে আমি তাকে দেখিনি। দেখার তেমন কৌতূহলও বোধ করি নি। আমার দূর সম্পর্কের এক মামা বিয়ে ঠিক করে দেন। গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের মেয়ে। বিএ পাস করেছে। বিএতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। মেয়েটির এই যোগ্যতাই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে। গ্রামের এক কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়া সহজ কথা না। মামা মেয়েটির ছবি দেখিয়েছেন। মেয়েটি সুশ্রী। বোঁচা নাক তবে তাতে খারাপ দেখাচ্ছিল না। মামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, মেয়েটির গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামলা। আমি ধরেই নিলাম মেয়ে কালো। বিয়ের পাত্রীর গায়ের রঙ কালো হলে তাকে উজ্জ্বল শ্যামলা বলাই শিষ্টাচার।

আমি আমার হবু স্ত্রীর গায়ের রঙ বা চেহারা নিয়ে মাথা ঘামালাম না তার প্রধান কারণ পাত্র হিসেবে আমি নিচের দিকে। আবার বাবা-মা নেই। বাড়িঘর নেই। চাকরিটাই সম্বল। বাংলাদেশের কোনো বাবা-মা এতিম ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে আগ্রহী না। তাঁরা চান মেয়ে যেন থাকে শ্বশুর-শাশুড়ির আদরে ও প্রশ্রয়ে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে রকম ঘটে না।

তেইশে শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যায় আমার বিয়ে হল। ঠিক হল মেয়ে বাবার বাড়িতেই থাকবে। কলেজ থেকে কোয়ার্টার পাওয়ার পর মেয়ে উঠিয়ে নেয়া হবে।

বাসরের আয়োজন হল মেয়ের বাবার বাড়িতে। বাড়িটা সুন্দর। দোতলা পাকা দালান। যে ঘরে বাসর সাজানো হল সে ঘরটা বেশ বড়। পাশে রেলিং দেয়া বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে নদী দেখা যায়। নদীর নাম রায়না।

বিয়ে পড়ানো শেষ হওয়ার পর কিছু মেয়েলি আচার আছে। একই গ্লাসে শরবত খাওয়া। আয়নায় মুখ দেখা ইত্যাদি। সব আচারই পালন করা হল শুধু আয়নায় মুখ দেখার অংশটা বাদ গেল। আমাকে জানানো হল—মেয়ে আয়নায় মুখ দেখবে না কারণ সে খুব আয়না ভয় পায়। আমার সামান্য খটকা লাগল। মেয়ে আয়না ভয় পাবে কেন? সে সিজিওফ্রেনিক না তো? কিছু সিজিওফ্রেনিক নিজের মুখোমুখি হতে ভয় পায় বলে আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারে না। তাদের মনোবিশ্লেষণের একটা পর্যায়ে বড় বড় আয়নার সামনে দাঁড় করানো হয়। নিজের মুখোমুখি হওয়াতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়। এই বিষয়ে আমার শিক্ষক মিসির আলি সাহেবের একটি পেপার আছে। নাম Mind Mirror game.

কুলসুমের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল বাসররাতে। আমার এক বৃদ্ধা নানিশাশুড়ি তাকে নিয়ে এলেন। গ্রামের বৃদ্ধারা অশ্লীল কথা বলতে পছন্দ করে। এই বৃদ্ধাও তার ব্যতিক্রম না। তিনি ধাক্কা দিয়ে কুলসুমকে আমার গায়ে ফেলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'জামাই! জিনিস দিয়া গেলাম। শাড়ি, ব্লাউজ খুইল্যা দেইখা নেও সব ঠিক ঠিক আছে কি না।' এই বাক্যটির পর তিনি আরো একটি কুৎসিত বাক্য বললেন। সেই বাক্যটি লেখা সম্ভব না। ঘেন্নায় আমার শরীর প্রায় জমে গেল। আমি আমার স্ত্রীর দিকে লজ্জায় থাকাতেও পারছিলাম না। না জানি মেয়েটা কী মনে করছে।

নানিশাশুড়ি ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র কুলসুম মাথার ঘোমটা সরিয়ে স্পষ্ট এবং শুদ্ধ ভাষায় বলল, 'তুমি নানিজানের কথায় কিছু মনে কোরো না। গ্রামের এক বৃদ্ধার কাছ থেকে সুরুচি আশা করা যায় না।'

আমি হতভম্ব হয়ে কুলসুমের দিকে তাকালাম। হতভম্ব হবার প্রধান কারণ—আমি আমার সমগ্র জীবনে এত রূপবতী মেয়ে দেখি নি। নিখুঁত সৌন্দর্য সম্ভবত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেই বলে। হেলেন অব ট্রয়, কুইন অব সেবা, ক্লিওপেট্রা এরা কেউ এই মেয়েটির চেয়েও সুন্দর তা হতেই পারে না। আমি নিজের অজান্তেই বললাম, Oh my God. কী দেখছি!

কুলসুম বলল, আমাকে দেখছ। আর কী দেখবে?

আমি এখন খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে কুলসুমকে দেখছি। কোনো হিসেবই মিলছে না। গ্রামে বড় হওয়া একটা মেয়ে আগ বাড়িয়ে বিয়ের রাতে স্বামীর সঙ্গে তুমি তুমি বলে কথা বলা শুরু করবে না। চোখে চোখ রেখে স্বাভাবিকভাবে বসে থাকবে। সারাক্ষণ জড়সড় হয়ে থাকার কথা। আমার চিন্তা-ভাবনা সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। কী বলব বুঝতে পারলাম না।

কুলসুম বলল, তোমার গরম লাগছে না?

আমি তখন প্রবল ঘোরে। গরম-শীতের কোনো অনুভূতি নেই। তারপরেও বললাম, হুঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুম বৃষ্টি নামবে। এমন ঠাণ্ডা লাগবে যে রীতিমতো শীত করবে।

আমি বললাম, হুঁ।

কুলসুম বলল, বৃষ্টি নামলে আমরা বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখব।

আমি বললাম, আচ্ছা।

আমাদের এই বারান্দা থেকে নদী দেখা যায়। নদীর নামটা সুন্দর। তোমাকে কি কেউ নদীটার নাম বলেছে?

আমি বললাম, বলেছিল। এখন ভুলে গেছি।

নদীর নাম রায়না।

আমি বললাম, ও আচ্ছা রায়না।

কুলসুম বলল, রায়না'র সঙ্গে কীসের মিল বল তো?

আমি বললাম, জানি না।

কুলসুম বলল, আয়না। রায়না আয়না। আমার ডাকনাম কিন্তু আয়না।

তাই নাকি?

হুঁ।

আমি প্রায় অপলকেই তাকিয়ে আছি আয়না নামের মেয়েটির দিকে সে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে। কথা শুনছি। বারবার মনে হচ্ছে এই মেয়েটির প্রতিটি কথার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা ধরতে পারছি না। মাথার ভেতর আয়না এবং রায়না ঘুরপাক খাচ্ছে—

'নদীর নাম রায়না
সেই নদীতে সিনান করে
অবাক মেয়ে আয়না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছি। ছড়া কবিতা এইসব কখনো আমার মাথায় আসে না। তা হলে ছড়া তৈরি করছি কেন? সমস্যাটা কী।

আয়না হাসিমুখে বলল, দেখ দেখ বৃষ্টি নেমেছে।

ঘরের পর্দা কাঁপছে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। জানালার লাগোয়া কদমগাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। আয়না বলল, চল বারান্দায় বসি। সে এসে হাত ধরে আমাকে দাঁড় করাল। আমার ঘোর আরো প্রবল হল।

বারান্দা অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। তার নীল আলোয় চারদিক স্পষ্ট হয়ে আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আমরা দু'জন পাশাপাশি দু'টা বেতের চেয়ারে বসে আছি। আমার রীতিমতো শীত লাগছে। আয়না একটা চাদর এনে আমার গায়ে দিয়েছে। বাইরে ঠাণ্ডা। চাদরের নিচে আরামদায়ক উষ্ণতা। আয়না বলল, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

আয়না বলল, ঘুম পেলে ঘুমাও। সারা দিন নানান ধকল গেছে। তুমি ক্লান্ত হয়ে আছ। ঘুম পাবারই কথা। তুমি আরাম করে ঘুমাও তো। রেস্ট নাও। আমি ডেকে দেব।

আচ্ছা।

আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। আমার ঘুম ভাঙল পরদিন ভোরে। আয়না আমাকে ডেকে তুলল। তার হাতে চায়ের কাপ। আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। কারণ আমার সামনে যে আয়না দাঁড়িয়ে আছে সে রাতের আয়না না। সাধারণ বাঙালি এক তরুণী। গায়ের রঙ শ্যামলা। বোঁচা নাক। আমি প্রচণ্ড দ্বিধার মধ্যে পড়লাম। গত রাতে যে আয়নাকে দেখেছি, সে সত্যি না এখন যে আয়না আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে সত্যি? আমি কি কোনো মানসিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি? সিজিওফ্রেনিক রোগীর মতো হেলুসিনেশন হচ্ছে?

আয়না বলল, তুমি পানি দিয়ে কুলি করে চা খাবে নাকি বাসি মুখে চা খাবে?

আমি জবাব দিলাম না। আয়নার হাত থেকে চায়ের কাপ নিলাম। আয়না বলল, ঠিক আছে বাসি মুখেই চা খাও। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিচে যাও। বাবা নাশতা নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বেলা কিন্তু অনেক হয়েছে। সাড়ে ন'টা বাজে।

নাশতার টেবিলে আয়নার বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে নাকি?

আমি বললাম, না।

রাতে ভালো গরম পড়েছিল। গরমে মনে হয় ঘুমাতে পার নাই।

আমি বললাম, বৃষ্টি নামার পর সব ঠাণ্ডা। আরাম করে ঘুমিয়েছি।

উনি অবাক হয়ে বললেন, বৃষ্টি মানে? বৃষ্টি হয় নাই তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অবাক হয়ে বললাম, বৃষ্টি হয় নাই?

তিনি আমার শাশুড়িকে ডেকে বললেন, জামাই কী বলছে শোন। কাল রাতে নাকি বৃষ্টি হয়েছে।

আমার শাশুড়ি বললেন, 'হপন' দেখেছে।"

এই পর্যন্ত পড়ে মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন।

গ্রামের মেয়েটির স্নান শেষ হয়েছে। সে চলে গেছে। মাছরাঙা পাখি ফিরে এসেছে। সে বসেছে ঠিক আগের জায়গায়। ডাইনিং টেবিলে কে কোন চেয়ারে বসবে সেটা যেমন ঠিক করা থাকে পাখিদের ক্ষেত্রেও হয়তো তাই। আমি বসব এই খুঁটিতে তুমি বসবে ঐটায়।

মিসির আলি সাহেব! আপনি এইখানে। আপনার সন্ধানে সমস্ত অঞ্চল চষে ফেলেছি। মাইকে ঘোষণা দিব কি না চিন্তায় আছি আর আপনি এইখানে বসা। বটগাছ হল সাপের আড্ডা। চলে আসেন। চলে আসেন।

তরিকুল ইসলাম উদ্বিগ্ন গলার স্বর বের করলেন। মিসির আলি বললেন, শীতকালে সাপ থাকে না। সব হাইবারনেশানে চলে যায়। শীত নিদ্রা।

তরিকুল ইসলাম বললেন, পুরানা নিয়মকানুন এখন নাই। অনেক সাপ আছে শীতকালেও জেগে থাকে। আসেন তো ভাই। চিতল মাছ চলে এসেছে। আপনাকে না দেখায়ে কাটতেও পারছি না। চিতল মাছ রাঁধতে সময় লাগে না কিন্তু কাটাকুটি বিরাট হাঙ্গামা। বটগাছের গুঁড়িতে বসে করছিলেন কী?

দৃশ্য দেখছিলাম।

দৃশ্য দেখার কী আছে এখানে। কিছুই নাই। আধমরা এক নদী। নদীর পাড় ঘেঁষে যে হাঁটবেন সেই উপায় নাই। সবাই নদীর পাড়ে হাগে। গ্রামের মানুষদের এমনই মেন্টালিটি—বাড়িতে সেনিটারি পায়খানা করে দিলেও হাগতে আসবে নদীর পাড়ে।

মিসির আলি বললেন, এই প্রসঙ্গটা থাক। আসুন অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করি।

কী প্রসঙ্গ?

আপনার জামাইকে নিয়ে কথা বলুন। বাড়িতে যেতে যেতে আপনার জামাইয়ের কথা শুনি। সে কেমন ছেলে?

ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হবে অত্যধিক ভালো। আয়নার সঙ্গে তার বনিবনা হয় নাই। তারপরেও সে সব সময় আমার খোঁজখবর করে। গত ঈদে আমাকে সিল্কের পাঞ্জাবি দিয়েছে। তার শাশুড়ির জন্য লাল পেড়ে কাতান শাড়ি।

ভালো তো।

আমের সিজনে দুই ঝুড়ি আম আনবেই। রাজশাহীর আম। এক ঝুড়ি খিরসাপাতি আরেক ঝুড়ি ল্যাংড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়নার সঙ্গে বনিবনা হল না কেন?

ছেলের কোনো দোষ নাই। মেয়েটির সমস্যা। মাথা খারাপ মেয়ে। কোনো কারণ ছাড়া দুই দিন তিন দিন দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

তরিকুল ইসলাম বললেন, ডাক্তার কবিরাজ কিছু করতে পারবে না রে ভাই। মূল বিষয় হচ্ছে—খারাপ বাতাস। জানি সায়েন্স এইসব স্বীকার করবে না। তারপরেও খারাপ বাতাস বলে একটা বিষয় আছে। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?

মিসির আলি কিছু বললেন না। তরিকুল ইসলাম বললেন, খারাপ বাতাস তৈরি করে খারাপ জিন-ভূত। তাবিজ-কবচ দিয়ে জিন-ভূত তাড়ানো যায়, কিন্তু খারাপ বাতাস তাড়ানো যায় না। এইটাই সমস্যা।

মিসির আলিকে আয়োজন করে মাছ দেখানো হল। গজফিতা আনা হয়েছিল। গজফিতা দিয়ে মিসির আলিকেই সেই মাছ মাপতে হল। তিন ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। মিসির আলি মাছ মাপামাপি করছেন সেই দৃশ্যের ছবি তোলা হল মোবাইল টেলিফোনে। একটা ছবি না, একাধিক ছবি।

মিসির আলি হতাশ বোধ করলেও যন্ত্রণা সহ্য করে গেলেন। মোবাইল ফোনের সঙ্গে ক্যামেরা যুক্ত হয়ে বিরাট সমস্যা হয়েছে। সবাই ফটোগ্রাফার। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক কোটি। এর অর্থ এক কোটি ফটোগ্রাফার ক্যামেরা হতে ঘুরছে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, ভাই সাহেব! আমার ধারণা পাঁচ দশ বছরের মধ্যে এমন ক্যামেরা বার হবে যা দিয়ে ভূত-প্রেতের ছবি তোলা যাবে। যারা এইসব বিশ্বাস করে না, তাদের গালে পড়বে থাপ্পড়। ঠিক বলেছি কি না বলুন।

মিসির আলি বললেন, সে রকম ক্যামেরা আবিষ্কার হলে অবিশ্বাসীরা বড় ধরনের ধাক্কা অবশ্যই খাবে।

আপনি কি অবিশ্বাসী?

জি।

তরিকুল ইসলাম বললেন, আচ্ছা যান আমি আপনাকে ভূত দেখাব। কথা দিলাম।

ভূত দেখাবেন?

অবশ্যই দেখাব। আমার লাগবে বড় সাইজের গজার মাছ। সেই মাছ আগুনে পুড়ে জঙ্গাল ভোগ দিতে হবে। সব ধরনের ভূত-প্রেতের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে গজার মাছ। খড়ের আগুনে আধাপুড়া গজার মাছ। আর পেতনিগুলোর প্রিয় খাদ্য ইলিশ মাছ ভাজা। আপনি আগামী শনিবার পর্যন্ত থাকুন আমি প্রেত দেখায়ে দিব। শনি-মঙ্গলবার ছাড়া এদের দেখা পাওয়া কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি ভোজনরসিক মানুষ না, কিন্তু চিতল মাছের পেটি আগ্রহ করে খেলেন। পোলাওয়ের চালের সুগন্ধি ভাত। প্রচুর ধনেপাতা দেয়া মাছের পেটি। বাটি ভর্তি চিতল মাছের গাদা দিয়ে বানানো কোপ্তা। পেটি খাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা করে কোপ্তা মুখে দিয়ে চিবুতে হয়। খাবার তদারকি করছেন হেডমাস্টার সাহেবের স্ত্রী। আয়নাকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, আয়না কোথায়?

হেডমাস্টার বললেন, মাছ রান্না হচ্ছে তো—ও দোতলা থেকে নামবে না। মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

মিসির আলি বললেন, আমাদের নবীজিও (সা.) মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কখনো মাছ খান নি। একবার ইয়েমেনে তাঁকে মাছ খেতে দেয়া হয়েছিল। দুর্গন্ধ বলে তিনি সরিয়ে রেখেছিলেন।

হেডমাস্টার বললেন, জানতাম না তো।

এই জ্ঞান হেডমাস্টার সাহেবকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। তিনি শুরু করলেন ভূতের গল্প।

বুঝলেন ভাই সাহেব! আমি নিজের চোখে ভূত দেখেছি। দুই বছর আগে। চৈত্র মাসে। ঘটনাটা বলব?

বলুন শুনি।

আপনি যে ঘরে ঘুমান, সেই ঘরে আমি এবং আমার স্ত্রী শুয়েছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার, কিন্তু ক্যারাম খেলার আওয়াজ আসছে।

ক্যারাম?

জি ক্যারাম। বড় একটা ক্যারামবোর্ড কিনেছিলাম। আমার স্ত্রী ক্যারাম খেলতে পছন্দ করেন, তার জন্যই কেনা। সেই ক্যারামে কেউ ক্যারাম খেলছে। ঘটাস ঘটাস শব্দে স্ট্রাইকার মারছে। গুটি গর্তে পড়ছে। আমি টর্চ ফেলে দেখি ক্যারামবোর্ড মেঝেতে বিছানো। গুটি বোর্ডে ছড়ানো। ঘরে কেউ নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

একদিনই শুনেছেন। আর শুনেন নি?

জি না। ঐ ঘরে থাকাই ছেড়ে দিলাম।

মিসির আলি বললেন, ক্যারামবোর্ডটা কি আছে? না সেটাও ফেলে দিয়েছেন।

ক্যারামবোর্ড আছে। ক্যারামবোর্ড ফেলব কেন? আপনার ঘরেই আছে। রাতে ঘুম ভাঙলে একটু খেয়াল রাখবেন। ক্যারাম খেলার শব্দ শুনলেও শুনতে পারেন। তবে ভয় পাবেন না। যেসব ভূত-প্রেত মানুষের বাড়িতে থাকতে আসে তারা সাধারণত নিরীহ হয়। এদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অবশ্য প্রটেকশান নেয়া আছে আপনার তোশকের নিচে মোজা ভর্তি সরিষা আর দু'টা রসুন রাখা আছে। সরিষা এবং রসুন যেখানে থাকে সেখানে ভূত আসে না।

কারণ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুন আর সরিষার ঝাঁজ তারা সহ্য করতে পারে না। ভূত-প্রেতের স্মেল সেন্স খুবই ডেভেলপড। রাতে কী খাবেন বলেন।

রাতে কিছু খাব না–রে ভাই।

অসম্ভব কথা বললেন। রাতে খাবেন না মানে? রাজহাঁস কখনো খেয়েছেন? রাজহাঁস খাওয়াই।

এত সুন্দর একটা প্রাণী। তাকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলব? আমি এর মধ্যেই নাই। হেডমাস্টার বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি তো ছাতু খাওয়া হিন্দু সাধুর মতো কথা বলছেন। আপনি হিন্দু সাধু না। আপনি গরু খাওয়া মুসলমান। রাজহাঁস খেতেই হবে।

মিসির আলি হতাশ গলায় বললেন, ঠিক আছে রাজহাঁস খাব।

মিসির আলিকে রক্ষা করল তাঁর দুর্বল পাকস্থলী। চিতল মাছের পেটি দুর্বল স্টমাক সহ্য করল না। সন্ধ্যার দিকে কয়েকবার বমি করে তিনি নেতিয়ে পড়লেন। রাজহাঁস না খেয়েই রাতে ঘুমুতে গেলেন। তাঁকে কিছু খেতে হবে না এই আনন্দেই তিনি অভিভূত। আধশোয়া হয়ে লেপ গায়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। কদম ফুলের হালকা সুবাস নাকে আসছে। তিনি ঠিক করলেন, শীতকালে ফুল ফোটে এমন কদমের চারার খোঁজ করবেন। ঢাকায় যে বাড়িতে থাকেন তার সামনে ফাঁকা জায়গা আছে। কদমের চারা সেখানে পুঁতে দেবেন।

মাজেদ নামের নয়-দশ বছরের একটা ছেলেকে দেয়া হয়েছে গা–হাত–পা টিপে তাকে আরাম দেবার জন্য। মিসির আলি তাকে সে সুযোগ দেন নি। একটা মানুষ তার গা ছানাছানি করবে এই চিন্তাই তাঁর কাছে অরুচিকর।

মনে হচ্ছে মাজেদকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁর ঘরে কম্বল পেতে ঘুমানোর জন্যে। সে খাটের দক্ষিণ দিকে মহানন্দে বিছানা করছে।

মিসির আলি বললেন, মাজেদ! তুমি স্কুলে যাও?

জে না স্যার।

যাও না কেন?

মাস্টার ভালো না। পিটন দেয়।

লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছা করে না?

জে না।

বড় হয়ে কী করবে? ক্ষেতের কাজ?

খলিফার কাজ শিখব। সদরে দোকান দিব।

তোমার বংশে খলিফা আছে?

আমার বড় মামা খলিফা। নাম সবুর মিয়া। সবেই ডাকে সবুর খলিফা।

আমার ঘরে তোমাকে না ঘুমালেও চলবে। আমার শরীর সেরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারে আপনের লগে ঘুমাতে বলছে। না ঘুমাইলে পিটন দিবে।

কে পিটন দিবে?

হেডস্যার।

তা হলে ঘুমাও। খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

জে। রাজহাঁসের সালুন দিয়া খাইছি।

রাজহাঁসের সালুন শুনে পেটে আরেক দফা মোচড় দিচ্ছিল। মিসির আলি সেটা সামলালেন। মাজেদের নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বালিশে মাথা ছোঁয়ানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়ার সৌভাগ্য তাঁর নেই। তাঁকে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। বইপত্র তেমন নিয়ে আসেন নি। নিশি যাপন কঠিন হবে।

মিসির আলি ছাত্রের লেখা ডায়েরি হাতে নিলেন। আয়না মেয়েটির বিষয়ে আরো কিছু জানা যাক। আজ সারা দিনে একবারও তার সঙ্গে দেখা হয় নি। মাছে আঁশটে গন্ধে কাতর এই মেয়ে কি শুয়ে পড়েছে? নাকি সেও নিশি যাপন করছে? মিসির আলি ডায়েরি খুললেন।

"আয়নাকে তার বাবা–মা'র কাছে রেখে আমি চলে এলাম। টিচার্সদের মেসে থাকি। ক্লাস নেই। প্রাইভেট টিউশনি করি। কোনো কিছুতেই মন বসে না। আমি আয়নাকে একটা মোবাইল টেলিফোন কিনে দিয়েছিলাম। টেলিফোন সে ব্যবহার করে না। আমি যতবার টেলিফোন করি, তার সেট বন্ধ পাই। আয়নাকে প্রতি সপ্তায় একটা করে চিঠি দেই, সে চিঠিরও জবাব দেয় না।

এক মাসের মাথায় আমি কোয়ার্টার পেয়ে গেলাম। তিন কামরার ঘর। বারান্দা আছে। দক্ষিণমুখী জানালা। প্রচুর বাতাস। আয়নাকে এখন নিজের কাছে এনে রাখার আর বাধা নেই।

ঘর সাজানোর কিছু আসবাবপত্র কিনলাম। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা। হাঁড়ি–পাতিল কিনলাম না, আয়নাকে সঙ্গে নিয়ে কিনব। ঘর সাজানোর জিনিসপত্র কিনতে মেয়েরা সব সময় আনন্দ পায়। তবে আয়না আর দশটা মেয়ের মতো না। সে আলাদা এবং প্রবলভাবেই আলাদা। সে কি আগ্রহ নিয়ে হাঁড়িকুড়ি কিনতে যাবে?

এক রাতের ঘটনা। আমি রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে এসে ঘুমানোর আয়োজন করছি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কারেন্ট চলে গেছে। ঘর অন্ধকার। মোমবাতি জ্বালিয়েছি। বাতাসে মোমবাতি নিভু নিভু করছে। আমি দরজা জানালা বন্ধ করে বাতাস আটকালাম, আর তখন মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো কে?

আমি আয়না।

কেমন আছ আয়না?

ভালো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো না কেন?

জানি না।

আমি তোমাকে অনেকগুলো চিঠি পাঠিয়েছি। তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

পড়েছ?

না।

পড় নি কেন?

ভালো লাগে না।

ভালো না লাগলে পড়ার দরকার নেই। এই শোন, আমি কোয়ার্টার পেয়েছি। ছিমছাম সুন্দর বাসা। বড় বারান্দা। দক্ষিণ দিকে বারান্দা তো প্রচুর বাতাস।

তোমার ঘরে কি আয়না আছে?

অবশ্যই আছে। আয়না থাকবে না কেন?

কয়টা আয়না?

তোমার জন্য একটা ড্রেসিং টেবিল কিনেছি। সেখানে আয়না আছে। বাথরুমে আয়না আছে। আরেকটা যেন কোথায় আছে। ও আচ্ছা, বেসিনের সঙ্গে।

তুমি একটা আয়নার সামনে দাঁড়াও তো।

কেন?

আছে একটা ব্যাপার। আয়নার সামনে দাঁড়াও।

এই বলেই আয়না টেলিফোনের লাইন কেটে দিল।

আমি চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারলাম না। সে মোবাইল সেট বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। চমকে দেখি আয়নায় আমার স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে। তার পরনে শাড়ি। ঘোমটা দেয়া। মুখ হাসি হাসি। সে এখন আছে অতি রূপবতী রূপে। তার আশপাশে কিছুই নেই।

প্রথমে ভাবলাম বিকট চিৎকার দেই। সেই ভাবনা স্থায়ী হল না। বিকট চিৎকার কেন দেব? আয়নায় যাকে দেখা যাচ্ছে সে আমার স্ত্রী। কেন এরকম দেখছি তার কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। আমার কাছে না থাকলেও ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

আমার শিক্ষক মিসির আলি সব সময় বলতেন—সব মানুষই জীবনের কোনো না কোনো সময় অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তখন সে যুক্তির সিঁড়ি থেকে সরে দাঁড়ায়। নিজেকে সমর্পণ করে রহস্যময়তার কাছে। এই কাজটি কখনো করা যাবে না। আমাদের এগুতে হবে যুক্তির কঠিন পথে। মনে রাখতে হবে প্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে যুক্তির উপর। যুক্তি নেই তো প্রকৃতিও নেই।

মিসির আলি স্যার আমার কাছে অতিমানব। তাঁর কথা অবশ্যই অভ্রান্ত। কিন্তু আমি আয়নায় কী দেখছি?

আমি আয়নার ভেতরে আয়না মেয়েটিকে বললাম, তুমি এখানে কী করছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না হাসল। মাথা সামান্য কাত করল। আমি বললাম, আমি তোমার ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু বুঝাও।

আয়না না সূচক মাথা নাড়ল।

তুমি আমাকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছ। এটা তুমি করতে পার না। You must speak out.

আয়না কথা বলা শুরু করল। সমস্যা একটাই। আমি তার কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। তার ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু আমি কিছু শুনছি না। ভয়াবহ অবস্থা। আমি মোমবাতি হাতে বাথরুমে আয়নার কাছে গেলাম। সেই আয়নার ভেতরেও আমার স্ত্রী বসে আছে। কথা বলছে কিন্তু আমি কিছুই শুনছি না।"

মিসির আলিকে ডায়েরি পড়া বন্ধ রাখতে হল কারণ ঘরের ভেতর খটাস খটাস শব্দ হচ্ছে। কে যেন ক্যারাম খেলছে। মাজেদের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। সে খেলছে না এটা বুঝা যায়। তা হলে কে? মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কদম ফুলের গন্ধ না। কড়া গন্ধ।

মিসির আলি ইচ্ছা করলেই উঁচু হয়ে খাটের ওপাশে কী হচ্ছে তা দেখতে পারেন। তিনি তা করলেন না। ডায়েরি বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। খটাস খটাস শব্দ হতেই থাকল। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। খটাস খটাস শব্দ থেমে গেল। কড়া মিষ্টি গন্ধটাও আর পাওয়া যাচ্ছে না। মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর তৃপ্তির ঘুম হল।

AMARBOI.COM

৩

সকাল আটটা।

মিসির আলি বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে মাজেদ। ঘুম ভাঙার পর থেকেই সে মিসির আলির সেবা করার নানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো লাভ হচ্ছে না। মিসির আলি সেবা গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছেন না। মাজেদ হাল ছাড়ার পাত্র না। সে চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে।

পায়ে তেল দিয়া দিমু স্যার?

না।

শীতকালে পায়ে তেল দিতে হয়। তেল না দিলে চামড়া ফাটে।

ফাটুক।

মাথা মালিশ করব? আরাম পাইবেন।

আমার আরামের দরকার নেই।

সবের আরাম দরকার। নেড়ি কুত্তারও আরাম দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই নাকি?

জে। দেহেন না রইদ উঠলে কুত্তা কেমন রইদ তাপায়।

তা ঠিক।

গরুরও আরাম দরকার। গরুর গলাদে যদি আপনে হাতাহাতি করেন আরামে তার চউখ বন্ধ হয়। মাথা টিপ্যা আমি আপনেরে এমন আরাম দিব যে আপনের চউখ বন্ধ হয়ে যাবে।

মিসির আলি বললেন, আমি চোখ খোলা রাখতে চাই। বই পড়ছি তো। চোখ বন্ধ রাখলে তো বই পড়তে পারব না। তা ছাড়া আমি গরু না, মানুষ।

মাজেদ বলল, কী বই পড়েন?

কবিতার বই পড়ি। দিনের শুরুটা কবিতায় করা ভালো।

কবিতার মধ্যে কী লেখা স্যার?

শুনতে ইচ্ছা করে?

জে।

মিসির আলি আবৃত্তি করলেন—

'Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth.'

AMARBOI.COM

মাজেদ হাঁ করে কবিতা শুনছে। তার চোখ ভর্তি বিস্ময়। মিসির আলি বললেন, কবিতা কেমন শুনলি? ভালো লেগেছে?

জে স্যার। ভালো।

আরো শুনবি?

জে শুনব।

মাজেদকে কবিতা শুনানো হল না। চা নিয়ে আয়না আসছে। আয়নাকে দেখেই মাজেদ উঠে দাঁড়াল, ভীত গলায় বলল, আমি যাই স্যার পরে আসব। মিসির আলির মনে হল যে কোনো কারণেই হোক মাজেদ আয়না মেয়েটাকে ভয় পায়।

আয়না বলল, চা নিয়ে এসেছি।

মিসির আলি বললেন, থ্যাংক য়্যু।

আয়না বলল, আপনার নাশতা রেডি হচ্ছে। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা চপচপে পরোটা এবং রাজহাঁসের ভুনা মাংস। এত চেষ্টা করেও রাজহাঁসের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না।

মিসির আলি বললেন, তাই তো দেখছি।

আয়না বলল, স্যার, আপনার সামনে বসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আরাম করে বস। এবং কী বলতে চাও বলে ফেল।

আয়না বসতে বসতে বলল, আপনার মানসিক ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছি।

মিসির আলি বললেন, কোন ক্ষমতাটা দেখলে?

আয়না বলল, রাতে ক্যারাম খেলার খটাস খটাস ভৌতিক শব্দ হচ্ছে। আপনি নির্বিকার, মাথা উঁচিয়ে দেখার চেষ্টাও করলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন। আপনি ছাড়া অন্য যে কোনো মানুষ ভয়ে অস্থির হত। ডাকাডাকি শুরু করত। আপনি একটুও ভয় পান নি, এর কারণ কী স্যার?

মিসির আলি বললেন, বেশিরভাগ মানুষ সংশয়বাদী। তাদের ধারণা ভূত-প্রেত থাকলে থাকতেও পারে। আমার মধ্যে এই ধরনের কোনো সংশয় নেই।

ক্যারাম খেলার শব্দ কীভাবে হল?

মিসির আলি বললেন, শব্দটা পাশের ঘরে হয়েছে। কেউ একজন খটাস খটাস শব্দে ক্যারাম খেলেছে।

সেই কেউ-টা কে? আমি?

না তুমি না। তোমার বাবা।

কীভাবে বুঝলেন?

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার বাবা আমাকে আস্তিক বানানোর চেষ্টা করছেন। পাশের ঘরে খটাস খটাস শব্দ করে আমাকে ভূতের ভয় দেখাতে চাচ্ছেন।

বাবা এই কাজটা করেছেন আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, সকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন, রাতে ঘুম ভালো হয়েছে কি না। তাঁর গলায় ছিল কৌতূহল এবং আগ্রহ।

আয়না বলল, এই থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় না। আপনি অসুস্থ ছিলেন। অতিথি মানুষ। আপনার ভালো ঘুম হয়েছে কি না সেটা কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে জানতে চাওয়াটা তো স্বাভাবিক।

মিসির আলি বললেন, যখন ক্যারাম খেলার শব্দ হচ্ছে তখন আমি মিষ্টি গন্ধ পেলাম। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ার পর খটাস খটাস শব্দ থেমে গেল। মিষ্টি গন্ধও পাওয়া গেল না। মিষ্টি গন্ধটা জর্দার। তোমার বাবা প্রচুর জর্দা দিয়ে পান খান। এখন কি তুমি আমার Deduction গ্রহণ করবে?

জি স্যার করব।

মিসির আলি বললেন, বডি ল্যাংগুয়েজের একটা ব্যাপার আছে সেটা কি জান?

না।

আমরা মুখে অনেক কথা বলি না, কিন্তু আমাদের শরীর বলে। মনের ভেতরের কথা শরীর প্রকাশ করে দেয়। সকালবেলা তোমার বাবার বডি ল্যাংগুয়েজ তাঁকে প্রকাশ করে দিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বুঝাব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝান।

তুমি আমার সামনের চেয়ারে বসেছ। পায়ের উপর পা তুলে বসেছ। পা কিন্তু আমার দিকে না। যেদিক থেকে এসেছ সেদিকে রাখা—এর অর্থ তুমি আমার সামনে বসে থাকতে চাচ্ছ না, চলে যেতে চাচ্ছ।

আয়না অবাক হল। ভালোই অবাক হল।

মিসির আলি বললেন, তুমি এখন তোমার বসার অবস্থা একটু বদলেছ। মাথা সামান্য নিচু করে উপরের দিকে তাকাচ্ছ। মাথা নিচু করে যখন কোনো মেয়ে উপরের দিকে তাকায়, তখন তার চোখ বড় দেখা যায় এবং তার মধ্যে সামান্য হলেও খুকি ভাব আসে। তুমি এই ভাবটা নিয়ে এসে আমাকে বলার চেষ্টা করছ যে আমি যা বলছি তা সত্যি। আরো উদাহরণ দেব?

দিন।

তোমার বাবা যখন সিগারেট খান তখন উপরের দিকে ধোঁয়া ছাড়েন। তুমি যখন সামনে থাক তখন মেঝের দিকে ধোঁয়া ছাড়েন। এর অর্থ তুমি সামনে থাকলে তাঁর Confidence level নেমে যায়। আমাদের মন অনেক কিছু বলতে চায় না। কিন্তু শরীর বলে দেয়।

আয়না বলল, আপনি বুদ্ধিমান।

মিসির আলি বললেন, আমার বুদ্ধি আর দশজন মানুষের মতোই। আমার সুবিধা হচ্ছে আমি বুদ্ধি ব্যবহার করি। অন্যরা করে না, বা করতে চায় না।

আয়না বলল, আপনি কি আপনার ছাত্রের লেখা ডায়েরিটা পড়ে শেষ করেছেন?

দশ পৃষ্ঠার মতো পড়েছি। Slow reader, কারণ কী জান? কারণ হচ্ছে লেখা থেকে আমি ধরার চেষ্টা করি লেখার বাইরের কী লেখা আছে তা। লেখার মধ্যেও বডি ল্যাংগুয়েজ আছে।

আয়না বলল, যে দশ পৃষ্ঠা পড়েছেন সেখানে লেখার বাইরে কী লেখা আছে?

মিসির আলি বললেন, লেখার বাইরে লেখা আছে যে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করেছ কিন্তু তোমাদের ভেতর শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয় নি। কীভাবে ধরলাম বলব?

না। চলুন নাশতা খেতে যাই।

নাশতার টেবিলে হেডমাস্টার সাহেব একটি আনন্দ সংবাদ দিলেন। রাজ্য জয় করে ফেলেছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, ভাই সাহেব গুড নিউজ। গজার মাছ পাওয়া গেছে। ইনশাল্লাহ আজ রাতে আপনাকে ভূত দেখাতে পারব।

মিসির আলি হাসলেন। হেডমাস্টার বললেন, আপনার অবিশ্বাস আজ পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি বললেন, অবিশ্বাসী মানুষের সবচে বড় সমস্যা হল একটা অবিশ্বাস দূর হলে অন্য অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ সব ভেঙেচুরে দেব। খড়ের আগুনে সামান্য লবণ দিয়ে গজার মাছ পড়া হবে।

মিসির আলি বললেন, সেই মাছ কি আমরা জঙ্গলে রেখে আসব?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, না। মাছ ঘরে রেখে দেব। তারপর দেখবেন কী হয়।

কী হবার সম্ভাবনা?

পোড়া মাছের লোভে ভূত-প্রেত বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি শুরু করবে।

আয়না বলল, বাবা ভূতের আলাপ থাকুক। দিনের বেলা ভূতের ইতিহাস শুনতে ভালো লাগে না। সন্ধ্যা হোক তারপর শুরু কর। নাশতা খাবার পর আমি স্যারকে নিয়ে বেড়াতে বের হব। তুমি কি যাবে আমাদের সঙ্গে?

আরে পাগল হয়েছিস? গজার মাছ পুড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে না? মাছ পুড়ানোর টেকনিক আছে। আগুনে ফেলে দিলেই হয় না।

আয়না মিসির আলিকে নিয়ে বটগাছের কাছে এল। সে কাঁধে ঝুলিয়ে পাটের ব্যাগ এনেছে। সেখান থেকে ক্যামেরা বের করে বলল, বটগাছের ছবি তুলতে চেয়েছিলেন ছবি তুলুন।

মিসির আলি হাতে ক্যামেরা নিলেন। একবারও জানতে চাইলেন না তিনি যে ছবি তুলতে চেয়েছেন সেটা আয়না জানল কীভাবে।

মাছরাঙার ছবি তুলুন।

মিসির আলি মাছরাঙার ছবি তুলে বললেন, তোমার একটা ছবি কি তুলে দেব?

আয়না না সূচক মাথা নাড়ল। মিসির আলি বললেন, তুমি এখন মুখের ভাষায় না বল নি। শরীরের ভাষায় মাথা নেড়ে না বলেছ। শরীরের এই ভাষাটা আমরা সবাই জানি। এই ভাষার উৎপত্তি কীভাবে জান?

জানি না।

জানতে চাও?

চাই।

মিসির আলি বললেন, না বলার এই শারীরিক ভাষা তৈরি হয়েছে আমাদের শৈশবে। একটা শিশুকে মা খাওয়াচ্ছে। সে কথা বলা শেখে নি। তার পেট ভর্তি হয়ে গেছে সে এবার খাবে না। তখন তার মুখের কাছে খাবার নিলে সে মুখ সরিয়ে নেবে। যেখানে মুখ সরিয়েছে সেখানে খাবার নিলে মুখ আরেক দিকে সরাবে। না সূচক মাথা নাড়ানাড়ি চলতেই থাকবে। বুঝতে পারছ?

পারছি এবং অবাক হচ্ছি।

আমি যে তোমাকে ইচ্ছা করে অবাক করতে চাচ্ছি সেটা বুঝতে পারছ?

পারছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন তোমাকে অবাক করতে চাচ্ছি সেটা বুঝতে পারছ?

বুঝতে পারছি না। এবং বুঝতে চাচ্ছিও না। স্যার আপনি আর কতদিন থাকবেন?

পরশু চলে যাব।

যে মিশন নিয়ে এসেছিলেন সেটা কমপ্লিট হয়েছে?

মোটামুটি হয়েছে।

আয়না মেয়েটির রহস্য ধরে ফেলেছেন?

অনেকখানি ধরেছি। তুমি নিজে তোমার সম্পর্কে যা লিখেছ তা যদি পড়তে দাও তা হলে পুরোটাই বুঝতে পারব। দিবে?

আয়না স্পষ্ট গলায় বলল, না।

মিসির আলি বললেন, চল বসি।

আয়না ক্লান্ত গলায় বলল, চলুন।

দু'জন চুপচাপ বসা। মিসির আলি নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন। আয়না দুঃখী দুঃখী ভঙ্গিতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। মিসির আলি বললেন, চুপচাপ বসে না থেকে গল্প কর।

আয়না বলল, আপনি গল্প করুন। আমি শুনি।

কী গল্প শুনতে চাও?

আয়না বলল, আপনার ছাত্রের কাছে শুনেছি আপনার একটা ফাইল আছে, সেখানে যেসব রহস্যের আপনি কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি সেই সব অমীমাংসিত রহস্যের কথা লেখা।

ঠিকই শুনেছ।

সেসব গল্পের একটা শুনান। আপনার ব্যর্থতার গল্প শুনি। নাকি আপনার আপত্তি আছে?

কোনো আপত্তি নেই। বরং আগ্রহ আছে। আমি রহস্যভেদ করতে পারি নি, অন্য একজন পারবে। সেই অন্য একজন তুমিও হতে পার।

গল্প শুরু করুন।

মিসির আলি শুরু করলেন—

'বছর পনের আগের কথা। আমার কাছে একটা কিশোরী মেয়ে এসেছে। চৌদ্দ পনের বছর বয়স। সে একা আসে নি, তার মা তাকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার নাম নোশিন। তার নাকি ভয়ংকর এক সমস্যা। আমি তার সমস্যার সমাধান দেব এই মা মেয়ে দু'জনের আশা।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। আমার নিজের একটা ছোট্ট কামরা আছে। ক্লাসের শেষে সেখানে বসে পড়াশোনা করি। মেয়ে এবং মেয়ের মা সেখানেই বসেছে। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী সমস্যা গো মা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে ভীত চোখে মা'র দিকে তাকাল। সে তার সমস্যা নিজের মুখে বলতে চায় না। মাকে দিয়ে বলাতে চায়। তার মা বললেন, নোশিন কী যেন দেখে।

আমি বললাম, কী দেখ?

নোশিন আবার তার মা'র দিকে তাকাল।

আমি বললাম, তোমার সমস্যা তোমাকেই বলতে হবে। খোলাখুলি বলতে হবে এবং আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে। কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস টেন।

তুমি পড়াশোনায় কেমন?

ভালো।

সায়েন্স গ্রুপ?

জ্বি।

এই তো কথা বলতে পারছ। এখন সমস্যা বলা শুরু কর। কোক বা পেপসি খাবে আনিয়ে দেব?

না।

শোন নোশিন! তুমি পেপসি বা কোক খেতে চাচ্ছ। তোমার বডি ল্যাংগুয়েজ তাই বলছে। কিন্তু মুখে বলছ না। আমি আনিয়ে দিচ্ছি। কী আনতে বলব কোক?

সেভেন আপ।

আমি সেভেন আপ আনতে বেয়ারাকে পাঠালাম। নোশিন অনেকখানি সহজ হল। সে হাত মুঠি করে বসেছিল। হাতের মুঠি সামান্য আলগা করল। কেউ যখন কিছু বলতে চায় না, তখন হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে।

AMARBOI.COM

সেভেন আপের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নোশিন তার সমস্যাটা বলল, সে নাকি খুব ছোটবেলা থেকেই জন্তুর মতো একটা কিছু দেখে। জন্তুটা থাকে মানুষের পেছনে। সব মানুষের পেছনে না। যারা অল্পদিনের মধ্যে মারা যাবে তাদের পেছনে। জন্তুটা দেখতে কিছুটা মানুষের মতো। তবে মুখ গরুর মুখের মতো লম্বা। তাদের চোখও গরুর চোখের মতো। সেই চোখের মণি কখনো স্থির না। সব সময় ঘুরছে। জন্তুর গা থেকে কাঠপোড়ার গন্ধ আসে। তার হাত-পা মানুষের মতো। শুধু হাতের আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা।

নোশিনের মা বললেন, মেয়ে যা বলছে সবই সত্যি। আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন মারা গেছেন, তাদের প্রত্যেকের পেছনে সে এই জন্তু দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করেছে। যাদের পেছনে সে এই জন্তু দেখেছে তারা প্রত্যেকেই সাত থেকে দশ দিনের ভেতর মারা গেছে।

আমি বললাম, নোশিন জন্তুটার সাইজ কী? কত লম্বা?

নোশিন বলল, যার পেছনে সে দাঁড়ায় তারচেয়ে সে এক ফুটের মতো লম্বা হয়। তার মাথার উপর দিয়ে জন্তুটার মাথা দেখা যায়। জন্তুটা গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্তুটার গায়ে কাপড় দেখেছ? সে দেখতে মানুষের মতো? মানুষ জামাকাপড় পরে। জন্তুটা কি পরেছে?

নোশিন এই প্রশ্নের জবাব দিল না। চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি তাকে নিয়ে সেদিনই ঢাকা মেডিকেল কলেজে গেলাম। তাকে বললাম, তুমি আমাকে সাতজন রোগী দেখাও যাদের পেছনে ঐ জন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

নোশিন দেখাল। আমি রোগীদের নাম-ধাম লিখে চলে এলাম। নোশিনকে বললাম, পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

আশ্চর্য হলেও সত্যি সাতজন রোগীই দশ দিনের মাথায় মারা গেল। নোশিনকে নিয়ে এই পরীক্ষা আরো দুইটা হাসপাতালে করলাম। তার একটি হচ্ছে আজিমপুর সরকারি মেটার্নিটি ক্লিনিক। যেখানে অনেক সময় মা এবং নবজাতক দু'জনই মারা যায়। নোশিন তাও ঠিকঠাক মতো বলতে পারল।

সে বলল যেসব রোগী বিছানায় শুয়ে থাকে জন্তুটা তার পাশে শুয়ে থাকে। বেশিরভাগ সময় গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। নবজাতক শিশুর সঙ্গে যে জন্তুটা শুয়ে থাকে, সেই জন্তুটার সাইজ শিশুর চেয়ে সামান্য বড়।

আমি একটি হাইপোথিসিস দাঁড়া করালাম। জটিল কিছু না। সহজ ব্যাখ্যা। মেয়েটি কোনো বিশেষ উপায়ে মানুষের মৃত্যু Sense করতে পারে। হয়তো কোনো গন্ধ পায় বা এরকম কিছু। মৃত্যু সেন্স করার পরপরই তার ব্রেইন একটা কাল্পনিক ভয়ংকর জন্তুর মূর্তি তৈরি করে। তার ভেতর illusion তৈরি হয় যে সে জন্তু দেখছে।

পাশাপাশি আরেকটা হাইপোথিসিস দাঁড়া করালাম। এই হাইপোথিসিসে মেয়েটির ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা আছে। পুরো ভবিষ্যৎ না দশ–বারো দিনের ভবিষ্যৎ। এর মধ্যে যারা মারা যাবে সে জানে, তাদের পেছনেই জন্তু কল্পনা করে নেয়।

আমি প্রায় এক বছর এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম। প্যারানরম্যাল ভুবনে নোশিনের মতো আর কোনো উদাহরণ আছে কি না জানার চেষ্টা করলাম। অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তখন ইন্টারনেট শুরু হয় নি। অনেক চিঠিপত্র চালাচালি করতে হল। বলিভিয়ার এক বৃদ্ধের খোঁজ পাওয়া গেল যে মানুষের মৃত্যুর দিনক্ষণ বলতে পারে তবে সে কোনো জন্তু দেখে না। তার নাম সিমন ডি শান। যখন ভাবছি সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব হঠাৎ খবর পেলাম নোশিন তার নিজের পেছনে একটা জন্তু দেখছে।

মিসির আলি বললেন, আজ এই পর্যন্ত। বাকিটা অন্য সময় বলব।

আয়না বলল, অন্য সময় বলবেন মানে? এখনই গল্প শেষ করবেন। গল্প শেষ না করে উঠতে পারবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, কেন পারব না বল? তুমি সবার উপর প্রভাব খাটাচ্ছ। আমার উপরও প্রভাব ফেলতে চাচ্ছ। আমাকে এই চক্র থেকে বের হতে হবে। তুমি ফুটবল খেলতে এসে বল রাখছ নিজের পায়ে। তা আর হবে না। বল নিয়ে আসতে হবে আমার নিজের কোর্টে।

আয়না বলল, গল্পের শেষটা খুব জানতে ইচ্ছা করছে।

কোনো এক সময় অবশ্যই জানবে।

সেটা কখন? আজ?

মিসির আলি বললেন, জানি না। তিনি বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। আয়না আসছে না। সে তার জায়গাতেই বসে আছে। তাকিয়ে আছে মিসির আলির দিকে। তার চেহারা বিষণ্ন। কেঁদে ফেলার আগে কোনো তরুণীকে যেরকম দেখায়, তাকে সেরকম দেখাল। মিসির আলির মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আয়না এস। গল্পের শেষটা শুনে যাও। বাড়ির দিকে যেতে যেতে গল্পটা করি। আয়না প্রায় দৌড়ে এল। মিসির আলি ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে এগুচ্ছেন, গল্প করছেন। আয়না কান পেতে আছে।

'বুঝতেই পারছ নোশিন মেয়েটির বাড়িতে কান্নার সীমা রইল না। তখনই তাকে ডাক্তারের কাছে নেয়া হল। যদি কোনো রোগ ধরা পড়ে তার চিকিৎসা যেন শুরু হয়।

পুরো মেডিকেল চেক আপ। নোশিনের বাবা নিজেও একজন ডাক্তার, পিজিতে কাজ করেন।

মেডিকেল চেকাপে খারাপ ধরনের জন্ডিস ধরা পড়ল। হেপাটাইটিস সি বা ডি এই ধরনের কিছু। সুস্থ-সবল মেয়ে দেখতে দেখতে মড়ার মতো হয়ে গেল। তাকে ভর্তি করা হল পিজি হাসপাতালে। মেডিকেল বোর্ড বসল। নোশিনের অবস্থা দ্রুত খারাপ হওয়া শুরু করল। বেশিরভাগ সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। ঘরের আলো সহ্য করতে পারে না।

এক রাতে নোশিন তার মাকে বলল জন্তুটা তার সামনে চলে এসেছে। বসে আছে হাসপাতালের বিছানার পাশে। নোশিনকে অদ্ভুত ভাষায় কী সব বলে নোশিন বুঝতে পারে না।

আমি প্রতিদিনই নোশিনকে দেখতে যাই। তাকে সান্ত্বনা দেয়া বা প্রবোধ দেবার কিছু নেই। আমি যাই ব্যাপারটা বুঝতে। নোশিনকে নানান প্রশ্ন করি। সে প্রতিটা প্রশ্নেরই জবাব দেয়। জবাব দিয়ে কাঁদে।

নোশিন! জন্তুটা এখন কোথায়?

আমার সামনে।

কী করছে?

আঙুল নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছে।

তুমি হাত ইশারায় তাকে চলে যেতে বল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোশিন হাত ইশারায় চলে যেতে বলল। মুখেও বলল, তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও।

আমি বললাম, নোশিন এখন জন্তুটা কী করছে?

হাসছে।

জন্তুটা হাসতে পারে?

পারে।

অষ্টম দিনে নোশিনের মা আমাকে টেলিফোন করে আসতে বললেন। বিশেষ একটা ঘটনা নাকি ঘটছে। আমি তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে উপস্থিত হলাম। নোশিন আধশোয়া হয়ে আছে। তার হাতে কী যেন আছে। সে দুই হাতে সেটা আড়াল করতে চাইছে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সবুজ রঙের কী যেন দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো গাছের কষ। আমি বললাম, কী ব্যাপার?

নোশিন জানাল জন্তুটা তাকে ঘণ্টাখানেক আগে এটা দিয়েছে এবং খেতে বলেছে। বারবার ইশারা করছে মুখে দিতে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না।

আমি বললাম, কখন দিয়ে গেল?

নোশিন বলল, কখন দিয়েছে আমি জানি না। ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ জেগে দেখি জেলির মতো এই জিনিসটা আমার হাতে। জন্তুটা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে খেতে বলছে। চাচা আমি কি খাব?

আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। জন্তুর ব্যাপারটাই নিতে পারছি না। সে খাবার এনে দিচ্ছে এটা কীভাবে নেব? বারবার মনে হচ্ছে হাসপাতালের কোনো নার্স বা অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটার হাতে এটা দিয়েছে। টুথপেস্ট হবার সম্ভাবনা। দেখতে সে রকমই।

নোশিন বলল, কেউ খেতে দিচ্ছে না। সবাই বলছে খেলেই আমি মরে যাব। জন্তুটা আমাকে তাড়াতাড়ি মরার জন্য এটা এনে দিয়েছে।

আমি বললাম, তোমার মন যা চায় তাই কর। কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়। তবে আমি তোমার জায়গায় হলে হয়তো খেয়ে ফেলতাম।

নোশিন হঠাৎ জিনিসটা মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করে গিলে ফেলল। এবং চোখ বড় বড় করে বলল, জন্তুটা দরজা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

নোশিনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। সে অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। তার বিয়ে হয় একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। তার নিজের জন্তুটাকে চলে যেতে দেখার পর জন্তু দেখার রোগটা তার পুরোপুরি সেরে যায়। এই হচ্ছে অমীমাংসিত রহস্যের গল্প।'

আয়না বলল, সব রহস্যের মীমাংসা না হওয়াই ভালো।

তাই বুঝি?

জি তাই। সব রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেলে পৃথিবী সাধারণ হয়ে যাবে। আমি চাই না আপনি আমার রহস্যের মীমাংসা করেন।

তুমি নিজে কি তোমার রহস্যের মীমাংসা করেছ? যদি করে ফেল তা হলেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোড়া গজার মাছ ভূত-প্রেতকে দিয়ে খাওয়ানো প্রকল্প বাতিল হয়ে গেল। ঘটনা এরকম—খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে লবণ মাখানো গজার মাছ ঢুকানো হবে। প্রস্তুতি সম্পন্ন। আগুন দেয়া হয়েছে। খড় ভেজা বলে আগুন ঠিকমতো জ্বলছে না। একজন গেছে কেরোসিন আনতে। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, 'কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরালে চলবে না। মাছে কেরোসিনের গন্ধ থাকলে ভূত সেই মাছ খাবে না। অল্প আগুনেই মাছ পুড়ানো শুরু হোক।' দু'জন মিলে মাছটাকে আগুনে রাখতে যাচ্ছে তখন বনের ভেতর থেকে ভয়াল দর্শন এক কুকুর বের হয়ে এল। লাঠি নিয়ে একজন কুকুরটাকে তাড়া করতে গেল। কুকুরটা তার পা কামড়ে ধরল। আর তখন বনের ভেতর থেকে আরো দু'টা কুকুর বের হল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাছের উপর।

কুকুরের তাড়া খেয়ে হেডমাস্টার সাহেব উল্টে পড়লেন। পা মচকালেন। মাছ ধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারজনের ভেতর তিনজনই কুকুরের কামড় খেল। হেডমাস্টার সাহেব কোনোক্রমে রক্ষা পেলেন।

রাত বাড়ার পর শুরু হল আরেক উপদ্রব। কুকুর তিনটা হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ির চারদিকে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল। মাঝে মাঝে তারা থামে। তখন তিনজনই একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

হেডমাস্টার সাহেব মিসির আলিকে বললেন, অবস্থা কিছু বুঝলেন?

মিসির আলি বললেন, না।

তিন কুকুর হচ্ছে ঐ জিনিস।

কী জিনিস?

খারাপ জিনিস। কুকুরের বেশ ধরে এসেছে।

ভূত–প্রেত?

অবশ্যই। এদের আচার-আচরণ দেখে বুঝতে পারছেন না?

মিসির আলি বললেন, ভূত–প্রেত কুকুরের বেশ ধরে আসবে কেন?

হেডমাস্টার সাহেব বললেন, ভয় দেখানোর জন্য এসেছে।

মিসির আলি বললেন, ভয় দেখানোর জন্য আরো ভয়ংকর কিছুর বেশ ধরে আসা উচিত। যেমন ধরুন চিতাবাঘ।

এরা যে কুকুর না অন্য কিছু তা আপনি বিশ্বাস করছেন না?

মিসির আলি বললেন, না। আপনার কাছে বন্দুক থাকলে আমি বলতাম একটা কুকুর গুলি করে মারতে। তা হলে আপনি ভূত মারার দুর্লভ সম্মান পেতেন। ভাই আপনার কাছে কি বন্দুক আছে?

না বন্দুক নাই। বন্দুক থাকলেও আমি গুলি করতাম না। ভূত–প্রেতের সাথে বিবাদে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। এদের ক্ষেপিয়ে দিলে সমস্যা আছে। সমানে সমানে বিবাদ চলে। অসমানে বিবাদ চলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতদের ক্ষমতা কি আমদের চেয়ে বেশি?

অবশ্যই বেশি। যারা অদৃশ্য তাদের ক্ষমতা বেশি তো হবেই। মানুষ চাঁদে যাওয়া নিয়ে কত হইচই করল। খোঁজ নিয়ে জানা যাবে ভূত-প্রেত মানুষের অনেক আগেই চাঁদ, মঙ্গল গ্রহ এইসব জায়গায় বসতি করেছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে তাদের রকেট লাগে না।

কুকুর তিনটার কারণে মিসির আলি রাতের খাবারের হাত থেকে বেঁচে গেলেন। দোতলা থেকে কেউ নামতে সাহস পেল না। পরিবারের সবাই অভুক্ত থেকে গেল।

রাত অনেক হয়েছে। বারান্দায় বসে মিসির আলি কুকুরের কর্মকাণ্ড দেখছেন। আয়না এসে তাঁর পাশে বসতে বসতে বলল, কুকুর তিনটা কী কাণ্ড করেছে দেখেছেন স্যার?

মিসির আলি বললেন, দেখছি।

আয়না বলল, এই বাড়ির চারপাশে তাদের ঘুরঘুর করার কী আছে? গজার মাছ পুড়ানোর আয়োজন এ বাড়ি থেকে করা হয়েছে এই তথ্য কুকুরদের জানার কথা না। স্যার আপনি তো অনেক বিষয় জানেন—কুকুর বিষয়ে কি জানেন?

মিসির আলি বললেন, তেমন কিছু জানি না। আমার বিষয় মানুষের সাইকোলজি। কুকুরের সাইকোলজি না। তবে একটা বিষয় জানি—কুকুর মিষ্টির স্বাদ জানে না। জিহ্বায় যে টেস্টবাড মিষ্টির স্বাদ টের পায় সেই টেস্টবাড কুকুরের নেই। তাকে রসগোল্লা দিয়ে দেখ, সে খাবে না।

আয়না বলল, স্যার আপনি তো সব বিষয়ে একটা হাইপোথিসিস দাঁড়া করিয়ে ফেলেন। কুকুর তিনটা সম্পর্কে আপনার হাইপোথিসিস কী?

মিসির আলি বললেন, সহজ হাইপোথিসিস আছে। কুকুর মানুষের ভয় টের পায়। যে কুকুরকে ভয় পায় কুকুর তাকেই তাড়া করে। তোমার বাবা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। কুকুর তিনটা ভয় ধরে ধরেই এখানে এসেছে। তোমার বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়বেন ওরা চলে যাবে।

আয়না বলল, আপনার কি একবারও মনে হয় নি কুকুর তিনটার এখানে আসার পেছনে আমার ভূমিকা আছে? মানুষকে যে প্রভাবিত করতে পারে, সে তো কুকুরকেও করতে পারবে।

মিসির আলি বললেন, তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে কুকুর আসার কোনো সম্পর্ক নেই। কুকুর তিনটার কারণে তোমাদের বাড়ির সব মানুষ না খেয়ে আছে। ওই কাজটা তো তুমি হতে দেবে না। তুমি কুকুর এনে থাকলে তাদের বিদেয় করে দিতে। সেটা তুমি কর নি। তুমি নিজেও অভুক্ত।

আয়না বলল, স্যার রেলিং ধরে একটু দাঁড়ান। আমি এদের বিদায় করে দিচ্ছি। এরা একজন একজন করে উঠে চলে যাবে আর ফেরত আসবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি রেলিং ধরে দাঁড়ালেন। কুকুর তিনটা এক লাইনে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের মতো থাবা গেড়ে বসে আছে। একটা কুকুর হঠাৎ একটু নড়েচড়ে উঠল। তারপরেই ছুটে চলে গেল। বাকি দু'টা আগের মতোই বসা। এখন আরেকটা চলে গেল। তারও কিছুক্ষণ পরে গেল তৃতীয়টা।

মিসির আলি আয়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভালো দেখিয়েছ। I am Impressed.

৪

তরিকুল ইসলামের বিরাট সমস্যা হয়েছে। হঠাৎ করে কুকুরভীতি তাঁকে কাবু করে ফেলেছে। দোতলা থেকে তিনি নামতে পারছেন না। তাঁর মনে হচ্ছে একতলায় নামলেই তিন দিক থেকে তিন কুকুর এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েও তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। কুকুরের খোঁজে এদিক-ওদিক দেখছেন। কালো রঙের কিছু দেখলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। কপালে ঘাম হচ্ছে। কেন তিনি এত ভয় পাচ্ছেন নিজেও বুঝতে পারছেন না। ভয়টা সময়ের সঙ্গে বাড়ছে।

সকাল দশটা। তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কারণ এখন তাঁর মনে হচ্ছে তিনটা কুকুরই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসবে। তারা আজ দিনের মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটাবে। তরিকুল ইসলামের ইচ্ছা করছে এই অঞ্চল ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। বড় কোনো শহরে যেখানে কুকুরের উৎপাত নেই।

তরিকুল ইসলামের দরজায় টোকা পড়ছে। কুকুরের দরজায় টোকা দেবার ক্ষমতা নেই তারপরেও তিনি ভীত গলায় বললেন, কে?

আমি মিসির আলি দরজা খুলুন। আমি আপনার কুকুরভীতি সারিয়ে দিচ্ছি।

কীভাবে?

হিপনোটিক সাজেশান বলে একটা পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতিতে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, কোনো পদ্ধতিতে কিছু হবে না ভাই সাহেব। তাবিজ-কবচ লাগবে।

মিসির আলি বললেন, হিপনোটিক পদ্ধতি কাজ না করলে অবশ্যই তাবিজ-কবচে যাওয়া হবে। আগে দেখি কাজ করে কি না। দরজা খুলুন। সিঁড়ির গোড়ায় আমি মাজেদকে লাঠি হাতে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছি। কুকুর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবে না। বাড়ি দিয়ে কোমর ভেঙে দেবে।

তরিকুল ইসলাম দরজা খুললেন। কাতর গলায় বললেন, কাল সারা রাত জেগে ছিলাম। এক সেকেন্ডের জন্য চোখের পাতা এক করতে পারি নাই। শেষ রাতে একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝিমুনির মতো এসেছে তখন স্বপ্নে দেখি দু'টা কুকুর আমার দুই পা কামড় দিয়ে ধরে আছে আর বড়টা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, শান্ত হোন তো ভাই। দেখি সমস্যার সমাধান করা যায় কি না।

তরিকুল ইসলাম চিন্তিত ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে আছেন। তাঁর তিন ফুট সামনে মিসির আলি। মিসির আলির হাতে পকেট ঘড়ির চেইন। চেইনের মাথায় ঘড়ি। তিনি ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো সামান্য দুলাচ্ছেন। তাদের বাঁ দিকে খাটের উপর আয়না বসে আছে। আয়নার চোখে তীব্র কৌতূহল। আয়নার পাশেই তার মা। ঘোমটা টেনে তিনি নিজেকে আড়াল করেছেন। মহিলা কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তিনি এক হাতে মেয়েকে শক্ত করে ধরে আছেন।

মিসির আলি বললেন, হেডমাস্টার সাহেব!

জি।

আপনি সারা রাত ঘুমান নি এখন আপনার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।

জি।

আপনি কল্পনা করুন নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। জায়গাটা ফাঁকা। গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই। জায়গাটা কি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন।

তরিকুল ইসলাম চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বললেন, দেখতে পাচ্ছি।

জায়গাটা কেমন একটু বলুন তো?

সুন্দর। খুব সুন্দর। ফুলের বাগান আছে।

ঠাণ্ডা বাতাস কি বইছে?

জি।

ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন না?

পাচ্ছি।

একটা পুরোনো কাঠের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?

হুঁ।

দোতলা বাড়ি না?

জি।

খুঁজে দেখুন দোতলায় উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বের করুন।

আচ্ছা।

সিঁড়ি খুঁজে বের করে আমাকে বলুন। সিঁড়ি পেয়েছেন?

পেয়েছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করুন। এক একটা ধাপ উঠবেন আর আপনার চোখ গাঢ় হতে থাকবে। সপ্তম ধাপে উঠে গভীর ঘুমে আপনি তলিয়ে যাবেন। উঠতে শুরু করুন। প্রথম ধাপ উঠেছেন?

জি উঠেছি।

দ্বিতীয় ধাপ?

হুঁ।

ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

তৃতীয়।

হুঁ।

আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আপনার পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে চতুর্থ ধাপ। উঠেছেন?

হুঁ।

চতুর্থ, পঞ্চম এখন সপ্তম ধাপ উঠবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনি পা দিয়েছেন সপ্তম ধাপে।

তরিকুল ইসলাম বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসেছে। আয়না অপলক তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, তরিকুল ইসলাম সাহেব।

জি।

ঘুমাচ্ছেন?

জি।

আপনার কেমন লাগছে?

ভালো।

আমি দু'বার হাততালি দেব। তালির শব্দে আপনার ঘুম ভাঙবে। ঘুম ভাঙার পর আপনি কুকুর ভয় পাবেন না। কুকুরভীতি আপনার পুরোপুরি দূর হবে।

মিসির আলি দু'বার হাততালি দিলেন। তরিকুল ইসলাম চোখ মেললেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। আয়না বলল, বাবা কুকুরের ভয়টা কি গেছে?

তরিকুল ইসলাম বললেন, কুকুরের কীসের ভয়?

আয়না বলল, তুমি স্যারের জন্য মাছ কিনতে যাবে না?

তরিকুল ইসলাম বললেন, এখনই যাচ্ছি।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এক তলায় নামলেন এবং মাছের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। কুকুরভীতি এখন তাঁর আর নেই।*

---

* এই বইয়ে লেখা হিপনোটিক সাজেশানের পদ্ধতিটি কেউ ব্যবহার করতে চাইলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। Trance state-এ চলে যাওয়া কাউকে ভুল সাজেশান কখনোই দেয়া ঠিক না। এতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।—হুমায়ূন আহমেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদম গাছের নিচে বেতের চেয়ার পাতা হয়েছে। আজ কুয়াশা কম। মিসির আলি ছাত্রের ডায়েরি নিয়ে বসেছেন। তাঁকে চা দেয়া হয়েছে। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন।

মাজেদ অসাধ্য সাধন করেছে। সে মিসির আলির চুল টেনে দিচ্ছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার মিসির আলির ভালো লাগছে। ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। মিসির আলি মাজেদের সঙ্গে গল্প করছেন।

মাজেদ মিয়া!

জি স্যার।

চুল টানা কোথায় শিখেছিস?

মাজেদ বলল, লেখাপড়া শিখা লাগে এইগুলা শিখা লাগে না।

কিছু একটা শেখা তো উচিত। লেখাপড়াটা শিখ।

আপনে বললে শিখব। তয় সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

বেতন দেয়া লাগে। মা একবার আমারে ইস্কুলে দিতে চাইল। বাপজান তারে দিল দাবর।

দাবর কী?

বড় ধমকরে বলে দাবর।

দাবর দিয়ে কী বলল?

বাপজান বলল, এই বান্দি! ইস্কুলে যে দিবি পুলার বেতন কে দিব? তর বাপে দিব?

নিজের স্ত্রীকে বান্দি বলা এটা কেমন কথা।

মাজেদ বলল, আমার বাপজানের মতো যারা গরিব তার পরিবারেরে বান্দি বললে দোষ হয় না।

মিসির আলি বললেন, তোর অনেক বুদ্ধি। তোকে পড়াশোনা করতেই হবে। বেতন আমি দিব। ঠিক আছে?

জে ঠিক আছে। তয় বাপজানের কাছে টেকা দিয়া গেলে বাপজান খরচ কইরা ফেলব। হেডস্যারের কাছে টাকা দিয়া গেলে ভালো হয়।

মিসির আলি বললেন, সবচে ভালো হয় তুই যদি আমার সঙ্গে ঢাকায় যাস। আমি লেখাপড়া দেখিয়ে দিতে পারব। যাবি?

মাজেদ বলল, এক জোড়া স্যান্ডেল কিন্যা দিলে যাব। শহর বন্দরে খালি পায়ে যাওয়া ঠিক না। এই জন্যে স্যান্ডেল।

স্যান্ডেল অবশ্যই কিনে দেব। এখন খেলতে যা। চুল টানতে হবে না।

আমি যে আপনের লগে যাইতেছি মা'রে বলব?

অবশ্যই বলবি। মা'কে বলবি, বাবাকে বলবি। তাদের অনুমতি নিতে হবে না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি ডায়েরি পড়ায় মন দিলেন। ডায়েরি আজ দিনের মধ্যেই পড়ে শেষ করতে হবে। আগামীকাল ঢাকায় চলে যাবেন। হাতে সময় নেই।

"শ্রাবণ মাসের শেষে আমি আয়নাকে নিয়ে এলাম। সে আগ্রহ নিয়ে ঘরবাড়ি দেখল। বিশাল বারান্দা দেখে খুশি হল। দুপুরে নিজেই রান্না করল, ডিম ভাজল। ডাল রাঁধল। কাজের একটা বাচ্চা মেয়ে জোগাড় করে রেখেছিলাম আট নয় বছর বয়স। নাম আঙ্গুর। তার চুল বেঁধে দিল। চুল বাঁধতে বাঁধতে অনেক গল্প করল।

নাম আঙ্গুর। আঙ্গুর কখনো খেয়েছিস?

না।

আচ্ছা তোকে খাওয়াব। তোর স্যারকে বলব নিয়ে আসতে। বারান্দার টবে আঙ্গুরের চাষও করব। তুই গাছে নিয়মিত পানি দিবি। পারবি না?

পারব।

লেখাপড়া জানিস?

না।

লেখাপড়া শিখতে হবে। মূর্খ হয়ে থাকা যাবে না। তোর স্যারকে বলে তোকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দেব।

আচ্ছা।

গান জানিস।

রূপবান পালার গান জানি।

গেয়ে শুনা।

আঙ্গুর মাথা নিচু করে গান ধরল, ও দাইমা। দাইমা গো।

আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। সুখী পরিবার শুরু হতে যাচ্ছে। আমি আত্মীয়-পরিজন ছাড়া একজন মানুষ। সারা জীবন একা থেকেছি। একা থাকতে হবে না। সংসারে শিশু আসবে। সে হাসবে খেলবে। আমি হাঁটু গেড়ে ঘোড়া হব। সে ঘোড়ার পিঠে চড়বে। আয়না তাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে—'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?'

সন্ধ্যাবেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল। আয়না ঝিম মেরে গেল। কথা বললে তাকায়, জবাব দেয় না। আমি বললাম, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে? সে না সূচক মাথা নাড়ল। রাতে খাবার খেল না। আমি বললাম, শরীর খারাপ লাগলে শুয়ে পড়।

আয়না বলল, আমি আলাদা শোব।

আলাদা শোবে মানে?

আয়না আঙুল উঁচিয়ে গেস্ট রুম দেখিয়ে বলল, ঐ ঘরটায় শোব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন?

আয়না আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মনে হল সে আলাদা ঘুমাবে এটাই তো স্বাভাবিক। সবার প্রাইভেসি আছে। একা ঘুমালে প্রাইভেসি রক্ষা হয়। স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমানো হচ্ছে মধ্যযুগের বর্বরতার মতো। আধুনিক যুগে স্বামী–স্ত্রী আলাদা আলাদা ঘরে বাস করবে। স্বামী তার নিজের মতো তার ঘর সাজাবে। স্ত্রী তার রুচিমতো সাজাবে।

আমি বললাম, অবশ্যই তুমি আলাদা ঘুমাবে। সেটাই উচিত এবং শোভন।

আয়না বলল, থ্যাংক য়্যু।

তখনো আমি বুঝতে পারি নি যে আয়না আমার চিন্তা করার ক্ষমতা কনট্রোল করছে। তার ইচ্ছামতো ভাবতে আমাকে বাধ্য করছে। আমি আলাদা ঘুমুতে গেলাম। ভালো ঘুম হল। কড়া ঘুমের অষুধ খেলে যেমন ঘুম হয় তেমন ঘুম।

সকালবেলা আয়না স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসিখুশি। আঙ্গুর মেয়েটাকে নিয়ে অনেকগুলো ফুলের টব কিনে বারান্দায় সাজাল। শতরঞ্জি কিনে আনল। বারান্দায় বিছিয়ে আসনের মতো করল। আমাকে বলল, এটা হল আমার আসন। যখন আমার মন খারাপ থাকবে তখন আসনে বসে থাকব।

আমি বললাম, ভালো তো!

সন্ধ্যা হবার পরপর আয়না বারান্দায় বসল। আমার মনে হল এটাই তো স্বাভাবিক। এখন তার কাছে যাওয়া হবে খুবই অনুচিত। সবারই নিজের আলাদা কিছু সময় থাকা দরকার। সে বারান্দায় বসে নিজের মনে ভাবছে ভাবুক না।

আমি একা রাতের খাবার খেয়ে ঘুমুতে গেলাম। মরার মতো ঘুমালাম। ঘুম ভাঙল আয়নার ডাকে। সে চা বানিয়ে এনেছে। আয়না বলল, দশটা বাজে, এখনো ঘুমাচ্ছ? সকালে তোমার ক্লাস নাই?

ক্লাস নিলাম। ছাত্রভর্তি বিষয়ে প্রিন্সিপ্যাল স্যার কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন তার পিছনে সময় দিলাম। ছাত্রদের হোস্টেলে দুই দলে মারামারি হয়েছে। আমি হোস্টেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার। দুই দলকে শান্ত করার প্রক্রিয়ায় বেশ সময় গেল। আমি নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত কিন্তু মন পড়ে আছে বাসায়। সারাক্ষণ আয়নাকে নিয়ে ভাবছি। আমি যে তার হাতের পুতুল হয়ে গেছি। এই বিষয়টা পরিষ্কার।

গভীর প্রেম মানুষকে পুতুল বানিয়ে দেয়। প্রেমিক প্রেমিকার হাতের পুতুল হন কিংবা প্রেমিকা হয় প্রেমিকের পুতুল। দু'জন একসঙ্গে কখনো পুতুল হয় না। কে পুতুল হবে আর কে হবে সূত্রধর তা নির্ভর করে মানসিক ক্ষমতার উপর। মানসিক ক্ষমতা যার বশি তার হাতেই পুতুলের সুতা।

আমার সুতা আয়নার হাতে। সে আমাকে নিয়ে খেলছে। কিন্তু কেন? আমার জন্য তার কোনো ভালবাসা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। সে আছে সম্পূর্ণ তার নিজের ভুবনে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। তরিকুল ইসলাম মাছ নিয়ে ফিরছেন। হাসিমুখে বললেন, আপনি বিরাট ভাগ্যবান মানুষ। আপনার কপালের কারণে এত বড় কৈ মাছ পেয়েছি। দেখেন মাছ দেখেন। ছবি তুলে রাখার মতো মাছ।

মিসির আলি চোখে–মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে মাছ দেখলেন।

এই সাইজের কৈ কখনো দেখেছেন?

না।

পেটের আঁশে লাল চকচকে ভাব দেখছেন?

জ্বি।

এটা হল রানী কৈয়ের লক্ষণ।

মিসির আলি বললেন, কৈ মাছে রাজা–রানী আছে?

অবশ্যই আছে। আজ হল কৈ দিবস। কৈ মাছের ভাজা খাবেন। মটরশুঁটি দিয়ে ঝোল খাবেন। আরেকটা আইটেম হল কৈ মাছের ভর্তা।

কৈ মাছের ভর্তাও হয়?

তরিকুল ইসলাম আনন্দিত গলায় বললেন, আপনারা যারা শহরবাসী তাদের ধারণা শুধু টাকি মাছের ভর্তা হয়। কৈ মাছেরও ভর্তা হয়। কৈ ভর্তার পাশে অন্য ভর্তা দাঁড়াতেই পারবে না। আজকের প্রতিটা আইটেম আমি রান্না করব।

আপনি রাঁধতেও পারেন?

তরিকুল ইসলাম বললেন, ভালো কোনো মাছ পেয়ে গেলে অন্যের হাতে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

রান্না শিখেছেন কোথায়?

মা'র কাছে শিখেছি। মা রান্না করত আমি পাশে বসে থাকতাম। আজ আমি রান্না করব আপনি পাশে বসে থাকবেন। রান্না দেখার মধ্যেও আনন্দ আছে।

মিসির আলি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন রান্না দেখে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। রান্না বিষয়টাতে যে এত ধরনের জটিলতা আছে তা তিনি আগে লক্ষ করেন নি। আগুনের আঁচ বাড়ানো হচ্ছে, কমানো হচ্ছে। পাতিলের উপর কখনো ঢাকনা দেয়া হচ্ছে কখনো বা সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

তরিকুল ইসলাম বললেন, আজ খাওয়া শুরু হবে উচ্ছে ভাজি দিয়ে। ভয়ংকর তিতা। তিতা দিয়ে শুরু করলে কি হয় জানেন?

কী হয়?

প্রথমেই শরীরের সিস্টেমে ধাক্কা লাগে। শরীর সেই ধাক্কা খেয়ে অন্য খাবারগুলোর জন্য তৈরি হয়। বাকি খাবারগুলো তখন অসাধারণ লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্না চলেছে আর চলছে তরিকুল ইসলাম সাহেবের মুখ। তিনি কথার রেলগাড়ি চালিয়েছেন। সব কথাই খাদ্য সম্পর্কিত।

মিসির আলি সাহেব! রিঠা মাছ খেয়েছেন?

খেয়েছি মনে হয়। নাম মনে করতে পারছি না।

রিঠা এমন মাছ যে একবার খেলে ভুলবেন না। রিঠা সম্পর্কে কবিতাই আছে—

'রিঠা

হাড়ে গোশতে মিঠা।'

মিসির আলি বললেন, একবার খেয়ে দেখতে হয়।

তরিকুল ইসলাম বললেন—ঢাকা শহরে এই মাছ পাবেন ঠিকই—সবই মরা। বরফ দেয়া। রিঠা মাছ জীবন্ত অবস্থায় কিনতে হয়। কাটার দশ মিনিটের মাথায় রান্না করতে হয়। দশ মিনিট পরে রান্না করবেন মাছ লাগবে বালির মতো।

তাই নাকি?

অবশ্যই। মহাশোল খেয়েছেন? আমরা বলি মাশুল। পাহাড়ি নদীর মাছ। অনেকটা রুই মাছের মতো তবে মুখটা রুই মাছের চেয়ে লম্বা। হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়।

মাশুল মাছ নিয়ে কোনো ছড়া কি আছে?

অবশ্যই আছে—'মাশুল মাছ আইছে। জমি বেইচা খাইছে।' এই মাছ রান্না হলে শ্বশুর জামাইকে না দিয়ে নিজে খায়।

খাওয়াদাওয়া মিসির আলির কাছে কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তরিকুল ইসলামের পাল্লায় পড়ে তাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। কৈ মাছ তিনি বেশ আরাম করেই খেলেন।

দিনের বেলা ঘুমানোর অভ্যাসও ছিল না। আজ খাওয়াদাওয়ার পর লেপ গায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। চোখ মেলেই দেখেন চায়ের কাপ হাতে আয়না দাঁড়িয়ে। আয়না বলল, এই নিয়ে আপনার কাছে তিনবার এসেছি। আপনি ঘুমাচ্ছিলেন দেখে জাগাই নি। বিছানায় বসে চা খাবেন না বারান্দায় বসবেন?

মিসির আলি বললেন, বিছানাতেই বসি। তুমিও চেয়ার টেনে বস। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। সেটা কী?

হিপনোটিক সাজেশানের বিষয়টা জানতে চাই। এত সহজে একজনকে ঘুম পাড়ানো যায় আমি জানতাম না।

মিসির আলি বললেন, মানুষের ব্রেইন অদ্ভুত কোনো কারণে এমনভাবে তৈরি যে অন্যের কথায় প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। কারো সামনে চোখ বন্ধ করা মানে তার আয়ত্তে চলে যাওয়া।

কেন এরকম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আমি পুরোপুরি জানি না। তবে এর Deep rooted কারণ থাকতে পারে। শুরুতে মানবগুষ্ঠি ভয়ংকর বিপদে থাকত। তাদেরকে দলপতির সব কথা শুনতে হতো। দলপতির নির্দেশ না মানার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। বিশেষ করে রাতে, যখন চারদিক অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমাদের জিন সেই ভাবেই তৈরি। আমরা অতি সুসভ্য প্রাণী কিন্তু আমাদের একটা অংশ প্রাচীন পৃথিবীর।

আয়না বলল, আপনি যখন কাউকে সাজেশান দিচ্ছেন তখন সে আপনাকে লিডার মানছে। যা করতে বলছেন তা-ই সে করছে?

অনেকটা সে রকম।

আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারবেন?

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমি কি আপনাকে হিপনোটাইজ করতে পারব? আপনি যেভাবে করেছেন সেভাবে।

মিসির আলি বললেন, পারবে। কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করব। প্রাণপণে নিজেকে আড়াল রাখার চেষ্টা করব না। তা ছাড়া প্রকৃতি প্রদত্ত এই ক্ষমতা তোমার ভালোভাবেই আছে। তোমার স্বামীকে তুমি তোমার ছবি আয়নায় দেখিয়েছ। হিপনোটাইজ করেই দেখিয়েছ।

কেন বলছেন?

প্রথমে তুমি তোমার স্বামীকে টেলিফোন করলে। অনেকদিন তোমার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। সে তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই মন্ত্রমুগ্ধ। তখন তাকে বললে আয়না দেখতে। সে সাজেশান পেয়ে গেল। তার প্রবল তৃষ্ণা হল আয়নায় তোমাকে দেখার। দেখতে পেল। আয়নায় মানুষ নিজের ছবি দেখে। সে কিন্তু নিজের ছবি দেখে নি। এর অর্থ একটাই আয়নার পুরো ব্যাপারটাই তার কল্পনা।

আয়না বলল, স্যার আরেক কাপ চা কি আপনাকে দেব?

মিসির আলি বললেন, আর চা খাব না।

আয়না বলল, আগামীকাল চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আয়না মাথা নিচু করে হাসল। মিসির আলি বললেন, হাসছ কেন?

আয়না বলল, আগামীকাল আপনি যেতে পারবেন না।

কেন যেতে পারব না?

আয়না বলল, ঘুম ভাঙার পর আপনার মনে হবে কী দরকার ঢাকা যাওয়ার? আরো কয়েকটা দিন থাকি। ঢাকায় আমার তেমন জরুরি কাজও তো নেই। এখানে দু'দিন থাকবেন বলে এসেছিলেন। স্যার, সাত দিন পার হয়েছে। এত দিন পার হয়েছে আপনি নিজেও কিন্তু জানেন না।

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, সাত দিন পার হয়েছে! কী বল তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না বলল, জি স্যার, সাত দিন। আমি আপনাকে আটকে রেখেছি। আমি যখন আপনাকে যেতে দেব তখন যেতে পারবেন। তার আগে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার ধারণা তোমার অনেক ক্ষমতা?

আয়না শান্ত গলায় বলল, স্যার আমার অনেক ক্ষমতা। আমি নিজে না বললে আমার বিষয়ে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না। আপনার ছাত্রও কিচ্ছু বুঝতে পারে নি। আপনি শুধু শুধুই তার খাতা পড়ছেন।

পড়া বন্ধ করতে বলছ?

না।

আমাকে যেতে দিচ্ছ না কেন?

আয়না বলল, মনে হয় আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

হতভম্ব মিসির আলি বললেন, কী বলছ তুমি?

আয়না বলল, প্রেমে পড়া অতি তুচ্ছ এবং হাস্যকর একটা জৈবিক বিষয়। এখানে আধ্যাত্মিকতার কিছু নেই। আমি আপনার ছাত্রের স্ত্রী নই। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমার প্রেমে পড়তে সমস্যা কী? আমি আপনার সঙ্গে ঢাকা যাব। মাজেদ একা কেন যাবে?

মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। কী বলছে এই মেয়ে!

আয়না বলল, স্যার আপনি এত নার্ভাস হয়ে গেছেন কেন? আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি। আপনি লজিক বুঝেন, কত কিছু বুঝেন। ঠাট্টা বুঝেন না? আশ্চর্য তো।

AMARBOI.COM

বিড়ালের ম্যাও ম্যাও শব্দ আসছে। মিসির আলি বারান্দায় এসে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন। মাজেদের কোলে মিশমিশে কালো এক বিড়াল। হেডমাস্টার সাহেব বিড়ালটার পা চেপে ধরে আছেন। বিড়াল উদ্ধার পাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে কামড়াতেও যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, কী ব্যাপার?

তরিকুল ইসলাম বললেন, গলায় কৈ মাছের কাঁটা ফুটেছে। কৈ মাছের কাঁটা বঁড়শির মতো। একবার ফুটলে ছাড়ন নাই। এই কারণেই বিড়ালের পা ধরে বসে আছি।

বিড়ালের পা ধরলে গলার কাঁটা যাবে?

তরিকুল ইসলাম বললেন, অবশ্যই যাবে। গলার কাঁটা দূর করার এটাই একমাত্র অষুধ। প্রতিটি পা একবার করে ধরতে হয়। তিনটা পা ধরেছি। একটা বাকি আছে। ঐটা ধরা মাত্র কাঁটা চলে যাবে।

তরিকুল ইসলাম চতুর্থ পা ধরলেন। বিড়াল তাঁকে কামড়াতে গেল। তিনি পা ছেড়ে দিয়ে বললেন, কাঁটা নাই। বিদায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

মিসির আলি ছাত্রের ডায়েরি নিয়ে বসেছেন। অল্প কিছু পাতা বাকি। এই পাতাগুলোতে হঠাৎ হঠাৎ কিছু অসংলগ্ন বাক্য ঢুকে পড়েছে। যেমন তারকা চিহ্ন দিয়ে লেখা—'পাচ্ছি না কেন?' 'রুলার রুলার।' 'লবণ নাই।' পাঁচটা পুরো পাতা আছে উল্টো করে লেখা শুধুমাত্র আয়নার সামনে ধরলেই পড়া যায়। Dyslexia নামক ব্যাধির রোগীরা এইভাবে লেখে। তার কি Dyslexia আছে?

মিসির আলি উল্টো করে লেখা অংশটা আগে পড়লেন। তাঁর আয়না প্রয়োজন হল না। পড়তে কিছু বেশি সময় লাগল। তাঁর ছাত্র ফারুক লিখেছে।

এই অংশে আমি কিছু অদ্ভুত কথা লিখব। কথাগুলো সাধারণ ব্যাখ্যার বাইরে। সরকারি ছুটির দিন। আমি কলেজে যাই নি। কান্নার শব্দ শুনে উঠে গেলাম। আঙ্গুর কাঁদছে। আমার কাজের মেয়ে আঙ্গুর খুব ভয় পেয়েছে। সে বসার ঘরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে পর্দার আড়াল থেকে বের করলাম। বললাম, কী হয়েছে?

সে বলল, ভয় পাইছি।

কখন ভয় পেয়েছিস?

সকালে।

দিন দুপুরে কীসের ভয়! কী দেখে ভয় পেয়েছিস?

মেয়েটা কিছু বলে না। শুধু কাঁদে আর এদিক-ওদিক তাকায়। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নেয়। কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকির মতো উঠে গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা। মেয়েটির একটিই কথা সে এই বাড়িতে থাকবে না। এখুনি চলে যাবে।

তার ভয় পাওয়া বিষয় নিয়ে যে আয়নার সঙ্গে আলাপ করব সে উপায় নেই। আয়নার নতুন অভ্যাস হয়েছে নদীর পাড়ে যাওয়া। সে নদীর পাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। আমাদের কলেজের পাশেই নদী, নাম বড় গাঙ্গ। আয়না খুঁজে খুঁজে নদীর পাড়ে একটা ছাতিম গাছ বের করেছে। সে গাছের গুঁড়িতে বসে থাকে। তাকে নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কানাঘুষাও আছে। যেমন তার মাথার ঠিক নাই। সে নিজে নিজে হাত নেড়ে কথা বলে, হাসে।

আমি আঙ্গুরকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করলাম। লাভ হল না। আমি বললাম, আয়না ফিরুক তারপর তোকে আমি তোর বাড়িতে দিয়ে আসব। আঙ্গুর তাতেও রাজি না। তাকে এখনই দিয়ে আসতে হবে। সে আর এক মুহূর্তের জন্যও থাকবে না। থাকলে নাকি সে মরে যাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাধ্য হয়েই আমি তাকে নিয়ে রওনা হলাম। তার বাবা-মা শহরের এক বস্তিতে থাকে। রিকশায় যেতে পনের-বিশ মিনিট লাগে। রিকশায় উঠে আঙুর স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমাকে ভয় পাওয়ার ঘটনা নিচু গলায় বলল।

সে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। তার আপামণি আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখে আপামণির হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেছে আর আপামণি আয়নাটার ভেতর ঢুকে গেছে।

আমি তার কথার কোনো গুরুত্ব দিলাম না। কী দেখতে কী দেখেছে। মানুষ আয়নার ভেতর ঢুকে যাবে কীভাবে? সে যদি বলত আপামণি হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে তাও একটা কথা হতো। মানুষের চোখে Blind spot বলে একটা ব্যাপার আছে। হঠাৎ কোনো বস্তু Blind spot-এ পড়ে গেলে তা দেখা যায় না। ফেরাউনের কিছু জাদুকর Blind spot-এর বিষয়টা জানতেন। তার সাহায্যে তাঁরা জীবন্ত বস্তু অদৃশ্য করার খেলা দেখাতেন।

আমি আয়নাকেও কিছু বললাম না। আঙ্গুর তার বাবা–মাকে দেখার জন্য হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে কয়েকদিনের জন্য তাকে বাবা–মা'র কাছে রেখে এসেছি এইটুক বললাম। আয়না বলল, তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। মেয়েটাকে ছাড়া বাসাটা খালি খালি লাগছে।

AMARBOI.COM

আমি বললাম, আচ্ছা।

আয়না বলল, মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ। তাকে পালক নিলে কেমন হয়? আমাকে মা ডাকবে। তোমাকে বাবা ডাকবে।

আমি বললাম, মেয়েটাকে পালক নিতে হবে কেন? আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে হবে। তারা বাবা–মা ডাকবে।

আয়না বলল, আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না।

আমি বললাম, কেন হবে না?

আয়না তার জবাব না দিয়ে আমার সামনে থেকে উঠে বারান্দায় চলে গেল। তার পছন্দের জায়গায় গিয়ে বসল। তার বারান্দায় বসার অর্থ এক দুই ঘণ্টা সে ঝিম ধরে থাকবে। হাত নাড়বে, বিড়বিড় করবে।

ছোট মেয়েটার অনুপস্থিতি যে আমাদের জীবনযাত্রায় বড় কোনো পরিবর্তন আনল তা না। সবকিছু আগের মতো চলতে লাগল। আয়না গুছিয়ে সংসার করে। সে যে কাজ করছে—বাসন ধুচ্ছে কাপড় ধুচ্ছে কিংবা রান্না করছে তা বুঝাই যায় না। তার সব কাজকর্ম নিঃশব্দ।

আমি একটা ঠিকা বুয়া রাখতে চেয়েছিলাম সে রাজি হল না। সে বলল, ওদের গা থেকে আমি নোংরা গন্ধ পাই। আমার শরীর ঘিনঘিন করে। গন্ধ বিষয়ে তার সমস্যা আছে। আয়নার এই কথা খুবই সত্যি। মাছের গন্ধ সে সহ্যই করতে পারে না। আমাদের বাসায় মাছ রান্না হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশের ফ্ল্যাটের মাছ রান্নাও সে মেনে নিতে পারে না। সারাক্ষণ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাখে কিংবা নদীর পাড়ের ছাতিম গাছের নিচে বসে থাকে।

আয়নার সঙ্গে আমার কথাবার্তাও তেমন হয় না। আমি প্রশ্ন করলে জবাব দেয় তাও সব সময় না। মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলে আমাকে চমকে দেয়। যেমন একদিন বলল, ফ্ল্যাট থ্রি-বি-তে একটা কালো লম্বা ছেলে থাকে দেখেছ? গোঁফ আছে। সব সময় মাথা নিচু করে হাঁটে। খুব সিগারেট খায়।

আমি বললাম, দেখেছি।

তাকে চেন?

চিনি। ওর নাম মুকসেদ। বাংলা প্রফেসর জালাল সাহেবের শালা। চাকরির খুঁজে এসেছে।

আয়না বলল, ও একটা খুনি। পাঁচটা খুন করেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কী বল তুমি!

আয়না বলল, মানুষ কারণে খুন করে। টাকাপয়সার জন্য করে, শত্রুতার জন্য করে, আর এই লোকটা কারণ ছাড়া খুন করে।

আমি বললাম, মনগড়া কথা কখনো বলবে না। মুকসেদের মতো শান্ত, নরম এবং ভদ্রছেলে আমি কখনোই দেখি নি।

আয়না বলল, সে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, পুলিশ তাকে খুঁজছে।

আমি বললাম, টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সব জেনে ফেলেছ? নাকি স্বপ্নে জেনেছ?

আয়না বলল, কীভাবে জেনেছি আমি জানি না। তবে জেনেছি। প্রফেসর সাহেব ঐ খুনিটার দুলাভাই না। তিনি সব জেনেশুনে খুনিটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। খুনিটার নাম মুকসেদ না। তার নাম কামাল।

যাদের খুন করেছে তাদের নাম কী?

মেয়েটার নাম বলতে পারি। তার নাম শিউলি। মেয়েটাকে প্রথম সে পাটক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়ে 'রেফ' করেছে তারপর খুন করেছে।

আমি তাকিয়ে আছি। আয়নার উদ্ভট কথাবার্তার কোনো অর্থ করতে পারছি না। এটা কি প্যারানয়া?

আয়না বলল, তুমি কি থানার ওসি সাহেবকে বলবে যে কামাল এখানে লুকিয়ে আছে?

আমি বললাম, উদ্ভট কথাবার্তা বলবে না। কোনো কারণ ছাড়া আমি ওসি সাহেবকে বলব যে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একজন খুনি ঘাপটি মেরে আছে?

আয়না ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাক বলতে হবে না। যা হবার আপনাতেই হবে। কয়েকদিন আগে আর পরে। খুনিটার ফাঁসি হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে—ফাঁসির দড়িতে ঝুলেও সে কিন্তু মরবে না। দীর্ঘ সময় ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁচে থাকবে এবং চোখের সামনে ভয়ংকর সব দৃশ্য দেখবে। তার কাছে মনে হবে সে অনন্তকাল এইসব দৃশ্য দেখছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, তুমি তার ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখে ফেলেছ?

আয়না হাসল আর কিছু বলল না।

আয়নার সঙ্গে খুনি মুকসেদ বিষয়ে কথাবার্তা বলার দ্বিতীয় দিনে পুলিশ এসে মুকসেদ এবং প্রফেসর জালাল সাহেবকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেব এবং চারজন শিক্ষককে নিয়ে থানায় ছুটে গেলাম। জালাল সাহেবকে অ্যারেস্ট করেছে। একজন সিনিয়র শিক্ষক। ওসি সাহেব বললেন, এই ভয়ংকর খুনি এখানে লুকিয়ে আছে আমরা জানতাম না। কীভাবে টের পেলাম সেই ইতিহাস আপনাদের বলতেই হবে। জগতে কত রহস্য যে আছে। ঘটনা হয়েছে কী—শরীরটা খারাপ লাগছিল আমি থানা থেকে দুপুর বেলা বাসায় গেলাম। খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ স্বপ্নে দেখি অতি অপরূপা এক মেয়ে আমাকে বলছে—ওসি সাহেব! ঘুম থেকে উঠুন। ভয়ংকর খুনি কামাল কোথায় আছে আমি জানি। এই হল ঠিকানা। সে ঠিকানা বলল। একবার না, কয়েকবার।

আমার ঘুম ভাঙল। ইউনিফর্ম পরলাম। আর্মড পুলিশ নিয়ে ফ্ল্যাট ঘেরাও করলাম। হারামজাদাটাকে পেয়ে গেলাম।

আমার স্ত্রী যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়ে এসেছে এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ কখনোই ছিল না। ক্ষমতার ব্যাপ্তিটা কতটুকু তা ধরতে পারছিলাম না। প্যারা নরমাল জগতে সাইকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক মানুষের উদাহরণ আছে। ডকুমেন্টেড সব ঘটনা। রাশিয়ার এস বেলায়েভ নামের একজন শৌখিন চিত্রকর পদার্থবিদদের সামনে তিন মিনিট লেভিটেশনে ছিলেন। মেঝে থেকে এক ফুট উঁচুতে ভেসে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাঁচকলা দেখিয়েছেন। সায়েন্টিস্টরা কিছুই ধরতে পারেন নি।

ইসরায়েলের য়ুরি গেলার চোখের দৃষ্টিতে চামচ বাঁকা করতে পারতেন। ম্যাজিশিয়ানরা দাবি করেন এখানে কিছু ম্যাজিকের কৌশল আছে। য়ুরি গেলার বিবিসি টেলিভিশনে চামচ বাঁকানো দেখালেন।

তাঁকে ঘিরে রইল সায়েন্টিস্ট এবং ম্যাজিশিয়ান। কেউ কিছু ধরতে পারল না।

আমেরিকার ABC টেলিভিশন মার্থা নামের আট বছর বয়েসী একটি মেয়েকে নিয়ে এক ঘণ্টার প্রোগ্রাম করেছিল। সে যে কোনো মানুষের দিকে তাকিয়ে মানুষটা কী ভাবছে বলতে পারত। এই মেয়েটি অদ্ভুত একটা কথা বলত। সে বলত মানুষের মনের কথা বুঝার ব্যাপারটায় তাকে আয়না সাহায্য করে। ঘরে আয়না না থাকলে সে কিছু বলতে পারে না। সে বলত পৃথিবীতে যেমন একটা জগৎ আছে। আয়নার ভেতরেও একটা জগৎ আছে। আয়নার মানুষরা পৃথিবীর মানুষের মতোই তবে তাদের অনেক ক্ষমতা। আয়নার ভেতরের জগতে কোনো পাপ নেই। পৃথিবীতে পাপ আছে।

মার্থাকে জিজ্ঞেস করা হল—পাপ কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরে মার্থা ভুরু কুঁচকে বলল, পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের অন্ধকার (Dark side of God)।

আমার স্ত্রী আয়না কি মার্থার কথার আয়না জগতের কোনো মানবী? আমি তার উত্তর জানি না। তবে আঙ্গুরের মতো আমিও এক রাতে আমার স্ত্রীকে আয়নার ভেতর ঢুকে যেতে দেখলাম। ঘটনাটা এ রকম—

আয়না তার ঘরে বসেছিল। তার সামনে বড় একটা আয়না। সে একদৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি দূর থেকে তাকে দেখছি। আমার দিকে সে পেছন ফিরে আছে বলে আমাকে দেখছে না। আমি দেখলাম সে আয়না কাছে টেনে নিল। আয়না চুমু খেল এবং চলে গেল আয়নার ভেতর। ব্যাপারটা এত সহজে ঘটল যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমার মনে হল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। আমি কোনো রকমে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

কী আশ্চর্য! বারান্দায় আয়না হাঁটুর উপর মাথা রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসা। সে আমাকে দেখে বলল, কী হয়েছে? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনো কারণে কি ভয় পেয়েছ?

আমি উত্তর দিলাম না। একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছি। আয়না বলল, বোস এখানে।

আমি বসলাম আর তখনই মনে হল আমার সামনের জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। চোখে স্পষ্ট কিছুই দেখছি না। চলে গেছি অন্য কোনো ভুবনে। সেই ভুবনের আলো নরম। সবকিছু ছায়া ছায়া অস্পষ্ট। আমি বললাম, কোথায় আছি?

আয়নার গলা শুনতে পেলাম, সে বলল এই তো আমার পাশে। আমার হাত ধর। আমি আয়নার হাত খুঁজে পাচ্ছি না। তাকে স্পষ্টভাবে দেখছিও না। আবার বললাম, আমি কোথায়?

আয়না বলল, আমরা আয়নার ভেতর চলে এসেছি। এখন থেকে আয়নার ভেতর থাকব। ভালো হয়েছে না?

উল্টো করে লেখা অংশের এখানেই সমাপ্তি। মিসির আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। উল্টো লেখা দীর্ঘ সময় পড়ার কারণে তাঁর মাথা খানিকটা জট পাকিয়ে গেছে। চারপাশের জগৎ দুলছে। বুক ধক ধক করছে। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে মাথাকে সুস্থির হতে দিতে হবে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। এর মধ্যে ঢুকল মাজেদ। মাজেদ বলল, স্যার, ঘুম গেছেন?

মিসির আলি বললেন, না।

ঢাকায় কবে যামু স্যার?

আজই যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্যান্ডেল?

কিনে দিব।

স্যার, মাথা মালিশ কইরা দিমু?

না। এখন বিরক্ত করিস না। আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি।

চইলা যাব?

হ্যাঁ।

মাজেদ চলে গেল না। তার সামনে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। মিসির আলি চোখ বন্ধ করেই বুঝতে পারছেন সে এখন কোথায়? যদিও মাজেদ হাঁটছে নিঃশব্দে। এইতো সে এখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মিসির আলি চোখ মেললেন। মাজেদ ঘরে নেই। ঘর ফাঁকা। মস্তিষ্ক তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে। মিসির আলি আবারো চোখ বন্ধ করলেন। এই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে কয়েকটা ছাড়া ছাড়া স্বপ্ন দেখলেন। একটি স্বপ্নে বিশাল আয়নার ভেতর থেকে বাচ্চা মেয়ে বের হয়ে এল। স্বপ্নে সবকিছুই স্বাভাবিক মনে হয়। আয়নার ভেতর থেকে মেয়ে বের হয়ে আসার ঘটনাটা মিসির আলির কাছে স্বাভাবিক মনে হল। বাচ্চা মেয়েটি বলল, আমাকে চিনেছেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি মার্থা।

আমি কোথায় থাকি জানেন?

জানি। আয়না জগতে।

আমাকে নিয়ে যে বইটি লিখেছে সেই বই আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

বইটার নাম বলুন।

বইটার নাম—Little girl from the mirror.

আমি যাই।

কোথায় যাবে?

যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব।

মেয়েটি আয়নার ভেতর ঢুকে গেল।

ঘুমন্ত মিসির আলিকে ডেকে তুললেন তরিকুল ইসলাম। তিনি বললেন, চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছেন এটা কেমন কথা? ভাই সাহেব শরীরটা খারাপ?

মিসির আলি বললেন, শরীর ঠিক আছে।

আপনার শরীর মোটেই ঠিক না। শরীর ঠিক থাকলে কেউ চেয়ারে বসে ঘুমায় না। আসুন বিছানায় শুয়ে থাকবেন। মাজেদকে বলছি পায়ে তেল মালিশ করে দেবে। যে কোনো অসুখে পায়ে তেল মালিশ মহৌষধ।

ভাই আমি ভালো আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

আপনি বললে তো হবে না। আমি বুঝতে পারছি সমস্যা আছে। হাত ধরি, উঠেন তো।

মিসির আলিকে হাত ধরে উঠতে হল। উঠে দাঁড়ানোর পরই তাঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারালেন।

জ্ঞান ফিরে দেখেন বিছানায় শুয়ে আছেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও তরিকুল ইসলাম পাখা দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া করছেন। তরিকুল ইসলামের পাশেই তাঁর স্ত্রী চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলার হাতে পানির গ্লাস। মাজেদ সর্বশক্তি দিয়ে পায়ের পাতায় তেল ঘষে যাচ্ছে। শুধু আয়নাকে কোথাও দেখা গেল না। মিসির আলি বললেন, খুবই বিব্রত বোধ করছি। আপনাদের সবাইকে হঠাৎ চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলাম। এখন আমি ভালো আছি। খুবই ভালো।

তরিকুল ইসলাম বললেন, কোনো কথা বলবেন না। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করবে। ডাক্তার আনতে লোক গেছে। আপনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আপনি অজ্ঞান হয়ে আমার ঘাড়ে পড়লেন। কইলজাটা নড়ে গেল। ভেবেছি আপনি মারা গেছেন।

মিসির আলি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

তরিকুল ইসলাম বললেন, মন্দের মধ্যে একটা ভালো খবর শুনেন নবীনগর থেকে পাবদা মাছ নিয়ে এসেছে। আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলাম আজ এনেছে। খাওয়ার দরকার নাই এই মাছ চোখে দেখাও শান্তির ব্যাপার। একেকটা মাছের সাইজ বোয়াল মাছের কাছাকাছি। ঠিকমতো রানতে পারব কি না চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি।

তরিকুল ইসলাম সাহেবের স্ত্রী বললেন, মাছের কথা এখন বাদ থাকুক।

তরিকুল ইসলাম বললেন, বাদ থাকবে কী জন্য? এত বড় পাবদা মাছ তুমি তোমার জন্মে দেখেছ? সেই মাছের গল্প করব না তো কী গল্প করব? তোমার বাপের বাড়ির গল্প করব? তোমার এক ভাই যে ঘুষ খেয়ে জেলে গেছে সেই গল্প?

এইসব কী কথা?

মিথ্যা বলেছি? মিথ্যা বললে মাটি খাই। আর যদি সত্যি বলে থাকি তুমি মাটি খাবে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়াই উত্তম।

ঘরে মনে হয় আয়না ঢুকেছে। মিষ্টি ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। কদম ফুলের ঘ্রাণ। তরিকুল ইসলামের হইচই থেমেছে। তাঁর স্ত্রী মনে হয় কাঁদছেন। কান্নার আওয়াজ আসছে।

আয়না বলল, বাবা–মা! তোমরা দু'জনই ঘর থেকে যাও। উনার ভালো ঘুম দরকার। আরাম করে কিছুক্ষণ ঘুমালেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি উনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশে। মাজেদ তুমিও যাও। পায়ে তেল ঘষতে হবে না। তুমি যেভাবে তেল ঘষছ মনে হচ্ছে পায়ের চামড়া ঘষে তুলে ফেলবে।

মিসির আলি চোখ মেললেন। তরিকুল ইসলাম তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেছেন। মাজেদ চলে যাচ্ছে। আয়না দাঁড়িয়ে আছে। তাকে এখন ইন্দ্রানীর মতো লাগছে। আয়না বলল, স্যার, আমি আপনার কপালে হাত রেখে বসে থাকব। আপনার ভালো লাগবে।

আয়না কপালে হাত রাখল। কী ঠাণ্ডা হাত। ঘুমে মিসির আলির চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে তিনি আলস্য ও আরামের আশ্চর্য এক জগতে ঢুকছেন।

স্যার।

বল আয়না।

আপনার ছাত্র এসেছে। খবর পেয়েছেন?

পেয়েছি।

আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন শুনে সে কী যে ভয় পেয়েছে। এরকম ভয় শুধু পশুরাই পায়। মানুষ পায় না।

পশুরা মানুষের চেয়ে বেশি ভয় পায়?

জি স্যার। ওরা ভয়ংকর এক ভয়ের জগতে বাস করে।

তুমি ওদের মনের কথা বুঝতে পার?

না। ওদের মনে ভয়ের বাইরে তেমন কোনো আবেগও অবিশ্যি নেই। অনেক মানুষের মনের কথাও আমি ধরতে পারি না।

কী ধরনের মানুষ?

নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। ওরা পশুর মতোই। স্যার, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

চোখ বন্ধ করে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে।

তা হলে কথা বলুন।

তুমি কথা বল আমি শুনি।

আয়না বলল, আপনার ছাত্র প্রায়ই আমাকে বলত পৃথিবীটা মায়া ছাড়া কিছু না। পৃথিবী কি মায়া? আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সবই মায়া?

মিসির আলি বললেন, সাধু সন্ন্যাসীরা এরকম বলেন। এখন বিজ্ঞানীরাও বলছেন।

আয়না বলল, বুঝিয়ে বলবেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি আমার মাথার কাছে বসে আছ। আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার উপস্থিতি বুঝতে পারছি। চোখ দিয়ে দেখছি, তোমার গলার স্বর শুনছি, ঘ্রাণ পাচ্ছি এবং স্পর্শ করেও জানছি। আমার ব্রেইন পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে আসা signal কে ব্যাখ্যা করছে তোমার উপস্থিতি হিসেবে। সব signal ই কিন্তু electrical.

আয়না বলল, ব্রেইন তো সিগন্যাল পাচ্ছে যে আমি আছি তা হলে আমি মায়া হব কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, তুমি স্বপ্ন দেখ না?

জি দেখি।

স্বপ্নেও ব্রেইন সিগন্যাল পায় বলেই দৃশ্য দেখে। আমরা কিন্তু স্বপ্নকে বলি মায়া।

হ্যাঁ বলি।

স্বপ্ন যদি মায়া হয় তা হলে জাগ্রত অবস্থায় যা দেখছি তাও মায়া। ঠিক না?

ঠিক।

আমরা পৃথিবী দেখি সাত রঙে। একটা গরু দেখে সাদাকালো। তা হলে তুমি বল আমাদের জগৎ কি রঙিন না সাদাকালো?

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি।

এখন এই দাঁড়াচ্ছে না রঙের ব্যাপারটাও মায়া।

জি।

তুমি নিজেকে অতি রূপবতী হিসেবে মাঝে মাঝে দেখাও। ব্রেইনের ইলেকট্রিক সিগন্যাল প্রভাবিত করে এটা কর। সেটাও মায়া। তেমন রূপবতী তুমি না।

স্যার, ঘুমিয়ে পড়ুন।

মিসির আলি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। ডাক্তার চলে এসেছে। আয়না বলল, ডাক্তার সাহেব আপনি অপেক্ষা করুন। বারান্দায় বসুন। চা খান। স্যার ঘুমাচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে তাঁকে ডিসটার্ব না করাই ভালো।

মিসির আলি স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে আয়না মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কথা বলছে।

স্যার, আপনি কি আমাকে চিনেছেন?

হ্যাঁ চিনেছি। তুমি আয়না!

আমি কোথায় থাকি জানেন?

এখানেই থাক।

না। আমি থাকি আয়নার ভেতর। মাঝে মাঝে আয়না থেকে বের হয়ে আসি।

ভালো তো।

হ্যাঁ খুব ভালো। আমি যখন আয়নার ভেতর থাকি তখন খুব ভালো থাকি। ভালো থাকাটা জরুরি। আর কিছুই জরুরি না। আমি একটা মায়া তাই না স্যার?

হ্যাঁ। শুধু তুমি একা না, আমরা সবাই মায়া। একজন কেউ সেই মায়া তৈরি করেছেন।

স্যার, কেন করেছেন?

আয়না আমি জানি না।

স্যার, আমি এখন আয়নার ভেতর ঢুকে যাব। আর কেউ আমাকে পাবে না। আপনি ঘুমান।

মিসির আলি ঘুমুচ্ছেন। ঘুমের মধ্যে শুনছেন অনেক দূরে কোথাও অপূর্ব সংগীত হচ্ছে। এই সংগীত কি আয়নার ভেতর হচ্ছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলির ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। তিনি এখন আছেন নিদ্রা এবং জাগরণের মাঝামাঝি। এই সময়টাও অদ্ভুত। তখন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

কেকুল নামের এক বিজ্ঞানী এই সময় স্বপ্ন দেখলেন একটা সাপ বারবার তার লেজ কামড়ে ধরছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন কেউ একজন তাকে বেনজিনের রিং স্ট্রাকচার বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাঁর ঘুম ভাঙল তিনি কাগজে বেনজিনের স্ট্রাকচার লিখলেন।

আরেক রাশিয়ার বিজ্ঞানী স্বপ্নে পেলেন পেরিওডিক টেবিল।

মিসির আলিও কি কিছু পাবেন? তিনি অস্পষ্ট গলায় ডাকলেন, আয়না। আয়না।

স্যার, আমি আপনার পাশেই আছি।

তুমি আমার ছাত্রকে খবর পাঠাও সে যেন চলে আসে।

আয়না বলল, আমি তাকে খবর পাঠিয়েছি।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমার রহস্যের সমাধান করতে চাচ্ছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? আমি একা পারছি না।

আয়না বলল, স্যার, আমি সাহায্য করব।

ডাক্তার একজন না। দু'জন এসেছেন। একজন এমবিবিএস ডাক্তার আরেকজন হোমিওপ্যাথ। তরিকুল ইসলাম জানালেন, কবিরাজ রোহিনী বাবুকে খবর পাঠানো হয়েছে। উনিও চলে আসবেন। ত্রিমুখী চিকিৎসা হবে।

তাঁর প্রেশার মাপা হল, সুগার মাপা হল—সবই নরম্যাল।

মিসির আলি বললেন, আমি খুব ভালো আছি। হঠাৎ মাথা চক্কর দিয়ে উঠেছে। এর বেশি কিছু না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না।

তরিকুল ইসলাম বললেন, দুই ডাক্তারকেই রাত দশটা পর্যন্ত থাকতে হবে। একবার যার মাথা চক্কর দিয়েছে—আরো একবার দিতে পারে। আপনারা বিশ্রাম করেন। খাওয়াদাওয়া করেন। এমন পাবদা মাছ খাওয়াব মৃত্যুর সময় মনে হবে পৃথিবীতে কী জিনিস খেয়েছি। এককেটা পাবদা বোয়াল মাছের চেয়েও বড়। আপনারা বলেন মারহাবা।

দুই ডাক্তারই আনন্দিত গলায় বললেন, মারহাবা।

৬

রাত ন'টা।

মিসির আলি গরম চাদর গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসেছেন। মাটির হাঁড়িতে তুষের আগুন করে তাঁর পায়ের কাছে রাখা হয়েছে যাতে তিনি পা গরম করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লাস্কে চা দেয়া হয়েছে। মিসির আলি পান খান না। তারপরেও পানের বাটায় পান দেয়া হয়েছে।

আয়না বসেছে তাঁর সামনে। সে গায়ে চাদর দেয় নি। সম্ভবত তার তেমন শীত লাগে না। আয়না বলল, স্যার, একটা পান বানিয়ে দেই পান খান।

মিসির আলি বললেন, দাও।

আয়না পান বানাতে বানাতে বলল, আমাকে প্রশ্ন করলেই আমি উত্তর দেব। এইটুকু সাহায্য আপনাকে করব। কিন্তু নিজ থেকে কিছু বলব না।

মিসির আলি বললেন, তোমার স্বামী লিখেছে তুমি আয়নার ভেতর ঢুকে যাও এটা কি সত্যি?

জি।

মিসির আলি বললেন, এটা সত্যি হবার কোনো কারণ নেই। আয়না জিনিসটা কী? এক খণ্ড গ্লাস যেখানে পারা লাগানো হয়েছে। যাতে আলো প্রতিফলিত হয়। তুমি সেখানে ঢুকতে পার না।

আয়না বলল, মার্থা মেয়েটা কীভাবে ঢুকত?

মিসির আলি বললেন, মার্থার ব্যাপারটা আমার ছাত্র পুরোপুরি জানে না। কাজেই তুমিও জান না। এর মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে। আমেরিকা ডিউক ইউনিভার্সিটির প্যারাসাইকোলজির প্রফেসর এরান সিমসন তাঁকে নিয়ে একটি বইও লিখেছেন। বইটার নাম Martha deceit. এই নামের সহজ বাংলা হচ্ছে মার্থা বিষয়ক ধাপ্পাবাজি। বইটা আমার কাছে আছে। তুমি পড়ে দেখতে পার।

আয়না বলল, মার্থা মিথ্যা করে বলেছে সে আয়নার ভেতর থাকে?

মিসির আলি বললেন, সে নিতান্তই বাচ্চা একটা মেয়ে। বাচ্চারা কল্পনার জগতে বাস করে। সে কল্পনা করেছে।

স্যার, আমি তো বাচ্চা মেয়ে না।

মিসির আলি বললেন, বড়রাও কল্পনা করে। সিজিওফ্রেনিক রোগীরা শুধু যে কল্পনা করে তা–না। তারা সেই জগতে বাসও করে। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, মাঝে মাঝেই তুমি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দুই তিন দিন কাটিয়ে দাও। তখন কী কর?

আয়না বলল, আমি কিছু করি না। আয়নার ভেতর ঢুকে পড়ি। ঐ জগতে থাকি।

ধরে নিলাম তুমি আয়নার জগতে থাক। বের হয়ে আস কেন?

স্যার আমি নিজের ইচ্ছায় আয়নায় ঢুকতেও পারি না। বের হতেও পারি না। ঘটনাটা আপনাআপনি ঘটে। আমি যদি নিজের ইচ্ছায় ঢুকতে পারতাম তা হলে কারো সামনে ঢুকতাম না। কাউকে ভয় দেখাতাম না।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। আয়না বলল, স্যার প্রশ্ন করুন।

তুমি যে তরিকুল ইসলাম সাহেবের পালক মেয়ে এটা নিশ্চয় তুমি জান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি জানি।

তোমার আসল বাবা-মা'দের বিষয়ে জান না?

জানি না।

তারা এই পৃথিবীর মানুষ নাকি আয়না জগতের মানুষ?

আয়না জগতের মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মিসির আলি বললেন, আয়না জগৎটা কেমন?

আয়না বলল, কেমন বলতে পারব না, যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি তখন আয়না জগতের কথা তেমন মনে থাকে না। সেই জগৎটা ছায়া ছায়া, শান্তির জগৎ। মনে হয় সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। সেখানে সবাই একা থাকে।

একা থাকে?

জি একা থাকে। এটা মনে আছে। স্যার একটা কাজ করুন না। আপনি আমাকে হিপনোটিক সাজেশান দিয়ে আয়না জগতে নিয়ে যেতে পারেন কি না দেখুন। আপনি মনে মনে এই কথা ভাবছেন বলেই বললাম।

মানুষের মনের কথা কখন থেকে তুমি ধরতে পারতে?

প্রথম যখন আয়না জগতে যাই এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসি তখন থেকে পারি। আয়না জগতের সবাই তো একা একা থাকে। এইভাবেই একজনের সঙ্গে অন্যজন যোগাযোগ করে। মানুষ একসঙ্গে থাকে বলেই এমন ক্ষমতার তাদের প্রয়োজন হয় নি। তা ছাড়া এই জগতে মোবাইল ফোনও আছে।

মিসির আলি মাটির হাঁড়ির উপর পা রাখলেন। রাত বাড়ার সঙ্গে শীত বাড়ছে। পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আয়না বলল, বোতলে গরম পানি ভরা আছে। একটা বোতল এনে দেব কোলে রাখবেন?

দরকার নাই।

স্যার, আর কোনো প্রশ্ন করবেন?

মিসির আলি বললেন, কোন লাইনে প্রশ্ন করব ধরতে পারছি না। তোমাকে প্রশ্ন করার দু'টা লাইন আছে। প্রথম লাইনে তুমি Delusion-এর শিকার। অসুস্থ একটা মেয়ে। যে নিজের জন্য ভ্রান্তির এক জগৎ তৈরি করেছে। সে তার ভ্রান্তির জগতে বাস করে। পৃথিবীর Realityর সঙ্গে যে যুক্ত না। কিছু ড্রাগস আছে এ ধরনের জগৎ তৈরি করে। যেমন- L S D.

আর দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে স্বীকার করে নেয়া তুমি সত্যি সত্যি আয়না জগতের বাসিন্দা। সেখানেই থাক। মাঝে মাঝে সেখান থেকে বের হয়ে আস। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি কোনোটাই গ্রহণ করতে পারছি না। অন্ধকারে ঢিল ছোড়া আমার স্টাইল না। আমি লজিক ব্যবহার করি। লজিক পাশা খেলা না। লজিক অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে না। আমি আজ রাতটা চিন্তা করব। কাল আরো কিছু প্রশ্ন করব। আমার ছাত্রও তখন সঙ্গে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিপনোটাইজ করবেন না?

করব। তোমাকে এবং আমার ছাত্রকে একসঙ্গে করার চেষ্টা করব।

স্যার, আজকের অধিবেশনের কি এখানেই সমাপ্তি?

হুঁ।

আমি কি চলে যাব?

চলে যাও।

আপনি এখানেই থাকবেন?

হ্যাঁ। শীতের মধ্যে বসে থাকতে ভালো লাগছে। তোমাদের বারান্দাটা সুন্দর। ঢাকায় যখন চলে যাব তখন বারান্দাটা মিস করব।

আয়না বলল, স্যার, আরেকটা সিগারেট ধরান। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকি। আপনার গল্প শুনি।

কী গল্প শুনবে?

যে কোনো গল্প।

রূপকথা?

বলুন। আপনার রূপকথা সাধারণ রূপকথা হবে না। এর মধ্যেও অন্য কিছু থাকবে।

মিসির আলি বললেন, Delusion-এর জগৎ নিয়ে কথা বলি। মানবজাতির একটা অংশ সব সময়ই ডিলিউসনের জগতে বাস করে। এদের মধ্যে বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট আছেন, সংগীতজ্ঞ আছেন, লেখক, চিত্রকর আছেন। কাজেই তুমি ভেব না যে তুমি একা এবং অদ্বিতীয়।

AMARBOI.COM

স্যার, আমি ভাবছি না।

আবার একদল আছে যারা অন্যের ভেতর কঠিনভাবে ভ্রান্তি ঢুকিয়ে দেয়। এর সবচে বড় উদাহরণ হল পারস্যের হাসান সাব্বা। এই হাসান সাব্বা পাহাড়ঘেরা এক সমতল ভূমিতে গোপন বেহেশত তৈরি করেছিল। সেই বেহেশতে অপূর্ব বাগান ছিল। দুধ, মধু এবং শরাবের নহর ছিল। ষোল সতের বছরের অতি রূপবতী নগ্ন যুবতীরা ছিল। হাসান সাব্বা তার কিছু নির্বাচিত শিষ্যদের এই বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। তবে বেহেশতে ঢোকার আগে তাদের হেলুসিনেজেটিং ড্রাগ হাশিশ অর্থাৎ ভাংয়ের শরবত খাওয়ানো হতো। শিষ্যরা পুরোপুরি এক ভ্রান্তির জগতে চলে যেত। হাসান সাব্বা পরে এদের দিয়েই গোপন হত্যাকাণ্ড ঘটাতেন। হাশিশ থেকে আরবি হালাশিন। সেখান থেকে ইংরেজি শব্দ এসেছে Assassin. অর্থাৎ গুপ্ত ঘাতক।

এই দলটাকে ধ্বংস করার অনেক চেষ্টা করা হয়। কেউ পারে নি। অনেক পরে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান তাদেরকে পুরোপরি ধ্বংস করেছিলেন।

গল্প শেষ করে মিসির আলি হাসলেন। আয়না বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার, হাসছেন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, তোমাকে ভ্রান্তির জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য একজন হালাকু খাঁ দরকার। আমি হালাকু খাঁ না। আমি বৃদ্ধ মিসির আলি।

৭

তরিকুল ইসলামের ঘুম ভাঙে ফজরের ওয়াক্তে। তিনি হিমশীতল ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নামাজ আদায় করেন। এরপর তাঁর আর অনেকক্ষণ কিছুই করার থাকে না। বাড়ির সবাই ঘুমে। তাদের ঘুম এত সহজে ভাঙে না। তরিকুল ইসলাম ঝাড়ু হাতে নেন। উঠান ঝাঁট দেয়া শুরু করেন। এতে দু'টা কাজ হয়—উঠান হয় ঝকঝকে পরিষ্কার এবং তাঁর শীত কমে। কিছু এক্সারসাইজও হয়। এই বয়সেও এক্সারসাইজ করে শরীর ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি।

একটা বিষয় চিন্তা করে তরিকুল ইসলাম বেশ মজা পান। বিষয়টা হচ্ছে বাড়ির কেউই উঠান ঝাঁট দেয়ার ব্যাপারটা জানে না। তারা ধরেই নিয়েছে ঘুম থেকে উঠে দেখবে চারদিক ঝকঝক করছে। কারো মনে কোনো প্রশ্নই নেই।

তরিকুল ইসলাম উঠান ঝাঁট দিচ্ছেন। অর্ধেকের মতো ঝাঁট দেয়া হয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে এসে কে যেন তাঁর হাত জাপটে ধরল এবং ঝাড়ু দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। তিনি চমকে পেছনে ফিরে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। জামাই ফারুক এসেছে। তরিকুল ইসলাম বললেন, বাবা! কেমন আছ?

ফারুক কদমবুসি করতে করতে বলল, আপনি ঝাঁট দিচ্ছেন কেন? বাড়িতে মানুষ নাই?

তরিকুল ইসলাম বললেন, ঝাড়ু দেয়া মানে একই সঙ্গে হাতের, পায়ের এবং কোমরের এক্সারসাইজ। এই জন্য ঝাড়ু দেই।

ফারুক বলল, এক্সারসাইজের জন্য ঝাড়ু দিতে হবে না। আপনি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবেন। বাবা এখন বলুন আমার স্যারের অবস্থা কী? উনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন শুনে কী যে ভয় পেয়েছিলাম।

তোমার স্যার ভালো আছেন। ডাক্তার দেখে গেছে, বলেছে কোনো ভয় নাই। উনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে মসজিদে একটা মিলাদও দিয়েছি। কবিরাজ রোহিনী বাবু এসেছিলেন তিনি চবন প্রাস বানিয়ে দিয়েছেন। সকাল-বিকাল এক চামচ করে খেলে ঘোড়ার মতো তেজি শরীর হবে।

স্যার কি ঘুমাচ্ছেন?

সবাই ঘুমাচ্ছে। কখন যে উঠবে আল্লাহপাক জানে। দাঁড়াও ডেকে তুলি।

ফারুক বলল, ডেকে তুলতে হবে না। তারা তাদের রুটিনমতো উঠুক। বাবা চা খাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে চা বানাবে?

আমি বানাব। আপনার জন্য ইলিশ মিষ্টি নিয়ে এসেছি।

ইলিশ মিষ্টিটা কী?

সন্দেশ। ইলিশের পেটির মতো করে বানানো।

তরিকুল ইসলাম আগ্রহের সঙ্গে বললেন, বের কর একটা খেয়ে দেখি। ভালো মিষ্টি দেশ থেকে উঠেই যাচ্ছে। নাটোরের কাঁচাগোল্লা এখন স্মৃতি ছাড়া কিছুই না। মেট্রিক পরীক্ষার আগের দিন নাটোরের কাঁচাগোল্লা খেয়েছিলাম সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। হাতে লেগে আছে মিষ্টির গন্ধ। তোমরা এই জমানার ছেলেপুলে আসল মিষ্টির স্বাদ কিছুই জানলে না। আপশোস, বিরাট আপশোস।

উঠানে বেতের মোড়ায় শ্বশুর-জামাই চা খাচ্ছেন। তরিকুল ইসলাম আনন্দে অভিভূত। জামাইকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তরিকুল ইসলাম বললেন, দুপুরে কী মাছ খেতে চাও বল?

ফারুক বলল, বিলের ফ্রেশ ছোট মাছ খাব।

পাঁচমিশালি গুঁড়ামাছ জোগাড় করব। কোনো সমস্যা নাই।

কালি বোয়াল কি পাওয়া যায় বাবা?

এই তো বিপদে ফেললে এইসব জিনিস কি আর দেশে আছে? দেখি চেষ্টা করে।

খলিশা মাছ?

আরেক ঝামেলায় ফেলেছ। খলিশা তো প্রায় extinct মাছ। এখুনি বের হচ্ছি। সকাল সকাল না গেলে পাওয়া যাবে না।

ফারুক বলল, বাবা আপনার জন্য একটা চাদর এনেছিলাম। বের করে দেই? চাদরটা গায়ে দেন। দেব?

দাও।

তরিকুল ইসলাম গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে বললেন, আরেক কাপ চা বানাও। চা খেয়ে বের হই। আরেকটা কথা বাবা তোমাকে বলি মন দিয়ে শোন। আমি শিক্ষক মানুষ তো সব মানুষকে আমার কাছে মনে হয় পরীক্ষার খাতা। সবাইকে নম্বর দেই। তুমি আমার কাছে নম্বর পেয়েছ একশতে একানব্বই। স্টার মার্কের চেয়েও বেশি। আর আমার জার্মান প্রবাসী গাধা পুত্র পেয়েছে চব্বিশ। গ্রেস মার্ক দিয়েও তাকে পাস করানোর বুদ্ধি নেই।

ফারুক বলল, আয়না। আয়না কত পেয়েছে?

তরিকুল ইসলাম চিন্তিত গলায় বললেন, ওর খাতাটা আমি বুঝি না। নাম্বারও এই জন্য দিতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি উঠোনের দিকে। শ্বশুর-জামাই চা খেতে খেতে গল্প করছে দেখতে ভালো লাগছিল। এখন ফারুক একা। মাথা নিচু করে উঠোনে হাঁটছে। একবারও দোতলার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকালেই আয়নার হাসিমুখ দেখত।

আয়না দোতলা থেকে নামল। তার কেন জানি হঠাৎ ইচ্ছা করছে ফারুককে চমকে দিতে। নিঃশব্দে তার পেছনে দাঁড়িয়ে 'হাউ' করে চিৎকার দিলে কেমন হয়? আয়না খানিকটা অবাক হচ্ছে। এরকম ইচ্ছা তো তার আগে কখনো হয় নি।

'হাউ' চিৎকার শুনে ফারুক চমকে তাকাল। আয়না গম্ভীর গলায় বলল, কেমন আছ?

ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

আমিও ভালো আছি। তোমার শিক্ষকও ভালো আছেন। তবে তাঁর মাথা খানিকটা এলোমেলো।

ফারুক বলল, আমার স্যার এমন একজন মানুষ যার মাথা কখনো এলোমেলো হয় না।

তাই বুঝি?

ফারুক বলল, হ্যাঁ তাই—যদিও আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়

তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

আয়না বলল, শুঁড়ি বাড়ি যায় মানে?

ফারুক বলল, কাথার কথা বললাম, আমার গুরু কোথাও যান না।

আয়না বলল, দোতলা থেকে দেখলাম তুমি বাবার জন্য চা বানিয়ে এনেছ। আমার জন্য চা বানিয়ে আন।

এখুনি আনছি। ইলিশ সন্দেশ এনেছি। খাবে?

তুমি বললে খাব। সকালে আমি মিষ্টি খাই না। খেতে বোলো না।

আচ্ছা বলব না।

আমি চা খাব আর তুমি আমার সামনে বসে বলবে কেন তুমি মিসির আলি নামের মানুষটাকে এত পছন্দ কর?

ফারুক বলল, আচ্ছা যাও বলব।

আয়না বলল, আমিও পছন্দ করি তবে আমার পছন্দের কারণ আর তোমার পছন্দের কারণ এক না।

তোমার পছন্দের কারণ কী?

আয়না হাসতে হাসতে বলল, বলব না।

ফারুক চা বানিয়ে এনেছে। আয়না আগ্রহ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ফারুক বলল, মিসির আলি স্যারকে এত পছন্দ করি কেন বলছি। মন দিয়ে শোন।

মন দিয়ে শুনছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর চিন্তা করার ধারা বা বুদ্ধিবৃত্তির বিন্যাস বাদ থাকুক মানুষ মিসির আলির একটা গল্প শোন। মন দিয়ে শোন।

বারবার মন দিয়ে শোন বলছ কেন? আমি যা শুনি মন দিয়ে শুনি।

একদিন ক্লাসে তিনি বললেন, আমি মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তার চিন্তা করার ক্ষমতার ভেতর একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করছি। তোমরা হচ্ছ আমার প্রথম সাবজেক্ট। তোমরা সবাই তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করবে এবং বোর্ডে লেখা পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেবে।

১. রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যাও না বাতি জ্বালিয়ে ঘুমুতে যাও?

২. উচ্চতাভীতি কি আছে?

৩. দিঘির পানির কাছে গেলে কি পানিতে নামতে ইচ্ছা করে?

৪. আগুন ভয় পাও?

৫. অপরিচিত কোনো ফুল হাতে পেলে গন্ধ শুঁকে দেখ?

আমরা সবাই আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা লিখলাম এবং আগ্রহ নিয়ে প্রশ্নগুলোর জবাব দিলাম। কাজটা স্যার কেন করলেন জান? আমাদের মধ্যে হতদরিদ্র যারা তাদের খুঁজে বের করার জন্য।

আয়না বলল, মজার তো।

ফারুক বলল, স্যার তিনজন হতদরিদ্র খুঁজে বের করলেন যাদের ইউনিভার্সিটির খরচ তিনি দিতেন। আমি ছিলাম তিনজনের একজন।

বাহ্।

আরেকটা গল্প বলব?

বল।

স্যারের একবার প্লুরিসি হল। খুবই খারাপ অবস্থা। তিনি এমন একটা ক্লিনিক বের করলেন যার খোঁজ কেউ জানে না। তিনি সেখানে ভর্তি হলেন। কেন জান?

কেন?

যাতে ছাত্ররা তাঁকে খুঁজে না পায়। তাঁকে সেবার জন্য ব্যস্ত না হয়। তিনি কারোর সেবা নেন না। মিসির আলি স্যার এমনই একজন পুণ্যবান ব্যক্তি যার কাছাকাছি বসে থাকলেও পুণ্য হয়।

আয়না বলল, তোমার চোখে পানি এসে গেছে। পানি মোছ।

ফারুক চোখ মুছল।

মিসির আলির সঙ্গে ফারুকের দেখা হল সকালে নাশতার টেবিলে। ফারুক বলল, স্যার আমাকে চিনেছেন?

মিসির আলি বললেন, তোমার নাম দেখে তোমাকে চিনতে পারি নি। এখন চিনেছি। খুব ভালোমতো চিনেছি। তুমি অনার্স এবং এমএ দুটোতেই ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলে। ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হবার কথা ছিল। কী সব পলিটিক্সের কারণে হয় নি।

ফারুক বলল, আমার বিষয়ে আর কিছু কি মনে আছে স্যার?

মনে আছে। আমার একবার প্লুরিসি হয়েছিল। মরতে বসেছিলাম। ভর্তি হয়েছিলাম এমন এক ক্লিনিকে যার খোঁজ কেউ জানে না। তুমি কীভাবে কীভাবে সেখানে উপস্থিত হলে। কেমন আছ ফারুক?

স্যার ভালো আছি। আপনি সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন দেখে ভালো লাগছে।

মিসির আলি বললেন, তুমি যে সমস্যার সমাধানের জন্য আমাকে ডেকেছ সেই সমাধান আমি করতে পারি নি। পারব সে রকম মনে হচ্ছে না।

ফারুক বলল, সব সমস্যার সমাধান থাকে না স্যার। যেসব সমস্যার সমাধানই নেই আপনি তাঁর কী সমাধান করবেন? এইসব নিয়ে আমরা রাতে কথা বলব।

৮

মনে হয় বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন হয়েছে। দুপুর থেকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর থেকে টিপটিপ বৃষ্টি, ঝড়ো বাতাস। তরিকুল ইসলাম আনন্দিত—ঝড়বৃষ্টি উপলক্ষে বিশেষ কিছু রান্না হবে। খিচুড়ি, ঝাল গরুর মাংস। ময়মনসিংহে BT ট্রেনিংয়ের সময় তিনি গরুর মাংস রান্নার একটা পদ্ধতি শিখেছিলেন। সেটা করবেন কি না বুঝতে পারছেন না। মাটির হাঁড়িতে মাংস, লবণ, সামান্য তেল এবং এক গাদা কাঁচামরিচ দিয়ে অল্প আঁচে জ্বাল দেয়া। অন্য সব মসলা নিষিদ্ধ। মাংসের বিশেষ যে গন্ধ আছে, কাঁচামরিচ সেই গন্ধ নষ্ট করবে। আলাদা ফ্লেভার নিয়ে আসবে। তিনি নিজেই গরুর মাংস আনতে গেলেন। গ্রামে কসাইয়ের কোনো স্থায়ী দোকান নেই। শুধু হাটবারে মাংস বিক্রি হয়। সৌভাগ্যক্রমে আজ হাটবার।

বাড়িতে মেহমান শুধু না, জামাইও উপস্থিত। বিশেষ বিশেষ রান্নার অতি উপযুক্ত উপলক্ষ।

মিসির আলি নিজের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছেন। তিনি খাটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর পায়ের উপর কম্বল। তাঁর সামনে বসেছে আয়না এবং ফারুক। এরা দু'জন বসেছে খাটের শেষ প্রান্তে। সোলার লাইট কাজ করছে না। মেঘলা দিন ছিল বলেই প্যানেল চার্জ হয় নি। ঘরে হারিকেন জ্বলছে। টেবিলে দেয়াশলাই এবং মোমবাতি রাখা আছে।

ফারুক বলল, রাতটা ভূতের গল্পের জন্য অসাধারণ। স্যার আমি অতিথপুর রেলস্টেশনে একবার একটা ভূত দেখেছিলাম। এই গল্পটা বলব? ভূত সাধারণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সাইজের কিংবা মানুষের চেয়ে লম্বা হয়। এই ভূতটা বামন। ছয় সাত বছরের ছেলের হাইট।

মিসির আলি বললেন, ভূতের গল্প থাকুক। তুমি বরং আয়নার গল্প শোনাও। তুমি একজন সাইকোলজিস্ট। তোমার চোখে আয়না মেয়েটি কী? তুমি তার অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছ। সেই ব্যাখ্যাও শুনি। আয়নার কি আপত্তি আছে?

আয়না মুখে কিছু বলল না। তবে মাথা নাড়িয়ে জানাল তার আপত্তি নেই।

মিসির আলি তার ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সামনে সিগারেট খেতে কোনো বাধা নেই। সিগারেট ধরাও। আমি দেখলাম সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত দিয়ে চট করে হাত বের করে নিয়েছ তাই বললাম।

ফারুক বলল, আমার সিগারেট লাগবে না। আপনার কথায় হঠাৎ টেনশান তৈরি হয়েছিল বলে সিগারেটের প্যাকেটে হাত দিয়েছিলাম। স্যার আয়না বিষয়ে আমার যা বলার তা ডায়েরিতে লিখেছি। এর বাইরে তেমন কিছু নেই।

মিসির আলি বললেন, আয়না এবং তুমি তোমরা দু'জনই ডিলিউসনে ভুগছ এমন কি কখনো মনে হয়েছে?

জি স্যার হয়েছে। শুরুতে আমি নিজেকেই Delusion-এর Patient ভেবেছি। একসময় নিশ্চিত হয়েছি সমস্যা আমার না।

কীভাবে নিশ্চিত হয়েছ?

ফারুক বলল, আঙ্গুর মেয়েটা যখন দেখল তার আপা ঢুকে পড়ছে আয়নার ভেতরে তখন আঙ্গুর নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। সে এমন একটা ঘটনা বানিয়ে বলবে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার স্ত্রীর মানসিক ক্ষমতা প্রবল। সে তার ক্ষমতা দিয়ে আঙ্গুর মেয়েটিকে প্রভাবিত করতে পারে। এমন এক illusion তৈরি করতে পারে যাতে আঙ্গুরের ধারণা হবে তার আপা আয়নার ভেতর ঢুকে গেছে।

ফারুক বলল, আয়না এই কাজ কখনো করবে না। সে আঙ্গুরকে খুব পছন্দ করে। সে তাকে পালক পর্যন্ত নিতে চেয়েছে। মেয়েটা ভয় পায় এমন কিছু সে করবে না।

মিসির আলি বললেন, আয়নার ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বসানোর কথা কখনো ভেবেছ? CCTV. সারাক্ষণ এই টিভি চলবে। আয়নার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের রেকর্ড থাকবে। আয়নার ভেতর ঢুকল কি ঢুকল না জানা যাবে।

ফারুক বলল, এটা মাথায় আসে নি। স্যার, এখন আমি একটা সিগারেট ধরাব। হঠাৎ টেনশান বোধ করছি।

মিসির আলি বললেন, সিগারেট ধরাও। একটা বড় আয়না নিয়ে আস। আয়নাটা ব্যবহার করে আমি হিপনোটিক সাজেশান দেব। তোমাদের দু'জনকেই দেব। আয়না রাজি আছে। ফারুক! তুমিও নিশ্চয়ই রাজি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারুক বলল, আপনি যা করতে বলবেন, আমি করব। আমি আয়না নিয়ে আসছি।

ফারুক আয়না আনতে গেল। মিসির আলি নিজেও একটা সিগারেট ধরালেন। আয়না বলল, চা খাবেন স্যার?

মিসির আলি বললেন, ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস আমার নেই। তোমার পাল্লায় পড়ে চা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছে, পান খাওয়ার অভ্যাস হয়েছে। এখন চা পান কোনোটাই না। তুমি আমাকে এক পিস সাদা কাগজ এবং কলম দাও।

ফারুক আয়না নিয়ে এসেছে। মিসির আলি আয়নাটা তাদের দিকে ধরেছেন। তিনি বসেছেন আয়নার পেছনে। ফারুক বলল, স্যার, কেন জানি আমার ভয় ভয় লাগছে।

মিসির আলি বললেন, এই কাগজ এবং কলম নাও। কাগজে লেখ, 'আমার ভয় ভয় লাগছে।' উল্টো করে লিখবে। তোমার ডায়েরিতে তুমি যেমন উল্টো করে লিখেছ সে রকম। তোমার লেখা শেষ হবে আর হিপনোটিক সাজেশান শুরু হবে।

ফারুক লিখছে—তার সময় লাগছে। আয়না আগ্রহ নিয়ে ফারুকের লেখা দেখছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ফারুকের দিকে। মিসির আলি বললেন, ফারুক তোমার কি Dyslexia আছে? যেখানে মানুষ উল্টো করে লেখে?

ফারুক বলল, জি না স্যার।

মিসির আলি বললেন, ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের না? তুমি পুরো একটা চ্যাপ্টার উল্টো করে লিখেছ। নির্ভুলভাবে লিখেছ আর এখন একটা বাক্য লিখতে পারছ না। তোমার কপাল ঘামছে।

ফারুক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, স্যার একটা সিগারেট খাব?

খাও। একবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছি—বারবার অনুমতি চাইতে হবে না। লেখা শেষ?

জি না। লেখা উল্টো হয়েছে কিন্তু মিরর ইমেজ হয় নি।

বাদ দাও পরে লিখবে। সিগারেট শেষ কর—আমরা হোপনোসিসিস শুরু করব। আয়নাকে নিয়ে আমি এখন তিনটা হাইপোথিসিস দাঁড়া করিয়েছি। এক এক করে বলি—

হাইপোথিসিস–A

এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আয়নার ভেতর ঢুকে পড়ার অস্বাভাবিক ক্ষমতা এই মেয়েটির আছে। এই হাইপোথিসিসের পেছনে আছে মেয়েটির নিজের স্বীকারোক্তি। ফারুকের বক্তব্য এবং আঙ্গুর মেয়েটির বক্তব্য। বিজ্ঞান এই হাইপোথিসিস অগ্রাহ্য করবে। আমি নিজেও অগ্রাহ্য করছি। তারপরেও হাইপোথিসিস দাঁড়া করানো হল। ভুলের ভেতর দিয়ে শুদ্ধকে খোঁজার নিয়ম আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইপোথিসিস–B

হাইপোথিসিস বলছে—আয়নার ভেতর কেউ কখনো ঢুকে নি। এক Reality থেকে অন্য Reality তে যেতে হলে আয়না লাগে না। বিছানায় শুয়ে শুয়েও একজন মানুষ Reality বদলাতে পারে। বিজ্ঞান এই হাইপোথিসিস সমর্থন করবে।

হাইপোথিসিস–C

এই হাইপোথিসিস বলছে পুরো ব্যাপারটাই আয়নার স্বামী ফারুকের কল্পনা। যে সাইকোলজির ছাত্র Delusion-এর বিষয়টা সে জানে। আয়না তার Delusion-এ সাহায্য করেছে। মার্থা নামের এক বাচ্চা মেয়ে বলত সে আয়না জগতে বাস করে। মার্থার কাহিনী ফারুকের Delusion কে ট্রিগার করেছে। তার স্ত্রীর আয়নাপ্রীতি তাকে সাহায্য করেছে। তার স্ত্রীর নামও আয়না। সবকিছুই তাকে সাহায্য করেছে।

আয়না রাতে তার স্বামীর সঙ্গে ঘুমায় না। এটিও ফারুকের Delusion-এর অংশ। ফারুক চায় না তার স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে।

মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে ফারুক বলল, স্যার আমি কেন চাইব না?

মিসির আলি বললেন, তুমি নারীবিদ্বেষী পুরুষদের একজন। বিয়ের আগে তোমার ইচ্ছা হয় নি যে মেয়েটিকে বিয়ে করবে তাকে দেখতে বা তার ছবি দেখতে। বিয়ের পরেও দীর্ঘ সময় তাকে এই বাড়িতে ফেলে রেখেছ। নিজের কাছে নিয়ে যাও নি।

ফারুক বলল, স্যার কোয়ার্টার পাচ্ছিলাম না।

মিসির আলি বললেন, আগ্রহ থাকলে তুমি বাড়ি ভাড়া করতে। মেয়েটির সঙ্গে তুমি বাস করতে চাও না আবার তাকে পুরোপুরি ছেড়েও দিতে চাও না।

ফারুক বলল, স্যার একটা জিনিস আপনার বুঝতে হবে—আয়নার অসাধারণ সাইকিক ক্ষমতার বিষয়টি আপনি জানেন। এ রকম একজন মহিলার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।

মিসির আলি বললেন, তুমি সাইকোলজির ছাত্র। একজন সাইকোলজির ছাত্রের সাইকিক ক্ষমতাধর স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। হয়ে গেল উল্টো।

ফারুক বলল, স্যার আয়না নিজেই কিন্তু বলছে সে আয়নার ভেতর ঢুকে যায়।

মিসির আলি বললেন, সে আদর্শ স্ত্রীর মতো আচরণ করেছে। স্বামী যা চাচ্ছে তাই বলছে। সাইকোলজির ভাষায় এই ধরনের আচরণের একটা নাম আছে একে বলে Sympathetic delusion.

ফারুক বলল, এই হাইপোথিসিসটাকেই কি আপনি সমর্থন করছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, না। আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা। এস হিপনোটিজম শুরু হোক। ফারুক তুমি যদি আরেকটা সিগারেট খেতে চাও খেয়ে নাও। চোখমুখ শক্ত করে রাখার কিছুই নেই। স্বাভাবিক হও। তোমাকে হিপনোটিক Trance-এর ভেতর দিয়ে যেতে হবে না। তুমি একজন observer.

ফারুক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আয়না স্বাভাবিক আছে। তার চোখে কৌতূহল। মিসির আলি বললেন, আয়না! আমি শুরু করব?

শুরু করুন।

আমি তোমাকে যা করতে বলব তুমি করবে। আমার উপর এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি তোমার ক্ষতি করব না। তোমার অমঙ্গল হয় এমন কিছু করব না।

স্যার এই বিশ্বাস আমার আছে।

এখন তাকাও আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি আয়না জগতে ঢুকে যাবে। সেই জগৎ তোমার জন্য আনন্দময়। সেখানে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই। ছায়া ছায়া অস্পষ্ট এক জগৎ। তুমি কি তৈরি?

জি।

আয়না জগতে ঢুকে যাবার পর তোমাকে আমি প্রশ্ন করব তুমি উত্তর দেবে। সব প্রশ্নের উত্তর যে দিতে হবে তা-না। তুমি যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না চাও দেবে না।

AMARBOI.COM

আচ্ছা।

মিসির আলি কাগজ-কলম হাতে নিলেন। কাগজে লিখলেন—নদী, পাখি, ফুল। কাগজটা বলের মতো গুটি পাকিয়ে আয়নার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আয়না এই বলটা হাতের মুঠির মধ্যে নাও। এখন তুমি যাত্রা শুরু করেছ আয়না জগতের দিকে। জগৎটা মাটির নিচে। সিঁড়ি বানানো আছে। তুমি একেকটা সিঁড়ি পার হবে আর আয়না জগতের কাছাকাছি যেতে থাকবে। তোমার এখন ঘুম পাচ্ছে। আয়না ঘুম পাচ্ছে?

পাচ্ছে।

প্রথম সিঁড়ি পার হলে। এই তো দ্বিতীয় সিঁড়ি। আয়না! ঘুম পেলে চোখ বন্ধ করে ফেল।

আয়না চোখ বন্ধ করল। মিসির আলি বললেন, একটা সময় আমি বলব আয়না চলে এস। তুমি আয়না জগৎ ছেড়ে চলে আসবে। আয়না শুনতে পাচ্ছ?

হুঁ।

তুমি তৃতীয় সিঁড়ি পার হয়েছ। এখন পার হলে চতুর্থ সিঁড়ি। আর একটা ধাপ শুধু বাকি। এই ধাপটা পার হলেই তুমি আয়না জগতে। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

অস্পষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়না বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। সামান্য দুলছে। ফারুক নিজেও বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। সেও দুলছে। মিসির আলি নিশ্চিত আয়না জগতে আয়না একা ঢুকবে না। ফারুক নিজেও ঢুকে যাবে।

আয়না!

হুঁ।

এখন শেষ ধাপ পার হও। আয়না জগতে ঢুকে যাও।

আয়না দুলুনি বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল। মিসির আলি ফারুকের দিকে তাকালেন। সেও মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। হাতে সময় আছে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

আয়না আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

তুমি কোথায়?

আয়না জগতে।

তুমি একা না আরো কেউ আছে তোমার সঙ্গে?

ও আছে।

ফারুক যে তোমার সঙ্গে আছে তোমার কি ভালো লাগছে?

লাগছে।

এখন আমি ফারুককে প্রশ্ন করব। ফারুক তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

তুমি কোথায়?

আয়না জগতে।

তোমার কি ভালো লাগছে?

জি।

মিসির আলি বললেন, জগৎটা কেমন?

অন্য রকম।

ভয় লাগছে?

না।

এখানে থেকে যেতে চাও?

চাই।

আয়না জগতে এমন কী আছে যা এখানে নেই?

ফারুক থেমে থেমে বলল, আয়না জগৎ অন্য রকম জগৎ—চিন্তা এবং কল্পনার জগৎ।

মিসির আলির সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আয়না তোমাকে বলছি। ভালো আছ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি স্যার।

আয়না জগতে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে?

হুঁ।

আশপাশে তুমি কী দেখছ?

কিছুই দেখছি না স্যার। শুধু ওকে আবছা আবছা দেখছি।

কিছুই দেখছ না কেন?

এই জগৎটা কুয়াশার। ঘন কুয়াশায় সব ঢাকা। হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশা বাতাসে সামান্য সরে যায় তখন কিছু কিছু দেখা যায়।

কী দেখা যায়?

সেটা আমি বলব না।

দরজায় টোকা পড়ছে। তরিকুল ইসলামের গলা শোনা গেল। মিসির আলি সাহেব খাবার দেয়া হয়েছে। এমন গরুর মাংস খাবেন যে মৃত্যুর পরেও মনে থাকবে। গরম গরম খেতে হবে। চলে আসেন। কুইক। দুই মিনিট সময়।

মিসির আলি আয়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আয়নার ভেতর থেকে চলে এস।

ওকে কি সঙ্গে করে নিয়ে আসব?

হ্যাঁ। ফারুক! তুমিও আস।

দু'জনের ঘোর একসঙ্গে ভাঙল। তারা তাকাল মিসির আলির দিকে। মিসির আলি বললেন, আয়না! তোমার মুঠোয় যে কাগজটা আছে সেটা দাও। চল খেয়ে আসি। ডিনার টাইম।

AMARBOI.COM

রাতের খাবার শেষ হয়েছে। তরিকুল ইসলামের আনন্দের সীমা নেই। গরুর মাংসটা যতটা ভালো হবার কথা তারচেও ভালো হয়েছে। মিসির আলি খাবার ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে এই নিয়ে কখনো কিছু বলেন না। তিনিও বললেন, মাংসের টেস্টটা অদ্ভুত। তরিকুল ইসলাম মিসির আলির প্লেটে মাংসের বাটি ঢেলে দিলেন। মিসির আলি তেমন আপত্তি করলেন না। আলোচনা খাবার নিয়ে চলতে লাগল—কে কখন কী সুখাদ্য খেয়েছে সেই গল্প। জানা গেল তরিকুল ইসলামের সবচে পছন্দের খাবার শুকনা মরিচের ভর্তা। শুকনা মরিচের সঙ্গে একটা রসুন দিয়ে পাটায় পিষে ভর্তা তৈরি করতে হয়। খেতে হয় মাড় গলা ভাত দিয়ে। ফারুক বলল, তার পছন্দের খাবার কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুরগির ডিমের ঝোল। আয়না বলল, তার কোনো খাবারই পছন্দ না। সে এমন এক জগতে থাকতে চায় যেখানে কাউকে কিছু খেতে হয় না।

তরিকুল ইসলাম বললেন, তোকে তিন দিন কিছু খেতে না দিলে হাম হাম করে খাবি। যা দিবে তাই খাবি।

আয়না বলল, তিন চার দিন তো আমি না খেয়ে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরিকুল ইসলাম চুপ করে গেলেন কারণ ঘটনা সত্যি। আয়না যখন তার ঘরে দরজা বন্ধ করে বাস করতে থাকে তখন সে কিছু খায় না।

মিসির আলি বারান্দায় বসেছেন বৃষ্টি থেমে গেছে। বৃষ্টি হবার কারণেই হয়তো শীত কমে গেছে। মিসির আলির সামনে আয়না এবং ফারুক। মিসির আলি বললেন, তোমরা আগ্রহ নিয়ে বসেছ—আমি তোমাদের বিষয়ে কী বুঝলাম তা জানার জন্যে। আমি কিছুটা বিব্রতই বোধ করছি কারণ তেমন কিছু বুঝতে পারি নি। মানুষকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। নিজের জগতের বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানার ক্ষমতা দেয়া হয় নি। ম্যাথমেটিশিয়ানরা চার, পাঁচ, ছয় ডাইমেনশানের অঙ্ক বের করেছেন। সবই Abstract ব্যাপার। তাঁরা বলছেন, আমাদের ত্রিমাত্রিক জগৎ হচ্ছে চার মাত্রার জগতের ছায়া। আবার চার মাত্রা হচ্ছে পাঁচ মাত্রার জগতের ছায়া। দারুণ জটিল ব্যাপার ছায়ার জগৎ।

আয়না বলল, আপনি যা বুঝেছেন তাই বলুন। আয়না জগৎ কি আছে?

মিসির আলি হতাশ গলায় বললেন, আছে। তার প্রমাণ তোমার হাতের মুঠোয় রাখা কাগজ। সেখানে আমি লিখেছিলাম নদী, পাখি, ফুল। তুমি আয়না জগৎ থেকে বের হয়ে আসার পর লেখাগুলো হয়ে গেল উল্টো—mirror image-এই লেখা আয়নার সামনে না ধরলে পড়া যাবে না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে ফারুক একটা দীর্ঘ চ্যাপ্টার এইভাবে লিখেছে। যা সে লিখতে পারে না। ধরে নিচ্ছি এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে সে একবার আয়না জগতে ঢুকেছিল বলে লেখা mirror image হয়েছে। অবশ্যই ফারুক এমন একজন যার সঙ্গে আয়না জগতের যোগাযোগ আছে। ব্যাপারটা সে অতিযত্নে গোপন রেখেছে। আয়নার যেসব ক্ষমতা আছে তার সবই আমার এই ছাত্রের আছে। আমার যখন প্লুরিসি হল একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলাম। কেউ তার ঠিকানা জানে না। ফারুক ঠিকই উপস্থিত হল। আমি কিছুদিন পরপর বাসা বদল করি। নতুন ঠিকানা কাউকে জানাই না। ফারুক ঠিকই ঠিকানা জানে। সে চিঠি লিখেছে।

যে ছাত্রকে নামে চিনতে পারছি না তার একটা চিঠিতে আমি ঢাকা ছেড়ে ছাত্রের শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হব আমি সেই লোক না। ফারুক আমাকে প্রভাবিত করেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে রহস্য উদ্ধারের। আমার সাহায্য সেই কারণে নিয়েছে। সরি আমি সাহায্য করতে পারি নি।

তোমাদের জগৎ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। জানতে পারব তাও মনে হচ্ছে না। তবে তোমাদের দু'জনকেই আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। প্রকৃতি একই ধরনের দু'জনকে কাছাকাছি এনেছে। তার নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। তোমরা আলাদা হয়ো না। তার জন্য তোমাদের যদি পুরোপুরি আয়না জগতে স্থায়ী হতে হয়—হবে। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই। Good luck.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি মাজেদকে নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছেন। তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মিসির আলি প্রতি সন্ধ্যায় তাকে পড়াতে বসেন। পাঠে তার প্রবল আগ্রহ।

ফারুক বা আয়নার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। তবে তিনি তরিকুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে অদ্ভুত একটি চিঠি পেয়েছেন—

প্রিয় ভাইসাহেব,

আসসালাম। মহাবিপদে পড়িয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। আপনি যে দিবসে ঢাকা রওনা হয়েছেন সেই দিবসের রাতের কথা। খাবার খাওয়ার জন্য আমার স্ত্রী মেয়ে এবং মেয়ে জামাইকে ডাকতে গেল। রান্না হয়েছে—সরপুঁটি ভাজা, কৈ মাছের (মিডিয়াম সাইজ) ঝোল এবং টেংরা মাছ (ঝোল ঝোল)। কন্যার মা ফিরে এসে বললেন, ঘরে কেউ নাই। শুধু যে ঘরে কেউ নাই তা–না, বাহিরেও নাই। আমি অনুসন্ধানের বাকি রাখি নাই। জামাই গোপনে স্ত্রীকে নিয়া কর্মস্থলে চলে গেছে তাও সম্ভব না। রেলস্টেশন পাঁচ কিলোমিটার দূরে। বাহন ছাড়া যাওয়া অসম্ভব। বাড়িতে রিকশা বা টেম্পো আসে নাই। আমি থানায় জিডি এন্ট্রি করিয়াছি। জামাইয়ের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করিয়াছি তিনিও কিছু জানেন না। আমার নিজের ধারণা জিন–ভূতের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে। জিন অনেক সময় পছন্দের ব্যক্তিকে তাহাদের দেশে নিয়া যায় এবং লালনপালন করে। আমি আমার মনের কথা কাউকে বলিতে পারিতেছি না। এখন মোবাইল টেলিফোনের জমানা। এই জমানায় কেউ জিন–ভূত বিশ্বাস করে না। ভাইসাহেব দোয়া করিবেন যেন মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাই।

ইতি
তরিকুল ইসলাম

পুনশ্চ : মাগুর মাছের সন্ধানে আছি। পাওয়া মাত্র মোবাইল করিব। চলিয়া আসিবেন।

মিসির আলি বড় দেখে একটা আয়না কিনে নিজের শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন। তাঁর ধারণা কোনো এক দিন আয়নায় ফারুক এবং তার স্ত্রীর দেখা পাওয়া যাবে। তাদের কোলে থাকবে অপূর্ব এক শিশু। শিশুটির দুষ্টামি ভর্তি চোখ দেখার তাঁর খুব শখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

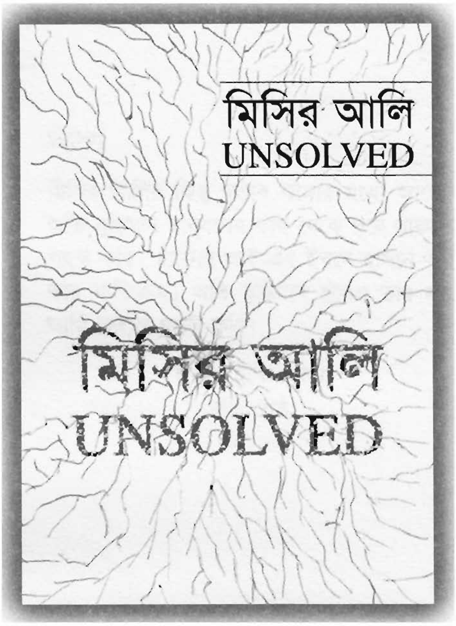

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মিসির আলির কিছু স্বভাব আমার মধ্যে আছে। অতি বুদ্ধিমান মানুষদের কাছ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করি। চ্যানেল আই-এর ইবনে হাসান খান তার ব্যতিক্রম। অতি বুদ্ধিমান হলেও তার সঙ্গ আমি অত্যন্ত পছন্দ করি।

ইবনে হাসান খান
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“গলায় জড়ানো তাঁর শাপলা রঙের মাফলার, কষ্ট
পান প্রায়শই বাতে, কফ নিত্যসঙ্গী, কখনো হাঁপান
সিঁড়ি ভেঙ্গে। এ কেমন একাকিত্ব এলো ব্যেপে
অস্তিত্বের উড়ানির চরে? প্রহর প্রহরে শুধু দাগ মেপে
নানান অষুধ খেয়ে ধুধু সময়ের খালে
লগি ঠেলা নক্ষত্রবিহীন এ গোধূলি কালে।”

শামসুর রাহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্দুক

মিসির আলির ঘর অন্ধকার। তিনি অন্ধকার ঘরে চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। চেয়ারে পা তুলে বসে থাকার বিষয়টা আমার অনুমান। অন্ধকারের কারণে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে পা তুলে জবুথবু ভঙ্গিতে বসে থাকা তাঁর অভ্যাস।

আমি বললাম, ঘরে মোমবাতি নাই?

মিসির আলি বললেন, টেবিলে মোমবাতি বসানো আছে। এতক্ষণ জ্বলছিল। আপনি ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে বাতাসে নিভে গেছে।

আমি বললাম, মোমবাতি জ্বালাব? নাকি অন্ধকারে বসে থাকবেন?

মিসির আলি বললেন, থাকি কিছুক্ষণ অন্ধকারে। আঁধারের রূপ দেখি।

বিশেষ কিছু নিয়ে চিন্তা করছিলেন?

মিসির আলি বললেন, আপনার কি ধারণা সারাক্ষণ আমি কিছু-না-কিছু নিয়ে চিন্তা করি? চিন্তার দোকান খুলে বসেছি? পকেটে দিয়াশলাই থাকলে মোমবাতি জ্বালান। একা একা অন্ধকারে বসে থাকা যায়। দু'জন অন্ধকারে থাকা যায় না।

কেন?

দু'জন হলেই মুখ দেখতে ইচ্ছা করে।

আমি মোম জ্বালালাম। আমার অনুমান ঠিক হয় নি। মিসির আলি পা নামিয়ে বসে আছেন। তাঁকে সুখী সুখী লাগছে। বিয়েবাড়ির খাবার খাওয়ার পর পান মুখে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে চেহারায় যে সুখী সুখী ভাব আসে সেরকম।

মিসির আলি বললেন, বিশেষ কোনো কাজে এসেছেন নাকি গল্পগুজব?

গল্পগুজব।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন? আমরা সব সময় বলি গল্পগুজব। শুধু গল্প বলি না। তার অর্থ হচ্ছে আমাদের গল্পে 'গুজব' একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আমাদের গল্পের একটা অংশ থাকবে গুজব। ইংরেজিতে কিন্তু কেউ বলে না Story Rumour. কারণ Rumour ওদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আপনি গল্পই বলুন। গুজব বাদ থাক।

কী গল্প শুনবেন?

যা বলবেন তাই শুনব। আপনার ছেলেবেলার গল্প শুনি। শৈশব-কথা। আপনার বাবা কি আপনার মতো ছিলেন?

আমার মতো মানে?

জটিল চিন্তা করা টাইপ মানুষ।

আমার বাবা নিতান্তই আলাভোলা ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রিয় শব্দ হল 'আশ্চর্য'। কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর বিস্মিত হবার ক্ষমতা ছিল। উদাহরণ দেব?

দিন।

একবার একটা প্রজাপতি দেখে 'কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য' বলে তার পেছন পেছন ছুটলেন। তিনি শুধু যে একা ছুটলেন তা না, আমাকেও ছুটতে বাধ্য করলেন। প্রজাপতির একটা ডানা ছিঁড়ে গিয়েছিল। বেচারা একটা ডানায় ভর করে উড়ছিল।

আমি বললাম, আশ্চর্য হবার মতোই তো ঘটনা।

মিসির আলি বললেন, তা বলতে পারেন। তবে দিনের পর দিন এই ঘটনার পেছনে সময় নষ্ট করা কি ঠিক? তাঁর প্রধান কাজ তখন হয়ে দাঁড়াল প্রজাপতি ধরে ধরে একটা ডানা ছিঁড়ে দেখা সে এক ডানায় উড়তে পারে কি না। শুধু প্রজাপতি না, তিনি ফড়িং ধরেও ডানা ছিঁড়ে দেখতেন উড়তে পারে কি না। বাবার এই কাজগুলো আমার একেবারেই পছন্দ হত না। কৌতূহল মেটানোর জন্য তুচ্ছ পতঙ্গকে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয় না।

AMARBOI.COM

আপনার বাবার পেশা কী ছিল?

উনি মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। উলা পাস শিক্ষক। যদিও আমাকে তিনি মাদ্রাসায় পড়তে দেন নি। তিনি লম্বা জুব্বা পরতেন। জুব্বার রঙ সবুজ, কারণ নবীজি সবুজ রঙের জুব্বা পরতেন। বাবার ঝোঁক ছিল 'সত্য' কথা বলার দিকে। তাঁর একটাই উপদেশ ছিল, সত্যি বলতে হবে। তাঁকে খুব অল্প বয়সে 'সত্যি' বিষয়ে আটকে ফেলেছিলাম। শুনবেন সেই গল্প?

বলুন শুনি।

আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। বাবা মাগরেবের নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসে আছেন। এশার নামাজ শেষ করে তিনি উঠবেন। এই তাঁর নিয়ম। দুই নামাজের মাঝখানের সময়ে তিনি তসবি টানতেন, তবে সাধারণ কথাবার্তাও বলতেন। সেদিন ইশারায় আমাকে জায়নামাজের এক পাশে বসতে বললেন। আমি বসলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে কিছু দোয়া-দরুদ পড়ে যথারীতি বললেন, বাবা, সত্যি কথা বলতে হবে। সব সময় সত্যি।

আমি বললাম, আচ্ছা বাবা মনে কর তুমি একটা নৌকায় বসে আছ, নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা, তখন একটা মেয়ে দৌড়ে এসে তোমার নৌকার পাটাতনে লুকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ল। তাকে কিছু দুষ্ট লোক তাড়া করছে। মেয়েটি লুকানোর কিছুক্ষণ পর ডাকাত দল এসে পড়ল। তারা তোমাকে বলল, একটা মেয়েকে আমরা খুঁজছি। তাকে কোনো দিকে যেতে দেখেছেন? তার উত্তরে তুমি কি সত্যি কথা বলবে?

বাবা কিছু সময় হতাশ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দুষ্ট তর্ক ভালো না বাবা।

মোমবাতি আবার বাতাসে নিভে গেছে। মিসির আলি বাতি জ্বালালেন।

আমি বললাম, আপনার তর্কবিদ্যার সেটাই কি শুরু?

মিসির আলি বললেন, শুরুটা বাবা করে দিয়েছিলেন। তবে তর্কবিদ্যা না। তাঁর ছিল চিন্তাবিদ্যা। চিন্তা বা লজিকনির্ভর অনুমান বিদ্যা।

বলুন শুনি।

মিসির আলি বললেন, বাবার আমার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। দু'বছর বয়সে আমার মা মারা গেছেন। মা'র স্নেহ পাই নি। এ নিয়ে তাঁর মনে কষ্ট ছিল। তিনি আমাকে আনন্দ দেবার জন্য নানান খেলা খেলতেন। প্রধান খেলা ছিল টিনের কৌটায় কিছু মার্বেল ঢুকিয়ে ঝাঁকানো। ঝাঁকানোর পরে বলতেন—বাবা, বল মার্বেল কয়টা? বলতে পারলে লজেন্স।

আমি যে কোনো একটা সংখ্যা বলতাম। কৌটা খুলে দেখা যেত সংখ্যা ঠিক হয় নি। বাবা বলতেন, যা মনে আসে তাই হুট করে বলবা না। চিন্তা করে অনুমানে যাবা। যদি একটা মার্বেল থাকে সেই মার্বেল টিনের গায়ে শব্দ করবে। দু'টা মার্বেল থাকলে টিনের গায়ে শব্দ হবে, আবার মার্বেলে মার্কেলে ঠোকাঠুকি হয়ে আরেক ধরনের শব্দ হবে। তিনটা মার্বেল থাকলে তিন রকমের শব্দ। মূল বিষয় হল শব্দ নিয়ে চিন্তা। মানুষ এবং পশুর মধ্যে একটাই প্রভেদ। মানুষ চিন্তা করতে পারে, পশু পারে না।

আমি বললাম, বাবা পশুও হয়তো চিন্তা করতে পারে। মুখে বলতে পারে না।

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমার কারণে তাঁকে অনেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে। সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসে পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় হতাশার চিহ্ন ছিল। বাবার কথা বাদ থাক। আপনি এসেছেন আমার যে কোনো একটা অমীমাংসিত রহস্যের গল্প শুনতে। তেমন একটা গল্প বলি।

আমি বললাম, আপনার বাবার গল্প শুনতে ভালো লাগছে। বাবার গল্পই বলুন। মার্বেলের শব্দ নিয়ে তাঁর খেলাটা তো শুনতে খুবই ভালো লাগল। কোনো বাবা তাঁর সন্তানকে নিয়ে এ ধরনের খেলা খেলেন বলে মনে হয় না।

মিসির আলি বললেন, অমীমাংসিত রহস্যটা বাবার সিন্দুক নিয়ে। এই অর্থে এটা হবে বাবারই গল্প। শুরু করি?

করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবার একটা সিন্দুক ছিল। বিশাল সিন্দুক। লোহা কাঠের তৈরি। লোহা কাঠ কী বস্তু আমি জানি না। বাবা বলতেন—লোহা কাঠ হচ্ছে সেই কাঠ যেখানে লোহার পেরেক ঢুকে না। আমার নিজের ধারণা সিন্দুকটা ছিল সিজন করা বার্মা টিকের। সিন্দুকের গায়ে পিতলের লতাপাতার নকশা ছিল। সিন্দুকের চাবি ছিল দু'টা। একটা চাবি প্রায় আধফুট লম্বা। দু'টা চাবিই রুপার তৈরি। চাবি দু'টা সব সময় বাবার কোমরের ঘুনসির সঙ্গে বাঁধা থাকত। গোসলের সময়ও তিনি চাবি খুলতেন না।

শৈশবে আমি ভাবতাম সিন্দুকে সোনার থালা-বাসন আছে। কারণ প্রায়ই গল্প শুনতাম নদীতে সোনার থালা-বাসন ভেসে উঠেছে। আর্কিমিডিসের সূত্রে পানিতে সোনার থালা-বাসন ভেসে ওঠার কথা না। তবে শৈশব সব রকম সূত্র থেকে মুক্ত।

সিন্দুক প্রসঙ্গে যাই। সিন্দুকের ওপর শীতলপাটি পাতা থাকত। বাবা সেখানে ঘুমাতেন। তিনি কোনো বালিশ ব্যবহার করতেন না। ডান হাতের তালুতে মাথা রেখে ঘুমাতেন। খুব ছেলেবেলায় আমিও বাবার সঙ্গে ঘুমাতাম।

একটু বড় হবার পর বিছানায় চলে আসি, কারণ দু'জনের চাপাচাপি হত। বাবা রাতে খুব যে ঘুমাতেন তা না। এবাদত-বন্দেগি করেই রাত পার করতেন। রাতে ঘরে সব সময় হারিকেন জ্বলত। বাবা অন্ধকারে ভয় পেতেন। এক রাতের কথা বললেই বুঝতে পারবেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে সামান্য চাঁদের আলো আসছে। বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। সামান্য কাঁপছেন। আমি বললাম, বাবা কী হয়েছে?

বাবা বললেন, সর্বনাশ হয়েছে রে ব্যাটা। হারিকেন নিভে গেছে। কেরোসিন শেষ, আগে খিয়াল করি নাই।

আমি বললাম, মোমবাতি তো আছে।

বাবা মনে হল জীবন ফিরে পেলেন। কাঁপা গলায় বললেন, মোমবাতি আছে নাকি? কোনখানে?

আমি শিকায় ঝুলানো হাঁড়ির ভেতর থেকে বাবাকে মোমবাতি এনে দিলাম। তিনি ক্রমাগত বলতে লাগলেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানি।

মোমবাতি জ্বালানো হল। তাকিয়ে দেখি ভয়ে-আতঙ্কে বাবার মুখ পাংশু বর্ণ। কপালে ঘাম। আমি বললাম, তুমি অন্ধকার এত ভয় পাও কেন বাবা?

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আছে ঘটনা আছে। তোকে বলা যাবে না। তুই পুলাপান মানুষ। ভয় পাবি।

এই সময় আমাদের ঘরের পেছন দিকে ধুপধাপ শব্দ হতে শুরু করল। আমি বললাম, শব্দ কীসের বাবা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন, খারাপ জিনিস হাঁটাচলা করতেছে। তিনি ক্রমাগত আয়াতুল কুরসি পড়ে আমার গায়ে ফুঁ দিতে লাগলেন।

আপনার বয়স তখন কত?

ক্লাস ফাইভে পড়ি। নয়–দশ বৎসর বয়স হবে। ঘটনাটা মন দিয়ে শুনুন। বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন। ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। একনাগাড়ে না। মাঝে মাঝে থামছে। আবার শুরু হচ্ছে। আমি বললাম, বাবা কেউ ঢেঁকিতে ধান কুটছে। ঢেঁকির শব্দ।

বাবা বললেন, গাধার মতো কথা বলবি না। আমার বাড়ির পেছনে কি ঢেঁকি ঘর?

আমি বললাম, শব্দ দূরে হচ্ছে। রাতের কারণে শব্দ কাছে মনে হচ্ছে।

বাবা বললেন, এত রাতে কে ঢেঁকিতে পাড় দিবে?

আমি বললাম, হিন্দু বাড়িতে সকাল হবার আগেই ঢেঁকি শুরু হয়। এখনই সকাল হবে।

আমার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মসজিদের আজান শোনা গেল। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, মাশাল্লাহ। মাশাল্লাহ। আল্লাহপাক তোর মাথায় বুদ্ধি দিয়েছেন।

মিসির আলি হিসেবে সেটাই কি আপনার প্রথম রহস্যভেদ?

তা বলতে পারেন। তবে ঢেঁকির শব্দের রহস্যভেদ ছাড়াও ঐ রাতে আমি প্রথম বুঝতে পারি আমার বাবা অসুস্থ। কী অসুখ জানি না, তবে তিনি যে খুবই অসুস্থ একজন মানুষ সেটা নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলি। এখন আমি বাবার অসুখের নাম জানি, সাইকোলজির ভাষায় এই অসুখের নাম পেরানোয়া। কারণ ছাড়া ভয়ে অস্থির হয়ে যাওয়া। সব সময় ভাবা তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

বাবা মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে দিলেন, কারণ মাদ্রাসায় যেতে হলে সেনবাড়ির ভিটার ওপর দিয়ে যেতে হয়। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। সেখানে নাকি ‘খারাপ জিনিসরা’ তাঁকে ধরার জন্য বসে থাকে। একবার একটায় ধরেও ফেলেছিল। তিনি অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়েছেন।

বাবার বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার একটি গল্প শুনুন। তিনি একবার বাড়িতে মাদ্রাসার এক তালেবুল এলেমকে নিয়ে এলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, এ কিন্তু মানুষ না, জিন। মানুষের বেশ ধরে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে।

আমি বললাম, কীভাবে বুঝলে?

বাবা বললেন, সবাই জানে। একবার সে মাদ্রাসার হোস্টেলে তার ঘরে শুয়ে আছে। তার একটা বই দরকার। বইটা অনেক দূরে টেবিলের উপর। সে বিছানা থেকে না উঠে হাতটা লম্বা করে টেবিল থেকে বই নিল।

কে দেখেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার রুমমেট দেখেছে। সে-ই সবাইকে বলেছে।

জিনটার নাম কী?

কালাম। পড়াশোনায় তুখোড় ছাত্র।

জিন কালাম দুপুরে আমাদের সঙ্গে কৈ মাছ খেল। এবং গলায় কৈ মাছের কাঁটা ফুটিয়ে অস্থির হয়ে পড়ল।

আমি বাবাকে বললাম, বাবা সে জিন। তার গলায় কাঁটা ফুটবে কেন?

বাবা বললেন, মানুষের বেশ ধরে আছে তো। এই জন্য ফুটেছে।

আমি বললাম, এখন কিছুক্ষণের জন্য জিন হয়ে কাঁটা দূর করছে না কেন?

বাবা চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, সেটাও একটা বিবেচনার কথা।

মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে বাবা দিনরাত ঘরেই থাকেন। তাঁর প্রধান কাজ সিন্দুক ঝাড়পোছ করা। তেল ঘষা। আগে মাসে একদিন তিনি বাটিতে রেড়ির তেল নিয়ে বসতেন। সিন্দুকে তেল ঘষতেন। এখন প্রতি সপ্তাহে তেল ঘষেন। তবে সিন্দুকের ডালা কখনো খোলেন না। আমি একদিন বললাম, বাবা, সিন্দুকের ভেতর কী আছে?

বাবা বললেন, সিন্দুকে কী আছে তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এই সিন্দুকের ধারেকাছে আসবা না। নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকবা। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা আছে। বৃত্তি যেন পাও সেই চেষ্টা নাও। তোমার নিজের টাকাতে তোমাকে পড়তে হবে। আমি অক্ষম।

প্রায়ই দেখতাম বাবা সিন্দুকের গায়ে কান লাগিয়ে বসে আছেন। যেন সিন্দুকের ভেতর কিছু হচ্ছে। তিনি তাঁর আওয়াজ পাচ্ছেন। এই অবস্থায় আমাকে দেখলে তিনি খুব লজ্জা পেতেন।

ক্লাস ফাইভে কি আপনি বৃত্তি পেয়েছিলেন?

না। বৃত্তি পরীক্ষাই দেয়া হয় নি। বৃত্তি পরীক্ষার সময় বাবা খুবই অসুস্থ। এখন মারা যান তখন মারা যান অবস্থা। আমি সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে আছি। বাবার মাথা তখন বেশ এলোমেলো। সিন্দুকের চাবি তাঁর ঘুনসিতে বাঁধা। তারপরেও দুই হাতে চাবি চেপে ধরে বসে থাকেন। তাঁর একটাই ভয়, খারাপ জিনিসগুলো চাবি চুরি করে নিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এক রাতের কথা। বাবার জ্বর খুব বেড়েছে। তিনি সিন্দুকের ওপর ঝিম ধরে বসে আছেন। হঠাৎ আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। বাবা বললেন, সিন্দুকে কান দিয়ে শোন তো দেখি। কিছু কি শোনা যায়?

আমি সিন্দুকে কান রাখলাম।

বাবা বললেন, কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

আমি বললাম, হুঁ।

কী শুনা যায়?

বুঝতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা বললেন, সিন্দুকের ভেতর কেউ কি নূপুর পায়ে হাঁটে?

আমি বললাম, হুঁ।

বাবা বললেন, ভালোমতো শোন। পরিষ্কার করে বল। হুঁ-হাঁ না। আমার সময় শেষ। তোকে সিন্দুকের দায়িত্ব বুঝায়া দেয়ার সময় হয়ে গেছে। দায়িত্ব বুঝায়ে দিতে পারলে আমার মুক্তি। তার আগে মুক্তি নাই। কী শুনা যায়, বল।

আমি বললাম, নূপুর পায়ে সিন্দুকের ভেতর কেউ হাঁটছে। থেমে থেমে হাঁটে।

বাবা বললেন, এখন বুঝতে পারছিস কেন সিন্দুকে কান দিয়ে থাকি?

বুঝতে পারছি। সিন্দুক খোলো। দেখি ভেতরে কী।

বাবা রাগী গলায় বললেন, সিন্দুক খোলার নাম মুখেও নিবি না। আমার বাপজান মৃত্যুর সময় সিন্দুকের দায়িত্ব আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছেন, কখনো যেন সিন্দুক না খুলি। আমি খুলি নাই। তুইও খুলবি না। সিন্দুকের চাবি সারা জীবন সঙ্গে রাখবি।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, বাবা, আমি যখন সিন্দুকে কান চেপে ধরেছিলাম তখন তুমি শরীর দুলাচ্ছিলে। শরীর দুলানোর জন্য সিন্দুকের চাবি ঠুকাঠুকি হয়ে নূপুরের মতো শব্দ হয়েছে।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোর বুদ্ধি মাশাল্লাহ খুবই ভালো। আমার মৃত্যুর পর সিন্দুকে কান চেপে ধরবি। যখনই সময় পাবি তখনই ধরবি। নানান ধরনের শব্দ শুনবি। কিশোরী মেয়েমানুষের গলা, মেয়েমানুষের হাসি। প্রশ্ন করলে মাঝে মাঝে জবাব পাবি। শুধু একটাই কথা, সিন্দুক খুলবি না।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বুধবার রাতে বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে একটাই কথা—সিন্দুকের চাবি। আমার সিন্দুকের চাবি খারাপ জিনিসে নিয়ে গেছে। সর্বনাশ! আমার মহাসর্বনাশ।

তাঁর কোমরের ঘুনসিতে চাবি ছিল না। পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও চাবি পাওয়া গেল না।

বাবার মৃত্যুর পর আমি অথই সমুদ্রে পড়লাম। পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হল। তখন আমাদের স্কুলের অঙ্ক স্যার প্রণব বাবু বললেন, তুই আমার বাড়িতে উঠে আয়। এই বাড়ি তালাবদ্ধ থাকুক।

আমি স্যারের বাসায় উঠলাম। স্যারের স্ত্রীর নাম দুর্গা। তিনি আমাকে বললেন, তুই আমার ঠাকুরঘরে কখনো ঢুকবি না। পানি বলবি না, বলবি জল। তা হলেই হবে। এখন আয় আমাকে প্রণাম কর। পায়ে হাত না দিয়ে প্রণাম কর। স্নান করে এসেছি। ঠাকুরঘরে ঢুকব।

আমি কদমবুসি করার মতো করলাম। তিনি বললেন, মুসলমানের ছেলে, প্রণামের ঢং দেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিন মহিলার কথায় আহত হয়েছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম এই পৃথিবীতে পাঁচজন ভালো মানুষের মধ্যে তিনি একজন। তিনি কখনো বলেন নি আমাকে মা ডাক। কিন্তু আমি তাঁকে মা ডাকতাম। তিনি আমাকে ডাকতেন মিছরি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি মুখাগ্নি করি। কারণ তিনি বলে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর মুসলমান বদপুলাটা যেন আমার মুখাগ্নি করে।

তাদের পরিবার কঠিন নিরামিষাশী ছিল। আমাকে নিরামিষ খাবার খেতে হত। আমার আমিষ খাবার অভ্যাস যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই জন্য মা আমাকে আলাদা হাঁড়িতে মাঝে মধ্যে ডিম রান্না করে দিতেন। আমার মায়ের গল্প আলাদাভাবে আরেকদিন বলব। আমার unsolved খাতায় উনার ছোট্ট একটা অংশ আছে। উনি প্রতি অমাবস্যায় অপদেবতাদের ভোগ দিতেন। বাড়ির পেছনের জঙ্গলে একটা শ্যাওড়া গাছের নিচে কলাপাতায় করে গজার মাছ পুড়িয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, ভোগ দেবার কিছুক্ষণের মধ্যে একজন অপদেবতা ভোগ গ্রহণ করার জন্য আসতেন। সেই অপদেবতার চোখ নেই। তার শরীরে মাংস পুড়ার গন্ধ। একদিন আমি মা'র সঙ্গে অপদেবতাকে ভোগ দিতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এই অংশটা বাদ। আজ বরং সিন্দুকের গল্পটা করি।

আমি স্কুল ছুটির দিনে নিজের বসতবাড়িতে যেতাম। বাড়ি তালাবদ্ধ থাকত। তালা খুলে ঘর ঝাঁট দিতাম। এবং বেশ কিছু সময় সিন্দুকে কান লাগিয়ে বসে থাকতাম। সিন্দুকের ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ আসত না। আসবে না জানতাম, তারপরেও অভ্যাসবশে কান লাগিয়ে থাকা।

AMARBOI.COM

একদিনের কথা। সিন্দুকে কান লাগিয়ে বসে আছি। হঠাৎ শুনলাম রিনরিনে মেয়েদের গলায় কেউ একজন বলল, এই এই। আমি আমি আমি। এই এই।

আতঙ্কে আমার শরীর প্রায় জমে গেল। আমি ছিটকে দূরে সরে গেলাম। মনে হচ্ছে সিন্দুকটা সামান্য নড়ছে। কেউ একজন প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভেতর থেকে সিন্দুকের ডালা খুলার। কেউ একজন বন্দি হয়ে আছে। বের হবার চেষ্টা করছে। দৌড়ে প্রণব স্যারের বাড়িতে চলে গেলাম। ঘর তালাবদ্ধ করার কথাও মনে হল না। সেদিন এতই ভয় পেয়েছিলাম যে রাতে জ্বর এসে গিয়েছিল। জ্বরের ঘোরে কানের কাছে সারাক্ষণ কেউ একজন বলছিল, এই এই এই। আমি আমি আমি। এই এই এই।

পরের সপ্তাহ আবার গেলাম। সিন্দুকে কান লাগানো মাত্র শুনলাম—এই এই এই।

আমি বললাম, আপনি কে?

উত্তরে শুনলাম, আমি আমি আমি।

আপনার নাম কী?

আমি আমি আমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন্দুকের ভেতর কীভাবে ঢুকলেন?

উত্তরে সেই পুরোনো শব্দ—'আমি আমি আমি।' তবে শব্দ স্পষ্ট।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। মিসির আলি ফুঁ দিয়ে বাতি নেভালেন। তাকিয়ে দেখি মিসির আলির কপালে ঘাম। তিনি এখনো গল্পের ভেতরে আছেন। যেন চোখের সামনে সিন্দুক দেখছেন।

আমি বললাম, মিসির আলি সাহেব। ভাই, এটা কি কোনো অডিটরি হেলুসিনেশন হতে পারে?

হ্যাঁ, হতে পারে। সিন্দুক নিয়ে আমার কিশোর মনে প্রবল কৌতূহল থেকে ঘোর তৈরি হতে পারে। তবে ঘোর ছিল না।

কীভাবে বুঝলেন ঘোর ছিল না?

আমি আমার মা'কে অর্থাৎ প্রণব স্যারের স্ত্রীকে বাড়িতে এনেছিলাম। তাকে বললাম, সিন্দুকে কান রাখতে। তিনি কিছু শুনেন কি না। তিনি কান রাখলেন এবং অবাক হয়ে বললেন, বাচ্চা একটা মেয়ে বলছে—আমি আমি আমি। ঘটনা কী রে?

আমি বললাম, জানি না।

মা বললেন, এর চাবি কই? চাবি আন সিন্দুক খুলব।

আমি বললাম চাবি নাই। চাবি হারিয়ে গেছে।

মা বললেন, আমার ধারণা সিন্দুকে অনেক ধনরত্ন আছে। ধনরত্ন পাহারা দেবার জন্য বাচ্চা কোনো মেয়েকে সিন্দুকের ভেতর ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মেয়েটাকে যক করা হয়েছে। আগেকার মানুষের বিশ্বাস ছিল যক ধনরত্ন পাহারা দেয়। মিস্ত্রি দিয়ে সিন্দুক খোলা দরকার কিন্তু সেটা ঠিক হবে না।

ঠিক হবে না কেন?

চারদিকে জানাজানি হবে। সিন্দুক খুলতে হবে গোপনে।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন সিন্দুকের চাবির সন্ধান পাই।

কীভাবে পান?

নিজেই চিন্তা করে বের করি চাবিটা কোথায় থাকতে পারে। চাবি সেখানেই পাওয়া যায়। লজিক্যাল ডিডাকশান কীভাবে করলাম আপনাকে বলি।

চাবি দু'টা বাবার কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা থাকত। কাজেই চাবি পড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বাবার কথামতো খারাপ জিনিস তাঁর কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়েছে এও হবার কথা না। বাবা নিজেই লুকিয়ে রেখেছেন।

তাঁর শরীর তখন খুবই খারাপ ছিল। কাজেই দূরে কোথাও লুকাবেন না। বাড়ির ভেতর বা বাড়ির আশপাশে লুকাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি খুঁড়ে কোথাও লুকাবেন না। মাটি খোঁড়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। আর খোঁড়াখুঁড়ি করলেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

কাজেই তাঁর চাবি লুকানোর একমাত্র জায়গা—ইঁদারা। বাড়ির পেছনেই ইঁদারা। বাবা অবশ্যই ইঁদারার পানিতে চাবি ফেলে দিয়েছেন। আমাদের বাড়ির ইঁদারার চারপাশ বাঁধানো ছিল। অসুস্থ অবস্থায় বাবা ইঁদারায় হেলান দিয়ে অনেক সময় কাটাতেন।

ইঁদারা থেকে চাবি উদ্ধারের কাজ মোটেই জটিল হয় নি। ইঁদারায় বালতি বা বদনা পড়ে গেলে তা তোলার জন্য আঁকশি ছিল। জিনিসটা একগোছা মোটা বঁড়শির মতো। দড়িতে বেঁধে আঁকশি ফেলে নাড়াচাড়া করলেই হত। ডুবন্ত জিনিস বঁড়শিতে আটকাত।

আপনি চাবি পেয়ে গেলেন?

হ্যাঁ।

সিন্দুক খুললেন?

হ্যাঁ।

সিন্দুকে কী ছিল?

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, সিন্দুক ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। কিছুই ছিল না।

কিছুই ছিল না?

এক টুকরা কালো সুতাও ছিল না।

এরপরেও কি আপনি সিন্দুকে কান রেখে কথা শোনার চেষ্টা করেছেন?

করেছি। কিছুই শুনি নি। সিন্দুকের গল্পের এখানেই শেষ। যান, বাসায় চলে যান। অনেক রাত হয়েছে।

ফ্রুট ফ্লাই

মিসির আলি সাহেবের পেটমোটা ফাইল আছে। ফাইলের ওপর ইংরেজিতে লেখা—Unsolved. যেসব রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন নি তার প্রতিটির বিবরণ। আমি কয়েকবার তাঁর ফাইল উল্টেপাল্টে দেখেছি। কোনো কিছুই পরিষ্কার করে লেখা নেই। নোটের মতো করে লেখা। উদাহরণ দেই—একটি অমীমাংসিত রহস্যের (নম্বর ১৮) শিরোনাম 'BRD'. 'BRD' কী জিজ্ঞেস করে জানলাম BRD হল বেলা রানী দাস। মিসির আলি লিখেছেন—

BRD

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়স ১৩
বুদ্ধি ৭
বটগাছ ১০০
বজ্রপাত ২
BRD বটগাছ Union
কপার অক্সাইড

আমি বললাম, যা লিখেছেন এর অর্থ কী? বয়স ১৩ বুঝতে পারছি। বেলা রানী দাসের বয়স তের। বুদ্ধি ৭–এর অর্থ কী?

মিসির আলি বললেন, বুদ্ধি মাপার কিছু পরীক্ষা আছে। IQ টেস্ট। এই টেস্ট আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না। আইনস্টাইনের মতো মানুষ IQ টেস্টে হাস্যকর নাম্বার পেয়েছিলেন। আমি নিজে এক ধরনের পরীক্ষা করে বুদ্ধির নাম্বার দেই। সেই নাম্বারের সর্বনিম্ন হল এক সর্বোচ্চ দশ। আমার হিসাবে বেলা রানীর বুদ্ধি ছিল সাত।

আমি বললাম, আপনার হিসাবে আমার বুদ্ধি কত?

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, ছয়ের কাছাকাছি। তবে এতে আপসেট হবেন না। মানুষের গড় বুদ্ধি পাঁচ। তা ছাড়া আপনি লেখক মানুষ। ক্রিয়েটিভ মানুষদের সাধারণ বুদ্ধি কম থাকে।

আমি বললাম, আমার বুদ্ধি কম এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। 'বটগাছ ১০০–এর অর্থ কী?'

একটা বটগাছের কথা বলেছি যার আনুমানিক বয়স ধরেছি ১০০ বছর।

বজ্রপাত ২ মানে?

বটগাছে দু'বার বজ্রপাত হয়েছিল। শেষ বজ্রপাতে বটগাছটা মারা যায়।

BRD বটগাছ Union-টা ব্যাখ্যা করুন।

বেলা রানীর বাবা–মা তাদের মেয়েটাকে একটা বটগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুদের কিছু বিচিত্র আচার আছে। গাছের সঙ্গে বিয়ে তার একটা। এখন যদিও এই প্রথা নেই। তারপরেও বেলা রানীর বাবা–মা কাজটা করেছিলেন।

কপার অক্সাইড কী?

কপার ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের যৌগ—CuO.

গল্পটা বলুন।

না।

না কেন?

কিছু কিছু গল্প আছে বলতে ইচ্ছা করে না। এটা সেরকম এটা গল্প। সব গল্প জানানোর জন্য না।

আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এই গল্প আমি কোথাও লিখব না। কাউকে বলবও না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, না।

তাঁর 'না' বলার বিশেষ একটা ভঙ্গি আছি। এই ভঙ্গিতে যখন না বলে ফেলেন তখন তাঁকে আর হ্যাঁ বানানো যায় না। আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

মিসির আলি বললেন, অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে গল্প করা ঠিক না। এতে মানুষ Confused হয়ে যায়। ঘটনার ওপর নানান আধ্যাত্মিকতা আরোপ করে। চলে আসে ভূত–প্রেত। সাধু–সন্ন্যাসী।

আমি বললাম, ভূত–প্রেত বাদ দিলাম, সাধু–সন্ন্যাসীরা তো আছেন। নাকি তাঁদের অস্তিত্বেও আপনার অবিশ্বাস?

মিসির আলি বললেন, অবিশ্বাস। ধর্ম হল পরিপূর্ণ বিশ্বাস। আর বিজ্ঞান হল পরিপূর্ণ অবিশ্বাস। ধর্মের বিশ্বাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে। বিজ্ঞানের অবিশ্বাস কিন্তু পরীক্ষা–নিরীক্ষায় বদলায়। কিছু কিছু অবিশ্বাস বিশ্বাসে রূপ নেয়।

আপনি তো একজন সাইকোলজিস্ট, বিজ্ঞানী না।

মিসির আলি বললেন, মানুষ মাত্রই বিজ্ঞানী। অবিশ্বাস করা তার Nature-এর অংশ। সে জঙ্গলে হাঁটছে। একটা সাপ দেখল। সে শুরু করল অবিশ্বাস দিয়ে—দড়ি না তো? নাকি সাপ?

আবার সে পথে হাঁটতে হাঁটতে একটা দড়ি দেখল। সে শুরু করল অবিশ্বাস দিয়ে—সাপ না তো? নাকি দড়ি। চা খাবেন?

খাব।

ঘরে শুধু চা পাতা আছে। আর কিছুই নেই। লিকার চা চলবে?

চলবে।

মিসির আলি রান্নাঘরে ঢুকলেন এবং বের হয়ে এসে জানালেন, চা পাতাও নেই। চলুন কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেয়ে আসি।

আমি বললাম, রেস্টুরেন্টে যেতে ইচ্ছা করছে না। আপনার সঙ্গে নিরিবিলি গল্প করছি এই ভালো।

সময় রাত আটটা। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিসির আলির ঘরের চাল টিনের। চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে। ঢাকা শহরে সেই অর্থে কখনো বৃষ্টির শব্দ কানে আসে না। শহরের কোলাহল বৃষ্টির শব্দ গিলে ফেলে।

মিসির আলি বললেন, হাবলু মিয়ার গল্প শুনবেন?

আমি বললাম, গল্পটা যদি আপনার Unsolved খাতায় থাকে তা হলে শুনব। আপনার মতো মানুষ রহস্যের কাছে ধরা খেয়ে গেছেন ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।

মিসির আলি বললেন, হাবলু মিয়ার গল্প আমার Unsolved ফাইলে আছে। ৩৮ নম্বর।

সব গল্পের নাম্বার আপনার মনে থাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা থাকে। ফাইলটা নিয়ে আমি প্রায়ই বসি। রহস্যের কিনারা করা যায় কি না তা নিয়ে ভাবি। এখনো হাল ছাড়ি নি। হাল ধরে বসে আছি। অকূল সমুদ্র। নৌকা কোন দিকে নিয়ে যাব বুঝতে পারছি না।

হাবলু মিয়ার গল্পটা শুরু করুন।

মিসির আলি গল্প শুরু করলেন। সাধারণত দেখা যায় শিক্ষকরা ভালো গল্প বলতে পারেন না। তাঁদের গল্প ক্লাসের বক্তৃতার মতো শোনায়। যিনি গল্প শোনেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর হাই ওঠে। এক পর্যায়ে শ্রোতা বলেন, ভাই, বাকিটা আরেক দিন শুনব। আজ একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে। এখন না গেলেই না।

মিসির আলি শিক্ষক গল্পকথকের দলে পড়েন না। তাঁর বর্ণনা সুন্দর। গল্পের কোন জায়গায় কতক্ষণ থামতে হবে তা জানেন। পরিবেশ এবং চরিত্র বর্ণনা নিখুঁত। আমার প্রায়ই মনে হয় মিসির আলির মুখের গল্প CD আকারে বাজারে ছেড়ে দিলে ভালো বাজার পাওয়া যাবে। যাই হোক, তাঁর জবানিতে গল্পটা বলার চেষ্টা করি।

হাবলু মিয়ার বয়স কত বলতে পারছি না। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, জানি না স্যার। বাপ-মা কিছু বইলা যায় নাই। মুরুক্ষু পিতামাতা। এইসব জানেও না। আপনে একটা অনুমান কইরা নেন।

আমি অনুমান করতে পারলাম না। কিছু মানুষ আছে যাদের বয়স বোঝা যায় না। হাবলু মিয়া সেই দলের। তার বয়স পঁচিশ হতে পারে, আবার চল্লিশও হতে পারে। অতি রুগ্‌ণ মানুষ। খকখক কাশি লেগেই আছে। গায়ের রঙ একসময় ফর্সা ছিল। রোদে ঘুরে রঙ জ্বলে গেছে। মাথা সম্পূর্ণ কামানো। গায়ে কড়া নীল রঙের পাঞ্জাবি। পরনের লুঙ্গির রঙ একসময় খুব সম্ভবত সাদা ছিল। ময়লার আস্তর পড়ে এখন ছাইবর্ণ। পায়ে চামড়ার জুতা। জুতাজোড়া নতুন। চকচক করছে। লোকটার গা থেকে বিকট গন্ধ আসছে। আমি বললাম, গাঁজা খাবার অভ্যাস আছে?

হাবলু মিয়া আবার দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, জি স্যার।

আজ খেয়েছেন?

জে না। দিনে খাই না। সবকিছুর নিয়ম আছে। গাঁজা খাইতে হয় সূর্য ডোবার পরে। চরস খাইতে হয় দুপুরে।

লেখাপড়া কিছু করেছেন?

ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। ক্লাস ফাইভ পাস করার ইচ্ছা ছিল। একদিন হেডস্যার বললেন, তোর আর লেখাপড়া লাগবে না। তুই চলে যা।

চলে যেতে বললেন কেন?

সেটা উনারে জিগাই নাই। শিক্ষক মানুষরে তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না। উনাদের কথা মান্য করতে হয়। উনাদের আলাদা মর্যাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার পায়ের জুতাজোড়া তো নতুন মনে হচ্ছে।

হাবলু মিয়া আনন্দিত গলায় বলল, চুরির জুতা স্যার। আমি নিজেই চুরি করেছি। কীভাবে চুরি করেছি শুনলে মজা পাবেন। স্যার বলব?

বলুন।

আমারে স্যার তুমি কইরা বলবেন। আমি অতি নাদান লোক। আপনের নাকের সর্দির যোগ্যও না। তার চেয়েও অধম। জুতাচুরির গল্পটা কি শুরু করব?

শুরু কর।

জুম্মার নামাজ শুরু হইছে। আমি সোবাহান মসজিদের কাছে। রাস্তা বন্ধ কইরা নামাজ। শেষ সারিতে দেখি এক লোক তার সামনে নয়া জুতা রাইখা নামাজ পড়তাছে। আমি তার সামনে থাইকা জুতাজোড়া নিলাম। সে নামাজের মধ্যে ছিল বইলা আমারে কিছু বলতে পারল না। একবার তাকাইলো। আমি ঝাইড়া দৌড় দিলাম। আমার ভাগ্য ভালো জুতাজোড়া ভালো ফিটিং হইছে। চুরির জুতা ফিটিং-এ সমস্যা।

জুতা কি প্রায়ই চুরি কর?

জে। একেকবার একেক মসজিদে যাই। বনানী মসজিদ থেকে একজোড়া স্যান্ডেল চুরি করেছিলাম। বিলাতি জিনিস, দুইশ টাকায় বিক্রি করেছি। এখন আপশোস হয়।

আপশোস হয় কেন?

নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে পারতাম। স্যান্ডেলে আরাম বেশি। একটু পানের ব্যবস্থা কি করা যায় স্যার? জর্দা লাগবে না। জর্দা আমার সঙ্গে আছে। গোপাল জর্দা। গোপাল জর্দা ছাড়া অন্য জর্দা আমার মুখে রুচে না।

দিনে কয়টা করে পান খাও?

তার কি স্যার হিসাব আছে। ভাতের হিসাব থাকে। দৈনিক দুই বার কি তিন বার। পান এবং চা এই দুইয়ের হিসাব নাই।

পানের ব্যবস্থা করছি, এখন বল তুমি যে জুতা চুরি কর খারাপ লাগে না।

খারাপ লাগে না স্যার, মজা পাই। ইন্টারেস্ট পাই। বাঁইচা থাকতে হইলে ইন্টারেস্ট লাগে। ঠিক বলেছি স্যার?

হুঁ।

পানের ব্যবস্থা তো স্যার এখনো করেন নাই? অস্থির লাগতেছে।

সে পান ছাড়াই বেশ খানিকটা জর্দা মুখে দিয়ে চিবুতে লাগল।

হাবলু মিয়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগের বিষয়টা এখন পরিষ্কার করি। তাকে পাঠিয়েছে আমার এক ছাত্র। হাবলু মিয়ার নাকি অদ্ভুত এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। যে কোনো ফলের নাম বললেই সে দুই হাত মুঠিবদ্ধ করে। মুঠি খুললেই সেই ফল হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায়। যে মুঠিবদ্ধ করে ফল আনতে পারে সে পানও আনতে পারে। পানটা সে কেন আনছে না, বুঝলাম না।

আমি আমার ছাত্রের কথায় কোনোই গুরুত্ব দেই নি। সহজ হাতসাফাই বোঝাই যাচ্ছে। যেসব ফলের নাম চট করে মানুষের মাথায় মনে আসে সেই সব বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়। যথাসময়ে বের করা হয়।

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বলি। একজন বুজরুক আমাকে বলল, স্যার যে কোনো একটা ফুলের নাম বলুন। যে ফুলের নামই বলবেন সেই ফুল আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে দেব।

আমি বললাম, দুপুরমণি ফুল। তুমি বের কর।

সে বলল, স্যার পারলাম না। দুপুরমণি ফুলের নামই শুনি নাই। আজ প্রথম শুনলাম।

আমি বললাম, তোমার পাঞ্জাবির পকেটে আছে গোলাপ ফুল। তুমি এই খেলাটা গোলাপ ফুল নিয়েই দেখাও। কারণ দশজন মানুষের মধ্যে সাতজনই বলবে গোলাপ ফুলের কথা।

বুজরুক মাথা চুলকে বলল, স্যার কথা সত্য বলেছেন। মাটি খাই। তয় স্যার শুধু গোলাপ রাখি না। রজনীগন্ধাও রাখি। আজকাল অনেকেই রজনীগন্ধার কথা বলে।

যাই হোক, আমাদের হাবলু মিয়াকে আমি সেই দলেই ফেলেছি। লোকটার চোখই বলে দিচ্ছে সে মহাধূর্ত। অনেককে ধোঁকা দিয়ে এখন সে এসেছে আমার কাছে।

ঘরে পান ছিল না। দোকান থেকে পান আনিয়ে তাকে দিয়েছি। দুই খিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে সে জড়ানো গলায় বলল, স্যার কী খেতে চান বলেন, এনে দেই। সে হাত মুঠি করল।

আমি বললাম, একটা আখরোট এনে দাও।

হাবলু মিয়া বিস্মিত গলায় বলল, আখরোট কী জিনিস?

এক ধরনের বাদাম।

জীবনে স্যার নাম শুনি নাই।

আমি বললাম, আমাকে তা হলে খাওয়াতে পারছ না?

হাবলু মিয়া বলল, কেন পারব না স্যার! আপনি খাবেন। আমিও একটু খায়া দেখব। তবে স্বাদ পাব বলে মনে হয় না। পান-জর্দা খায়া জিবরা নষ্ট। যাই খাই ঘাসের মতো লাগে। একবার নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি খাওয়ার শখ হল। খায়া দেখি সেইটাও ঘাসের মতো। মিষ্টির বংশ নাই। আমার কাছে এখন চিনিও যা, লবণও তা।

কথা শেষ করে হাবলু মিয়া হাতের মুঠি খুলল। তার হাতে দু'টা আখরোট। সে বিস্মিত হয়ে আখরোট দেখছে। আমি মোটামুটি হতভম্ব। হাবলু মিয়া বলল, জিনিসটা ভাঙে ক্যামনে? দাঁত দিয়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবলু মিয়া কামড়াকামড়ি শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আখরোটের শক্ত খোসা ভাঙল। হাবলু মিয়া বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, কোনো স্বাদ নাই। শুকনা খড়ের মতো।

আমি বললাম, এখন কি অন্য কোনো ফল আনা যাবে?

হাবলু বলল, অবশ্যই। ফলের নাম বলেন। তবে স্যার হাতের মুঠার চেয়ে বড় ফল হইলে পারব না। তরমুজ আনতে পারব না। কলা পারব না।

আমি বললাম, আম আনতে পারবে? ছোট সাইজের আম তো আছে।

আম পারব। আম অনেকবার আনছি।

হাবলু মিয়া দুই হাত (ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে) মুঠির মতো করল। চোখ বন্ধ করল। সামান্য ঝাঁকি দিয়ে মুঠি খুলল—আম সেখানে আছে। সে আমার হাতে আম দিতে দিতে বলল, খেয়ে দেখেন স্যার মিষ্টি আছে কি না। মধুর মতো মিষ্টি হওয়ার কথা। মাঝে মাঝে টকও হয়। একবার একটা আম আসছে—'কাক দেশান্তরী' আম। এমন টক যে কাক খাইলে দেশান্তরী হবে। স্যার, আমার খেলা দেখে খুশি হয়েছেন?

খুশি হয়েছি। এটা কি কোনো খেলা?

স্যার দুনিয়াটাই তো খেলা। বিরাট খেলা। ক্রিকেট খেলা। কেউ সেঞ্চুরি করতেছে, কেউ আমার মতো শূন্য পায়া আউট। আবার কেউ কেউ আছে ব্যাটিং করার সুযোগ পায় না। না খেইলাই আউট।

ফলগুলো আসে কীভাবে?

স্যার, বললাম না খেলা। খেলার মাধ্যমে আসে।

খেলছে কে?

সেটা তো স্যার বলতে পারব না। জ্ঞান-বুদ্ধি নাই। ক্লাস ফাইভ পাস করার শখ ছিল। পারলাম না। স্যার, ঘরে কি ছুরি আছে?

ছুরি দিয়ে কী করবে?

আমটা কাইট্যা একটা ছোট্ট পিস খায়া দেখতাম। মিষ্টি কি না। যদিও মন বলতেছে মিষ্টি। তয় মনের কথা বনে যায়।

আমি ছুরি আনলাম। এক পিস হাবলু মিয়া খেল। এক পিস আমি খেলাম। আম মিষ্টি। কড়া মিষ্টি।

হাবলু আনন্দিত গলায় বলল, ইজ্জত রক্ষা হইছে। আম মিষ্টি। টক হইলে আপনের কাছে বেইজ্জত হইতাম। স্যার, ইজাজত দেন, উঠি?

আরেকবার আসতে পারবে?

কেন পারব না! যেদিন বলবেন সেদিন আসব। শুক্রবারটা বাদ দিয়া। ঐ দিন জুতা চুরি করি। স্যার কিছু খরচ দিবেন। খেলা দেখাইলাম এই জন্য খরচ।

তোমার এই খেলা দেখিয়ে তুমি টাকা নাও?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জে নেই। আমার কোনো দাবি নাই। যে যা দেয় নেই।

সবচেয়ে বেশি কত পেয়েছ?

পাঁচশ একবার পাইছিলাম। স্যারের নাম ভুইল্যা গেছি। মুসুল্লি মানুষ। নুরানি চেহারা। সেই মুরুব্বি ভাবছে আমি জিনের মাধ্যমে আনি। আমি স্বীকার পাইছি। তার ভাবনা সে ভাববে। আমার কী?

মুরুব্বি বলল, হাবলু মিয়া তোমার কি জিন আছে?

আমি বললাম, জে স্যার আপনের দোয়ায় আছে।

মুরুব্বি বলল, জিন কয়টা।

আমি বললাম, দুইটা। একটা মাদি আরেকটা মর্দ। মর্দটার নাম জাহেল। ফল-ফুরুট সেই আনে।

মুরুব্বি আমার কথা সবই বিশ্বাস পাইছে। আমারে বখশিশ দিছে পাঁচশ টেকা।

আমি বললাম, তুমি জিনের মাধ্যমে আনো না?

জে না।

কীভাবে আনো?

স্যার আপনারে তো আগে বলেছি। এইটা একটা খেলা।

খেলাটা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

নিজে নিজেই শিখছি। কীভাবে শিখলাম সেটা শুনেন। ফার্মগেটের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি এক লোক পিয়ারা বিক্রি করতেছে। হাতে টাকা নাই। টাকা থাকলে কিনতাম। হঠাৎ কী মনে করে হাত মুঠা করলাম। মুঠা খুলে দেখি পিয়ারা। স্যার কিছু খরচ কি দেবেন? যা দিবেন তাতেই খুশি। পঞ্চাশ একশ দুইশ...।

আমি তাকে এক হাজার টাকা দিলাম। পাঁচশ টাকার দু'টা নোট পেয়ে সে হতভম্ব। তাকে বললাম পরের বুধবারে আসতে। সে বলল, সকাল দশটা বাজার আগেই বান্দা হাজির থাকবে। যদি না থাকি তাইলে মাটি খাই। কব্বরের মাটি খাই।

আমি বললাম, ফল ছাড়া অন্য কিছু আনতে পারো না?

হাবলু বলল, জে না।

চেষ্টা করে দেখেছ?

অনেক চেষ্টা নিয়েছি। লাভ হয় নাই। একবার জর্দার শর্ট হইল। হাতে নাই পয়সা। জর্দা কিনতে পারি না। জর্দা বিনা পানও খাইতে পারতেছি না। শরীর কষা হয়ে গেছে। তখন অনেকবার হাত মুঠা করলাম। মনে মনে বললাম, আয় জর্দা আয়। মুঠা খুইল্যা দেখি কিছু না। সব ফক্কা।

মিসির আলি থামলেন। আমি বললাম, ঐ লোক উপস্থিত থাকলে ভালো হত। হাত মুঠি করত। বাগানের ফ্রেশ চা চলে আসত। চা খাওয়া যেত। এমন জমাটি গল্প চা ছাড়া চলে না। ঘরে ফ্লাস্ক আছে? ফ্লাস্ক দিন আমি দোকান থেকে চা নিয়ে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, চা আনতে হবে না। চা চলে আসবে।

আমি বললাম, শূন্য থেকে আবির্ভূত হবে? হাবলু মিয়ার মতো?

মিসির আলি বললেন, না। চা-শিঙাড়া বাড়িওয়ালা পাঠাবেন। একটা বিশেষ দোকানের শিঙাড়া তাঁর খুবই পছন্দ। প্রায়ই গাদাখানিক কিনে আনেন। আমাকে পাঠান। তাঁকে শিঙাড়ার ঠোঙা নিয়ে এইমাত্র বাসায় ঢুকতে দেখলাম।

মিসির আলির কথা শেষ হবার আগেই একটা কাজের ছেলে ফ্লাস্কভর্তি চা এবং ছয়টা শিঙাড়া নিয়ে ঢুকল। শিঙাড়া সাইজে ছোট। অসাধারণ স্বাদ। যে দোকানে এই জিনিস তৈরি হয় তার কোটিপতি হয়ে যাবার কথা।

আমি চা খেতে খেতে বললাম, তারপর? বুধবার ঐ লোক এল?

না।

কবে এসেছিল?

আর আসেই নি।

বলেন কী?

আমার ধারণা মারা গেছে। পত্রিকায় একটা নিউজ পড়েছিলাম—মুসল্লিদের হাতে জুতাচোরের মৃত্যু। সেই জুতাচোর আমাদের হাবলু মিয়া তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বললাম, আপনি তো গল্পের শেষটা জানতে পারলেন না।

না।

গল্প কি এখানেই শেষ?

এখানে শেষ না। কিছুটা বাকি আছে।

আর বাকি কী থাকবে? গল্পের যে কথক সে-ই মৃত। গল্প কি থাকবে?

মিসির আলি বললেন, আমটা তো আছে। পাখি চলে গেছে কিন্তু পাখির পালক তো ফেলে গেছে। আমটা হল পাখির পালক।

আমি বললাম, পাখির পালক, অর্থাৎ আমটা দিয়ে কী করলেন?

মিসির আলি বললেন, একজন ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আম তৈরিতে হয়তো ম্যাজিকের কিছু গোপন কৌশল আছে যা আমার জানা নেই। আটলান্টিক সিটিতে একবার একটা ম্যাজিক শো দেখেছিলাম। সেখানে ম্যাজিশিয়ান ফুলের টবে একটা আমের আঁটি পুঁতলেন। রুমাল দিয়ে ঢাকলেন। রুমাল সরালেন, দেখা গেল আম গাছের চারা বের হয়েছে। আবার সেই চারা রুমাল দিয়ে ঢাকলেন। রুমাল সরালেন, দেখা গেল গাছভর্তি আম। এই ধরনের কোনো কৌশল কি হাবলু মিয়া করেছে?

আমার ম্যাজিশিয়ান বন্ধু আমের পুরো ঘটনা শুনে বললেন, হিপনোটিক সাজেশান হতে পারে। হিপনোটিক সাজেশান মাঝে মাঝে এত গভীর হয় যে সামান্য মাটির দলাকে আম বা অন্য যে কোনো ফল মনে হবে। হিপনোটিস্ট যদি বলেন আমটা মিষ্টি তা হলে মাটির দলা মুখে দিলে মিষ্টি লাগবে। হিপনোটিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি বলেন, আমটা টক তা হলে মাটির দলার স্বাদ হবে টক। তবে এই অবস্থা বেশি সময় থাকবে না। Trance অবস্থা কেটে গেলে মাটির দলাকে মাটির দলাই মনে হবে।

আমাকে দেয়া আমটা মাটির দলা বা অন্যকিছু হয়ে গেল না। আমই রইল। তৃতীয় দিনে আমি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আবিষ্কার করলাম।

সেটা কী?

মিসির আলি বললেন, Fruit fly বিষয়ে আপনার কোনো জ্ঞান আছে?

আমি বললাম, পাকা ফলের উপর ছোট ছোট যেসব পোকা ওড়ে তার কথা বলছেন?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ। এরা এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ লম্বা। চোখ লাল। শরীরের প্রথম অংশ লালচে, শেষ অংশ কালো। পাকা ফল যা Farmented হচ্ছে তার উপর এরা ডিম পাড়ে। এক একটি স্ত্রী ফ্রুট ফ্লাই পাঁচশ'র মতো ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হতে সময় নেয় এক সপ্তাহ। আমার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা হচ্ছে তিন দিন পার হবার পরেও আমের উপর কোনো ফ্রুট ফ্লাই উড়ছে না। অর্থাৎ আমে পচন ধরছে না।

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমের সিজন না। তবে ফল চাষে হয়তো কোনো বড় ধরনের বিপ্লব হয়েছে। সব ঋতুতেই সব ধরনের ফল পাওয়া যায়। আমি বাজার থেকে একটা পাকা আম কিনে আনলাম। জাদুর আম থেকে এক ফুট দূরে সেটা রাখলাম। এক ঘণ্টা পার হবার আগেই কেনা আমকে ঘিরে ফ্রুট ফ্লাই ওড়াউড়ি শুরু করল। এদের কেউ ভুলেও জাদুর আমের কাছে গেল না।

মিসির আলি বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, গল্প কি শেষ?

মিসির আলি বললেন, একটু বাকি আছে। আজই শুনবেন নাকি অন্য একদিন আসবেন? বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন চলে যাওয়াই ভালো। রাত অনেক হয়েছে।

আমি বললাম, শেষটা শুনে যাব। তার আগে না।

মিসির আলি বললেন, আন্টার্কটিকা মহাদেশে একবার উল্কাপাত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে NASA-র জনসন স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের বিজ্ঞানীরা সেই উল্কা পরীক্ষা করেন। উল্কার নম্বর হচ্ছে ALIT84001.

আমি বললাম, নাম্বার মনে রাখলেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, জাদুর আম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এইসব জানতে হয়েছে। আমার Unsolved খাতায় নাম্বার লেখা আছে।

আমি বললাম, উল্কার সঙ্গে আপনার জাদুর আমের সম্পর্ক কী?

মিসির আলি বললেন, ঘটনাটা বলে শেষ করি। তারপর আপনি বিবেচনা করবেন সম্পর্ক আছে কি না।

বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানীরা সেই উল্কার কিছু Organic অণু পেলেন। জটিল কোনো অণু না। Polycyclic arormatic hydrocarbon. বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন এই অণুগুলো পৃথিবী নামক গ্রহের না, গ্রহের বাইরের। কারণ এরা ছিল Levorotatory. পৃথিবী নামক গ্রহের সব Organic অণু হয় Dextrorotator. অর্থাৎ এরা Plain polarized light ডান দিকে ঘুরায়। বিজ্ঞানীরা অতি সহজ একটা পরীক্ষা থেকে বলতে পারেন কোনো বস্তু এই পৃথিবীর নাকি পৃথিবীর বাইরের।

আমি বললাম, আপনি আমটি পৃথিবীর না পৃথিবীর বাইরের এই পরীক্ষা করলেন?

মিসির আলি বললেন, এই ধরনের পরীক্ষা করার মতো যোগ্যতা বা যন্ত্রপাতি কোনোটাই আমার নেই। তবে আমি আমের শাঁস সিল করা কৌটায় ইতালির এন্থন ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম। তারা জানালেন এই ফলটির রস Levorotatory. অর্থাৎ এর Origin পৃথিবী নামক গ্রহ না।

বলেন কী?

মিসির আলি বললেন, একটা ছোট্ট পরীক্ষা অবিশ্যি আমি নিজেই করলাম। একটা টবে যত্ন করে আমের আঁটিটা পুঁতলাম। সেখান থেকে গাছ হয় কি না তাই দেখার ইচ্ছা।

হয়েছিল?

মিসির আলি বললেন, সেটা বলব না। কিছু রহস্য থাকুক। রহস্য থাকলেই গল্পটা আপনার মনে থাকবে। মানুষ রহস্যপ্রিয় জাতি। সে শুধু রহস্যটাই মনে রাখে, আর কিছু মনে রাখতে চায় না।

AMARBOI.COM

সোনার মাছি

'Teleportation' শব্দটার সঙ্গে কি আপনি পরিচিত?

না।

'Talekinetics' শব্দটা শুনেছেন?

না।

Telepathy?

হ্যাঁ শুনেছি। যতদূর জানি এর মানে হচ্ছে মানসিকভাবে একজনের সঙ্গে অন্য আরেকজনের যোগাযোগ।

মিসির আলি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, ঠিকই শুনেছেন। ধারণা করা হয় যখন মানুষ ভাষা আবিষ্কার করে নি তখন তারা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে যোগাযোগ করত। মানুষের কাছে ভাষা আসার পর টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা নষ্ট হতে শুরু করে।

আমি বললাম, আপনি কি টেলিপ্যাথির কোনো গল্প শোনাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, না। আমি একটা সোনার মাছির গল্প শোনাব। এই মাছিটার Teleportation ক্ষমতা ছিল।

সেটা কী?

মিসির আলি বললেন, মনে করুন আমার এই চায়ের কাপটা বিছানায় রাখলাম। হাত দিয়ে ধরলাম না। মানসিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম। কাপটা আস্তে আস্তে আমার দিকে আসতে শুরু করল। একে বলে Telekinetics. আবার মনে করুন কাপটা বিছানাতেই আছে, হঠাৎ দেখা গেল কাপটা টেবিলে। একে বলে Teleportation. সায়েন্স ফিকশনে প্রায়ই দেখা যায় এলিয়েনরা একটা জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে অন্য জায়গায় উদয় হচ্ছেন। পড়েছেন না এ ধরনের গল্প?

পড়েছি। লেরি নিভানের Window of the Sky বইটিতে আছে।

মিসির আলি বললেন, ম্যাজিশিয়ানরা Telekinetics এবং Teleportation দু'ধরনের খেলাই দেখান। মঞ্চের দু'প্রান্তে দু'টা কাঠের খালি বাক্স রাখা হয়েছে। রূপবতী এক তরুণী একটা বাক্সে ঢুকলেন। বাক্স তালা দিয়ে দেয়া হল। তালা খুলে দেখা গেল মেয়েটি নেই। সে অন্য বাক্সটা থেকে বের হল। চমৎকার ম্যাজিক। কিন্তু কৌশলটা অতি সহজ।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, কৌশলটা কী?

মিসির আলি বললেন, সেটা আপনাকে বলব না। আপনাকে কৌশল বলে দেয়ার অর্থ চমৎকার একটা ম্যাজিকের রহস্য নষ্ট করা। কাজটা ঠিক না। বরং সোনার মাছির গল্প শুনুন।

AMARBOI.COM

আমি মিসির আলির বাড়িতে এসেছি নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। রাতে বিশেষ কোনো খাবার খাব। যা খেয়ে মিসির আলি আনন্দ পেয়েছেন। তিনি আমাকেও সেই আনন্দ দিতে চান। তিনি খুলনার একটা কাজের ছেলে রেখেছেন। বয়স তের–চৌদ্দ। নাম জামাল। এই ছেলেটি রান্নায় ওস্তাদ। আজ সে রাঁধবে কলার মোচা এবং চিংড়ি দিয়ে এক ধরনের ভাজি। কাঁচামরিচ এবং পেঁয়াজের রস দিয়ে মুরগি। মিসির আলির ধারণা পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ খাবারের তালিকায় এই দু'টি আইটেম আসা উচিত।

আমি বললাম, জামাল ছেলেটাকে বেতন যা দিচ্ছেন তা আরো বাড়িয়ে দিন। যাতে সে থেকে যায়। দু'দিন পরে চলে না যায়।

মিসির আলি বললেন, বেতন যতই বাড়ানো হোক এই ছেলে থাকবে না। আমার টেলিভিশনটা চুরি করে পালাবে।

কীভাবে বুঝলেন?

মিসির আলি বললেন, ওর দৃষ্টিতে চোরভাব প্রবল। সে টেলিভিশনের দিকে তাকায় চোরের দৃষ্টিতে। টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখার প্রতি তার আগ্রহ নেই। বন্ধ টেলিভিশনটা সে প্রায়ই চোখ সরু করে দেখে। চুরি যদি নাও করে। বেতনও যদি বাড়াই তারপরেও সে বেশি দিন থাকবে না। কেন বলব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলুন।

খুব ভালো যারা রাঁধুনি তারা রান্নার প্রশংসা শুনতে চায়। এই প্রশংসা তাদের মধ্যে ড্রাগের মতো কাজ করে। তবে একই লোকের প্রশংসা না। তারা নতুন নতুন মানুষের প্রশংসা শুনতে চায়। এই জন্যই এক বাড়ির কাজ ছেড়ে অন্য বাড়িতে ঢোকে। ওর কথা থাক গল্প শুরু করি?

করুন।

গল্পটা আমার না। আমার Ph.D থিসিসের গাইড প্রফেসর নেসার আলিংটনের।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনার Ph.D ডিগ্রি আছে নাকি?

হ্যাঁ।

কোনোদিন তো বলতে শুনলাম না।

মিসির আলি বললেন, ডিগ্রি বলে বেড়াবার কিছু তো না। Ph.D দামি কোনো ঘড়ি না যে হাতে পরে থাকব সবাই দেখবে। আপনার নিজেরও তো Ph.D ডিগ্রি আছে। নামের আগে কখনো ব্যবহার করেছেন?

আমি বললাম, করি নি। কিন্তু আমার এই বিষয়টা সবাই জানে। আপনারটা জানে না।

না জানুক। আমার গাইড প্রফেসর নেসার আলিংটনের কথা দিয়ে শুরু করি। বেঁটেখাটো মানুষ। চমৎকার স্বাস্থ্য। হাসি-খুশি স্বভাব। নেশা হচ্ছে কাঠের অদ্ভুত অদ্ভুত আসবাব বানানো। তিনকোনা টেবিল যার এককোনা ঢালু। টেবিলে কিছু রাখলেই গড়িয়ে পড়ে যায়। ৪৫ ডিগ্রি বাঁকা বুকশেলফ। যার মাথায় খুঁটি বসানো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা মানুষ মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে আছে। একটা চেয়ার বানিয়েছেন যার দু'টা হাতল উল্টোদিকে। আমি একদিন বললাম, এই ধরনের অদ্ভুত ফার্নিচার কেন বানাচ্ছেন স্যার?

তিনি বললেন, মানুষের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এগুলো বানাই। মানুষের ব্রেইন এমনভাবে তৈরি যে সে কনভেনশনের বাইরে যেতে চায় না। আমার চেষ্টা থাকে মানুষকে কনভেনশনের বাইরে নিয়ে যাওয়া।

আমি বললাম, স্যার চেয়ারে হাতল থাকে হাত রাখার জন্য। এটা প্রয়োজন। আপনি প্রয়োজনকে বাদ দেবেন কেন?

স্যার বললেন, তুমি চেয়ারটায় বস।

আমি বসলাম।

স্যার বললেন, হাত কোথায় রাখবে এই নিয়ে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না?

জি হচ্ছে।

স্যার বললেন, চেয়ারটায় হাতল থাকলে তুমি চেয়ারে বসামাত্র তোমার হাতের অস্তিত্ব ভুলে যেতে। এখন ভুলবে না। যতক্ষণ চেয়ারে বসে থাকবে ততক্ষণই মনে হবে তোমার দু'টা হাত আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি স্যারের কথা ফেলে দিতে পারলাম না। অদ্ভুত মানুষটার যুক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। তাঁর সঙ্গে অতি দ্রুত আমার সখ্য হল। কাঠের ওপর র‍্যাকা ঘষতে ঘষতে তিনি বিচিত্র বিষয়ে গল্প করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

এক ছুটির দিনে তাঁর বাড়িতে গেছি। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে দু'টা বই নেয়া দরকার। স্যার কাঠের কাজ বন্ধ করে সুইমিংপুলের পাশের চেয়ারে শুয়ে আছেন। তাঁকে খানিকটা বিষণ্ন মনে হচ্ছে। আমি বই দু'টির কথা বললাম। তার উত্তরে স্যার বললেন, মিসির আলি চল সুইমিং করি।

আমি দারুণ অস্বস্তিতে পড়লাম। স্যার একা মানুষ। বিশাল বাড়িতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সুইমিংপুলে তিনি যখন নামেন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নামেন। নগ্ন অধ্যাপকের সঙ্গে সাঁতার কাটা সম্ভব না। আমি বললাম, স্যার আমার শরীরটা ভালো না। আজ পানিতে নামব না।

স্যার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, নগ্নতা নিয়ে তোমাদের শুচিবায়ুটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার স্ত্রী অ্যানি যখন জীবিত ছিল তখন আমরা দু'জন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটতাম। আমার জীবনের অল্প কিছু আনন্দময় মুহূর্তের মধ্যে ঐ দৃশ্যটি আছে। এখন আমি একা নগ্ন সাঁতার কাটি। আমার সঙ্গে সাঁতার কাটে অ্যানির স্মৃতি।

আমি বললাম, স্যার আজ কি ম্যাডামের মৃত্যু দিবস?

তিনি বললেন, তোমার বুদ্ধি ভালো। কীভাবে ধরেছ?

আমি বললাম, ম্যাডামের কোনো কথা কখনো আপনার কাছ থেকে আগে শুনি নি। আজ শুনলাম। আপনি হাসিখুশি মানুষ, আজ শুরু থেকেই দেখছি আপনি বিষণ্ন।

স্যার বললেন, মিসির আলি, আমার স্ত্রী ছিল নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে রূপবতী মহিলা এবং নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে বোকা মহিলা। ঐ বোকা মহিলা আমাকে পাগলের মতো ভালবাসত। বোকা বলেই হয়তো বাসত। বুদ্ধিমতীরা নিজেকে ভালবাসে অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসার ভান করে। তুমি লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে বস। আমি সাঁতার কেটে আসছি। আজ তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে। পিজার অর্ডার দেয়া আছে। পিজা চলে আসবে। পিজা অ্যানির অতি পছন্দের খাবার। আমার না। তবে আজকের দিনে নিয়ম করে আমি পিজা খাই।

লাঞ্চপর্ব শেষ হয়েছে। আমি স্যারের সঙ্গে লাইব্রেরির ঘরে বসে আছি। প্রয়োজনীয় দু'টা বই আমার হাতে। বিদায় নিয়ে চলে আসতে পারি। আজকের এই বিশেষ দিনে বেচারাকে একা ফেলে যেতেও খারাপ লাগছে। কী করব বুঝতে পারছি না।

স্যার বললেন, তোমার কাজ থাকলে চলে যাও। আমাকে কোম্পানি দেবার জন্য বসে থাকতে হবে না। নিঃসঙ্গতাও সময় বিশেষে গুড কোম্পানি। আর যদি কাজ না থাকে তা হলে বস। গল্প করি। অ্যানির বোকামির গল্প শুনবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার বলুন।

অ্যানির প্রধান শখ ছিল আবর্জনা কেনা। তার শপিংয়ের আমি নাম দিয়েছিলাম গার্বেজ শপিং। এই বাড়ির বেসমেন্টের বিশাল জায়গা তার কেনা গার্বেজে ভর্তি। সময় করে একদিন দেখ, মজা পাবে। কী নেই সেখানে? বাচ্চাদের খেলনা, বাসন, কাচের পুতুল, তোয়ালে, সাবান। সাবান এবং তোয়ালের প্রতি তার ছিল অবসেশন। সাবান দেখলেই কিনবে। মোড়ক খুলে কিছুক্ষণ গন্ধ শুঁকবে তারপর রেখে দেবে। তোয়ালের ভাঁজ খুলে কিছুক্ষণ মুখে চেপে রাখবে। তারপর সরিয়ে রাখবে।

অ্যানিকে নিয়ে আমি প্রায়ই দেশের বাইরে ছুটি কাটাতে যেতাম। বিদেশের নদী, পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র কোনো কিছুই তাকে আকর্ষণ করত না। সে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে মহানন্দে দোকানে দোকানে ঘুরত।

সেবার গিয়েছি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে। আলাদা কটেজ নিয়েছি। সমুদ্রের পানিতে পা ডুবিয়ে বিয়ার খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। অ্যানি ঘুরছে দোকানে দোকানে। তার সময় ভালো কাটছে। আমার নিজের সময়ও খারাপ কাটছে না। এক রাতে সে উত্তেজিত গলায় বলল, আজ একটা অদ্ভুত জিনিস কিনেছি, দেখবে?

আমি বললাম, না। তুমি কিনতে থাক। প্যাকেট করে সব দেশে পাঠাও। একসঙ্গে দেখব।

এটা একটু দেখ। একটা সোনার মাছি।

আমি বললাম, সোনার মাছিটা দিয়ে কী করবে? লকেটের মতো গলায় ঝুলাবে? মাছির মতো নোংরা একটা পতঙ্গ গলায় ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয়!

অ্যানি বলল, জিনিসটা আগে দেখ। তারপর জ্ঞানী জ্ঞানী কথাগুলো বল।

আমি জিনিসটা দেখলাম। এম্বারের একটা খণ্ড। সিগারেটের প্যাকেটের চেয়ে সামান্য বড়। সেখানে সোনালি রঙের একটা মাছি আটকা পড়ে আছে। এম্বারের নিজের রঙও সোনালি। সূর্যের আলো তার গায়ে পড়লে সে ঝলমল করে ওঠে। মাছিটাও চিকমিক করতে থাকে।

অ্যানি মুগ্ধ গলায় বলল, সুন্দর না?

আমি বললাম, জিনিসটা নকল।

অ্যানি আহত গলায় বলল, মাছিটা নকল?

আমি বললাম, মাছি নকল না। এম্বারটা নকল। চায়নিজরা নকল এম্বার তৈরি করে তার ভেতর কীটপতঙ্গ ভরে আসল বলে বোকা ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে। আসল এম্বারের গুরুত্ব তুমি জানো না। আমি জানি। পৃথিবীর প্রাচীন ফসিলগুলোর বড় অংশ হল এম্বারে আটকা পড়া কীটপতঙ্গ। বিজ্ঞানীদের কাছে এম্বার ফসিল অনেক বড় ব্যাপার।

অ্যানি বলল, এম্বার কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, এক ধরনের গাছের কষ। জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়। পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতাতেই এম্বারের গয়নার নিদর্শন পাওয়া গেছে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে চীন সম্রাট এম্বারের তৈরি একটা রথ উপহার দিয়েছিলেন।

অ্যানি বলল, জ্ঞানের কথা রাখ। জিনিসটা সুন্দর কি না বল?

আমি বললাম, নকল জিনিস সুন্দর হবেই। এর পেছনে কত ডলার খরচ করেছ?

সেটা বলব না। তুমি রাগ করবে।

অ্যানি এম্বারের টুকরা গালে লাগিয়ে হাসিহাসি মুখে বসে রইল।

মিসির আলি! আমি তোমাকে বলেছি না, আমার স্ত্রী নর্থ আমেরিকার সবচেয়ে রূপবতী মহিলা।

জ্বি স্যার বলেছেন।

ঐ রাতে তাকে দেখে আমার মনে হল সে শুধু নর্থ আমেরিকার না, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী তরুণী। কবি হোমার তাঁকে দেখলে আরেকটি মহাকাব্য অবশ্যই লিখতেন। আমি কোনো কবি না। আমি সামান্য সাইকোলজিস্ট। আমি অ্যানির হাত ধরে বললাম, I love you.

অ্যানি বলল, I love my golden fly.

আমি সামান্য চমকালাম। আমেরিকান কালচারে স্বামী I love you বলার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও I love you বলতে হয়। অ্যানি তা বলে নি, এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। তবে সাইকোলজিস্ট হিসেবে বুঝতে পারলাম অ্যানি সোনার মাছির প্রতি গভীর আসক্তির পথে যাচ্ছে। অবসেশন খারাপ জিনিস। অবসেশন মানুষের চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর সবচেয়ে পাওয়ারফুল ড্রাগের চেয়েও অবসেশন শক্তিশালী। তুমি একজন সাইকোলজিস্ট। আমার এই কথা মনে রেখ।

অ্যানির অবসেশন অতি দ্রুত প্রকাশিত হল। আমি ছোট্ট একটা ঘটনা বলে তার অবসেশনের তীব্রতা বুঝাব। এক রাতের কথা, আমি অ্যানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম অ্যানি তার গালে এম্বারের টুকরাটা চেপে ধরে আছে।

আমি অ্যানির হাত থেকে এম্বারটা কেড়ে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ অ্যানির কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে নিজেকে সামলালাম। অবসেশন সম্পর্কে ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম। সে আমার কোনো কথাই মন দিয়ে শুনছিল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার হাতের এম্বারের টুকরাটার দিকে।

আরেক দিনের কথা। হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি। অ্যানি অতি বিরক্তিকর একটা কাজ করছে, চলন্ত গাড়িতে চোখের পাতায় পেনসিল দিয়ে রঙ ঘষছে। অনেকবার তাকে বলেছি এই কাজটা করবে না। কোনো কারণে গাড়ি ব্রেক করতে হলে চোখ আঁকার পেনসিল ঢুকে যাবে চোখের ভেতর। আমার কথায় লাভ হয় নি। চলন্ত গাড়িতে তার চোখ আঁকা নাকি সবচেয়ে ভালো হয়। আমি অ্যানিকে অগ্রাহ্য করে গাড়ি চালাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যা করতে চায় করুক। হঠাৎ অ্যানির বিকট চিৎকার Holy Cow, আমি দ্রুত ব্রেক কষে গাড়ি রাস্তার একপাশে নিয়ে এলাম।

অ্যানি, কী হয়েছে?

অ্যানি বলল, সোনার মাছিটা আমি সব সময় বাসায় রেখে আসি। যদি হারিয়ে যায় সেই ভয়ে। আজো তাই করেছি। এখন ব্যাগ খুলে দেখি এম্বারটা আমার ব্যাগে।

আমি বললাম, তুমি বলতে চাচ্ছ একটা বস্তুর Teleportation হয়েছে। ঘরে অদৃশ্য হয়ে তোমার ব্যাগে আবির্ভূত হয়েছে?

অ্যানি বলল, হুঁ।

আমি বললাম, তোমার ইন্টেলেকচুয়েল লেভেল নিম্ন পর্যায়ের। তাই বলে এতটা নিম্ন পর্যায়ের তা আমি ভাবি নি।

অ্যানি বলল, তা হলে এম্বারটা আমার ব্যাগে কীভাবে এসেছে?

তুমি নিজেই এনেছ। এখন ভুলে গেছ। বস্তুটা বিষয়ে তুমি অবসেস্‌ড্ বলেই ঘটনাটা ঘটেছে।

অ্যানি বলল, হতে পারে। I am sorry.

সে স্যরি বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম, অ্যানি আমার যুক্তি গ্রহণ করে নি। সে ধরেই নিয়েছে সোনার মাছি তার আকর্ষণে আপনাআপনি তার ব্যাগে চলে এসেছে।

কিছুদিন পর আবার এই ঘটনা। অ্যানিকে নিয়ে K Mart-এ গিয়েছি। কাগজ কিনব, পেপার ক্লিপ কিনব। হঠাৎ অ্যানি উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমার কাছে উপস্থিত। আমি বললাম, কোনো সমস্যা?

AMARBOI.COM

অ্যানি বলল, হুঁ, সমস্যা।

বল কী সমস্যা?

অ্যানি বলল, শুনলে তো তুমি রেগে যাবে।

রাগব না। বিরক্ত হতে পারি। তোমার সেই সোনার মাছি আবার ব্যাগে চলে এসেছে?

অ্যানি নিচু গলায় বলল, হুঁ। আজ আমি নিজের হাতে এম্বারটা ড্রয়ারে রেখে তোমাকে নিয়ে বের হয়েছি। তুমি ঘরে তালা দিয়েছ।

আমি বললাম, ভালো করে মনে করে দেখ। আমি তালা দেবার পরপর তুমি বললে, কিচেনের চুলা বন্ধ করেছ কি না মনে করতে পারছ না। আমি তালা খুললাম, তুমি ঘরে ঢুকলে। ঘর থেকে বের হবার সময় সোনার মাছি নিয়ে এসেছ।

অ্যানি বিড়বিড় করে বলল, আমি শুধু কিচেনেই ঢুকেছি। অন্য কোথাও না। বিশ্বাস কর।

আমি বললাম, তুমি ভাবছ কিচেনে ঢুকেছ। চূড়ান্ত পর্যায়ে অবসেশনে এমন ঘটনা ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যরি।

আমি বললাম, স্যরি বলার কিছু নেই। তোমাকে সোনার মাছির ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে। পারবে না?

তুমি বললে পারব।

একজন সেনসেবল মানুষ যা করে আমি তাই করলাম, অ্যানির সোনার মাছি লুকিয়ে ফেললাম। অ্যানি তা নিয়ে খুব যে অস্থির হল তা–না। কারণ তখন তার জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে এসেছে। তার স্টমাক ক্যানসার ধরা পড়েছে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে সেইন্ট লুক হাসপাতালে। ডাক্তার তৃতীয় দফা অপারেশন করেছেন। রেডিও থেরাপি শুরু হয়েছে।

পরীর চেয়েও রূপবতী একটি মেয়ে আমার চোখের সামনে প্রেতের মতো হয়ে গেল। মাথার সব চুল পড়ে গেল। শরীর শুকিয়ে নয়–দশ বছর বয়সী একটা শিশুর মতো হয়ে গেল। শুধু চোখ দু'টা ঠিক রইল। পৃথিবীর সব মায়া, সব সৌন্দর্য জমা হল দু'টা চোখে। একদিন ডাক্তার বললেন, স্যরি প্রফেসর। রেডিও থেরাপি আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে কাজ করছে না।

আমি বললাম, আর কিছুই কি করার নেই?

ডাক্তার চুপ করে রইলেন।

এক রাতের কথা। আমি অ্যানির পাশে বসেছি। অ্যানি বলল, অন্যদিকে তাকিয়ে বস। আমার দিকে তাকিও না। আমি দেখতে পশুর মতো হয়ে গেছি। একটা নোংরা পশুর দিকে তাকিয়ে থাকার কিছু নেই। তুমি যখন জ্ঞানের কথা বলতে আমি খুব বিরক্ত হতাম, আজ একটা জ্ঞানের কথা বল।

আমি বললাম, বিজ্ঞান বলছে মহাবিশ্বের entropy বাড়ছে। তাই নিয়ম। বাড়তে বাড়তে entropy তার শেষ সীমায় পৌঁছবে। পুরো universer-এর মৃত্যু হবে। তোমার জন্য আমার ভালবাসা সেদিনও থাকবে। তুমি নোংরা পশু হয়ে যাও কিংবা সরীসৃপ হয়ে যাও। তাতে কিছু যায় আসে না।

অ্যানি আমার হাতে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, কিছুক্ষণের জন্য আমার সোনার মাছিটাকে কি আমার কাছে দেবে? আমি একটু আদর করে তোমার কাছে ফেরত দেব। কোনোদিন চাইব না। প্রমিজ।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কারণ এম্বার খণ্ডটা আমার কাছে নেই। নিতান্তই মূর্খের মতো আমি ফেলে দিয়েছিলাম হাডসন নদীতে। আমি নিশ্চিত জানতাম ঘরে কোথাও লুকিয়ে রাখলে অ্যানি কোনো না কোনোভাবে খুঁজে বের করবে। তার অবসেশন সে শেষ সীমায় নিয়ে যাবে। এখন আমি কী করি? মৃত্যুপথযাত্রীকে কী বলব?

আমি কিছুই বললাম না। মাথা নিচু করে বাসায় ফিরলাম। তার একদিন পর হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এল। অ্যানির অবস্থা ভালো না। তুমি চলে এস। সে তোমাকে খুব চাইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হাসপাতালে ছুটে গেলাম। অ্যানিকে দেখে চমকালাম। হঠাৎ করে তাকে সুন্দর লাগছে। গালের চামড়ায় গোলাপি আভা। চোখের মণি পুরোনো দিনের মতো ঝকঝক করছে।

আমাকে দেখে সে কিশোরীদের মিষ্টি গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু।

আমি বললাম, থ্যাংকস কেন?

অ্যানি বলল, আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখন তুমি আমাকে না জাগিয়ে সোনার মাছিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছ এইজন্য ধন্যবাদ।

সে গায়ের চাদর সরাল, আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখি এম্বারের টুকরাটা তার হাতে।

প্রফেসর কথা বন্ধ করে চুরুট ধরালেন। চুরুটে টান দিয়ে আনাড়ি স্মোকারদের মতো কিছুক্ষণ কাশলেন। তারপর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এম্বারের টুকরাটা অ্যানির হাতে কীভাবে এসেছে আমি জানি না। জানতে চাইও না। সব রহস্যের সমাধান হওয়ার প্রয়োজনও দেখছি না। রহস্য হচ্ছে গোপন ভালবাসার মতো। যা থাকবে গোপনে।

মিসির আলি বললেন, স্যার, এম্বারের টুকরাটা কি এখন আপনার কাছে আছে?

প্রফেসর বললেন, না। অ্যানির কফিনের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। অ্যানি তার সোনার মাছি সঙ্গে নিয়ে গেছে।

অ্যানির ছবি দেখবে? দেয়ালে তাকাও। বাসকেট বল হাতে নিয়ে হাসছে। ছবিটা আমার তোলা। ছবিটা প্রায়ই দেখি এবং অবাক হয়ে ভাবি, আমাদের সবার বয়স বাড়বে। আমরা জরাগ্রস্ত হব। কিন্তু ছবির এই মেয়েটি তার যৌবন নিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। জরা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

প্রফেসর চুরুট হাতে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত ঘর থেকে বের হলেন। তাঁর চোখে পানি চলে এসেছে। তিনি সেই পানি তাঁর ছাত্রকে দেখাতে চান না।

AMARBOI.COM

ছবি

তখন আমি উত্তরায় আস্ত একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করে একা থাকি। ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছানির্বাসন বলা যেতে পারে। রান্নাবান্না করার জন্য একজন বাবুর্চি রেখেছিলাম। তৃতীয় দিনে সে বাজার করার টাকাপয়সা নিয়ে বের হল, আর ফিরল না। চাল-ডাল-তেল অনেক কিছু কিনতে হবে বলে সে পনেরশ টাকা নিয়েছিল। পরে দেখা গেল সে এই টাকা ছাড়াও আমার হাতঘড়ি, চশমার খাপ এবং টেবিলে রাখা রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ডিকশনারিটাও নিয়ে গেছে। ডিকশনারি নেবার কারণ কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। যে বাজারের ফর্দে কাঁচামরিচের বানান লেখে 'কাছা মরিচ', চলন্তিকা ডিকশনারির তার প্রয়োজন থাকলেও কাজে আসার কথা না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ঠিক করে রাখলাম, মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে প্রসঙ্গটা তুলব। চলন্তিকা ডিকশনারি সে কেন নিয়েছে এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই দিতে পারবেন। এরপর দু'বার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দু'বারই ভুলে গিয়েছি। তৃতীয়বার যেন এই ভুল না হয় তাঁর জন্য লেখার টেবিলে রাখা নোটবইতে লাল বলপয়েন্টে লিখে রেখেছি—

মিসির আলি

চলন্তিকা চুরি রহস্য

বর্ষার এক সন্ধ্যায় মিসির আলি উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে মাঝারি সাইজের টকটকে লাল রঙের একটা ফ্লাস্ক। তিনি বললেন, চা এনেছি। চা খাবার জন্য তৈরি হন। বলেই তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে দু'টা ছোট ছোট গ্লাস বের করলেন। আমি বললাম, বাসায় কাপ ছিল, পকেটে করে গ্লাস আনার দরকার ছিল না।

মিসির আলি বললেন, যে চা এনেছি তা দামি চায়ের কাপে খেলে চলবে না। রাস্তার পাশে যেসব টেম্পরারি চায়ের দোকান আছে তাদের কাপে করে খেতে হবে। এবং দাঁড়িয়ে খেতে হবে।

আমি বললাম, দাঁড়িয়ে খেতে হবে কেন?

মিসির আলি বললেন, ঐসব দোকানে একটা মাত্র বেঞ্চ থাকে। সেই বেঞ্চে কখনো জায়গা পাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে চা খাওয়া ছাড়া গতি কী? আরাম করে যে চা-টা শেষ করবেন সেই উপায়ও নেই। ব্যস্ততার মধ্যে চা-পান শেষ করতে হবে। কারণ গ্লাসের সংখ্যা সীমিত। অন্য কাস্টমাররা অপেক্ষা করছে।

'শিশুর পিতা শিশুর অন্তরে লুকিয়ে থাকে'—কথাটা যেমন সত্যি তেমনি সব বড় মানুষের মধ্যে একজন শিশু লুকিয়ে থাকে তাও সত্যি। মিসির আলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিশুটির কারণে আমাকে ফ্লাস্কের চা দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে খেয়ে শেষ করতে হল। মিসির আলি বললেন, প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের জন্য পরিবেশ আলাদা করা। ভাপা পিঠা খেতে হয় উঠানে, চুলার পাশে বসে। চিনাবাদাম খেতে হয় খোলা মাঠে, পা ছড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে। মদ খেতে হয় কবিতার বই হাতে নিয়ে।

তাই নাকি?

মিসির আলি বললেন, আপনাদের কবি ওমর খৈয়াম সেই রকম বলেছেন।

সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আরেকখানি ছন্দমধুর কাব্য হাতে নিয়ে।

মিসির আলিকে নিয়ে বারান্দায় বসলাম। ভালো বর্ষণ শুরু হয়েছে। বারান্দা থেকে উত্তরা লেকের খানিকটা চোখে পড়ছে। হলুদ সোডিয়াম ল্যাম্পের কারণে লেকের পানির সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটার মিলনদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, আপনাকে গল্প শোনাতে এসেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, নিজেই গল্প শুনাতে চলে এসেছেন, ব্যাপারটা বুঝলাম না। আপনার গল্প শোনার জন্য তো অনেক ঝোলাঝুলি করতে হয়।

মিসির আলি বললেন, আপনি হঠাৎ একা হয়ে পড়েছেন। সারা জীবন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আপনাকে ঘিরে ছিল। এখন কেউ নেই। আমি নিজে নিঃসঙ্গ মানুষ। নিঃসঙ্গতা আমার ভালোই লাগে। আপনার লাগার কথা না। গল্প বলে আপনাকে খানিকটা আনন্দ দেব। কোনো এক সময় গল্পটা আপনি লিখেও ফেলতে পারেন।

আমি বললাম, Unsolved মিসির আলি?

হ্যাঁ। যে গল্পটা বলব তার ব্যাখ্যা বের করতে পারি নি।

আমি বললাম, শুরু করুন।

মিসির আলি বললেন, এখানে গল্প বলব না। ঘরের ভেতরে চলুন। আপনার দৃষ্টি বৃষ্টির দিকে। একজন কথক শ্রোতার কাছে পূর্ণ Attention দাবি করে। আমি গল্প বলব আর আপনি বৃষ্টি দেখবেন তা হবে না।

গল্পের সঙ্গে আর কিছু লাগবে?

মিসির আলি বললেন, চা এবং সিগারেট লাগবে। ফ্লাস্কে চা আছে। সিগারেট আছে আমার পকেটে। ভালো কথা আমি আপনার জন্য একটা বই নিয়ে এসেছি। স্যার্জ ব্রেসলি'র লেখা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি।

বিশেষ করে এই বইটি আনার কোনো কারণ আছে কি?

মিসির আলি বললেন, আছে। কিছু বই আছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়তে অসাধারণ লাগে। এটা সেরকম একটা বই।

আমরা দু'জন শোবার ঘরে ঢুকলাম। মিসির আলি বিছানায় পা তুলে আয়োজন করে গল্প শুরু করলেন। এত আয়োজন করে তাঁকে কখনো গল্প বলতে শুনি নি।

AMARBOI.COM

আমি যে খুব চা-প্রেমিক লোক তা না। তবে রাস্তার পাশে অস্থায়ী চায়ের দোকানে চা খেতে ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে তা বলতে পারছি না। এটা নিয়ে কখনো ভাবি নি।

শীতকালের দুপুর। বাসায় ফিরছি। পথে চায়ের দোকান দেখে রিকশা দাঁড় করিয়ে চা খেতে গেলাম। অনেক দিন এত ভালো চা খাই নি। চমৎকার গন্ধ। মিষ্টি পরিমাণমতো। ঘন লিকার। চা শেষ করে দাম দিতে গেছি, দোকানি হাই তুলতে তুলতে বলল, দাম দিতে হবে না।

আমি বললাম, দাম দিতে হবে না কেন?

আপনে আজ ফ্রি।

ফ্রি মানে?

দোকানি বিরক্ত মুখে বলল, প্রত্যেক দিন পাঁচজন ফ্রি চা খায়। আইজ আপনে পাঁচজনের মধ্যে পড়ছেন। আর প্যাঁচাল পাড়তে পারব না। বিদায় হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রি চা খেয়ে বিদায় হয়ে যাবার প্রশ্নই আসে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম জনৈক 'প্রবেচার স্যার' দোকানিকে প্রতি মাসে শুরুতে ৪৫০ টাকা দেন। যাতে প্রতিদিন পাঁচজন কাস্টমারকে সে ফ্রি চা খাওয়াতে পারে। তিন টাকা করে কাপ। দিনে পনের টাকা। ত্রিশ দিনে ৪৫০ টাকা।

আমি বললাম, প্রফেসর সাহেবের নাম কী?

নাম জানি না। কুদ্দুস জানে, কুদ্দুসরে জিগান।

কুদ্দুস কে?

রুটি বেচে। সামনের গলির ভিতর ঢুকেন। চার-পাঁচটা বাড়ির পরে কুদ্দুসের ছাপরা পাইবেন।

কুদ্দুসও কি পাঁচজনকে ফ্রি রুটি খাওয়ায়?

জে। হে লাভ করে মেলা। ডেইলি সত্তুর টেকা পায়। এক দুইজনারে ফ্রি খাওয়ায়। বাকি টেকা মাইরা দেয়। প্রবেচার স্যাররে ঘটনা বলেছি। উনি কোনো ব্যবস্থা নেন নাই।

উনি থাকেন কোথায়?

জানি না। কুদ্দুস জানতে পারে। তারে জিগান গিয়া।

আমি কুদ্দুসের সন্ধানে বের হলাম। সে রাস্তার পাশে ছাপরা ঘর তুলে রুটি, ডাল এবং সবজি বিক্রি করে। শুকনা মরিচের ভর্তা ফ্রি। দেখা গেল সে প্রফেসর স্যারের নাম ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। প্রফেসর স্যারের নাম জামাল। কুদ্দুসকে জামাল স্যারের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো। সে বলল, এমন ঝামেলার মধ্যে আছি। দুনিয়ার না খাওয়া মানুষ ভিড় কইরা থাকে ফ্রি খানার জন্য। পাঁচজনের বেশি খাওয়াইতে পারি না। এরা বুঝে না।

আমি বললাম, জামাল সাহেব কোথায় থাকেন জানো?

জানি না।

এই এলাকাতেই কি থাকেন?

বললাম তো জানি না।

উনার বয়স কত? চেহারা কেমন?

রোগা-পাতলা। মাথায় চুল কম। গায়ের রঙ ময়লা। চশমা আছে। বয়স কত বলতে পারব না। এখন যান। ত্যক্ত কইরেন না। ঝামেলায় আছি।

আমার জন্য জামাল সাহেবকে খুঁজে বের করা কোনো সমস্যা না। বাসার ঠিকানা বের করে এক ছুটির দিনে সকাল এগারটার দিকে উপস্থিত হলাম। একতলা বাড়ি। সামনে বাগান। বাগানে দেশী ফুলের গাছ। কামিনী, হাসনাহেনা এইসব। বিশাল একটা কেয়া গাছের ঝোপ দেখলাম। বাড়ির সামনে কেউ সাপের ভয়ে কেয়া গাছ লাগায় না। উনি লাগিয়েছেন। বাঁশের একটা গেটের মতো আছে। গেটে বিখ্যাত নীলমণি লতা। বিখ্যাত কারণ নীলমণি লতা নাম রবীন্দ্রনাথের দেয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় গাছের মধ্যে একটা কদম গাছ এবং একটা বকুল গাছ। অচেনা একটা বিশাল গাছ দেখলাম।

কলিংবেল চাপ দিতেই দশ–এগার বছরের এক কিশোরী দরজা খুলে দিল। আমি অবাক হয়ে কিশোরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। অবাক হবার কারণ—এমন মিষ্টি চেহারা! আমার প্রথমেই জিজ্ঞেস করা উচিত, এটা কি জামাল সাহেবের বাড়ি? তা না করে আমি বললাম, কেমন আছ মা?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, চাচা, আমি ভালো আছি।

এই গাছটার নাম কী?

ছাতিম গাছ। অনেকে বলে ছাতিয়ান।

জামাল সাহেব তোমার কে হন?

বাবা।

উনি বাড়িতে আছেন?

বাজার করতে গেছেন। চাচা, ভেতরে এসে বসুন। বাবা চলে আসবেন।

মা, তোমার নাম কী?

আমার নাম ইথেন। বাবা কেমিস্ট্রির টিচার তো, এইজন্য আমার নাম রেখেছেন ইথেন। চাচা, ভেতরে আসুন তো।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। বসার ঘরে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটির ওপর বেতের চেয়ার। দেয়ালে একটাই ছবি। জলরঙে আঁকা ঢাকা শহরে বৃষ্টি। এই একটা ছবিই ঘরটাকে বদলে ফেলেছে। ঘরটায় মিষ্টি স্বপ্ন তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে আমি নিজেও এই ঘরের স্বপ্নের অংশ হয়ে গেছি।

ইথেন আমাকে লেবুর শরবত বানিয়ে খাওয়াল এবং মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করতে লাগল—

আমাদের কাজের মেয়েটার নাম শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। নাম বলব চাচা?

বল।

ওর নাম সুধারানী।

সুধারানী নাম শুনে চমকাব কেন?

কারণ নামটা হিন্দু, কিন্তু সে মুসলমান। সপ্তাহে সে একদিন ছুটি পায়। আজ তার ছুটি। সে ঘরেই আছে, কিন্তু কোনো কাজ করবে না। এক কাপ চা পর্যন্ত নিজে বানিয়ে খাবে না। আমাকে বলবে, ইথু, এক কাপ চা দাও। আমাকে সে ডাকে ইথু।

ছুটির দিনে রান্না কে করে? তোমার বাবা?

হুঁ। আমি বাবাকে সাহায্য করি। বাবা লবণের আন্দাজ করতে পারে না। আমি লবণ চেখে দেই। আজ আমি একটা আইটেম রান্না করব।

কোন আইটেম?

আগে বলব না। আপনি খেয়ে তারপর বলবেন কোনটা আমি রেঁধেছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, মা, তুমি আমাকে চেনো না। আজ প্রথম দেখলে। আমি কী জন্য এসেছি তাও জানো না। আমাকে দুপুরের খাবার দাওয়াত দিয়ে বসে আছ?

হ্যাঁ। কারণটা বলব?

বল।

আমার মা তখন খুবই অসুস্থ। বাবা মা'কে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এসেছেন। যেন মা'র মৃত্যুর সময় আমি এবং বাবা মা'র দুই পাশে থাকতে পারি। কাঁদতে ইচ্ছা হলে আমি যেন চিৎকার করে কাঁদতে পারি। হাসপাতালে তো চিৎকার করে কাঁদতে পারব না। অন্য রোগীরা বিরক্ত হবে। তাই না চাচা?

হ্যাঁ।

এক রাতে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হল। আমি ঘুমাচ্ছিলাম, বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে মা'র কাছে নিয়ে গেলেন। মা বললেন, আমার ময়না সোনা চাঁদের কণা ইথেন বাবু কেমন আছ?

আমি বললাম, ভালো আছি মা।

মা বলল, মাগো! আমি তো চলে যাব, মন খারাপ কোরো না।

আমি বললাম, আচ্ছা।

মা বলল, আমি থাকব না। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকবে, বড় হবে। অনেকের সঙ্গে তোমার পরিচয়ও হবে। যেসব পুরুষমানুষ তোমাকে প্রথমেই মা ডেকে কথা শুরু করবে ধরে নিবে এরা ভালো মানুষ। কারণ তুমি খুব রূপবতী হবে। অতি অল্প পুরুষমানুষই অতি রূপবতীদের মা ডাকতে পারে। এই বিষয়টা আমি জানি, কারণ আমিও অতি রূপবতীদের দলের।

আমি বললাম, এই গল্পটা থাকুক মা। তুমি কাঁদতে শুরু করেছ। আমি কান্না সহ্য করতে পারি না।

ইথেন চোখ মুছতে মুছতে বলল, গল্পটা তো শেষ হয়ে গেছে। আর নাই। আপনি আমাকে মা ডেকে কথা শুরু করেছেন তো, এইজন্য আমি জানি আপনি আমার আপনজন। চাচা ম্যাজিক দেখবেন?

তুমি ম্যাজিক জানো নাকি?

অনেক ম্যাজিক জানি। দড়ি কেটে জোড়া দেবার ম্যাজিক। কয়েন অদৃশ্য করার ম্যাজিক, অঙ্কের ম্যাজিক।

কার কাছে শিখেছ?

বই পড়ে শিখেছি। আমার জন্মদিনে বাবা আমাকে একটা বই দিয়েছেন। বইয়ের নাম—ছোটদের ম্যাজিক শিক্ষা। সেখান থেকে শিখেছি। আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে আমি জুয়েল আইচ আঙ্কেলের কাছে ম্যাজিক শিখব। আচ্ছা চাচা উনি কি আমাকে শেখাবেন?

শিখানোর তো কথা। আমি যতদূর জানি উনি খুব ভালো মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইথেন আয়োজন করে ম্যাজিক দেখাল। দড়ি কাটার ম্যাজিকে প্রথমবার কী যেন একটা ভুল করল। কাটা দড়ি জোড়া লাগল না। দ্বিতীয়বারে লাগল। আমি বললাম, এত সুন্দর ম্যাজিক আমি আমার জীবনে কম দেখেছি মা।

সত্যি বলছেন চাচা?

আমি বললাম, অবশ্যই সত্যি বলছি। ম্যাজিক দেখানোর সময় ম্যাজিশিয়ানের মুখ হাসি হাসি থাকলেও তাদের চোখে কুটিলতা থাকে। দর্শকদের তারা প্রতারিত করছে এই কারণে কুটিলতা। ম্যাজিকের বিস্ময়টাও তাদের কাছে থাকে না। কারণ কৌশলটা তারা জানে। তোমার চোখে কুটিলতা ছিল না। ছিল আনন্দ এবং বিস্ময়বোধ।

জামাল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরলেন। আমাকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘরোয়া ভঙ্গিতে গল্প করতে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। যেন আমি তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ। ভদ্রলোক স্বল্পভাষী এবং মৃদুভাষী। সারাক্ষণই তাঁর ঠোঁটের কোনায় হাসি লেগে থাকতে দেখলাম। যেন সারাক্ষণই তাঁর চোখের সামনে আনন্দময় কিছু ঘটছে এবং তিনি আনন্দ পাচ্ছেন।

পাঁচজনকে রুটি খাওয়ানো এবং চা খাওয়ানো প্রসঙ্গে বললেন, খেয়াল আর কিছু না। খেয়ালের বশে মানুষ কত কী করে।

আমি বললাম, পাঁচ সংখ্যাটি কি বিশেষ কিছু?

তিনি বললেন, না রে ভাই। আমি পিথাগোরাস না যে সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাব। আমি সামান্য কেমিস্ট।

বিদায় নিতে গেলাম, তিনি খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, পাগল হয়েছেন! দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে তবে যাবেন। আমার মেয়ের আপনি অতিথি।

আমি বললাম, ঐ ছড়াটা জানেন? 'আমি আসছি আঁৎকা। আমারে বলে ভাত খা।'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ভেঙে পড়লেন, যেন এমন মজার ছড়া তিনি তাঁর জীবনে শোনেন নি। তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, ইথেন, তোর চাচু কী বলে শুনে যা। তোর চাচু বলছে—আমি আসছি আঁৎকা। আমারে বলে ভাত খা। হা হা হা।

আমি পুরোপুরি ঘরের মানুষ হয়ে দুপুরে তাদের সঙ্গে খাবার খেলাম। খাবারের আগে আমাকে টাওয়েল–লুঙ্গি দেয়া হল। নতুন সাবানের মোড়ক খুলে দেয়া হল। আমাকে গোসল করতে হল। আমি দীর্ঘ জীবন পার করেছি। এই দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকবার নিতান্তই অপরিচিতজনদের ভালবাসায় সিক্ত হয়েছি। ঐ যে গানটা আছে না—'আমাকে তুমি অশেষ করেছ, এ কি এ লীলা তব'।

খাবার টেবিলে ইথেন বলতে লাগল, বাবা, তুমি চাচুকে মা'র গল্পটা বল। কীভাবে তোমাদের বিয়ে হয়েছে সেটা বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল সাহেব বললেন, আরেক দিন বলি মা?

ইথেন বলল, আজই বলতে হবে কারণ চাচু আর আসবে না।

কী করে জানো উনি আর আসবেন না?

ইথেন বলল, আমার মন বলছে। আমার মন যা বলে তাই হয়।

জামাল সাহেব গল্প শুরু করলেন। অস্বস্তি নিয়েই শুরু করলেন। জামাল সাহেবের জবানিতে গল্পটা এই—

আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বৃত্তি পরীক্ষা দেব। মন দিয়ে পড়ছি। বৃত্তি পেলে বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন বলেছেন। নতুন সাইকেলের লোভে পড়াশোনা। বৃত্তি পাওয়ার লোভে না।

একদিন অঙ্ক করছি, হঠাৎ অঙ্ক বইয়ের ভেতর থেকে একটা মেয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের হয়ে এল। ছয়–সাত বছর বয়সী মেয়ের ছবি। ছবির পেছনে লেখা জেসমিন। একজন সেই ছবি সত্যায়িত করেছেন। যিনি সত্যায়িত করেছেন তাঁর নাম এস রহমান। জেলা জজ। আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না এই ছবি কোথেকে এল। আমার অঙ্ক বই কে ঘাঁটাঘাঁটি করবে? বাবাকে ছবিটা দেখালাম। বাবা বললেন, কে এই মেয়ে? আশ্চর্য তো! আচ্ছা যা খুঁজে বের করছি। এটা কোনো ব্যাপারই না। জেলা জজ রহমান সাহেবের পাত্তা লাগালেই হবে। ছবিটা রেখে দে, চাইলে দিবি।

আমি আমার সুটকেসে ছবিটা রেখে দিলাম। বাবা কখনো ছবি চাইলেন না। বাবার স্বভাবই এরকম, যে কোনো ঘটনা শুরুতে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ঘটনা সব গুরুত্ব হারাবে।

তার প্রায় আড়াই বছর পরের কথা। ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে গিয়েছি। ফর্ম, এটেস্টেড ছবি হেড ক্লার্ক সাহেবকে দিলাম। তিনি সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে বললেন— দুই কপি ছবি দিতে হবে। তিন কপি কেন? এটা তো তোমার ছবিও না।

তিনি যে ছবি ফেরত দিলেন, সেটা ঐ জেসমিন মেয়েটার ছবি। তবে আগের ছবিটা না। অন্য ছবি। এতই সুন্দর ছবি যে একবার তাকালে চোখ ফেরানো অসম্ভব ব্যাপার।

আমি জেসমিনের তৃতীয় ছবিটা পেলাম তার দুই বছর পর। রিকশা থেকে নামার পর রিকশাওয়ালাকে মানিব্যাগ বের করে ভাড়া দিচ্ছি। রিকশাওয়ালা বলল, স্যার মানিব্যাগ থাইকা কী যেন নিচে পড়ছে।

তাকিয়ে দেখি একটা ছবি। জেসমিন নামের মেয়েটির ছবি। মেয়েটা এখন তরুণী। সৌন্দর্যে–লাবণ্যে ঝলমল করছে।

ছবিগুলো কোথেকে আমার কাছে আসছে তার কোনো হদিস বের করতে পারলাম না। একধরনের ভয় এবং দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে গেলাম। সবচেয়ে ভয় পেলেন আমার মা। তিনি পীর সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ এনে গলায় এবং কোমরে পরালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামাল সাহেব দম নেবার জন্য থামলেন।

আমি বললাম, ছবিগুলো যে একই মেয়ের সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

জি। জেসমিনের ঠোঁটের নিচে বাঁ দিকে একটা লাল তিল ছিল। একই রকম তিল আমার মেয়ে ইথেনের ঠোঁটের নিচেও আছে। জেনেটিক ব্যাপার। যাই হোক, সব মিলিয়ে আমি পাঁচবার মেয়েটির ছবি পাই। আমি যে পাঁচজনকে চা এবং রুটি খাওয়াই তার পেছনে হয়তো অবচেতনভাবে পাঁচ সংখ্যাটি কাজ করেছে।

তিনবার ছবি পাওয়ার ঘটনা শুনলাম। বাকি দু'বার কীভাবে পেলেন বলুন।

জামাল সাহেব বললেন, শেষবারেরটা শুধু বলি—শেষবার যখন ছবি পাই, তখন আমি আমেরিকায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এলকালয়েডের ওপর পিএইচডি ডিগ্রির জন্য কাজ করছি। জায়গাটা নর্থ ডাকোটায়, কানাডার কাছাকাছি। শীতের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। টেম্পারেচার শূন্যের অনেক নিচ পর্যন্ত নামে। আমি গরম একটা ওভারকোট কিনেছি। তাতেও শীত আটকায় না। একদিন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। লাইব্রেরিয়ানের হাতে ওভারকোটের পকেটে রাখা লাইব্রেরি কার্ড দিলাম। লাইব্রেরিয়ান কার্ড হাতে নিয়ে বলল, Your wife? Very pretty. আমি অবাক হয়ে দেখলাম লাইব্রেরি কার্ডের পকেটে জেসমিনের ছবি। এই ছবি কোনো একটা পুরোনো বাড়ির ছাদে তোলা। ছাদের রেলিং দেখা যাচ্ছে। রেলিংয়ে কিছু কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। জেসমিন বসা আছে একটা বেতের মোড়ায়। তার হাতে একটা পিরিচ। মনে হয় পিরিচে আচার। কারণ জেসমিনের চারদিকে অনেকগুলো আচারের শিশি। রোদে শুকাতে দেয়া হয়েছে।

AMARBOI.COM

ছবির মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে ভাবি নি। দেখা হয়ে গেল। দেশে ফিরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেছি। একদিন নিউমার্কেটে. গিয়েছি স্টেশনারি কিছু জিনিসপত্র কিনতে। হঠাৎ একটা বইয়ের দোকানের সামনে মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। কীভাবে নিজেকে সামলালাম জানি না। আমি লাজুক প্রকৃতির মানুষ। সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে ছুটে গেলাম। মেয়েটির পাশে দাঁড়ালাম। সে চমকে তাকাল। আমি বললাম, আপনার নাম কি জেসমিন?

মেয়েটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আপনি কি কোনো কারণে আমাকে চেনেন?

সে না-সূচক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, আপনার কিছু ছবি আমার কাছে আছে।

আমার ছবি?

হ্যাঁ বিভিন্ন বয়সের আপনার পাঁচটা ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই দেরি করলাম না। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলাম। তখন আমি পাঁচটা ছবিই সব সময় সঙ্গে রাখতাম। আমি বললাম, এইগুলো কি আপনার ছবি?

জেসমিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আমার কাছে মনে হল, তাঁর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির রেখা। আমি বললাম, এই ছবিগুলো আমার কাছে কীভাবে এসেছে আমি জানি না। আপনার কি কোনো ধারণা আছে?

জেসমিন জবাব দিল না।

আমি কি আপনার সঙ্গে কোথাও বসে এক কাপ চা খেতে পারি?

আমি চা খাই না।

তা আসুন আইসক্রিম খাই। এখানে ইগলু আইসক্রিমের একটা দোকান আছে।

আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে না।

আমি বললাম, আপনাকে আইসক্রিম খেতে হবে না। আপনি আইসক্রিম সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাককেন। প্লিজ, প্লিজ প্লিজ।

জেসমিন বলল, চলুন।

সাত দিনের মাথায় জেসমিনকে বিয়ে করলাম। বাসররাতে সে বলল, ছবিগুলো কীভাবে তোমার কাছে গিয়েছে আমি জানি। কিন্তু তোমাকে বলব না। তুমি জানতে চেও না।

আমি জানতে চাই নি। এই গ্রহের সবশ্রেষ্ঠ মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি, আর কিছুর আমার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া কম জানার ব্যাপারটায় সুখ আছে। Ignorence is bliss. আপনি কি জেসমিনের পাঁচটা ছবি দেখতে চান?

চাই।

ছবি দেখে আপনি চমকাবেন।

আমি ছবি দেখলাম এবং চমকালাম। অবিকল ইথেন। দু'জনকে আলাদা করা অসম্ভব বলেই মনে হল। জামাল সাহেব বললেন, আমি পড়াই বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান রহস্য পছন্দ করে না। কিন্তু আমার জীবন কাটছে রহস্যের মধ্যে। অদ্ভুত না?

অদ্ভুত তো বটেই। আচ্ছা ছাদে জেমসিনের যে ছবিটা তোলা হয়েছে। চারদিকে আচারের বোতল। সেই বাড়িটা কি দেখেছেন?

জামাল সাহেব বললেন, সে রকম কোনো বাড়িতে জেসমিনরা কখনো ছিল না। ছবি বিষয়ে এইটুকুই শুধু জেসমিন বলেছে।

আমি বিদায় নিয়ে ফিরছি। জামাল সাহেব আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। শেষ মুহূর্তে বললেন, আমার মেয়ে ইথেন কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বলল, তার মা'র ছবি কীভাবে আমার কাছে এসেছে তা সে জানে। তবে আমাকে কখনো বলবে না। আমি বলেছি, ঠিক আছে মা, বলতে হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগভক্ষক রউফ মিয়া

মিসির আলি গুরুতর অসুস্থ। ২৩১ নম্বর কেবিনে তাঁকে রাখা হয়েছে। শ্বাসনালির প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে পানি—একসঙ্গে অনেক সমস্যা। পাঁচজন ডাক্তারকে নিয়ে একটা মেডিকেল টিম করা হয়েছে। মেডিকেল টিমের ভাষ্য হচ্ছে, মিসির আলি সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিউজেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হচ্ছে। কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে ২৩১ নম্বর কেবিন খুঁজে বের করলাম। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখি, মিসির আলি গম্ভীর ভঙ্গিতে বিছানায় বসা। তাঁর হাতে বই। তিনি মন দিয়ে বই পড়ছেন। আমাকে দেখে বই বন্ধ করতে করতে বললেন, যে বইটা পড়ছি তাঁর নাম Windows of the mind. লেখকের নাম Stefan Grey. বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞানের ব্যবসা। এইসব বই বাজেয়াপ্ত হওয়া দরকার। এবং এ ধরনের বইয়ের লেখকদের কোনো জনমানবহীন দ্বীপে পাঠিয়ে দেয়া দরকার। তাদেরকে সেখানে খাদ্য দেয়া হবে। লেখালেখি করার জন্য কাগজ–কলম দেয়া হবে। তারা কোনো বই লিখে শেষ করামাত্র ক্যাম্পফায়ারের আয়োজন করে লেখা পোড়ানো হবে। আবর্জনা মুক্তি উপলক্ষে গানবাজনার উৎসব হবে।

AMARBOI.COM

আমি বিছানার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, শুনেছিলাম আপনি অসুস্থ। মেডিকেল বোর্ড বসেছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মিসির আলি বললেন, গতকাল দুপুর পর্যন্ত অবস্থা আশঙ্কাজনকই ছিল। এখন পুরোপুরি সুস্থ। বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিলাম, ডাক্তাররা যেতে দিচ্ছেন না। আমার অলৌকিক আরোগ্যলাভের ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে চান। আপনার ফলের ঠোঙায় কি আম আছে?

আছে।

কাউকে ডেকে দুটা আম দিন। কেটে এনে দিক। আম খেতে ইচ্ছা করছে। মারোয়াড়িরা কীভাবে আম খায় জানেন?

না।

তারা রাতে বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে আম খায়।

কেন?

তারা হল জৈন সম্প্রদায়ের। তাদের ধর্মগুরু মহাবীর যে কোনো ধরনের প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। আমে পোকা থাকলে সেই পোকা হত্যা করা যাবে না। কাজেই অন্ধকারে আম খাওয়া। দু'একটা পোকা অন্ধকারে যদি খাওয়া হয়ে যায় সেই দৃশ্য দেখা হবে না, কাজেই পাপও হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম কেটে মিসির আলি সাহেবকে দেয়ার ব্যবস্থা হল। তিনি আগ্রহ নিয়ে আম খাচ্ছেন। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে। মরণাপন্ন রোগী দেখব বলে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি—এখন দেখছি রোগী স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল করছে। আমি বললাম, মেডিকেল মিরাকল ঘটল কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, মিরাকলের ব্যাখ্যা হয় না। ব্যাখ্যা হলে মিরাকল আর মিরাকল থাকে না। যাই হোক, ঘটনা কী ঘটেছে আপনাকে বলতে পারি। আমার জীবনের অনেক অমীমাংসিত রহস্যের একটি।

বলুন শুনি।

মিসির আলি বললেন, একটা শর্ত আছে। শর্ত পালন করলে শুনাব।

কী শর্ত?

সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। সিগারেট খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনে আসব, ডাক্তাররা টের পাবে না। এক প্যাকেট সিগারেট এবং একটা লাইটারের ব্যবস্থা করুন। শরীর নিকোটিনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে।

গল্প শোনার লোভে মিসির আলিকে সিগারেট এনে দিলাম। মিসির আলি কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মহানন্দে সিগারেট টানতে লাগলেন। একজন অ্যাটেনডেন্টকে দরজার সামনে বসিয়ে রাখা হল। সে দর্শনার্থীদের বলবে—এখন ঢোকা যাবে না। রোগী ঘুমাচ্ছে।

AMARBOI.COM

মিসির আলি গল্প শুরু করলেন।

সবাই পত্রিকায় খবর পড়ে, আমি পড়ি বিজ্ঞাপন। একটি জাতির মানসিকতা, সীমাবদ্ধতা, অগ্রগতি সবকিছুই বিজ্ঞাপনে উঠে আসে। একযুগ আগের কথা বলছি—একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল।

> যে কোনো রোগ গ্যারান্টি দিয়ে আরোগ্য করি। আরোগ্য করিতে না পারিলে মাটি খাব।
>
> রউফ মিয়া

বিজ্ঞাপনের নিচে ঠিকানা দেয়া এবং একটি টেলিফোন নাম্বার দেয়া। টেলিফোন নাম্বারের শেষে লেখা 'অনুরোধে'।

আমি টেলিফোন করে রউফ মিয়াকে ডেকে দিতে অনুরোধ করলাম। যিনি টেলিফোন ধরলেন তিনি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ফাজলামি করেন? রউফ মিয়াকে ডাকা ছাড়া আমাদের অন্য কাজকর্ম নাই? আবার যদি টেলিফোন করেন মা-বাপ তুলে গালি দিব।

আমি রউফ মিয়ার ঠিকানায় চিঠি লিখে তাকে ঢাকায় আসতে বললাম। রউফ মিয়া এল না, তবে তার কাছ থেকে ছাপানো চিঠি চলে এল। চিঠির শেষে রউফ মিয়ার আঁকাবাঁকা হাতে দস্তখত। লোকটি যথেষ্ট গোছানো তা বোঝা যাচ্ছে। চিঠির উত্তর ছাপিয়েই রেখেছে। চিঠিতে লেখা—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব/জনাবা : মিসির আলি

সম্মান সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন এই যে, আমার পক্ষে নিজ খরচায় আপনার কাছে যাওয়া সম্ভব নহে। রাহা খরচ বাবদ 'একশত টাকা মাত্র' পাঠাইলে ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

রোগের জন্য আমার ফি নিম্নরূপ

জটিল রোগ : পাঁচশত টাকা মাত্র

সাধারণ রোগ : আলোচনা সাপেক্ষে

সত্তরের বেশি বয়সের রোগী : চিকিৎসা করা হয় না।

হাড়ভাঙা রোগী : চিকিৎসা করা হয় না।

শিশুদের জন্য বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রদের জন্য অর্ধেক কনসেশন। তবে হেডমাস্টার সাহেবের প্রত্যয়নপত্র লাগবে।

ইতি

আপনার একান্ত বাধ্যগত

রউফ মিয়া

চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি মানিঅর্ডার করে একশ টাকা পাঠালাম। ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র দেখার আলাদা আনন্দ আছে।

টাকা পাঠানোর দশ দিনের মাথায় র‍্যাকসিনের গাঢ় লাল রঙের ব্যাগ হাতে রউফ মিয়া আমার বাড়িতে উপস্থিত। অপুষ্ট শরীরের একজন মানুষ। গ্রাম্য গায়কদের মতো মাথায় বাবরি চুল। সব চুল পাকা। চোখে সস্তা সানগ্লাস। ভাদ্র মাসের গরমে গায়ে বুকের বোতাম লাগানো কোট। ময়লা শার্টের সঙ্গে হাতের ব্যাগের মতো নীল রঙের টাই। তার গা থেকে উৎকট বিড়ির গন্ধ আসছে। রউফ মিয়া বললেন, রোগী কে? আপনি? অল্প কথায় রোগ বর্ণনা করেন। অধিক কথার প্রয়োজন নাই। সার্থকতাও নাই। সময় নষ্ট।

আমি বললাম, এত দূর থেকে এসেছেন খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেন। বাথরুমে যান, হাত-মুখ ধোন। দুপুরের খাওয়া নিশ্চয় হয় নাই। আসুন একসঙ্গে খানা খাই।

রউফ বললেন, গোসলের ব্যবস্থা কি আছে? গরমে কাহিল হয়ে গেছি। আমার সঙ্গে লুঙ্গি-গামছা, তেল-সাবান সবই আছে। রোগী দেখতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হয়। সব ব্যবস্থা সঙ্গে রাখি। দাঁতের খিলাল পর্যন্ত আছে।

আমি বললাম, গোসলের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে। আপনি আরাম করে গোসল করুন। তাড়াহুড়ার কিছু নাই।

রউফ বললেন, অবশ্যই তাড়াহুড়া আছে। রাতে লঞ্চে করে চলে যাব ভোলায়। ভোলা থেকে কল পেয়েছি। বিশ্বাস না করলে আপনাকে চিঠি দেখাতে পারি।

আমি বললাম, কেন বিশ্বাস করব না? অবশ্যই বিশ্বাস করছি। যান গোসল সেরে আসুন। সোজা চলে যান। ডান দিকে বাথরুম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রউফ বললেন, একটা বিড়ি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তারপর বাথরুমে ঢুকব। সিগারেট খাবার সামর্থ্য আমার আছে। বিড়ি খাই কারণ সিগারেট আমাকে ধরে না। তা ছাড়া বিড়ি কম ক্ষতিকর। সিগারেটে নানা কেমিক্যাল মিশায়। বিড়ি হচ্ছে নির্ভেজাল তামাক।

রউফ বিড়ি ধরিয়ে বুকে হাত রেখে বিকট শব্দে কাশতে লাগলেন। যিনি গ্যারান্টি দিয়ে অন্যের রোগ সারান, তিনি নিজেই অসুস্থ বলে মনে হল।

দুপুরে রউফ মিয়া অতি তৃপ্তি করে খেলেন। কেউ সাধারণ খাবার তৃপ্তি করে খাচ্ছে দেখলে ভালো লাগে। আমি মুগ্ধ হয়ে তার খাওয়া দেখলাম। খাদ্য–বিষয়ক কথা শুনলাম।

এটা কী? করলা ভাজি। সবাই কড়া করে করলা ভাজে। কালো করে ফেলে। আপনার বাবুর্চি সবুজ করে ভেজেছে। অসাধারণ। এই করলা ভাজি দিয়েই এক গামলা ভাত খাওয়া যায়।

ছোট মাছ দিয়ে শজিনা? সঙ্গে আবার কাঁচা আম। বেহেশতি খানা। এক পদ হলেই চলে। এরকম একটা পদ থাকলে অন্য পদ লাগে না।

ডালের মধ্যে পাঁচফুড়ন দিয়েছে? আবার ধনেপাতাও আছে? স্বাদ হয়েছে মারাত্মক? ভাই সাহেব, আপনার এই বাবুর্চির হাতে চুমা খাওয়া প্রয়োজন।

খাওয়া শেষ করার পর ভদ্রলোক যে কাজটা করলেন তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি আমার কাজের ছেলে হামিদকে ডেকে বললেন, বাবা, তোমার রান্না খেয়ে অত্যধিক তৃপ্তি পেয়েছি। এই পাঁচটা টাকা রাখো বকশিশ। আমি দরিদ্র মানুষ, এর চেয়ে বেশি দেবার সামর্থ্য নাই। তবে তোমার জন্য খাস দিলে এখুনি আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করব। হাত তোলো দোয়ায় শামিল হও।

রউফ হাত তুলে দোয়া শুরু করলেন, হে আল্লাহপাক আজ অতি তৃপ্তি সহকারে যার রন্ধন খেয়েছি তুমি তাকে বেহেশতে নসিব কোরো। যেন সে বেহেশতি খানা খেতে পারে। যে পিতা–মাতা এমন এক বাবুর্চির জন্ম দিয়েছে তাদেরকেও তুমি বেহেশতে নসিব কোরো। আমিন।

দোয়া শেষ হবার পর দেখি হামিদের চোখে পানি। সে চোখ মুছে ফুঁপাতে লাগল।

আমি বললাম, আজ রাতটা আপনি ঢাকায় থেকে যান। হামিদ মাংস রাঁধুক। সে ভালো মাংস রান্না করে।

রউফ বললেন, আচ্ছা থাকলাম। ভোলার রোগী একদিন পরে দেখলেও ক্ষতি কিছু নাই। এতদিন রোগ ভোগ করেছে, আর একদিন বেশি ভোগ করবে উপায় কী? সবই আল্লাহপাকের ইশারা। আপনার রোগী সন্ধ্যার পর দেখব। এখন শুয়ে কিছুক্ষণ ঘুমাব। অতিরিক্ত ভোজন করে ফেলেছি।

রউফ মিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমালেন। আমি হামিদকে বললাম রাতে ভালো খাবারের আয়োজন করতে। পোলাও, খাসির রেজালা, মুরগির কোরমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচারা আরাম করে খাক। দুপুরে অতি সামান্য খাবার খেয়ে যে তৃপ্তির প্রকাশ দেখেছি তা আবার দেখতে ইচ্ছা করছে।

রউফ মিয়া যখন শুনলেন আমার কোনো রোগী নেই, আমি গল্প করার জন্য তাঁকে টাকা পাঠিয়ে আনিয়েছি, তখন তিনি খুবই অবাক হলেন। আমি বললাম, ভাই রোগ আপনি কীভাবে সারান?

রউফ মিয়া বললেন, রোগ ভক্ষণ করে ফেলি।

কী করে ফেলেন?

ভাই সাহেব, খেয়ে ফেলি। ভক্ষণ।

আমি বললাম, কীভাবে খেয়ে ফেলেন?

চেটে খেয়ে ফেলি।

আমি বললাম, কীভাবে চেটে খান? ভালোমতো ব্যাখ্যা করুন।

রউফ বললেন, রোগীর কপাল চেটে রোগ খেয়ে ফেলতে পারি। হাতের তালু, পায়ের তালু চেটেও খাওয়া যায়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ঘাড় চেটে রোগ খাওয়া আমার জন্য সহজ।

ও আচ্ছা।

রউফ দুঃখিত গলায় বললেন, আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। অনেকেই করে না। বাংলাদেশে বিশ্বাসী লোক পাওয়া কঠিন। সবাই অবিশ্বাসী। আমার কাছে দু'টা সার্টিফিকেট আছে, দেখতে পারেন। আমি ইচ্ছা করলে ব্যাগভর্তি সার্টিফিকেট রাখতে পারতাম। রাখি নাই। কারণ আমি সার্টিফিকেটের কাঙাল না।

আপনি কীসের কাঙাল?

ভালবাসার কাঙাল। যে যার কাঙাল হয় সে সেই জিনিস পায় না।

আপনি পান নাই?

জি না। তবে আপনি ভালবাসা দেখায়েছেন। আদর করে পাশে নিয়ে ভাত খেয়েছেন। নিজের হাতে প্লেটে তিন বার ভাত তুলে দিয়েছেন। ছোট মাছের সালুন দিয়েছেন দুই বার। সালুনের বাটিতে একটা বড় চাপিলা মাছ ছিল, সেটা আপনি নিজে না নিয়ে আমার পাতে তুলে দিয়েছেন। এমন ভালবাসা আমারে কেউ দেখায় নাই। ভাই সাহেব, সার্টিফিকেট দু'টা পড়লে খুশি হব।

আমি সার্টিফিকেট দু'টা পড়লাম। একটি দিয়েছেন নান্দিনা হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। তিনি লিখেছেন—

যার জন্য প্রযোজ্য

> এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, ব্যতিক্রমী চিকিৎসক মোঃ রউফ মিয়ার চিকিৎসায় নান্দিনা হাইস্কুলের দপ্তরি শ্রীরামের কন্যা সুধা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সে দীর্ঘদিন জটিল জন্ডিস রোগে আক্রান্ত ছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মোঃ রউফ মিয়ার উন্নতি কামনা করি। সে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। তাহার নৈতিক চরিত্র উত্তম।

মোঃ আজিজুর রহমান খান
সহকারী প্রধান শিক্ষক
নান্দিনা হাইস্কুল।

দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রটি উকিল আশরাফ আলি খাঁ দিয়েছেন। এই প্রশংসাপত্রটি ইংরেজিতে লেখা।

I hereby confirm the fact that Mr. Rouf Mia is a genuine diseases eater. He has performed the feat in presence of me.

রউফ মিয়া বললেন, ইংরেজি লেখাটার জোর বেশি। কী বলেন ভাই সাহেব?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

রউফ মিয়া বললেন, উকিল মানুষ তো! অনেক চিন্তাভাবনা করে লিখেছেন।

আমি বললাম, আপনার খবর স্থানীয় কোনো কাগজে আসে নি। এই জাতীয় খবর তো লোকাল কাগজগুলো আগ্রহ করে ছাপায়।

রউফ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নেত্রকোনা বার্তায় একবার খবর উঠেছিল। পেপার কাটিং হারায়ে ফেলেছি। তবে হারায়ে লাভ হয়েছে। ওরা আমার নাম ভুল করে ছেপেছে। লিখেছে রব মিয়া। রব আর রউফ কি এক? ফাজিল পুলাপান সাংবাদিক হয়ে বসেছে। আর লিখেছেও ভুল। লিখেছে রব মিয়া অন্যের রোগ খেয়ে জীবনধারণ করেন। তিনি কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন না। খাদ্য গ্রহণ না করলে মানুষ বাঁচে?

আমি বললাম, আপনি বিয়ে করেছেন?

যৌবনকালে বিবাহ করেছিলাম। স্ত্রী মারা গেল কলেরায়। ছেলে একটা ছিল, নাম রেখেছিলাম রাজা মিয়া। সুন্দর চেহারা ছবি ছিল—এই জন্য রাজা মিয়া নাম। ছেলেটা মারা গেল টাইফয়েডে। রোগ খাওয়া তখন জানতাম না। এইজন্য চোখের সামনে মারা গেল। রোগ খাওয়া জানলে টাইফয়েড কোনো বিষয় না। চেটে ভক্ষণ করে ফেলতাম।

রোগ খাওয়ার কৌশল কীভাবে শিখলেন?

রউফ মিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলে রাজা মিয়া আমারে শিখায়েছে। একদিন ভোররাতে রাজা মিয়াকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি বললাম, বাবা কেমন আছ? সে বলল, ভালো আছি। আমি বললাম, তোমার কি বেহেশতে নসিব হয়েছে? সে বলল, জানি না। আমি বললাম, তোমার মা কই? তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয় না? সে বলল, না। তারপরেই সে আমারে রোগ খাওয়ার কৌশল শিখায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল। আমি স্বপ্নের মধ্যেই ছেলেকে কোলে নিয়া কিছুক্ষণ কাঁদলাম। ঘুম ভাঙার পর দেখি চউখের পানিতে বালিশ ভিজে গেছে।

রউফ মিয়া চোখ মুছতে লাগলেন। একসময় বললেন, আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। আপনি যদি চান রোগ খাওয়ার কৌশল শিখায়ে দিব। তবে আপনারা ভদ্রসমাজ। আপনারা পারবেন না। চাটাচাটির বিষয় আছে।

রউফ মিয়া দু'দিন থেকে ভোলায় রোগী দেখতে গেলেন। ছয় মাস পর তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। এইবারের চিঠি ছাপানো না, হাতে লেখা। তিনি লিখেছেন—

> বিরাট আর্থিক সমস্যায় পতিত হইয়াছি। যদি সম্ভব হয় আমাকে দুইশত টাকা কর্জ দিবেন। আমি যত দ্রুত সম্ভব কর্জ পরিশোধ করিব।
>
> ইতি
>
> আপনার অনুগত
>
> রউফ মিয়া (র, ভ)।

পুনশ্চতে লেখা—আমি নামের শেষে র, ভ টাইটেল নিজেই চিন্তা করিয়া বাহির করিয়াছি। র, ভ-র অর্থ রোগভক্ষক।

আমি দু'শ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। এই ধরনের কর্জের টাকা কখনো ফেরত আসে না। তাতে কী। মানুষটার প্রতি আমার এক ধরনের মমতা তৈরি হয়েছে। অবোধ শিশুদের প্রতি যে মমতা তৈরি হয় আমার মমতার ধরনটা সেরকম।

রউফ মিয়া তিন মাসের মাথায় টাকা নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। দু'দিন থাকলেন। দেখলাম তার স্বাস্থ্য আরো ভেঙেছে। জীবন্ত কঙ্কাল ভাব চলে এসেছে। আমি বললাম, শরীরের এই অবস্থা কেন ভাই?

রউফ মিয়া বললেন, অন্যের রোগ খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। রোগ খাওয়ার পর বেশি করে দুধ খেতে হয়। দুধ কই পাব বলেন? পনের টাকা কেজি দুধ।

আমি বললাম, আসুন আপনাকে ডাক্তার দেখাই।

রউফ মিয়া আঁতকে উঠে বললেন, অসম্ভব কথা বললেন। আমি বিখ্যাত রোগভক্ষক। এখন আমি যদি ডাক্তারের কাছে যাই, লোকে কী বলবে?

কেউ তো জানছে না।

কেউ না জানুক আপনি তো জানলেন। একজন জানা আর এক লক্ষ জন জানা একই কথা।

রউফ মিয়া শীতের সময় এসেছিলেন। বাজারে নতুন সবজি উঠেছে। তার জন্য বাজার করালাম। হামিদ অনেক পদ রান্না করল। তিনি কিছুই খেতে পারলেন না। দুঃখিত গলায় বললেন, ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেছে ভাই সাহেব। মানুষের রোগ ভক্ষণ করে করে এই অবস্থা হয়েছে। যদি সম্ভব হয় এক কাপ দুধ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, রোগ খাওয়াটা ছেড়ে দিন।

রউফ বললেন, নিজের ছেলে একটা বিদ্যা শিখায়ে দিয়েছে। মানুষ বিপদে পড়ে আমার কাছে আসে। ভাই সাহেব, কয়েক দিন আগে ছেলেটাকে স্বপ্নে দেখেছি। সে এখনো তার মা'রে খুঁজে পায় নাই। পরকালে বাপ–মা ছাড়া ঘুরতেছে, দেখেন তো অবস্থা!

রউফ মিয়া হঠাৎ বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে ঘর্ঘর শব্দ হতে লাগল।

আপনার অ্যাজমা আছে নাকি?

রউফ মিয়া বললেন, আগে ছিল না। সম্প্রতি হয়েছে। একজনের হাঁপানি ভক্ষণ করে এই অবস্থা। আমাকে ধরে ফেলেছে। আপনার ছেলেটাকে একটু বলুন বুকে সরিষার তেল মালিশ করে দিতে। রসুন দিয়ে তেলটা গরম করতে হবে।

হামিদ দীর্ঘ সময় ধরে তেল ঘষল। একসময় রউফ মিয়া ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিসির আলি থামলেন। আমি বললাম, আপনার রোগমুক্তির পেছনে কি রোগভক্ষক রউফ মিয়ার কোনো ভূমিকা আছে?

মিসির আলি বললেন, জানি না। এই চিঠিটা পড়ে দেখুন। হামিদ ভোরবেলা চিঠিটা দিয়ে গেছে। রউফ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। চিঠি লিখে বান্দরবান চলে গেছেন। মুরং রাজার এক আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য ডাক এসেছে।

আমি চিঠি হাতে নিলাম। চিঠিতে লেখা—

প্রাপক : জনাব মিসির আলি।

প্রেরক : বিশিষ্ট রোগভক্ষক বাংলার গৌরব রউফ মিয়া।

জনাব,

বান্দরবানের মুরং রাজার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা উল্লাং প্রু সাহেবের চিকিৎসার জন্য অদ্য সকাল এগারটায় রওনা হইব। ঢাকায় আসিয়া আপনার অসুখের খবর শুনিলাম। হামিদকে নিয়ে হাসপাতালে আসিয়া আপনার অচেতন মুখ দেখিয়া মর্মে আঘাত লাগিয়াছে। বিশিষ্ট রোগভক্ষক, বাংলার গৌরব যাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভ্রাতাতুল্য তাহার এই অবস্থা কেন হইবে? (বাংলার গৌরব টাইটেল বর্তমানে ব্যবহার করিতেছি। যে দেশের যে নিয়ম। নিজের ঢোল নিজেকেই বাজাতে হয়।)

যাই হোক, আমি আপনার ডান হাত চাটিয়া রোগ সম্পূর্ণই ভক্ষণ করিয়াছি। অবশিষ্ট কিছুই নাই। কিছুদিন শরীর দুর্বল থাকিবে। দধি এবং ফল খাইবেন। কচি ডাবের পানি শরীরের জন্য রোগমুক্তি সময়ে অত্যন্ত উপকারী।

ইতি

আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুগত
মোঃ রউফ মিয়া
বিশিষ্ট রোগভক্ষক
বাংলার গৌরব।

পুনশ্চ : জনাব, ভালো কাগজে একটা প্যাড ছাপাইতে কত খরচ পড়িবে সেই অনুসন্ধান নিবেন। প্যাডে আমার নাম, ঠিকানা এবং টাইটেল লেখা থাকিবে। বাংলার গৌরব লেখা থাকিবে সোনালি কালিতে। প্যাডের ডান পার্শ্বে আমার ছবি। তিনটি ছবি সঙ্গে দিয়া দিলাম। যেটি পছন্দ হয় সেটি ব্যবহার করিবেন।

তিনটি ছবিরই ক্যাপশান আছে। একটিতে রউফ মিয়ার কানে মোবাইল টেলিফোন। ক্যাপশানে লেখা—রোগীর সঙ্গে বাক্যালাপে রত।

দ্বিতীয় ছবিতে তিনি ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে চোখে কালো চশমা। ক্যাপশানে লেখা—কলে যাবার জন্য প্রস্তুত।

তৃতীয় ছবিতে তিনি একটি শিশুর কপাল চাটছেন। ক্যাপশানে লেখা—চিকিৎসা চলাকালীন ছবি।

চিঠি মিসির আলির হাতে ফেরত দিতে দিতে বললাম, আপনার কী ধারণা? সে সত্যি রোগ খেয়ে ফেলেছে?

মিসির আলি বললেন, রউফ আমার কাছে এসেছিলেন রাত ন'টায়। তিনি পনের মিনিটের মতো ছিলেন। এর মধ্যে হাসপাতালে হইচই পড়ে যায়। নার্স-ডাক্তার মিলে বিরাট জটলা। বুড়ো এক পাগল মেঝেতে বসে কুকুরের মতো আমার হাত চাটছে। তাকে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমার জ্ঞান ফেরে রাত দশটার দিকে। জ্বর তখনি নেমে যায়। রাত বারোটার সময় বুঝতে পারি আমি পুরোপুরি সুস্থ।

আমি বললাম, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। আপনার কি ধারণা রোগভক্ষক আপনার রোগ ভক্ষণ করেছে?

মিসির আলি বললেন, জানি না। হিসেব মিলাতে পারছি না। রেইন ফরেস্টের আদিবাসী শমন চিকিৎসকদের মধ্যে রোগীর বুড়ো আঙুল চুষে রোগ আরোগ্যের পন্থা আছে। রেড ইন্ডিয়ানরা গায়ে হাত বুলিয়ে রোগ সারায়। অধ্যাপক মেসমার বডি ম্যাগনেটিজম চিকিৎসার কথা বলতেন। এর কোনোটাই বিজ্ঞান স্বীকার করে না। যুক্তি স্বীকার করে না। আমি নিজে কঠিন যুক্তিবাদী মানুষ। তারপরেও...।

মিসির আলি রেডিও বন্ড কাগজে প্যাড ছাপিয়েছিলেন। রোগভক্ষক রউফ মিয়ার কাছে সেই প্যাড পৌঁছানো যায় নি। বান্দরবান থেকে ঢাকা ফেরার পথে বাসে বমি করতে করতে তাঁর মৃত্যু হয়। মিসির আলি বন্ধুর মৃত্যুর খবর পান এক মাস পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিফট রহস্য

মিসির আলি বললেন, লিফটে উঠে কখনো ভয় পেয়েছেন?

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় মহসীন হলের লিফটে এক ঘণ্টার জন্য আটকা পড়েছিলাম। আমার সঙ্গে জীবনে প্রথম লিফটে উঠেছেন এমন এক বৃদ্ধ ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। আমি নিজে ভয় পাই নি। দিনের বেলা বলেই লিফটে কিছু আলো ছিল। পুরোপুরি অন্ধকার ছিল না। আমি মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললাম, না।

কেউ প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে এমন শুনেছেন?

এক বুড়ো মানুষকে নিজে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি।

লিফটে ভয় পাওয়া নিয়ে কোনো গল্প শুনেছেন?

আমি বললাম, একটা গল্প শুনেছি। গল্পের সত্য-মিথ্যা জানি না। এক লোক সাততলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবে। লিফটের বোতাম টিপল। লিফটের দরজা খুলল। তিনি ভেতরে ঢুকে হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গেলেন। কারণ লিফটের দরজা খুলেছে ঠিকই কিন্তু লিফট আসে নি। মেকানিক্যাল কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।

লিফট নিয়ে কোনো ভূতের গল্প পড়েছেন?

স্টিফেন কিংয়ের একটা গল্প পড়েছি। বেশ জমাট গল্প। সায়েন্স ফিকশন টাইপ।

মিসির আলি বললেন, আমি লিফট নিয়ে একটা গল্প বলব। এক তরুণী লিফটে উঠে এমনই ভয় পেল যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সে এখন এক ক্লিনিকে আছে। তার চিকিৎসা চলছে।

কী দেখে ভয় পেয়েছে?

এখনো পুরোপুরি জানি না। চলুন যাই চেষ্টা করে দেখি মেয়েটার মুখ থেকে কিছু শোনা যায় কি না। সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভয় পেয়ে যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত সে ভয় কেন পেয়েছে সেই বিষয়ে মুখ খুলবে না এটাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম, মেয়েটার খোঁজ পেলেন কীভাবে?

মিসির আলি বললেন, ক্লিনিকের ডাক্তার আমাকে জানিয়েছেন। মেয়েটির ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছেন। মেয়েটা তাঁর আত্মীয়। বোনের মেয়ে বা এই জাতীয় কিছু।

মেয়েটার নাম লিলি। বয়স ২৪/২৫ বা তারচে' কিছু বেশি। গায়ে হাসপাতালের সবুজ পোশাক। সাধারণ বাঙালি মেয়ে যেমন হয় তেমন। রোগা, শ্যামলা। মেয়েটার চোখ সুন্দর। বিদেশে এই চোখকেই বলে Liquid eyes.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাদর গায়ে সে জড়সড় হয়ে ক্লিনিকের খাটে বসে আছে। সে দু'হাতে একজন বয়স্ক মহিলার হাত চেপে ধরে আছে। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। কিছুক্ষণ পরপর ঢোক গিলছে।

মিসির আলি বললেন, মা কেমন আছ?

লিলি তাকাল কিন্তু কোনো জবাব দিল না। বয়স্ক মহিলা বললেন, লিলি কারো প্রশ্নের জবাব দেয় না। শুধু বলে লিফটের ভিতর ভয় পেয়েছি। এর বেশি কিছু বলে না।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি লিলির মা?

জি।

আপনাকেও বলে নি কী দেখে ভয় পেয়েছে?

না। বেশি কিছু জিজ্ঞেসও করি না। এই বিষয়ে জানতে বেশি জোরাজুরি করলে মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে যায়।

মিসির আলি লিলির সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, মা শোনো! তুমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছ বুঝতে পারছি। এখন তুমি লিফটের ভেতরে নেই। লিফটের বাইরে। বাকি জীবন আর লিফটে না উঠলেও চলবে। চলবে না?

এই প্রথম লিলি কথা বলল। বিড়বিড় করে বলল, আমি আর কোনোদিন লিফটে উঠব না।

মিসির আলি বললেন, যে লিফটে উঠে তুমি ভয় পেয়েছ সেখানে তুমি না উঠলেও অন্যরা উঠবে। তারাও ভয় পেতে পারে। তাদের অবস্থাও তোমার মতো হতে পারে। পারে না?

পারে।

মিসির আলি বললেন, এই কারণেই তোমার ঘটনাটা বলা দরকার। একবার বলে ফেলতে পারলে তুমি নিজেও হালকা হবে। তুমি কী দেখে ভয় পেয়েছ তার একটা ব্যাখ্যাও আমি হয়তোবা দাঁড়া করিয়ে ফেলব।

লিলি স্পষ্ট গলায় বলল, আপনি পারবেন না।

মিসির আলি বললেন, পারব না বলে কোনো কাজে হাত দেব না আমি সে রকম না। তুমি সে রকম। তুমি ধরেই নিয়েছ—লিফটে কী দেখেছ তা বলতে গেলে প্রচণ্ড ভয় পাবে বলে বলছ না। তুমি না বললেও কী দেখেছ তা তোমার মাথার মধ্যে আছে। তাকে মুছে ফেলতে পারছ না।

লিলি বলল, আচ্ছা আমি বলব।

মিসির আলি বললেন, ভেরি গুড। আগে এক কাপ চা খাও তারপর গল্প শুরু কর। কোনো খুঁটিনাটি বাদ দেবে না। লিফটে তুমি একা ছিলে?

আমি আর লিফটম্যান। আর কেউ ছিল না।

লিফটটা কোথায়?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিঝিলের এক অফিসে।

তুমি সেখানে কাজ কর?

লিলি বলল, আমি বিবিএ পড়ছি। এই জন্য একটা ফার্মের সঙ্গে এফিলিয়েশন আছে। সেখানে সপ্তাহে একবার হলেও যেতে হয়। কাগজপত্র আনতে হয়।

মিসির আলি বললেন, গতকাল এই জন্যই গিয়েছিলে?

জি।

মিসির আলি বললেন, গতকাল ছিল শুক্রবার। সবকিছু বন্ধ। বন্ধের দিন তুমি কাগজপত্র আনতে গেলে?

লিলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। মিসির আলি বললেন, তুমি শুক্রবারে সেই অফিসে যাও?

আপনাকে কে বলেছে?

আমি অনুমান করছি। আমার অনুমান শক্তি ভালো। অফিসের ঠিকানাটা বল।

আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

মিসির আলি মেয়েটির মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার মেয়ে বাসায় ফিরেছে কখন?

ভদ্রমহিলা বললেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে একজন ডাক্তার টেলিফোন করে লিলির কথা জানান। কে এসে নাকি লিলিকে হাসপাতালে দিয়ে গেছে।

আপনার মেয়ে কোথায় কোন অফিসে যায় আপনি জানেন?

না।

মেয়ের বাবা কোথায়?

বিদেশে। মালয়েশিয়ায় কাজ করেন।

মিসির আলি লিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তা হলে কিছুই বলবে না?

লিলি কঠিন গলায় বলল, না।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তা হলে যাই। তুমি ভালো থেকো। আরেকটা কথা, মা শোনো—যা করবে ভেবেচিন্তে করবে। হঠাৎ বিপদে পড়া এক কথা আর বিপদ ডেকে আনা অন্য কথা।

লিলি বলল, আপনি যাবেন না। বসুন। আমি সব বলব। মা, তুমি অন্য ঘরে যাও।

ভদ্রমহিলা বললেন, আমি থাকলে সমস্যা কী?

লিলি বলল, তোমার সামনে আমি সবকিছু বলতে পারব না।

মিসির আলি আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি কি থাকতে পারবেন?

লিলি বলল, হ্যাঁ পারবেন। উনি লেখক। আমি উনাকে চিনি। আমি আপনাকেও চিনি। আপনাকে নিয়ে লেখা দু'টা বই আমি পড়েছি। একটার নাম মনে আছে—মিসির আলির চশমা। সেখানে একটা ভুল আছে। ভুলটা আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। এখন মনে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিলি সহজ–স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা শুরু করল। উচ্চারণ স্পষ্ট। বাচনভঙ্গি ভালো। কথা বলার সময় সামান্য মাথা দুলানোর অভ্যাস আছে।

ভালো মেয়ে বলতে আপনারা যা ভাবেন আমি তা–না। আমি খারাপ মেয়ে। যথেষ্ট খারাপ মেয়ে। মতিঝিলের ঐ অফিসে আমি একজন ভদ্রলোকের কাছে যাই। তাঁর নাম ফরহাদ। প্রেম–ভালবাসা এইসব কিছু না। আমি নিরিবিলি কিছু সময় তার সঙ্গে কাটাই। তার বিনিময়ে টাকা নেই। উপহার দিলে উপহার নেই। আমার যে টাকাপয়সার অভাব তাও না। বাবা মালয়েশিয়া থেকে ভালো টাকা পাঠান।

আমি শুধু যে ফরহাদ সাহেবের কাছেই যাই তা-না, আরো লোকজনদের কাছে যাই। একটা নোংরা মেয়ে তো নোংরা পুরুষদের সঙ্গেই মিশবে। এই দেশে নোংরা পুরুষের কোনো অভাব নেই। বেশিরভাগ নোংরা পুরুষই বিবাহিত। স্ত্রী–ছেলে–মেয়ে নিয়ে সুখী জীবনযাপন করে। সুযোগ পেলেই আমার মতো নষ্ট মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে।

একবার এক লোকের সঙ্গে তার স্ত্রী সেজে কক্সবাজারে তিন দিন ছিলাম। মা'কে বলেছি স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছি।

আমি গায়ের চামড়া বিক্রি করলেও নেশা করি না। মদ, সিগারেট, ড্রাগস কিছুই না। পার্টি মাঝে মাঝে মদ খাওয়ার জন্য খুব ঝুলাঝুলি করে। তারা মনে করে নেশাগ্রস্ত মেয়ের সঙ্গে শোয়া ইন্টারেস্টিং। তাদের পীড়াপীড়িতেও রাজি হই না। কক্সবাজারে যে লোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম সে বলেছিল প্রতি পেগ হুইস্কি খাবার জন্য সে আমাকে এক হাজার করে টাকা দেবে। তখন শুধু সাত পেগ খেয়ে সাত হাজার টাকা নিয়েছি। এবং ঐ লোকের গায়ে বমি করেছি। তার শিক্ষা সফর হয়ে গেছে।

মিসির আলি আঙ্কেল, এখন বলুন আমি কেমন মেয়ে?

মিসির আলি কিছু বললেন না। লিলি ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম মেয়েটা তার চরিত্রের বিকারগ্রস্ত অংশটির কথা বলে আরাম পাচ্ছে।

লিলি বলল, যাই হোক আসল গল্প বলি। আমি ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। শুক্রবারে অফিসে একেবারেই লোকজন থাকে না কথাটা ঠিক না, কিছু লোকজন থাকে। কেয়ারটেকার, মালী, ঝাড়ুদার। শুক্রবারে লিফট বন্ধ থাকে। ফরহাদ সাহেব বসেন ছয় তলায়। ছয় তলা পর্যন্ত হেঁটে উঠতে হয়। এই জন্য শুক্রবারে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। গতকাল গিয়েছিলাম, কারণ তিনি বলেছেন আমাকে একটা মোবাইল সেট দেবেন। আমার একটা দামি মোবাইল সেট ছিল, আই ফোন। সেটা চুরি হয়ে গেছে।

আমি অফিসে পৌঁছলাম সকাল এগারটায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাব, খাকি ড্রেস পরা একজন এসে বলল, আপা আপনি কি ফরহাদ সাহেবের কাছে যাবেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলল, লিফটে করে যান। এত দূর হেঁটে উঠবেন।

লিফট চালু আছে?

সে বলল, আজ চালু আছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকে আজ সারা দিন কাজ হবে। তারা খবর দিয়ে একটা লিফট চালু রেখেছেন।

আপনি কি লিফটম্যান?

জ্বি আপা।

আপনি আমাকে চিনেন?

নামে চিনি না। আপনি ফরহাদ সাহেবের কাছে প্রায়ই যান এইটা জানি।

আমি বললাম, ইউনিভার্সিটির কাজে আসতে হয়। বিবিএ করছি তো। ফরহাদ সাহেব কোম্পানি–আইন বিষয়ে আমাকে পড়ান।

আমি লিফটম্যানকে নিয়ে লিফটে উঠলাম। সিক্সথ ফ্লোরে বোতাম চাপা হয়েছে, লিফট কিন্তু থামল না। সাত–আট পার হয়ে নয়ের দিকে যাচ্ছে। লিফটম্যান ব্যস্ত হয়ে বোতাম চাপাচাপি করছে। আট এবং নয়ের মাঝখানে লিফট থেমে গেল। লিফটের ভিতরের বাতি নিভে গেল। মাথার উপরে যে ফ্যান ঘুরছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল। লিফটম্যান বলল, খাইছে আমারে, আবার ধরা খাইলাম।

কারেন্ট চলে গেছে নাকি?

বুঝতেছি না। তয় এই জায়গায় লিফট প্রায়ই আটকায়। একবার আটকাইছিল চাইর ঘণ্টার জন্য।

সর্বনাশ।

আফা আপনার কাছে মোবাইল আছে না? একটা নাম্বার দিতেছি মোবাইল দেন। লিফট চালুর ব্যবস্থা হইব।

আমার কাছে মোবাইল সেট নাই।

চিন্তার কিছু নাই। টুলের উপরে বসেন।

ঠিক হতে কতক্ষণ লাগবে?

বলা তো আফা মুশকিল। আইজ ছুটির দিন। লোকজন চইলা যাবে জুম্মার নামাজে।

এখন বাজে মাত্র এগারটা, এখন কীসের জুম্মা?

একটা অজুহাতে আগেভাগে বাইর হওয়া। সবাই অজুহাত খুঁজে।

অ্যালার্ম বেল, এই জাতীয় কিছু নাই?

আছে। মনে হয় নষ্ট। রক্ষণাবেক্ষণ নাই। মাসে একবার সার্ভিসিং করার কথা। তিন মাস হইছে সার্ভিসিং নাই।

মনে হল এক ঘণ্টা বসে আছি, ঘড়িতে দেখি মাত্র সাত মিনিট পার হয়েছে। লিফটম্যানের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া সময় কাটানোর কোনো বুদ্ধি নেই। আমি বললাম, আপনার নাম কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিফটম্যান বলল, আমার নাম সালাম। আমার এক ছোটভাই আছে তার নাম কালাম। সেও লিফটম্যান। গুলশানের এক অফিসে কাজ করে। বেতন আমার চেয়ে বেশি পায়। চাইরশ টাকা বেশি। ওভারটাইম পায়। আমাদের এইখানে ওভারটাইম নাই। ছুটির দিনে কাজে আসছি একটা পয়সা মিলবে না।

আমি বললাম, লিফটম্যানের চাকরিটা মনে হয় খুব বোরিং, মানে ক্লান্তিকর।

সালাম বলল, উঠানামা, উঠা-নামা। এইটা কোনো চাকরির জাতই না। কী করব বলেন—লেখাপড়া শিখি নাই। তবে আমার ভাই কালাম ক্লাস সিক্স পাস।

আপনি বিয়ে করেছেন?

জে না। বেতন যা পাই তা দিয়ে নিজেরই পেট চলে না, সংসার করব কী? তার উপর দেশে টাকা পাঠাইতে হয়। মা জীবিত। তয় আমার ভাই কালাম বিবাহ করেছে। মেয়ের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুর। তাদের একটা কন্যা আছে। কন্যার নাম রেশমা।

বয়স কত?

ফেব্রুয়ারিতে তিন বছর হবে। মাশাল্লাহ্ সব কথা বলতে পারে। আমারে ডাকে হাওয়াই চাচু।

হাওয়াই চাচু ডাকে কেন?

তারে যখনই দেখতে যাই—হাওয়াই মিঠাই নিয়া যাই। দশ টাকা করে পিস। এই জন্য হাওয়াই চাচু ডাকে।

দেখতে কেমন হয়েছে?

মাশাল্লাহ্ অত্যধিক সুন্দরী হয়েছে। আমি ভাইয়ের বৌরে বলেছি—সব সময় মেয়ের কপালে যেন ফোঁটা দিয়া রাখে। সুন্দরী মেয়ের উপর জিন-ভূতের নজর লাগে। আবার খারাপ মানুষের নজর লাগে।

মেয়েটা আপনাকে খুব পছন্দ করে?

তার বাপ-মা'র চেয়ে বেশি পছন্দ আমারে করে, এই নিয়া একশ টেকা বাজি রাখতে পারব। গত ঈদে তারে একটা জামা দিয়েছিলাম, নীল জামা। সামনে-পিছনে লাল ফুল। এই জামা ছাড়া কিছু পরবে না। জামা খাটো হয়ে গেছে, তারপরেও এইটাই পরবে।

ভালো তো।

নিজে নিজেই ছড়া শিখেছে। তার বাপ-মা যদি বলে ছড়া বল সে বলবে না। আমি যদি বলি, কইগো চান্দের মা বুড়ি ছড়া বল। সঙ্গে সঙ্গে বলবে।

আপনি তাকে চান্দের মা বুড়ি ডাকেন?

জি আফা। তয় এখন আমার ভাইও তারে চান্দের মা বুড়ি ডাকে।

আমি ঘড়ি দেখলাম। মাত্র ত্রিশ মিনিট পার হয়েছে। উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। সালামের ভাতিজির গল্প কতক্ষণ শুনব। আমার অ্যাজমার মতো আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধ ঘরে অ্যাজমার টান ওঠে। বন্ধ লিফট। সামান্য আলো। বাতাস নেই। আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। আমার শ্বাসকষ্টের ধরনটা এমন যে একবার শুরু হলে দ্রুত বাড়তে থাকে। আমি হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। বুকের ভেতর ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে।

সালাম ভীত গলায় বলল, আফা কী হইছে?

আমি বললাম, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমার শ্বাসকষ্ট আছে। লিফট কিছুক্ষণের মধ্যে চালু না হলে আমি মরে যাব।

তখনই ঘটনাটা ঘটল। দেখি লিফটে আমি একা আর কেউ নাই। আমি কয়েকবার ডাকলাম—সালাম সালাম, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন দেখি আমি আমার মায়ের বাসায়। এই আমার ভয় পাওয়ার ইতিহাস। মতিঝিল অফিসের ঠিকানা চান? এই নিন ফরহাদ সাহেবের কার্ড।

মিসির আলি বললেন, ঘটনার ব্যাখ্যাটা খুব সহজ। তুমি লিফটে আটকা পড়ে ভয়ে-আতঙ্কে একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়েছ। লিফটম্যান অদৃশ্য হয়ে গেছে এটা তুমি দেখেছ স্বপ্নে। তুমি লিফটম্যানের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বললেই আমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে।

লিলি বিড়বিড় করে বলল, হতে পারে।

মিসির আলি বললেন, এখন কি ভয়টা দূর হয়েছে?

হুঁ।

মিসির আলি বললেন, ভয়টা পুরোপুরি দূর করে মা'র সঙ্গে বাসায় চলে যাও। আর চেষ্টা কর জীবন পদ্ধতিটা বদলাতে।

লিলি বলল, আমাকে উপদেশ দেবেন না। আমি উপদেশের ধার ধারি না।

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তা হলে তো কোনো সমস্যাই নেই। মা উঠি।

লিলি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এখনো মা ডাকছেন?

মিসির আলি বললেন, একবার যাকে মা ডেকেছি সে সব সময়ের জন্যই মা।

রাস্তায় নেমেই মিসির আলি বললেন, চলুন লিফটম্যান সালামের সঙ্গে দেখা করে আসি।

আমি বললাম, তার সঙ্গে দেখা করার দরকার কী? আপনি তো সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। বদমেয়েটাও এখন স্বাভাবিক।

মিসির আলি বললেন, সামান্য খটকা আছে।

কী খটকা?

লিলি শক্ত মেয়ে। যখন তখন অজ্ঞান হবার মেয়ে না। তার চেয়েও বড় কথা অজ্ঞান অবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে না। গভীর ঘুমেও মানুষ স্বপ্ন দেখে না। যখন হালকা ঘুমে থাকে তখন স্বপ্নে দেখে। তখন চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। একে বলে REM অর্থাৎ Rapid Eye Movement.

আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না কী বলতে চাচ্ছি। সালামের সঙ্গে দেখা হওয়া জরুরি এইটুকু বুঝতে পারছি।

রাত বাজে দশটা, এখন তাকে পাবেন?

আমার ধারণা সে অফিস বিল্ডিংয়ে থাকে। তিন বছর বয়সী মেয়ে বাচ্চার জন্য কিছু ভালো জামাকাপড় দরকার।

সালামকে অফিসেই পাওয়া গেল। সে অফিস ঘরেই একটা কামরায় দারোয়ানদের সঙ্গে মেস করে থাকে। আমাদের দেখে সে ভীত চোখে তাকাতে লাগল। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। তার উপর বয়ে যাওয়া ঝড়ে যে ক্লান্ত এবং হতাশ। যার জীবন ছোট্ট লিফট ঘরে আটকে গেছে।

মিসির আলি বললেন, সালাম কেমন আছেন?

সালাম বিড়বিড় করে বলল, জে ভালো আছি।

আপনার ভাই কালামের মেয়েটি কেমন আছে?

ভালো।

তার নাম তো চান্দের মা বুড়ি?

সালাম বলল, আপনারা আমার কাছে কী চান? কারো সাথে আমার কোনো বিবাদ নাই। আমি কোনো দোষ করি নাই।

মিসির আলি বললেন, আমরা খুব ভালো করে জানি আপনি কোনো দোষ করেন নাই। আমরা আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।

আপনারা কি পুলিশের লোক?

মিসির আলি বললেন, আমরা পুলিশের লোক না। আপনি যেমন পুলিশ ভয় পান আমরাও ভয় পাই। আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ইচ্ছা হলে জবাব দিবেন, ইচ্ছা না হলে দিবেন না। আমরা চলে যাব।

সালাম ভীত গলায় বলল, যা বলার এইখানে বলেন। এইখানে তো আমি ছাড়া কেউ নাই। আমি আপনাদের সাথে যাব না। স্যার, আমি গরিব মানুষ, আমি কোনো দোষ করি নাই। আল্লাহ্পাকের দোহাই।

মিসির আলি বললেন, শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন কেন? যে অপরাধ করে সে ভয় পায়।

সালাম বলল, গরিব মানুষ অপরাধ না করলেও ভয় পায়। সে গরিব হয়েছে এইটাই তার অপরাধ।

আপনার চান্দের মা বুড়ির জন্য কিছু জামাকাপড় এনেছি। দেখুন তো পছন্দ হয় কি না?

সালাম আগ্রহ নিয়ে কাপড়গুলো দেখল। তার মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গিয়েছিল এখন সহজ হতে শুরু করল। মিসির আলি বললেন, গত শুক্রবারে একটা মেয়ে আপনার সঙ্গে লিফটে আটকা পড়েছিল। আপনিও ছিলেন তার সঙ্গে, কী হয়েছিল বলুন তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাম বলল, স্যার, আমি উনারে ছোটবোনের মতো দেখেছি। বেতালা কিছু করি নাই।

জানি আপনি বেতালা কিছু করেন নি। কিন্তু কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে যাতে মেয়েটা ভয় পেয়েছে। প্রচণ্ড ভয়। ঘটনাটা বলুন।

সালাম বলল, আমার চাকরি নট হবে না তো স্যার? চাকরি নট হইলে না খায়া মরব।

মিসির আলি হাসলেন। সালাম তাঁর হাসি দেখে ভরসা পেল বলে মনে হল। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে কথা বলা শুরু করল।

যে চাকরি আমার রুটি–রুজি তারে খারাপ বলা ঠিক না। আল্লাহ্‌পাক নারাজ হন। কিন্তু স্যার চাকরিটা খারাপ। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত লিফটে উঠা–নামা করি। মাঝখানে আধা ঘণ্টা লাঞ্চের ছুটি। লিফটে থাকি, আমার মনটা থাকে বাইরে।

একদিন লিফটে আমি একা। এগার তলা থেকে একজন বোতাম টিপেছে। লিফট উঠা শুরু করেছে। আমার মনটা বলতেছে থাকব না শালার লিফটের ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমি লিফটের বাইরে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে দাঁড়ায়ে আছি। কী যে একটা ভয় পাইলাম স্যার। হাত–পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মনে হইল মাথা খারাপ হয়ে গেছে। লিফটের সামনে দাঁড়ায়ে আছি, একসময় আমাকে ছাড়া লিফট নামল। এগার তলার বড় সাহেব নামলেন। আমাকে দেখে ধমক দিলেন। বললেন, কোথায় ছিলে?

আমি বললাম, টয়লেটে।

স্যার, এই হল শুরু। আমি ইচ্ছা করলেই লিফটের বাইরে আসতে পারি। কীভাবে পারি জানি না। লোকজন থাকলে বাইর হই না। ঐ দিন আফার দমবন্ধ হয়ে আসছিল তখন বাইর হইছি। লিফট উপরে নিয়ে গেছি। আফা অজ্ঞান হয়ে ছিল। ফরহাদ স্যারকে খবর দিলাম। উনি আফারে নিয়া হাসপাতালে গেলেন। আপনার এই ব্যাপারটা আর কেউ জানে?

আমার ছোটভাই কালামরে শুধু বলেছি। সে বলেছে আমার মাথা খারাপ হইছে। আর কিছু না। লিফটের চাকরি বেশি দিন করলে সবারই মাথা খারাপ হয়। স্যার, এই আমার কথা। আর কোনো কথা নাই। আর কিছু জানতে চান?

মিসির আলি বললেন, না আর কিছু জানতে চাই না।

আমরা দু'জন বাসায় ফিরছি। আমি বললাম, এই ঘটনাটা কি আপনার 'Unsolved' খাতায় উঠবে?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

ঘটনাটা কি লিলি মেয়েটিকে জানানোর প্রয়োজন আছে?

মিসির আলি বললেন, না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামা-ভূত

বাংলাদেশে কত ধরনের ভূত আছে জানেন?

আমি বললাম, জানি না।

মিসির আলি বললেন, আটত্রিশ ধরনের ভূত আছে—ব্রহ্মদৈত্য, পেতনি, শাকচুন্নি, কন্ধকাটা, মামদো, পান ভূত, কুয়া ভূত, কুনি ভূত, বুনি ভূত।

কুনি ভূতটা কী রকম?

মিসির আলি বললেন, ঘরের কোনায় থাকে বলে এদের বলে কুনি ভূত। আরেক ধরনের ভূত আছে এরা কোনো শরীর ধারণ করতে পারে না। শুধুই শব্দ করে। নিশি রাতে মানুষের নাম ধরে ডাকে। আরেক ধরনের ভূত আছে নাম 'ভুলাইয়া'। এরা পথিককে পথ ভুলিয়া নিয়ে যায়। শেষ সময় বিলের পানিতে ডুবিয়ে মারে।

আমি বললাম, ভূত নিয়ে আপনার স্টকে কোনো গল্প আছে?

মিসির আলির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল গল্প আছে। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন।

হামা-ভূতের নাম শুনেছেন?

না তো।

হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে বলেই এই ভূতের নাম হামা-ভূত। আট-ন' বছর বয়সী বালকের মতো শরীর। চিতা বাঘের মতো গাছে উঠতে পারে। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। শোঁ শোঁ শব্দ করে। আপনি কখনো হামা-ভূত দেখেছেন?

আমি বললাম, সাধারণ কোনো ভূতই এখনো দেখি নি। হামা-ভূত দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি দেখেছেন?

মিসির আলি বললেন, শুধু যে দেখেছি তা না। হামা-ভূতকে পাউরুটি খাইয়েছি।

ভূত পাউরুটি খায়?

অন্য ভূত খায় কি না জানি না, হামা-ভূত খায় এবং বেশ আগ্রহ করেই খায়। গল্প শুনতে চান?

অবশ্যই চাই।

হামা-ভূতের গল্প হল প্রস্তাবনা। তবলার টুকটাক। মূল গল্প অসাধারণ, আমার Unsolved ক্যাটাগরির। হামা-ভূত না দেখলে মূল গল্পের সন্ধান পেতাম না। যাই হোক শুরু করি—

পত্রিকায় পড়লাম নেত্রকোনার সান্ধিকোনা অঞ্চলে হামা-ভূতের উপদ্রব হয়েছে। যারা এই ভূত দেখেছে তারা সবাই অসুস্থ হয়ে সদর হাসপাতালে আছে। অঞ্চলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকজন সন্ধ্যার পর ঘর থেকে কেউ বের হয় না। হামা-ভূতের বিশেষত্ব হচ্ছে—সে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে গাছে ওঠে। যেসব বাড়িতে নবজাতক শিশু আছে সেই সব বাড়ির চারপাশে বেশি ঘোরাঘুরি করে।

আমার তখন বয়স কম, আদিভৌতিক বিষয়ে খুব আগ্রহ। হামা-ভূত দেখার জন্য ঢাকা থেকে রওনা হলাম। বাংলাদেশের গ্রামে অজানা জন্তুর আক্রমণের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। ভূতের আক্রমণের খবর তেমনভাবে আসে না।

সান্ধিকোনা গ্রামে সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছলাম। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নির্ভেজাল গ্রাম। একটা স্কুল আছে, ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ানো হয়। স্কুলের দু'জন শিক্ষক ছিলেন, বেতন না পেয়ে একজন চলে গেছেন। যিনি টিকে আছেন তার নাম প্রকাশ ভট্টাচার্য।

আমি হামা-ভূত দেখতে এসেছি এই খবর রটে গেল। দলে দলে লোকজন আমাকে দেখতে এল। যেন আমি ফিল্মের কোনো বড় তারকা, পথ ভুলে এখানে চলে এসেছি।

প্রত্যন্ত গ্রামের প্রধান সমস্যা একই ধরনের প্রশ্নের জবাব বারবার দিতে হয়।

আপনার নাম?
দেশের বাড়ি?
সার্ভিস করেন?
বেতন কত পান?
শাদি করেছেন?

নতুন যেই আসছে সে-ই এসব প্রশ্ন করছে। রাত কোথায় কাটাব এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা নিচু গলায় চলতে লাগল। সাধারণত গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বাড়িতে বিদেশি মেহমান রাখা হয়। সম্ভবত এই গ্রামে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নাই। আক্কাস আলি নামের একজনের কথা কয়েকবার শোনা গেল। তবে তাঁর বাড়িতে আজ অসুবিধা। শ্বশুরবাড়ির অনেক মেহমান হঠাৎ করে চলে এসেছে। সুরুজ মিয়ার নাম উচ্চারিত হল। তাঁর বাড়িতেও সমস্যা। তাঁর ছোটমেয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে।

আমি বললাম, আমার রাতে থাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি সঙ্গে করে স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে এসেছি। গাছতলায় থাকব।

গাছতলায় থাকবেন! কী কন? গ্রামের ইজ্জত আছে না। আপনি বিদেশি মেহমান।

আমি বললাম, ভাই ভূত দেখতে এসেছি। রাতে যদি কোনো বাড়িতে ঘুমিয়েই থাকি ভূতটা দেখব কীভাবে? সারা রাত আমি জেগেই থাকব, হাঁটাহাঁটি করব।

গ্রামের এক মুরুব্বি বললেন, সাথে কি তিন-চাইরজন জোয়ান পুলাপান দিব? অলঙ্গা নিয়া আপনার সাথে থাকব।

অলঙ্গা জিনিসটা কী?

বর্শা। তালগাছ দিয়া বানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, একগাদা লোক সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে তো ভূত দেখা দিবে না। বর্শা দিয়ে ভূত গাঁথা যাবে না। আমাকে একাই ঘুরতে হবে। আর আমার রাতের খাবার নিয়েও চিন্তা করবেন না। আমি রাতের খাবার, পানি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

মুরুব্বি বললেন, এইটা কেমন কথা! চাইরটা ডাল–ভাত আমাদের সাথে খাবেন না?

আমি বললাম, আবার যদি কোনোদিন আসি তখন খাব।

আমার কাছে মনে হল মুরুব্বি এবং মুরুব্বির সঙ্গে অন্যরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য বললেন, কোনো কারণে ভয় পেলে আমার বাড়িতে উঠবেন। ঐ যে টিনের বাড়ি। আমি বলতে গেলে সারা রাত জাগনাই থাকি। রাতে ঘুম হয় না।

ভূতের ভয়ে ঘুম হয় না?

তা না। এমনিতেই ঘুম হয় না। ভগবানের নাম জপে রাত পার করি। অনেক আগে থেকেই করি।

গ্রামের লোকজন হামা–ভূতকে যথেষ্টই ভয় পেয়েছে বুঝা যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। গল্প–উপন্যাসে শ্মশানপুরীর উল্লেখ থাকে। সান্ধিকোনা শ্মশানপুরী হয়ে গেল। আমি একা একা ঘুরছি। চমৎকার লাগছে।

ভাদ্র মাস। এই সময়ে যতটা গরম হবার কথা ছিল তত গরম না। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। মেঘমুক্ত আকাশে শুক্লাপক্ষের চাঁদ উঠেছে। মোটামুটি পরিষ্কারভাবেই চারপাশ দেখা যাচ্ছে।

গ্রামের একটাই পুকুর। ভাঙা পাকা ঘাট। পুকুরের চারপাশ গাছপালায় ঢাকা। একদিকে কালীমন্দির আছে। এই অঞ্চলে গ্রামের পটভূমিতে সিনেমা বানালে পুকুরঘাট অবশ্যই ব্যবহার করা হত।

বিশাল অশ্বথ গাছ দেখলাম। অশ্বথ গাছের নিচে জমাট অন্ধকার। কিছুক্ষণ গাছের নিচে দাঁড়ালাম। গ্রামদেশে ভাদ্র মাসে বেশ কিছু মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্তের ভেতর থেকে সাপ বের হয়ে আসে। ভাদ্র–আশ্বিন দু'মাস বেশিরভাগ প্রাণীর মেটিং সিজন। সাপেরও তাই। এই সময়ে সাপ মানুষকে আশপাশে দেখতে পছন্দ করে না।

আমার পায়ে রাবারের গাম বুট। সাপের ভয় এই কারণে পাচ্ছি না। জনমানবশূন্য গ্রাম দেখতে ভালো লাগছে।

অশ্বথ গাছের ডালে প্রচুর হরিয়াল বাসা বেঁধেছে। তাদের ডানার ঝটপট শব্দ শুনতে শুনতেই আমি হামা–ভূত দেখলাম। দেখতে মানুষের মতো। হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে আসতে আসতে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

উত্তেজিত স্নায়ু ঠাণ্ডা করাবার জন্য আমি সিগারেট ধরালাম। অদৃশ্য হামা ভূত আবার দৃশ্যমান হল এবং আমার দিকে মুখ করে বসল। কাঁধের ঝোলা থেকে এক পিস পাউরুটি বের করে দিলাম। সে পাউরুটিটা আগ্রহ করে খেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি রওনা হলাম প্রশান্ত বাবুর বাড়ির দিকে। হামা–ভূত আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ করেই সে আসছে।

প্রশান্ত বাবু জেগেই ছিলেন। দরজায় ধাক্কা দিতেই তিনি হারিকেন হাতে দরজা খুললেন। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ভূত দেখেছেন?

আমি বললাম, শুধু যে দেখেছি তা না। সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি। ঐ যে দেখুন।

হে ভগবান। এটা তো একটা কুকুর।

আমি বললাম, এমন এক কুকুর যার অদৃশ্য হবার ক্ষমতা আছে। এ অদৃশ্য হতে পারে।

কী বলেন আপনি?

আমি ঝোলা থেকে পাউরুটি বের করে ছুড়ে দিলাম। কুকুর পাউরুটি নিতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভয়ে–আতঙ্কে প্রশান্ত বাবুর হাত থেকে হারিকেন পড়ে গেল। তিনি নিজেও পড়ে যেতেন, আমি তাকে ধরে বললাম, চলুন ঘরে বসি। ঘটনা ব্যাখ্যা করি।

ঘটনা সাধারণ। কুকুরটা ধবধবে সাদা রঙের। কেউ একজন তার গায়ে ভাতের মাড় বা গরম পানি ফেলেছে। তার একদিক ঝলসে লোম পুড়ে কালো হয়ে গেছে। কুকুরের নাকটা কালো, নাকের কিছু উপরে থেকে সাদা রঙ। তার মুখের দিকে তাকালে লম্বা ভাবটা বুঝা যায় না। খানিকটা মানুষের মতো মনে হয়। কুকুরের ল্যাজটাও একটা সমস্যা করেছে। তার ল্যাজ নেই। ল্যাজ কাটা কুকুর।

দিনের বেলাতেও এই কুকুর নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়ায়, কেউ তাকে গুরুত্ব নিয়ে দেখে না। রাতের অল্প আলোয় সে হয়ে ওঠে রহস্যময়। সে যখন ঘুরে দাঁড়ায় তখন হঠাৎ তার গায়ে সাদা অংশের জায়গায় কালো অংশ চলে আসে। ভীত দর্শকের কাছে কুকুর হয়ে যায় অদৃশ্য।

ম্যাজিশিয়ানরা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে কালো বস্তু রেখে বস্তুটাকে অদৃশ্য করার খেলা দেখান। একে বল ব্ল্যাক আর্ট। আপনাদের এই কুকুর নিজের অজান্তেই ব্ল্যাক আর্টের খেলা দেখাচ্ছে।

প্রশান্ত বাবু মুগ্ধ গলায় বললেন, আপনার কথা শুনে মন জুড়ায়েছে। জটিল একটা বিষয়কে পানির মতো করে দিলেন। ভগবান আপনার মাথায় অনেক বুদ্ধি দিয়েছেন।

আমি বললাম, মাথাটাই কিন্তু আমাদের বড় সমস্যা। আপনাকে বুঝিয়ে বলি। মানুষের মস্তিষ্কের দু'টা প্রধান ভাগ। ডান ভাগ এবং বাম ভাগ। Right lobe, left lobe. আমরা যখন শরৎকালের সাদা মেঘ ভর্তি আকাশের দিকে তাকাই তখন মস্তিষ্কের বাম ভাগ আমাদের আকাশের মেঘটাই শুধু দেখায়। অন্য কিছু দেখায় না। কিন্তু মস্তিষ্কের ডান ভাগ সেই মেঘকে নানান ডিজাইন করে দেখায়। কেউ দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতি, কেউ পাখি, কেউ মন্দিরের চূড়া। কল্পনার ব্যাপারটা মস্তিষ্কের ডান ভাগের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের মাথায় যদি ডান মস্তিষ্ক না থাকত তা হলে আমরা কিন্তু হামা-ভূত দেখতাম না। মস্তিষ্কের ডান অংশ আমাদের হামা-ভূত দেখতে সাহায্য করেছে।

প্রশান্ত বাবু বললেন, আপনার রাতের খাওয়া নিশ্চয়ই হয় নাই?

আমি বললাম, এখন খেয়ে নেব। সঙ্গে খাবার আছে। শুকনা খাবার।

প্রশান্ত বাবু বললেন, আমি রান্না বসাচ্ছি। আপনি আমার এখানে খাবেন। খিচুড়ি করব। ঘি দিয়ে খাবেন। আমি রাতে খাই না। আপনার জন্যই রান্না করব। আপনি দয়া করে না বলবেন না। আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা ভালো রাঁধুনি হয়।

প্রশান্ত বাবু উঠানে রান্না বসালেন। আমি তাঁর পাশে মোড়া পেতে বসলাম। ভদ্রলোক বেশ গোছানো। নিমিষেই চুলা ধরিয়ে ফেললেন। চাল-ডাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম, আপনি একা থাকেন?

প্রশান্ত বাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

চিরকুমার?

না। বিবাহ করেছিলাম। স্ত্রী-পুত্র স্বর্গবাসী হয়েছে। আচ্ছা জনাব, আপনি তো অনেক কিছু জানেন—মৃত মানুষ কি ফিরে আসতে পারে?

আমি বললাম, প্রশ্নটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, ধরুন কেউ একজন মারা গেল, তার কবর হল বা দাহ হল। বৎসর খানিক পরে সে আবার উপস্থিত। এরকম কি হতে পারে?

আমি বললাম, গল্প-উপন্যাসে হতে পারে। বাস্তবে হয় না। কবর থেকে উঠে আসা মানুষদের বলে জম্বি। তারা মানুষ না। বোধশক্তিহীন মানুষ। তবে সবই গল্পগাথা। বাস্তবে কেউ কখনো জম্বি দেখে নি। সিনেমায় দেখেছে। জম্বিদের নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে। আমি একটা ছবি দেখেছিলাম সেখানে জম্বিরা পুরো একটা গ্রাম দখল করে নেয়। Return of the Dead.

প্রশান্ত বাবু বললেন, পরকাল থেকে মানুষ ফিরে আসার কোনো ঘটনা নাই?

আমি বললাম, ইংল্যান্ডের চার্চগুলো অঞ্চলের মানুষদের জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখে। তাদের এক ক্যাথলিক চার্চে চারশ বছর আগে মৃত মানুষের এক বছর পরে সংসারে ফিরে আসার ঘটনা উল্লেখ আছে। বিষয়টা নিয়ে তখন বেশ হইচই হয়। তাকে পরিবারের সঙ্গে থাকতে দেয়া হবে না বলে চার্চ ঘোষণা দেয়। ইংরেজ রাজপরিবারকে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়।

তাকে কি পরিবারের সঙ্গে থাকতে দেয়া হয়েছিল?

না। সে তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যায় এই বিষয়ে কোনো তথ্য নাই। আপনার কাছে কি এই ধরনের কোনো গল্প আছে? পরকাল থেকে কেউ ফিরে এসেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশান্ত বাবু বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, না।

আমি বললাম, প্রশান্ত বাবু! মানুষ যখন সত্যি কথা বলে তখন চোখের দিকে তাকিয়ে বলে। মিথ্যা যখন বলে চোখ নামিয়ে নেয়। পরকাল থেকে মানুষ ফিরে আসার ব্যাপারটা নিয়ে আপনার আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে আপনি এ ধরনের কোনো গল্প জানেন। আমাকে গল্পটা বলুন আমি চেষ্টা করব লৌকিক ব্যাখ্যা দিতে। অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে আমার ভালো লাগে।

আপনি খাওয়াদাওয়া করুন। তারপর বলি। তবে আপনার কাছে আমি ব্যাখ্যা চাই না। ব্যাখ্যা ভগবানের কাছে চাই। আর কারো কাছে না।

আমি খেতে বসলাম। অতি উপাদেয় খিচুড়ি। হালকা পাঁচফোড়নের বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘিয়ের গন্ধ। খিচুড়ি রান্নায় অস্কার পুরস্কার থাকলে প্রশান্ত বাবু দু'টা অস্কার পেতেন।

আমি বললাম, গল্প শুরু করুন।

প্রশান্ত বাবু অস্বস্তি এবং দ্বিধার সঙ্গে থেমে থেমে কথা বলা শুরু করলেন। ভাবটা এরকম যে তিনি একটা খুন করেছেন। এখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিচ্ছেন।

AMARBOI.COM

আমার বড় ভাইয়ের নাম বিকাশ ভট্টাচার্য। তাঁর স্ত্রী এক মাসের শিশুপুত্র রেখে একদিনের জ্বরে স্বর্গবাসী হন। আমার বড় ভাই পরম আদরে এবং যত্নে শিশুপুত্র লালন করতে থাকেন। আমরা কথায় বলি নয়নের মণি। আমার ভাইয়ের কাছে সত্যিকার অর্থেই তার পুত্র ছিল নয়নের মণি। সন্তান চোখের আড়াল হলেই তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। তাঁর হাঁপানির টান উঠে যেত।

ছেলের যখন নয় বৎসর বয়স তখন সে পানিতে ডুবে মারা যায়। ছেলেটার শখ ছিল বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পুকুর ঘাটে চলে যাওয়া। পানিতে ঢিল মেরে খেলা করা। দুপুরবেলা ভাই যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন সে পুকুরঘাটে খেলতে গিয়ে পা পিছলে মারা যায়।

সোমবার সন্ধ্যায় তাকে সাজনাতলা শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়। আমার বড় ভাই উন্মাদের মতো হয়ে যান। চিৎকার করতে থাকেন—মানি না, মানি না। আমি ভগবান মানি না। ভগবানের মুখে আমি থুতু দেই। মানি না। আমি ভগবান মানি না।

তখন বৈশাখ মাস। ঝড়বৃষ্টির সময়। তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। দাহ হয়ে গেছে। লোকজন চলে গেছে। আমার বড় ভাইকে ঘরে আনার অনেক চেষ্টা করা হল। তিনি এলেন না। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বসে রইলেন এবং কিছুক্ষণ পরপর চিৎকার করতে লাগলেন, মানি না, মানি না—আমি ভগবান মানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত তিনটায় তিনি শূন্য বাড়িতে ফিরলেন। শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন—ঘরে হারিকেন জ্বলছে। খাটের উপর তার ছেলে বসে আছে। পা দুলাচ্ছে। আমার ভাই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরল। তখনো ছেলে খাটে বসা। ভাই বললেন, বাবা তুমি কে?

সে বলল, আমি কমল। আমি এসেছি।

কোত্থেকে এসেছ বাবা?

পানির ভিতর থেকে।

তুমি কি চলে যাবে?

না।

আমার ভাই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তিনি একটি ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। চারদিকে প্রচার করলেন—পুত্রশোক ভুলার জন্য তিনি একটি কন্যা দত্তক নিয়েছেন। তিনি কমলকে মেয়েদের পোশাক পরালেন। তার নাম দিলেন কমলা।

গ্রামের লোক সহজেই বিশ্বাস করল। দু'একজন শুধু বলল, পালক মেয়েটার সঙ্গে মৃত ছেলেটার চেহারার মিল আছে।

আমি বললাম, ছেলেটা কি এখনো আছে?

হুঁ আছে।

কোথায়?

ভাইজান তাকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন। গৌহাটিতে থাকেন।

ছেলেটার কি মানুষের মতো বুদ্ধি আছে?

প্রশান্ত বাবু বললেন, না। দশ বছর আগে সে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। সে কোনো খাদ্য খায় না। দিনে-রাতে কখনো ঘুমায় না। রাতে পুকুরঘাটে বসে থাকতে খুব পছন্দ করে। হামা-ভূতের ভয়ে অনেক দিন পুকুরঘাটে যাওয়া হয় না।

আমি বললাম, আপনার বড় ভাইয়ের ছেলে তার বাবার সঙ্গে গৌহাটিতে থাকে। সেখানে হামা-ভূত গেল কীভাবে?

প্রশান্ত বাবু চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, বারান্দায় দু'টা মেয়েদের জামা শুকোতে দেয়া আছে। আপনি একা থাকেন। মেয়েদের জামা কেন? ছেলেটা কি আপনার?

প্রশান্ত বাবু বিড়বিড় করে বললেন, জে আজ্ঞে, আমারই সন্তান।

কত বছর আগের ঘটনা। অর্থাৎ কত বছর আগে ছেলে ফিরে এসেছে?

একুশ বছর।

ছেলে আগের মতোই আছে। বয়স বাড়ে নি?

প্রশান্ত বাবু জবাব দিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, ছেলেটাকে ডাকুন। কথা বলি।

না। আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখলে সে ভয় পায়।

আমি বললাম, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। তার জন্যও জরুরি। আপনার জন্যও জরুরি।

প্রশান্ত বাবু বললেন, না। আপনার সঙ্গে গল্পটা করে আমি বিরাট ভুল করেছি। ভুল আর বাড়াব না।

আমি প্রশান্ত বাবুকে অগ্রাহ্য করে উঁচু গলায় ডাকলাম, কমল! কমল।

নয়-দশ বছর বয়সী মেয়েদের পোশাক পরা এক বালক দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল। আমাকে এক পলক দেখে বাবার দিকে আসতে শুরু করল। প্রশান্ত বাবু কঠিন গলায় বললেন, ঘরে যাও। ঘরে যাও বললাম।

ছেলেটি ঘরের দিকে যাচ্ছে। এক পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তার পায়ে কী সমস্যা?

প্রশান্ত বাবু কঠিন গলায় বললেন, তার পায়ে কী সমস্যা সেটা আপনার জানার প্রয়োজন নাই।

হামা-ভূত রহস্য ভেদ করার জন্য আমি গ্রামে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিংয়ের মর্যাদা পেলাম। আমাকে রেলস্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য দু'জন রওনা হল। একজন মাথায় ছাতা ধরে রইল।

তাদের কাছে শুনলাম ছেলেটা পানিতে ডুবে মারা যাবার পর প্রশান্ত বাবুর খানিকটা মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে। তিনি তার ছেলের চেহারার সঙ্গে মিল আছে এরকম একটা মেয়ে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এসে পালক নিয়েছেন। দিন-রাত মেয়েটার সঙ্গে থাকেন, কারো সঙ্গে মেশেন না। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু মেয়েটা গিট্টু লেগে আছে, বড় হচ্ছে না। তা ছাড়া ঠ্যাং খোঁড়া, সম্বন্ধও আসে না।

প্রশান্ত বাবু লোক কেমন?

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভালো লোক। সমস্যা একটাই। মেয়ে ছাড়া কাউকে চিনে না।

যুগান্তর ১৩ মে, ২০০৯-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট

জলপরীদের দেশ থেকে দশ বছর পর ফিরে এলো মাসুদ

এমরান ফারুক মাসুম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে

পানিতে ডুবে যাওয়ার ১০ বছর পর অলৌকিকভাবে জলজ্যান্ত মায়ের কোলে ফিরে এসেছে মাসুদ (১৪) নামের এক শিশু। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটি ঘটেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের রামজীবনপুর গ্রামের কাচারিবাড়িতে। এলাকাজুড়ে জোর গুজব, মাসুদ এতদিন ছিল জলপরীদের দেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে সে জীবনযাপন করেছে অলৌকিকভাবে। জলপরীরাই তাকে লালনপালন করেছে এতদিন। ছেলেটিকে নিয়ে নানাজনের মুখে নানা কথা ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র এলাকায়। জানা গেছে, সদর উপজেলার রামজীবনপুর গ্রামের কাচারিবাড়ির মৃত মাহতাবউদ্দিনের ছেলে মাসুদ (৫) ১৯৯৯ সালে তার ভাই–বোনদের সঙ্গে মহানন্দার রামজীবনপুর ঘাটে গোসল করতে গিয়ে ডুবে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাসুদের কোনো সন্ধান না পেয়ে মা শেফালী বেগম বুকে পাথর বেঁধে দিন কাটান। অবশেষে ১০ বছর পর গত ৮ মে শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অলৌকিকভাবে মহানন্দা নদীর কল্যাণপুর ঘাটের কাছে মাঝনদীতে সে ভেসে ওঠে।

কল্যাণপুর মহল্লার ইলিয়াস আহমেদের স্ত্রী রানী বেগম জানান, তিনি গত ৮ মে শুক্রবার দুপুরে নদীর ঘাটে গোসল করতে যান। গোসল করার সময় মাঝনদীতে ছেলেটিকে পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখতে পেয়ে সেখানে কয়েকজনের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসেন। নদী থেকে তোলার সময় একটি ৫ বছরের শিশুর মতোই সে আচরণ করছিল।

শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে আসার পর রানী বেগম স্থানীয় লোকজনকে ঘটনাটি জানান। শিশুটি কোনো কথা বলতে না পারার বিষয়টি বিভিন্নভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে শিশুটিকে দেখতে আসেন রামজীবনপুর গ্রামের কাচারিবাড়ির শেফালী বেগম। শেফালী বেগম সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই উদ্ধারকৃত শিশুটি শেফালীকে জড়িয়ে ধরে। এ সময় শেফালী বেগম তাকে তার ছেলে বলে শনাক্ত করেন। ছেলেটির কোমরে একটি পোড়া দাগ দেখেই তাকে শেফালী বেগমের ছেলে বলে স্থানীয় লোকজন শনাক্ত করেন।

উদ্ধারের পর থেকেই মাসুদ মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত রানী বেগমের হেফাজতেই ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় তাকে নিয়ে আসা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমানের উদ্যোগে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহসানুল হক ছেলেটিকে বালিয়াডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল হাইয়ের উপস্থিতিতে তার মা শেফালী বেগমের কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া মাসুদকে একনজর দেখার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় জমায়।

১৯৯৯ সালে শিশু মাসুদ মহানন্দা নদীতে ডুবে যাওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৫ বছর। শুক্রবার মাসুদকে উদ্ধার করার পর থেকে তার শারীরিক গঠনও অলৌকিভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই ৫ দিনেই সে এখন বেড়ে ১৪ বছরের এক বালক। বালক মাসুদের আচার–আচরণ অস্বাভাবিক। সে কোনো কথা বলতে পারছে না। কোনো খাবারও খেতে পারছে না। মাঝে মাঝে তার গলা থেকে পানির জীবজন্তুর মতো অস্ফুট শব্দ বের হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাছ

পৃথিবীর সবচে' ছোট সাইজের মাছের নাম জানেন?

মলা মাছ?

মলা মাছ তো অনেক বড় মাছ। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সাইজের মাছ এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ।

বলেন কী?

মিসির আলি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এই মাছের নাম Paedocypris fish. বিজ্ঞানীরা এই মাছের সন্ধান পান সুমাত্রার জঙ্গলের জলাভূমিতে। মাছটা কাচের মতো স্বচ্ছ।

আমি বললাম, হঠাৎ মাছ প্রসঙ্গ কেন?

মাছ বিষয়ে একসময় খুব পড়াশোনা করেছি। অদ্ভুত মাছ কী আছে জানার চেষ্টা করেছি। সমুদ্রে এক ধরনের মাছ আছে যাদের গায়ে চৌম্বক শক্তি।

আমি বললাম চৌম্বক শক্তির মাছের কথা জানি না, তবে গায়ে ইলেকট্রিসিটি আছে এমন মাছের কথা পড়েছি—ইল মাছ।

মিসির আলি বললেন, মাছের বিষয়ে যিনি আমাকে আগ্রহী করেছিলেন তাঁর নাম সামছু। উনার গল্প শুনবেন?

গল্প শোনার জন্যই তো এসেছি।

মিসির আলি কোলে বালিশ টেনে নিয়ে আয়োজন করে গল্প শুরু করলেন।

AMARBOI.COM

লেখকরা বিচিত্র চরিত্রের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন। চরিত্র নির্মাণে তাদের সাহায্য হয়। আমি লেখক না তারপরেও বিচিত্র সব চরিত্রের মুখোমুখি হতে ভালো লাগে। তারা যখন কথা বলে তখন তাদের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করি। কথা বলতে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেন। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মানুষ কথা বলবেন চিবিয়ে। দুর্বল চিত্তের মানুষ কথা বলবেন নিচু গলায়। ক্রিমিনালরা কথা বলার সময় চোখের দিকে খুব কম তাকাবে।

যাই হোক অতি বিচিত্র এক চরিত্রের কথা বলি। নাম আগেই বলেছি সামছু, মোহম্মদ সামছু। বয়স পঞ্চাশের মতো। চুল-দাড়ি পাকে নি কিন্তু ভুরু পেকে গেছে। শক্ত-সমর্থ শরীর। অনবরত কথা বলা টাইপ। আমি এই ধরনের মানুষের নাম দিয়েছি Perpitual talking machine. ভদ্রলোক গোল জারে দুটা গোল্ডফিশ জাতীয় মাছ নিয়ে এসেছেন। ছুটির দিন। সকাল ন'টায় এসেছেন। আমি কয়েক মিনিট কথা বলেই বুঝেছি দুপুরের আগে তিনি বিদায় হবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার নাম মিসির আলি? আপনার শরীরের অবস্থা তো ভালো না। নিশ্চয়ই হজমের সমস্যা। দৈনিক আধঘণ্টা ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ করবেন। খালি পেটে তিন গ্লাস পানি খাবেন। ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি না। ফ্রিজের পানি আর ইঁদুর-মারা বিষ একই। ইঁদুরকে সাত দিন ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খাওয়াবেন ইঁদুর মারা যাবে। যদি মারা না যায় আমি কান কেটে আপনার বাসার ঠিকানায় কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দিব। নরমাল পানি খাবেন তিন গ্লাস। থ্রি গ্লাসেস। ভাতের সঙ্গে নিয়মিত কালিজিরা ভর্তা খাবেন। আমাদের নবীজি বলেছেন—কালিজিরা হল মৃত্যু রোগ ছাড়া সকল রোগের মহৌষধ। রাতে ঘুমানোর আগে ইসবগুলের ভুসি। হার্টের কি কোনো সমস্যা আছে?

না।

না বললে তো হবে না, আপনার যা বয়স হার্টের সমস্যা থাকবেই। ঘরে ঢুকেই বুঝেছি ধূমপান করেন। অ্যাশট্রেতে সাতটা সিগারেট। ভয়াবহ। সব আর্টারি ব্লক হয়ে গেছে। তবে চিন্তার কিছু নাই। অর্জুন গাছের ছাল রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন। সকালে খালি পেটে পানিটা খাবেন। ঘরে দারচিনি নিশ্চয়ই আছে। দারচিনি পাউডার করে রাখবেন। এক চামচ দারচিনির পাউডার মধু দিয়ে মাখিয়ে পেস্টের মতো বানাবেন। সেই পেস্ট হাতের তালুতে নিয়ে চেটে চেটে খাবেন। এতে শরীরের ঘাম কিছুটা পেটে যাবে। শরীরের ঘাম শরীরের জন্য উপকারী।

আমি হঠাৎ ফাঁক পেয়ে বললাম, আমার কাছে কী জন্য এসেছেন জানতে পারি?

নিশ্চয়ই জানতে পারেন। কাজে এসেছি। অকাজে আসি নাই। অকাজে সময় নষ্ট করার মানুষ আমি না। আলস্য করে এক মিনিট সময় আমি নষ্ট করি না। কারণ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। আমি আপনার নাম শুনে এসেছি। শুনেছি আপনার অনেক বুদ্ধি। সাইকোলজির লোক। আপনার ওপর নাকি অনেক বইপত্র লেখা হয়েছে। কিছু মনে করবেন না, সেই সব বই পড়া হয় নাই। বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া এইসব বদভ্যাস আমার নাই। যৌবনে শরৎ বাবুর একটা বই পড়েছিলাম, নাম দেবদাস। তিনটা ভুল বের করেছিলাম। ভুলগুলো কি শুনতে চান?

জি না শুনতে চাচ্ছি না। আমার কাছে কেন এসেছেন সেটা বলুন।

ভদ্রলোক বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি এত তাড়াহুড়া করছেন কেন? মানব সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাড়াহুড়ার কারণে। এই জন্য আল্লাহপাক পবিত্র কোরান শরিফে বলেছেন, "হে মানব সম্প্রদায় তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।" যেহেতু তাড়াহুড়া করছেন—মূল কথাটা বলে ফেলি। আমি জারসহ মাছ দু'টাকে দিতে এসেছি। আপনি যদি কিনে নিতে চান সেটা ভালো। আমি যে দামে কিনেছি তার হাফ দামে দিয়ে দিব। প্রতিটি জিনিসের দাম ডিপ্রিসিয়েশন হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে। শুধু জমির দাম বাড়ে। উত্তরায় আমার তিন কাঠা জমি ছিল। পাঁচ বছর আগে বিক্রি করে এখন মাথার চুল ছিঁড়ছি। এই ভুল মানুষ করে : এখন উত্তরায় বারো লাখ করে কাঠা। What a shame.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, মাছের জন্য আপনাকে কত দিতে হবে?

সামছু গম্ভীর গলায় বললেন, আমি জারটা কিনেছি একশ টাকায় আর মাছের জোড়া কিনেছি একশ টাকায়। হাফ প্রাইসে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, একশ টাকা দিলেই হবে। মাছের এক কৌটা খাবার ফ্রি পাচ্ছেন। প্রতিদিন চার দানা করে দিলেই হবে। গাদাখানিক খাবার দেবেন না। খাবার যত বেশি দেবেন মাছ তত হাগবে। জারের পানি ঘন ঘন বদলাতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি মানিব্যাগ খুলে একশ টাকা বের করলাম। এই লোক যদি টাকা নিয়ে বিদায় হয় তা হলে জানে বাঁচি।

ভদ্রলোক টাকা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আমি মানিব্যাগ ব্যবহার করি না। টাকাপয়সা সব সময় পকেটে রাখি। কারণ মানিব্যাগ চুরি করা পকেটমারদের জানা সহজ। টাকা চুরি করা সহজ না। ভালো কথা, আপনি যদি মাছ না কিনতে চান তারপরেও এইটা আপনাকে আমি দিয়ে যাব, মাগনাই দিব। আমার স্ত্রী তাই বলে দিয়েছে। সে আবার আপনাকে নিয়ে লেখা বই পড়ে। তার বই পড়ার নেশা আছে। বইমেলায় গিয়ে গত বছর দুইশ চল্লিশ টাকার বই কিনেছে। আমি দিয়েছি ধমক। টাকা তো গাছে ফলে না। কষ্ট করে উপার্জন করতে হয়। ঠিক না?

জি ঠিক।

আমার স্ত্রী মেয়ে খারাপ না আবার ভালোও না। সমান সমান। আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এইটা ভালো আবার আমাকে বোকা ভাবে এইটা খারাপ। দুয়ে মিলে প্লাস এবং মাইনাসে জিরো। আমার স্ত্রী হল জিরো। এখন কি আপনি শুনতে চান মাছ কেন দিতে চাই? আপনার ভাবভঙ্গিতে তো আবার বিরাট তাড়াহুড়া। মন দিয়ে আমার কথাই তো শুনছেন না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

আমি বললাম, এই মুহূর্ত থেকে এদিক-ওদিক তাকাব না। আপনার কথা শুনব। বলে শেষ করুন।

মাছ দিতে চাই কারণ এই মাছ দু'টা ভালো না, খারাপ। এদের মধ্যে দোষ আছে। বিরাট দোষ। আমি তো এত কিছু জানি না। সরল মনে কাঁটাবন থেকে কিনে এনেছি। জোড়া দেড়শ টাকা চেয়েছিল, মুলামুলি করে একশতে কিনেছি। আমার মেয়ের জন্য কিনেছি। আমার অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলেই তার প্রতি মায়া বেশি। তার বয়স তিন বছর। আমি নাম রেখেছি মালিহা। ভালো নাম জাহানারা। মাছ দিয়ে সে খেলবে। পশুপাখির প্রতি মমতা হবে। পশুপাখির প্রতি মমতার প্রয়োজন আছে। কথায় আছে না "জীবে দয়া করে যেই জন। সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

মাছ কিনে এনে আমি জাহানারাকে বললাম, মা জাহানারা বেগম। কী বলি মন দিয়ে শোনো—এই দু'টা মাছ তোমার। আজ থেকে তুমি এদের মা। ইংরেজিতে Mother. তুমি রোজ এদের খাবার দিবে। সকালে চার দানা। বিকালে চার দানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশিও না কমও না। কম দিলে তারা ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। বেশি দিলে অতি ভোজনে গায়ে চর্বি হবে। অতিরিক্ত চর্বি মানুষের জন্য যেমন খারাপ মাছের জন্যও খারাপ। বেশি খাওয়ালে এরা বেশি হাগবে। এইটা বললাম না। শিশুদের নোংরা কথা না বলা উত্তম।

কিছুদিন পরের কথা। জাহানারা আমাকে বলল, ভালো কথা, আমার মেয়ের ডাকনাম মালিহা কিন্তু আমি তাকে সব সময় ভালো নামে ডাকি। এতে গাম্ভীর্য বজায় থাকে। জাহানারা বেগম আমাকে বলল, বাবা! মাছ আমার সঙ্গে কথা বলে। আমাকে বলে জাহানারা কী কর?

আমি মেয়ের কথার কোনো গুরুত্ব দিলাম না। শিশুরা বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে এতে তাদের কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। কয়েকদিন পরের কথা। জাহানারা বেগম আমাকে বলল, বাবা মাছ বলেছে—তুমি মহা বোকা।

এই কথায় আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। কারণ আমি বুঝলাম এই কথাটা মাছের কথা না। আমার মেয়ের কথা। সে তার মা'র কাছে শুনেছে। শিশুরা কথা শেখে বড়দের শুনে শুনে। আমার এক বন্ধুর ছেলে, নাম জহির। সে দু'বছর বয়সেই সবাইকে 'শালা' বলে। কারণ আমার বন্ধু কথায় কথায় শালা বলে। বাবার কাছে শুনে শুনে শিখেছে। যাই হোক আমি শারীরিক শাস্তির পক্ষের লোক। কথায় আছে spare the cane and spoil the child. বেতের চল উঠে গেছে বলে শিশু সম্প্রদায় এখন টেলিভিশনে আসক্ত হয়ে অধঃপতনের দোরগোড়ায়। ঢাকা শহরে বেত পাওয়া যায় না। আমি মুন্সিগঞ্জের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বেত জোগাড় করে ঘরে রেখেছি। প্রধান শিক্ষকের নাম ইমামউদ্দিন। আমার বন্ধুস্থানীয়। সম্প্রতি উমরা হজ করেছেন। আমার জন্য এক বোতল জমজমের পানি এবং মিষ্টি তেঁতুল এনেছেন।

যে কথা বলছিলাম, আমি বেত্রাঘাতের মাধ্যমে মেয়েকে কিঞ্চিৎ প্রহার করলাম। এবং ঠিক করলাম মাছ বিদায় করব। যে দোকান থেকে কিনেছিলাম সেখানে কম মূল্যে বিক্রির চেষ্টা করব। তারা যা দেবে সেটাই লাভ। অবাক কাণ্ড দেখি মাছের জার আছে, পানি আছে মাছ দু'টা নাই। মাছ যাবে কোথায়? একবার ভাবলাম আমার স্ত্রী লুকিয়ে রেখেছে। পরমুহূর্তেই মনে হল সে কেন খামাখা লুকিয়ে রাখবে? সে তো জানে না যে আমি মাছ ফেরত দেবার পরিকল্পনা করেছি। তা হলে অন্য কোনো বাড়ির বিড়াল এসে কি মাছ খেয়ে ফেলেছে? এই যখন ভাবছি তখন হঠাৎ দেখি মাছের জারে মাছ ঠিকই আছে। সাঁতার দিচ্ছে। ডিগবাজি খাচ্ছে।

ঘটনা কিছুই বুঝলাম না। তা হলে কি চোখে ধান্ধা লেগেছিল? তা কী করে হয়। সবার চোখে একসঙ্গে ধান্ধা লাগে কী করে? অবশ্য জাদুকর পিসি সরকার একবার সবার চোখে একসঙ্গে ধান্ধা লাগিয়েছিলেন। ম্যাজিক শো হবে। হল ভর্তি লোক। সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হবার কথা। ন'টা বেজে গেছে। পিসি সরকারের খোঁজ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শকরা বিরক্ত। হইচই হচ্ছে। এমন সময় পিসি সরকার মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকরা চিৎকার করে বলছে—দুই ঘণ্টা লেট। দুই ঘণ্টা লেট। পিসি সরকার বললেন, দুই ঘণ্টা লেট কেন বলছেন? আপনারা ঘড়ি দেখুন। এখন সাতটা বাজে। সবাই নিজের নিজের ঘড়ি দেখল। সবার ঘড়িতে সাতটা বাজে। সবাই একসঙ্গে হাততালি দিল।

এখন ভাই সাহেব আপনি বলুন মাছ দু'টা তো পিসি সরকার না যে ম্যাজিক দেখাবে। অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করলাম। দশ দিন পরের কথা, ঘরে তালা দিয়ে সবাইকে নিয়ে বিয়ের দাওয়াত খেতে গিয়েছি। আমার স্ত্রীর বাল্যকালের বান্ধবীর মেয়ের বিয়ে। আমার স্ত্রী চাচ্ছিল একটা শাড়ি দিতে। শাড়ি না দিলে তার নাকি মান থাকে না। আমি তাকে ধমক দিয়ে বলেছি বিয়ের উপহারে মানসম্মান নির্ভর করে না। আড়াইশ টাকা দিয়ে মুন্নু সিরামিকের একটা টি সেট দিয়েছি।

যে কথা বলছিলাম, দাওয়াত খেয়ে বাসায় এসে দেখি মাছ দু'টা নাই। আগের মতো হয় কি না অর্থাৎ মাছ দু'টা ফিরে আসে কি না এটা দেখার জন্য অনেকক্ষণ মাছের জারের সামনে আমি এবং আমার স্ত্রী বসে ঘুমের প্রস্তুতি শুরু করলাম। মাছ ফিরে এল না। তখন মিষ্টি পান খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। পান আমি খাই না। দাঁত নষ্ট করে। বিয়েবাড়িতে পান-সিগারেট দিচ্ছিল। আমি নিয়ে এসেছি। সিগারেটটা রেখে দিয়ে পানটা খেলাম। সিগারেট ধরাব কি ধরাব না ভাবছি। না ধরালে নষ্ট করা হয়। আর ধরালে আয়ু ক্ষয়। এক পত্রিকায় পড়েছি—একটা সিগারেট এক ঘণ্টা আয়ু কমায়। দু'টা টান দিয়ে সিগারেট ফেলে দিব এই যখন ভাবছি তখন কাজের মেয়ে এসে বলল, খালুজান মাছ দুইটা ফিরা আসছে।

আমার কাজের মেয়েটার নাম জইতরি। তাকেও বিয়েবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার স্যান্ডেল ছিঁড়ে গিয়েছিল। খালি পায়ে তো আর বিয়েবাড়িতে যাওয়া যায় না। ত্রিশ টাকা দিয়ে স্যান্ডেল কিনে দিয়েছিলাম। স্যান্ডেল সাইজে ছোট হয়েছে বলে অনেকক্ষণ সে ঘ্যানঘ্যান করেছে। আমি কি আর জানি মেয়ে মানুষের পা এত বড় হয়? এইটুকু এক মেয়ে তার এক ফুট লম্বা পা। চিন্তা করেন অবস্থা। থাবড়াতে ইচ্ছা করে।

জইতরির কথায় মাছের জারের কাছে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি মাছ দু'টা ঘুরছে। তখন আমার স্ত্রী বলল, মাছ দু'টা মিসির আলি সাহেবকে দিয়ে আস। তিনি রহস্য সমাধান করবেন। সে-ই কোত্থেকে যেন আপনার ঠিকানা এনে দিল। রহস্য সমাধানের আমার প্রয়োজন নাই। দোষী মাছ বিদায় করতে পেরেছি এতেই আমি খুশি। ভাই সাহেব আমি উঠি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, আমি আক্ষরিক অর্থেই হাঁফ ছাড়লাম। ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, সিগারেটটা রাখেন।

আমি বললাম, কীসের সিগারেট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়েবাড়ি থেকে এনেছিলাম যে সেই সিগারেট। ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। ড্যাম্প হয়ে গেছে মনে হয়। খেতে না চাইলে রেখে দিন। সিগারেটখোর কোনো ভিক্ষুক পেলে দিয়ে দিবেন। অনেক ভিক্ষুক দেখেছি বিড়ি–সিগারেট ফুঁকে। পেটে নাই ভাত নেশার বেলা ষোলআনা।

ভদ্রলোক বিদায় নেবার দু'ঘণ্টা পর আবার এসে উপস্থিত। মাছের জার ফেরত চান। তাঁর মেয়ে নাকি মাছের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। মেয়েকে অজ্ঞান অবস্থায় রেখেই তিনি মাছ নিতে সিএনজি ভাড়া করে এসেছেন।

আমার হাতে একশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে তিনি জার হাতে ট্যাক্সিতে উঠলেন। এক মিনিটও দেরি করলেন না।

আমি এই গল্পটি আমার Unsolved খাতায় তুলে রেখেছি কারণ ভদ্রলোক তাঁর চরিত্র কথার ভেতর পুরোপুরি প্রকাশ করেছেন। এই জাতীয় মানুষ কখনো মিথ্যা বলে না। বানিয়ে কিছু বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার তো প্রশ্নই আসে না। এই চরিত্রের মানুষরা নিজেরা বিভ্রান্ত হতে চায় না, অন্যদেরও বিভ্রান্ত করতে চায় না। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে তারাই সবচে' বেশি বিভ্রান্তিতে পড়ে। তাদের জারের মাছই হঠাৎ কোথাও চলে যায়। আবার ফিরে আসে। বিপুল এই বিশ্বের আমরা কতইবা জানি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

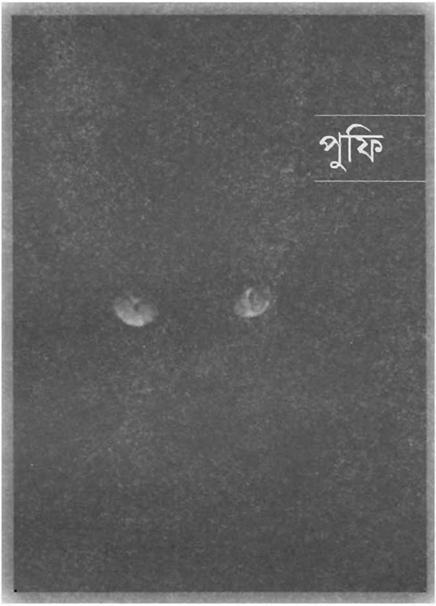

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

নিষাদ তার নানাজানকে ডাকে মহারাজ। মহারাজ বিড়াল দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তার ফ্ল্যাটে পুফি নামে একটা বিড়াল ছিল তাকে তিনি অঞ্চল ছাড়া করেছেন। লাভ হয় নি, অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে বিড়াল তাঁর ঘরে ঢোকে। কেমন করে জানি তাকিয়ে থাকে।

বিড়াল বিদ্বেষী মহারাজা
ইঞ্জিনিয়ার মোহম্মদ আলী
শ্রদ্ধাভাজনেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

When do you go when you'r lonely
Where do you go when you'r blue?
I will follow you
When the stars go blue.

–Ryan Adams

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

শুরুতেই সাবধানবাণী, এটি কোনো শিশুতোষ বই না। পুফি নামের কারণে অভিভাবকরা অবশ্যই বিভ্রান্ত হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের এই বই কিনে দেবেন না। পুফিতে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছি যা থেকে শিশুকিশোরদের একশ হাত দূরে থাকা প্রয়োজন। ব্যাখ্যার অতীত জগৎ আমার অতি প্রিয় বিষয়। পুফিকে নিয়ে ব্যাখ্যার অতীত গল্পই লিখতে চেষ্টা করেছি। আমার নিজের মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা যে জগতে বাস করছি সেটাই তো ব্যাখ্যার অতীত। বাইরে থেকে পুফি আনার প্রয়োজন কি? কথাটা ভুল না।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আবুল কাশেম জোয়ার্দার কোনো পশু-পাখি পছন্দ করেন না। ছোটবেলায় তাঁর বয়স যখন তিন, তখন একা ছাদে বসে পাউরুটি খাচ্ছিলেন। কথা নাই বার্তা নাই দুটো দাঁড়কাক তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বসল তাঁর মাথায়, অন্যটা পাউরুটি নিয়ে উড়ে গেল। কাক শিশুদের ভয় পায় না। জোয়ার্দার চিৎকার করে অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত দাঁড়কাকটা গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথায় বসেই রইল। দু'টা ঠোকর দিয়ে মাথা জখম করে দিল। পাখি অপছন্দ করার জোয়ার্দার সাহেবের এটিই হল শানে নজুল।

পশু অপছন্দ করার পেছনে কুচকুচে কালো রঙের একটা পাগলা কুকুরের ভূমিকা আছে। জোয়ার্দার তখন ক্লাস ফোরে পড়েন। স্কুল ছুটি হয়েছে, সবাই বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ পাগলা কুকুরটা ছুটে এসে তাঁকে কামড়ে ধরল। সব ছাত্র দৌড়ে পালাল, শুধু একজন তাঁকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এল। তার নাম জামাল, সে পড়ে ক্লাস ফাইভে। জামাল তার বই নিয়ে কুকুরের মাথায় বাড়ি দিতে লাগল। কুকুরটা তাকেও কামড়াল। জোয়ার্দার সাহেবের বাবা ছেলের নাভিতে সাতটা ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

জামালের কৃষক বাবার সেই সামর্থ্য ছিল না। তিনি ছেলের জন্য চাল পড়ার ব্যবস্থা করলেন। নবীনগরের পীর সাহেবের পানি পড়া খাওয়ালেন। পাগলা কুকুরের কিছু লোম তাবিজে ভরে জামালের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। চাল পড়া, পানি পড়া এবং তাবিজে কাজ হল না। জামাল মারা গেল জলাতঙ্কে। শেষ পর্যায়ে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সে কুকুরের মতোই ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে তুলতে মারা গেল।

জামালের মৃত্যুতে জোয়ার্দার সাহেবের মানসিক কিছু সমস্যা মনে হয় হয়েছে। বাড়িতে যখন কেউ থাকে না, তখন তিনি জামালকে চোখের সামনে দেখতে পান। জামাল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়, অনিকার খেলনা নিয়ে খেলে।

জোয়ার্দার সাহেবের বয়স বেড়েছে, জামালের বাড়ে নি। মৃত্যু আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষের বয়স আটকে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিকা জোয়ার্দার সাহেবের একমাত্র মেয়ে। সে এবার ফাইভে উঠেছে। পড়াশোনায় সে অত্যন্ত ভালো। সে যে ইংরেজি স্কুলে পড়ে, তার প্রিন্সিপাল জোয়ার্দার সাহেবকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে লেখা We are proud to have your daughter in our school...

জোয়ার্দার তাঁর মেয়েকে অসম্ভব ভালবাসেন। ভালবাসা প্রকাশ করতে পারেন না। লজ্জা লজ্জা লাগে। জোয়ার্দার তার সঙ্গে গল্প করতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করেন। অস্বস্তি বোধ করার সংগত কারণ আছে। মেয়ের কোনো প্রশ্নের জবাবই তিনি দিতে পারেন না। ছুটির দিনগুলো জোয়ার্দার সাহেবের দুশ্চিন্তায় কাটে। এই দিনগুলোতে মেয়ে তাঁর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার করে। অনিকা তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। তিনি শুকনো মুখ করে বসে থাকেন। মাঝেমধ্যে স্ত্রীর দিকে তাকান। তাঁর স্ত্রী সুলতানা মেয়েকে ধমক দেন, খাওয়ার সময় এত কথা কিসের?

ধমকে কাজ হয় না। অনিকার ধারাবাহিক প্রশ্ন চলতে থাকে। কিছু প্রশ্নের নমুনা—

বিদ্যুৎ চমকের সময় কী হয়, জানো বাবা?

না তো।

ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়—লাইট এনার্জি, সাউন্ড এবং হিট এনার্জি।

ভালো তো।

রিইনফোর্সড কংক্রিট কাকে বলে, জানো?

না।

সব বড় বড় বিল্ডিং রিইনফোর্সড কংক্রিটে বানানো।

ও, আচ্ছা।

কংক্রিট কী জানো?

হুঁ।

বল তো কী?

ভাত খাওয়ার সময় এত কথা বলা ঠিক না।

ঠিক না কেন?

এতে হজমের সমস্যা হয়।

খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে দু'রকমের এসিড বের হয়। এদের নাম বলতে পারবে?

জোয়ার্দার সাহেবকে হতাশ গলায় বলতে হয়, 'না।'

অনিকার ছ'নম্বর জন্মদিনে জোয়ার্দার ধাক্কার মতো খেলেন। তাঁর মেয়ে একটা বিড়ালের বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিড়ালের বাচ্চা কুচকুচে কালো। শুধু লেজটা সাদা। বিড়ালের মাথায় সাদা স্পট আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়াল কোলে অনিকাকে দেখে মনে হচ্ছে, এ মুহূর্তে তার মতো সুখী বালিকা কেউ নেই। সে বিড়ালের গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিড়ালের মতো মিউমিউ করছে।

বাবা, এর নাম পুফি। আমি জন্মদিনে গিফট পেয়েছি। বল তো বাবা, কে দিয়েছে?

জানি না।

ছোট মামা দিয়েছে।

জোয়ার্দার বিরক্ত গলায় বললেন, একে নিয়ে ছানাছানি করার কিছু নেই।

কেন বাবা?

বিড়াল নানান ডিজিজ ছড়ায়।

অনিকা বলল, বিড়াল কোনো ডিজিজ ছড়ায় না বাবা। পশু ডাক্তার পুফিকে ইনজেকশন দিয়েছেন। তার নখ ছোট মামা নেইল কাটার দিয়ে কেটে দিয়েছে।

আজ মেয়ের জন্মদিন। কঠিন কোনো কথা বলা ঠিক না। জোয়ার্দার বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দাটা সুন্দর। চিকের পর্দা দিয়ে আলাদা করা। সুলতানা চারটা মানিপ্ল্যান্টের গাছ লাগিয়েছে। গাছগুলো বড় হয়ে গ্রিল বেয়ে উঠেছে। চিকের পর্দা না থাকলেও এখন চলে। তারপরও পর্দা খোলা হয় নি।

বারান্দাটা জোয়ার্দারের সিগারেট কর্নার। সারা দিনে গুনে গুনে তিনি পাঁচটা সিগারেট খান। কয় নম্বর সিগারেট কখন খাবেন, সব হিসেব করা। চতুর্থ সিগারেট সন্ধ্যা মিলাবার পর ধরাবার কথা। সন্ধ্যা মিলাতে এখনো অনেক বাকি। তারপরও জোয়ার্দার সিগারেট ধরালেন। বিড়ালের বাচ্চা তাঁর মেজাজ নষ্ট করে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

সুলতানা বারান্দায় ঢুকে বললেন, মুখ ভোঁতা করে এখানে বসে আছ কেন?

জোয়ার্দার স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন না। সুলতানা বললেন, তুমি ড্রেস বদলাও, পায়জামা পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করে রেখেছি। দেরি হয়ে যাচ্ছে তো।

দেরি হয়ে যাচ্ছে, মানে কী?

তুমি ভুলে গেছ? অনিকার জন্মদিনে রঞ্জু পার্টি দিচ্ছে। কেক আসবে সোনারগাঁও হোটেল থেকে। খাবার আসবে ঢাকা ক্লাব থেকে। একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাবেন জাদুকর শাহীন না কী যেন নাম।

জোয়ার্দার বললেন, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। মনে হয় জ্বর আসছে। সুলতানা স্বামীর কপালে হাত দিয়ে বললেন, জ্বরের বংশও নাই। তারপরেও মনের শান্তির জন্য একটা প্যারাসিটামল খাও।

জোয়ার্দার বললেন, প্যারাসিটামল আমি খাব, কিন্তু রঞ্জুর বাড়িতে যাব না। তাকে আমি পছন্দ করি না। এ কথা তোমাকে আগেও কয়েকবার বলেছি। আজ আবার বললাম।

সুলতানা কঠিন মুখ করে জোয়ার্দারের সামনে বসতে বসতে বললেন, কেন পছন্দ কর না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কারণ ছাড়াই পছন্দ করি না। মানুষের পছন্দ অপছন্দের সব সময় কারণ লাগে না। তোমাকে আমি বলেছি কোনো কারণ ছাড়াই আমি বিড়াল অপছন্দ করি।

তুমি মেয়ের জন্মদিনে যাবে না?

জন্মদিন অন্য কোথাও হলে যাব।

রঞ্জুর বাড়িতে যাবে না?

না।

বাসার সবাই কিন্তু যাচ্ছে। কাজের মেয়ে দুটাও যাচ্ছে।

যাক। আর শোনো, বিড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওই বাড়িতে রেখে আসবে। তুমি জানো, জন্তু-জানোয়ার আমি পছন্দ করি না।

তুমি কি মেয়ের জন্য কোনো গিফট কিনেছ?

না, ভুলে গেছি।

একজন কিন্তু মনে রেখেছে। বিশাল আয়োজন করেছে।

করুক। বিড়াল অবশ্যই রেখে আসবে। তার বাড়িতে রেখে আসবে।

আমাকে বলছ কেন? তোমার মেয়েকে বল। সেই সাহস তো নেই। কঠিন গলায় আমার সঙ্গে কথা বলবে, রঞ্জুর সঙ্গে কথা বলবে মিনমিন করে আর মেয়ের সামনে তো ভিজা বেড়াল।

AMARBOI.COM

সবাই জন্মদিনে চলে যাওয়ার পর জোয়ার্দার লক্ষ করলেন, ওরা বিড়াল রেখে গেছে। বিড়াল সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন বহুকাল ধরে সে এখানেই বাস করে, সবকিছু তার চেনা। একবার লাফ দিয়ে টিভি সেটের উপর উঠল। সেখান থেকে নেমে সোফায় বসল। সোফা পছন্দ হল না। সোফা থেকে নেমে মেঝেতে জোয়ার্দারের স্যান্ডেল কামড়াকামড়ি করতে লাগল। তিনি কয়েকবার হেই হেই করলেন পুফি স্যান্ডেল ছাড়ল না। স্যান্ডেল মুখে কামড় দিয়ে ধরে রান্নাঘরে চলে গেল।

জোয়ার্দার বুঝলেন, তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই সুলতানা বিড়াল রেখে গেছে। টেলিফোন করে সুলতানাকে কঠিন কিছু কথা অবশ্যই বলা যায়। জোয়ার্দার তা করলেন না। নিজেই চা বানিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

বিড়ালটা একটা তেলাপোকা ধরেছে। তেলাপোকা নিয়ে খেলছে। মাঝেমধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। তেলাপোকা প্রাণভয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরই বিড়াল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দৃশ্যটা দেখতে খারাপ লাগছে না। জোয়ার্দার আগ্রহ নিয়ে তেলাপোকা এবং বিড়ালের ঘটনা দেখছেন। ইংরেজিতে ‘Cat and mouse game’ বাগধারা আছে। কিন্তু বিড়াল তেলাপোকা নিয়ে কিছু নেই। তেলাপোকার ইংরেজি কী? জোয়ার্দার তেলাপোকার ইংরেজি মনে করতে পারলেন না। অনিকাকে জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেই সে বলে দেবে। মেয়েকে টেলিফোন করবেন, নাকি করবেন না এ বিষয়ে মনস্থির করতে তাঁর সময় লাগছে। তিনি কোনো সিদ্ধান্তই দ্রুত নিতে পারেন না।

অনিকাই তাঁকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত করল। সেই টেলিফোন করল।

চিকন গলায় বলল, হ্যালো বাবা! মা তোমাকে বলতে বলল, টেবিলে তোমার জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

আচ্ছা।

মাংসটা মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিও।

আচ্ছা। অনিকা তেলাপোকার ইংরেজি কী?

তেলাপোকার ইংরেজি তুমি জানো না?

জানতাম, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

তেলাপোকার ইংরেজি cockroach.

ও আচ্ছা।

আরেকটা ইংরেজি আছে oil beetle. বাবা, টেলিফোন রাখি? একজন ম্যাজিশিয়ান এসেছেন। তিনি ম্যাজিক দেখাবেন।

মজা হচ্ছে মা?

খুব মজা হচ্ছে। মামা আমাকে একটা সাইকেলও দিয়েছেন। বাবা তুমি আমাকে সাইকেল চালানো শেখাবে।

আচ্ছা।

রাত ৯টায় জোয়ার্দার রাতের খাবার খেয়ে নেন। তিনি 'শরীরটাকে সুস্থ রাখুন' বইয়ে পড়েছেন, ডিনারের অন্তত দুঘণ্টা পর ঘুমাতে যেতে হয়। বইয়ের নিয়ম মেনে তিনি রাত এগারটা পর্যন্ত জেগে থাকেন। এগারটা পর্যন্ত জাগতে হবে বলে তিনি প্রতি রাতেই একটা ছবি দেখেন। এগারটা বাজা মাত্রই ডিভিডি প্লেয়ার বন্ধ করে দেন বলে কোনো ছবিরই তিনি শেষটা দেখতে পারেন না। ছবির শেষটা না দেখার সামান্য অতৃপ্তি নিয়ে তিনি ঘুমুতে যান। বালিশে মাথা ঠেকানো মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর তের বছরের বিবাহিত জীবনে এই রুটিনের তেমন কোনো ব্যতিক্রম হয় নি।

রাত ৮টা বাজে। বাড়িতে কেউ নেই বলেই মনে হয়, আগেভাগে খিদে লেগেছে। তিনি ঠাণ্ডা খাবার খেতে পারেন না। মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করার বিষয়টাও জানেন না। নানান বোতাম টিপাটিপি করতে হয়। টাইমার সেট করতে হয়। এর চেয়ে ঠাণ্ডা খাবার খাওয়াই ভালো। খাওয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল। মাংসের বাটি উপুড় হয়ে আছে। টেবিলে মাংস ছড়ানো ভাতের বাটির ঢাকনা খোলা। প্লেটে মাংসের ঝোলমাখা বিড়ালের পায়ের ছাপ। ডালের বাটিতে মৃত তেলাপোকা ভাসছে। যে তেলাপোকা নিয়ে পুফি খেলছিল তাকেই এনে ডালের বাটিতে ফেলেছে। বদ বিড়ালের এই কাণ্ড।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার ফলের ঝুড়ি থেকে একটা আপেল নিয়ে টিভির সামনে বসলেন। ডিভিডির বোতাম চাপতেই ছবি শুরু হল। মনে হয়, ভূত-প্রেতের কোনো ছবি।

কবর খুঁড়ে কফিন বের করা হচ্ছে। গভীর রাত, কবরের পাশে লণ্ঠনের আলো ছাড়া কোনো আলো নেই। কবর খুঁড়ছে রূপবতী তরুণী এক মেয়ে। মেয়েটার মাথার চুল সোনালি।

জোয়ার্দার আগ্রহ নিয়ে ছবি দেখছেন। বিড়ালটাও তাঁর মতো আগ্রহ নিয়ে ছবি দেখছে। সে বসেছে জোয়ার্দারের ডান পায়ের কাছে। ইচ্ছে করলেই প্রচণ্ড লাথি মেরে বিড়ালকে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। তিনি শাস্তি দিচ্ছেন না। জমা করে রাখছেন। সব শাস্তি একসঙ্গে দেওয়া হবে।

সুলতানা ফিরুক, স্বচক্ষে বিড়ালের কীর্তিকলাপ দেখুক, তারপর শাস্তি। শাস্তি হবে দীপান্তর। বস্তায় ভরে দূরে কোথাও নিয়ে ফেলে দিয়ে আসা।

বস্তা-শাস্তির কিছু নিয়মকানুন আছে। বিড়ালের সঙ্গে গোটা দশেক ন্যাপথলিন দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করতে হয়। ন্যাপথলিনের কড়া গন্ধে বিড়ালের ঘ্রাণশক্তি সাময়িক নষ্ট হয়। তখন তাকে দূরে ফেলে দিয়ে এলে সে আর গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘরে ফিরতে পারে না।

কলিংবেল বাজছে। জোয়ার্দার উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে বিড়ালও উঠে দাঁড়াল। গায়ের আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল, তারপর ও লাফ দিয়ে টিভি সেটের ওপর বসে পড়ল।

জোয়ার্দার দরজা খুললেন। অনিকা বিড়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বিড়ালের গালের সঙ্গে তার গাল লাগানো। এর মানে কী? অনিকা বিড়াল নিয়েই গিয়েছিল? তা হলে টিভির ওপর যে বিড়ালটা বসে আছে, সেটা কোথেকে এসেছে?

জোয়ার্দার দৌড়ে বসার ঘরে এলেন। সেখানে কোনো বিড়াল নেই। তিনি প্রতিটি ঘর খুঁজলেন, বিড়াল নেই।

সুলতানা বললেন, কী খুঁজছ?

কিছু না।

টেবিলে খাবার ছড়িয়েছ কেন?

জোয়ার্দার হতাশ চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

সুলতানা বললেন, কাজটা কি তুমি আমার উপর রাগ করে করলে?

তা-না।

তুমি না যাওয়ায় রঞ্জু বেশ মন খারাপ করেছে। মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে সে আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছে, তোমাকে একটা গরম চাদর দিয়েছে। পছন্দ হয়েছে কি না দেখ।

পছন্দ হয়েছে।

না দেখেই বললে পছন্দ হয়েছে। গায়ে দিয়ে দেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার চাদর গায়ে দিয়ে দরজা খুলে হঠাৎ বের হয়ে গেলেন। এমনও তো হতে পারে বিড়ালটা নিচে আছে। প্রতিটি ফ্ল্যাট বাড়ির গ্যারেজে কিছু বিড়াল থাকে। ড্রাইভারদের ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে এরা বড় হয়।

গ্যারেজে কোনো বিড়াল পাওয়া গেল না।

২

জোয়ার্দার এজি অফিসে কাজ করেন। তাঁর পোস্টের নাম অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার।

এজি অফিস হল ঘুষের কারখানা। অর্থমন্ত্রী বা রাজস্ব বোর্ডের প্রধানের নিজের চেক পাস করতে হলেও ঘুষ দিতে হয়। টাকার পরিমাণের ওপর ঘুষের অঙ্ক নির্ধারিত। এজি অফিসের লোকজন অঙ্কে পাকা।

জোয়ার্দার সাহেব এই অফিসে 'হংস মধ্যে বক যথা', তিনি ঘুষ খান না। একবারই তিনি কিছুক্ষণের জন্য ঘুষ নিয়েছিলেন—লাল রঙের একটা ফাউনটেন পেন। এই কলমের বিশেষত্ব হচ্ছে, রাতে কলমের আগা থেকে আলো বের হয়। ঘরে বাতি না থাকলেও এই কলম দিয়ে লেখা যায়। অনিকা এমন একটা কলম পেলে আনন্দে লাফালাফি করবে ভেবেই তিনি সহকর্মীর কাছ থেকে কলমটা নিলেন। সহকর্মীর নাম খালেক। সে বলল, স্যার, ফাইলটা রেখে গেলাম পাস করে দেবেন। পার্টি ঝামেলায় আছে।

বিকেল ৪টা ২১ মিনিট পর্যন্ত ঝামেলায় পড়া পার্টির ফাইল হাতে নিয়ে বসে রইলেন। দুপুরে লাঞ্চ খেলেন না। বিকেল ৪টা ২৬ মিনিটে তিনি খালেককে ফাইল এবং কলম ফেরত দিলেন।

খালেক বলল, স্যার! আপনি আজিব মানুষ। কলমটা আপনি রেখে দেন, ফাইলে সই করার দরকার নাই। আমি অন্য ব্যবস্থা করব।

জোয়ার্দার বললেন, না।

খালেক নিজের মনে আবারো বলল, আজিব আদমি।

জোয়ার্দারকে আজব মানুষ ভাবার কোনো কারণ নেই। তাঁর চরিত্রে অদ্ভুত কিছু নেই। অফিস থেকে বেইলি রোডের বাসায় ফেরেন হেঁটে। বাসায় ফিরেই গোসল সেরে বারান্দায় বসে এক কাপ চা খান। চায়ের সঙ্গে দিনের তৃতীয় সিগারেটটি খেতে হয়।

চা নিয়ে সুলতানা আসেন এবং প্রতিদিনের মতো জিজ্ঞেস করেন, চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে? বাসায় দিনাজপুরের চিঁড়া আছে। চিঁড়া ভেজে দেব?

তিনি বলেন, না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাখন মাখিয়ে টোস্ট বিস্কিট দেব?

না।

রাতে কী খাবে?

যা রান্না হবে তাই খাব।

সুলতানা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন (সব দিন না, মাঝে মাঝে), তোমাকে বিয়ে না করে একটা যন্ত্র বিয়ে করলে আমার জীবনটা সুখের হতো। যন্ত্রে একবার চাবি দিয়ে দিলাম। যন্ত্র, তার মতো চলছে। আমাকে কিছু করতে হচ্ছে না।

সুলতানা লম্বা বাক্যালাপের দিকে গেলেই জোয়ার্দার সিগারেট ধরান। কথার পিঠে কথা বলার অভ্যাস জোয়ার্দারের নেই।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। জোয়ার্দার বারান্দায় বসে আছেন। চা এবং সিগারেট শেষ হয়েছে। দুপুরে লাঞ্চ করেন নি বলে ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। আজ মনে হয় ৯টার আগেই খেতে হবে। এর মধ্যে রান্না হবে কি না কে জানে।

পুফিকে কোলে নিয়ে অনিকা বারান্দায় ঢুকল। জোয়ার্দারের সামনে বসতে বসতে উজ্জ্বল মুখে বলল, এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বাবা, শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

কী ঘটনা?

পুফি যাতে বাথরুম করতে পারে এই জন্য আমি একটা প্লাস্টিকের থালায় বালি দিয়ে উত্তর দিকের বারান্দায় রেখেছি। এতেই কাজ হয়েছে। সে এখন তার বাথরুমে বাথরুম করে।

ভালো।

অদ্ভুত ব্যাপার না বাবা?

হুঁ।

আমার কী ধারণা জানো বাবা? আমার ধারণা, বিড়ালদের ভাষা আছে। তারা এ ভাষায় নিজেদের সঙ্গে কথা বলে।

হুঁ।

তুমি শুধু হুঁ হুঁ করছ, কথা বলছ না।

শরীরটা ভালো লাগছে না।

পুফিকে একটু কোলে নেবে? একটু কোলে নাও না, প্লিজ। ও তোমার কোলে যেতে চাচ্ছে। দেখ না, কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

জোয়ার্দার দেখলেন বিড়ালটা সত্যি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

বিড়ালটার ডান চোখের ওপর কালো দাগ। তিনি যে বিড়ালটা দেখেছেন তার চোখের ওপর দাগ ছিল কি না তিনি মনে করতে পারলেন না।

বাবা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুঁ।

আজ ক্লাসে খুব লজ্জার একটা ঘটনা ঘটেছে। বলব?

হুঁ।

মাকে বলেছিলাম। মা বলল, এ ধরনের পচা গল্প যেন আমি কখনো না করি। তুমি শুনবে?

তোমার মা যখন নিষেধ করেছে তখন থাক।

আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছে।

তা হলে বল।

আমাদের ইংরেজি মিস আজ ক্লাসে ঢুকেই 'শব্দ' করেছেন। আমরা সবাই চেষ্টা করেছি না হাসতে। তারপর মিসের করুণ মুখ দেখে হেসে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়েছি।

জোয়ার্দার বললেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। শব্দ করেছেন মানে কী?

খারাপ শব্দ।

জোয়ার্দার অবাক হয়ে বললেন, শব্দের আবার ভালো খারাপ কী?

অনিকা বলল, বাবা, তুমি এত বোকা কেন? পুফির যত বুদ্ধি আছে তোমার তাও নেই। ম্যাডাম 'Fart' করেছেন।

তার মানে কী?

অনিকা বলল, এর মানে কী বলতে পারব না। তোমাকে ডিকশনারি এনে দিচ্ছি। ডিকশনারিতে দেখ।

অনিকা বাবার কোলে ইংরেজি ডিকশনারি দিয়ে গেল। জোয়ার্দার ডিকশনারি খুললেন। এই শব্দটা verb হিসেবে ব্যবহার করা হয় আবার Noun হিসেবে ব্যবহার করা হয়। verb হল, To let air from the bowels come out through the anus.

Noun হল An unpleasant, boring and stupid person. জোয়ার্দারের মনে হল তিনি এ রকমই একজন। বোরিং এবং স্টুপিড। তিনি পরপর দুবার বললেন, I am a fart. I am a big fart.

রাতে জোয়ার্দার একা খেতে বসলেন। খেতে বসে লক্ষ করলেন সবার মধ্যে গোপন একধরনের ব্যস্ততা। জোয়ার্দার বললেন, তোমরা খাবে না?

সুলতানা বললেন, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। রঞ্জু আরেকটা নতুন গাড়ি কিনেছে। নাম আলফ্রাড ৪০ লাখ টাকা দাম।

জোয়ার্দার বললেন, ওর নতুন গাড়ি কেনার সঙ্গে তোমাদের না খাওয়ার কী সম্পর্ক?

রঞ্জু গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আচ্ছা।

আমরা কুমিল্লা চলে যাব। রাতে থাকব কুমিল্লা বার্ডে। ভোরবেলা ঢাকা রওনা হব। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাবে না।

না।

আমি কাজের মেয়ে দুটিকেও নিয়ে যাচ্ছি। সকাল ৮টা বাজার আগেই ঢাকা ফিরব। তোমার ব্রেকফাস্টের সমস্যা হবে না।

আচ্ছা।

জোয়ার্দার লক্ষ করলেন, কাজের মেয়ে দুটি বিপুল উৎসাহে সাজগোজ করছে। সুলতানা রাত কাটানোর জন্য বাইরে কোথাও গেলেই কাজের মেয়ে দুটিকে নিয়ে যান।

মেয়ে দুটির বয়স ষোল সতের। দুজন যমজ বোন। আগে নাম ছিল হাবীবা–হামিদা। সুলতানা নাম বদলে রেখেছেন তুহিন–তুষার। এরা সারাক্ষণ সাজগোজ নিয়ে থাকে। মেয়ে দুটি জন্ম থেকেই রূপ নিয়ে এসেছে। সুলতানা ঘষেমেজে এদের প্রায় নায়িকা বানিয়ে ফেলেছেন। লাক্স চ্যানেল আই সুপার স্টারে পাঠালে থার্ড বা ফোর্থ হয়ে যেতে পারে।

অপরিচিত কেউ এলে সুলতানাকে জিজ্ঞেস করেন, এরা আপনার বোন নাকি?

সুলতানা চাপা আনন্দ নিয়ে বলেন, এই দুটাই আমার কাজের মেয়ে। এই তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? গেস্টকে চা দিবি না?

গেস্ট খুবই লজ্জা পান। গেস্টদের লজ্জা সুলতানা উপভোগ করেন।

সুলতানা রাতে যখন থাকেন না, তুহিন–তুষারকে রেখে যেতে শঙ্কা বোধ করেন। পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করা আর শকুন বিশ্বাস করা একই। শকুন মরা গরু দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পুরুষও মেয়েমানুষ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মৃত মেয়েমানুষ দেখলেও ঝাঁপ দিবে।

রাতের খাবার শেষ করে ছবি দেখতে বসে জোয়ার্দার লক্ষ করলেন বিড়ালটা তাঁর চেয়ার ঘেঁষে বসে আছে। ওইদিনের সেই বিড়াল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা ছোট প্রভেদ অবশ্য আছে। অনিকার বিড়ালটার ডান চোখের ওপর সাদা দাগ। এটার বাঁ চোখের ওপর কালো সাদা। এমনকি হতে পারে এই বিড়ালটা অনিকার বিড়ালের যমজ? তুহিন–তুষারের মতো এরাও যমজ বোন। অনিকার বিড়ালের নাম পুফি। এটার নাম দেওয়া যেতে পারে 'কুফি'।

জোয়ার্দার বললেন, এই কুফি। কুফি।

বিড়াল ঘড়ঘড় শব্দ করল। নাম পছন্দ হয়েছে কি হয় নি বোঝা গেল না।

বিড়াল রহস্য নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। হুটহাট চিন্তায় কাজ হবে না। জোয়ার্দার ছবিতে মন দিলেন। মন বসছে না, তবুও জোর করে তাকিয়ে থাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েস্টার্ন ছবি। বন্দুক পিস্তলের ছড়াছড়ি। অনিকের ঘর থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল। এই শব্দে জোয়ার্দারের শরীর প্রায় জমে গেল। হাসির শব্দ তাঁর পরিচিত। জামালের হাসি। অনেক দিন পর খালি বাড়ি পেয়ে জামাল এসেছে। মাঝখানে অনেক দিন তিনি জামালকে দেখেন নি। হয়তো আজ আবার দেখবেন।

তিনি এখন কী করবেন? ছবি দেখতে থাকবেন? নাকি উঠে পাশের ঘরে যাবেন?

জোয়ার্দার উঠে দাঁড়ালেন।

জামাল বিড়ালটাকে নিয়ে খেলছে। টেনিস বল দূরে ছুড়ে মারছে। বিড়াল মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলটা জামালের কাছে নিয়ে আসছে। একেকবার আনছে আর জামাল বলছে, কুফি ভালো। কুফি ভালো।

এমন কি হতে পারে জামাল যে জগৎ থেকে এসেছে, কুফিও সেই জগৎ থেকে এসেছে? কুফি এ পৃথিবীর কোনো বিড়াল না।

জোয়ার্দার কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, জামাল।

জামাল ফিরে তাকাল। জোয়ার্দারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার খেলায় মগ্ন হয়ে গেল। জোয়ার্দার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ছবি দেখতে গেলেন।

ছবির মূল নায়ককে এখন ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। ছবির মাঝখানে নায়ক ফাঁসিতে ঝুললে বাকি ছবি কীভাবে চলবে কে জানে?

জোয়ার্দার ছবিতে পুরোপুরি মন দিতে পারছেন না। জামালের হাসি তাঁকে বারবার চমকে দিচ্ছে।

এর মধ্যে মোবাইল ফোন বাজছে। সুলতানা ফোন করেছেন। তাঁর গলার স্বরে অপরাধী অপরাধী ভাব।

সুলতানা বলল, এই কী করছ?

ছবি দেখছি।

কী ছবি?

নাম বলতে পারব না। ওয়েস্টার্ন ছবি।

ছবিতে এখন কী দেখাচ্ছে?

বারের দৃশ্য। দুজন মগ ভর্তি করে বিয়ার খাচ্ছে।

বাচ্চা একটা ছেলের হাসির শব্দ পাচ্ছি। সেও কি বারে?

জোয়ার্দার ইতস্তত করে বললেন, হুঁ।

তোমাকে একটা জরুরি বিষয়ে টেলিফোন করেছি। রঞ্জু প্ল্যান চেঞ্জ করেছে।

ও, আচ্ছা।

রঞ্জু ঠিক করেছে কুমিল্লা যাবে না। সরাসরি কক্সবাজার যাবে। সাইমন হোটেলে বুকিং দিয়ে ফেলেছে। ও যে কেমন পাগল টাইপ তুমি তো জান।

ভালো তো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা বললেন, কয়েক দিন একা থাকতে হবে, তোমার কষ্ট হবে, সরি। আমি রাজি হতাম না। তোমার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজি হয়েছি। সে যে কী খুশি! আমি মনে হয় তোমার ছবি দেখায় ডিসটার্ব করছি।

হুঁ।

তা হলে রাখি?

আচ্ছা।

নিয়মের ব্যতিক্রম করে জোয়ার্দার পুরো ছবি দেখলেন। জামালের হাসির শব্দ এখনো পাওয়া যাচ্ছে। জোয়ার্দার ঘুমুতে গেলেন রাত ১২টায়।

জামাল এখন বিড়াল নিয়ে বিছানায় উঠেছে। খেলার ভঙ্গি পাল্টেছে। জামাল বিড়ালের সামনে কোলবালিশ ধরছে। বিড়াল বালিশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। কোলবালিশ থেকে বের হওয়া তুলা ঘরময় ছড়ানো।

জোয়ার্দার বিরক্ত মুখে বললেন, অন্য ঘরে যাও। আমি এখন ঘুমাব।

জামাল সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে পাশের ঘরে চলে গেল। বিড়ালটা গেল জামালের পেছনে পেছনে।

বিড়াল এবং জামালের বিষয়টা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলা জরুরি। এটা তাঁর মানসিক রোগ। এইটুকু বোঝার বুদ্ধি তাঁর আছে। মানসিক রোগের কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলাই ভালো। তাঁর পরিচিত একজন আছে ডাক্তার শায়লা। সে বেশ বড় ডাক্তার। বিলেত বা আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। এখন অ্যাপোলো হাসপাতালে সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান।

শায়লা তাঁর দূর সম্পর্কের বোন।

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে যখন আইএসসি পড়ত তখন শায়লার জোয়ার্দারের সঙ্গে বিয়ে পাকাপাকি হয়। পানচিনি হয়ে যায়। পানচিনি হবার পরদিন দু'জন মিলে ব্রহ্মপুত্র নদের পাশ দিয়ে পঁচিশ মিনিট হেঁটেছিলেন। শায়লা লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হয় নি। কোনো কথা না পেয়ে তিনি একবার বললেন, তোমার কি মিষ্টি পছন্দ?

নদীর পাড় দিয়ে হাঁটাহাঁটির পরদিন বিয়েটা ভেঙে যায়।

জোয়ার্দারের বড় মামা হইচই শুরু করলেন। মেয়ে যার কাছে প্রাইভেট পড়ে তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক। একবার সন্তান খালাস করিয়েছে। তাঁর কাছে প্রমাণ আছে। ইত্যাদি।

জোয়ার্দার নির্বিরোধী ভীরু মানুষ। বিয়ে ভেঙে যাবার পর সে কিন্তু ভালো সাহস দেখাল। সে শায়লার সঙ্গে দেখা করল এবং বলল, বড় মামা খামাখা হইচই করছেন। এটা তাঁর স্বভাব। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি রাজি থাকলে চল কাজি অফিসে যাই বিয়ে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শায়লা কঠিন গলায় বলল, না।

পুরোনো দিনের কথা মাথায় রেখে লাভ নেই। শায়লার কাছে যাওয়া যায়। তিনি তো তাঁর প্রেমিকার কাছে যাচ্ছেন না। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন।

৩

ডাক্তারের ওয়েটিং লাউঞ্জে খানিকটা লজ্জিত এবং বিব্রত মুখে জোয়ার্দার বসে আছেন। তাঁর কোলে এক প্যাকেট মাতৃভাণ্ডারের রসমালাই। হাতে সবুজ রঙের কার্ড সেখানে ইংরেজিতে লেখা Please wait.

এর নিচে লেখা 17.

তিনি অপেক্ষা করছেন। হাসপাতাল হচ্ছে মশা মাছি মুক্ত এলাকা। কিন্তু তাঁর রসমালাইয়ের প্যাকেটের উপর স্বাস্থ্যবান দু'টা নীল মাছি ওড়াউড়ি করছে। রোগীদের কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে।

রসমালাই সঙ্গে করে আনা মস্ত বোকামি হয়েছে। তিনি সৌজন্য সাক্ষাতে আসেন নি। ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর রোগ নিয়ে পরামর্শ করতে এসেছেন।

ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট জোয়ার্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, রেডি হয়ে যান। নেক্সট আপনি।

জোয়ার্দার ভেবে পেলেন না রেডি হবার মানে কী। উঠে দাঁড়াতে হবে। দরজার সামনে যেতে হবে?

ভিজিটের টাকা দিন। পনেরশ টাকা। হাইট আর ওজন মাপুন। ব্লাড প্রেশার মাপুন।

হাতে কী?

মিষ্টির প্যাকেট।

মিষ্টির প্যাকেট টেবিলে রেখে ওজন মাপুন। মিষ্টির প্যাকেট কার জন্য?

ডাক্তারের জন্য। আপনারাও খাবেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট মুখ বিকৃত করে বলল, ডাক্তারের জন্য আনবেন ভিজিট। মিষ্টি লাউ কুমড়া এইসব না।

জি আচ্ছা।

এখন ঢুকে পড়ুন।

ডাক্তারের ঘরগুলো আলো ঝলমলে হয়। রোগীর চোখমুখ দেখতে হয়।

জিভ দেখতে হয়। অল্প আলোয় সম্ভব না। সাইকিয়াট্রিস্টের ঘর বলেই হয়তো আলো কম। ডাক্তারি টেবিলের ওপাশে শায়লা বসে আছেন। মানুষের চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে। জোয়ার্দার অবাক হয়ে দেখলেন শায়লার চেহারায় বয়সের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ছাপ পড়ে নি। আগে রোগা পটকা ছিল এখন স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। গায়ের চামড়া উজ্জ্বল হয়েছে। রঙিন স্কার্ফে শায়লার মাথার চুল পেছন দিক থেকে বাঁধা। তাকে খানিকটা ইরানি মেয়ের মতো লাগছে। ডাক্তার শায়লা বললেন, আপনার নাম জোয়ার্দার?

জি।

কী প্রবলেম নিয়ে এসেছেন বলুন। গুছিয়ে বলার চেষ্টা করুন কিছু যেন বাদ না পড়ে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমাদের যখন গুছিয়ে কথা বলা দরকার তখন টেলিগ্রাফের ভাষায় কথা বলি। আর যখন সার সংক্ষেপে বলা দরকার তখন পাঁচশ পৃষ্ঠার উপন্যাস শুরু করি। আপনি কিছু মনে করবেন না আমার ধূমপান করার অভ্যাস আছে। আমি সিগারেট টানতে টানতে আপনার কথা শুনব। আপনার কোনো সমস্যা আছে?

জি না।

জোয়ার্দারের বুক থেকে পাথর নেমে গেছে শায়লা তাকে চিনতে পারে নি। চিনতে না পারারই কথা। অল্প বয়সেই তার চুল পেকেছে। মাথায় টাক পড়েছে।

শায়লা সিগারেটে টান দিতে দিতে বললেন, চুপ করে আছেন কেন? সমস্যা বলুন।

আমার ঘরে একটা বিড়াল ঢোকে।

সমস্যা এই না আরো আছে?

এইটাই সমস্যা।

ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন?

জি?

একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে বিড়াল ঢোকা সমস্যা হবে কেন? এরা খাদ্যের সন্ধানে ঢুকবে। আরামের সন্ধানেও ঢুকবে। বিড়াল আরাম পছন্দ করে। সে কি মাঝে মধ্যে আপনার পাশে আরাম করে শুয়ে হাই তোলে?

জি।

যখন টিভি চলে তখন টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে?

জি।

ব্যাপারটা যে খুবই স্বাভাবিক আপনি বুঝতে পারছেন?

জি।

এমন যদি হতো বিড়ালটা টিভি দেখতে দেখতে টিভির নাটক নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা শুরু করত তা হলে ছিল সমস্যা। তখন আমার কাছে আসার একটা অর্থ হতো। এখন আপনি এসেছেন শুধু শুধু কিছু টাকা খরচ করবার জন্য। চা বা কফি কিছু খাবেন। আমার এখানে চা-কফির ব্যবস্থা আছে।

না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে করেছেন নিশ্চয়ই?

জি।

ছেলেমেয়ে কী?

একটাই মেয়ে। নাম অনিকা। আমি এখন যাই?

না। আমি একটা সিগারেট শেষ করেছি। দ্বিতীয় সিগারেট ধরাব। সেটা শেষ করব তারপর যাবেন।

জি আচ্ছা।

শায়লা দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, হাস্যকর বিড়ালের গল্প নিয়ে আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন এখন আমি সেই ব্যাখ্যা করব। দয়া করে লজ্জা পাবেন না।

আপনার খুবই ইচ্ছা করছিল আমার সঙ্গে দেখা করার। আপনি লাজুক মানুষ কোনো অজুহাত খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিড়ালের একটা গল্প অনেক চিন্তাভাবনা করে বের করলেন। হয়েছে?

জোয়ার্দার মাথা নিচু করে থাকলেন। কিছু বললেন না। একবার ভাবলেন বলেন, 'বিড়ালের গল্পটা সত্যি'। তারপর মনে হল থাক।

শায়লা বললেন, আপনি যে মনে করে আমার জন্য রসমালাই নিয়ে এসেছেন এতে আমি বেশ অবাক হয়েছি। রসমালাইয়ের অংশটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আপনাকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে হাঁটছি। লজ্জায় আমি অস্থির। হঠাৎ কথা নাই বার্তা নাই আপনি বললেন, তোমার কি মিষ্টি পছন্দ? আমি কোনো কিছু না ভেবেই বললাম, 'রসমালাই'। রসমালাই' কেন, কোনো মিষ্টিই আমার পছন্দ না।

জোয়ার্দার অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, শায়লা যাই?

শায়লা হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা। আবার যদি কোনো কারণে আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে বা আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে, সরাসরি চলে আসবেন। বিড়ালের কাহিনী ফাঁদার কিছু নাই।

আচ্ছা।

সঙ্গে ট্রান্সপোর্ট আছে? ট্রান্সপোর্ট না থাকলে বলুন আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে।

জোয়ার্দার বললেন, লাগবে না।

প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে জোয়ার্দার বাড়ি পৌঁছলেন। দরজা খুলে বাড়িতে ঢোকার পর অস্বস্তি কাটল। খালি বাড়ি। বসার ঘরে বাতি জ্বলছে। সোফায় বিড়ালটা শুয়ে আছে। তাকে দেখে একবার মাথা তুলে আবার আগের অবস্থায় চলে গেল। মনে হয় ঘুমাচ্ছে। টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল হচ্ছে। সিরিয়ালে লম্বা গলার একটা মেয়ে সুন্দর করে কাঁদছে। তার সামনে কঠিন চেহারার একজন যুবা পুরুষ। সে মেয়েলি গলায় কথা বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিভি কে ছেড়েছে? বিড়ালটা নিশ্চয়ই না। জামালের কাণ্ড। জামালের কথাটা শায়লাকে বলা উচিত ছিল। লাভ হতো না। বিড়ালের ব্যাপারটা শায়লা যেভাবে উড়িয়ে দিয়েছে জামালেরটাও উড়িয়ে দিবে।

জোয়ার্দার ডাকলেন, জামাল?

জামাল জবাব না দিয়ে শোবার ঘরের মুখে এসে দাঁড়াল।

কখন এসেছিস?

জামাল জবাব দিল না হাসল। জোয়ার্দার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোদের দু'জনকে নিয়ে বিরাট দুশ্চিন্তায় আছি। দেখা যাবে শেষটায় আমি পাগল হয়ে যাব। আমাকে পাবনা পাগলাগারদে নিয়ে আটকে রাখবে। পাগলাগারদ চিনিস?

জামাল না সূচক মাথা নাড়ল।

জোয়ার্দার উঠে পড়লেন। তাঁকে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। সহজ কোনো আইটেমে যেতে হবে। দুই মুঠ চাল, এক মুঠ ডাল, এক চিমটি লবণ আর একটা ডিম দিয়ে জ্বাল। শেষটায় তেল দিয়ে বাগার।

জোয়ার্দার রান্না বসিয়েছেন। তার পাশে জামাল দাঁড়িয়ে আছে। সে উৎসুক চোখে দেখছে। বিড়ালটা খাবার টেবিলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

জোয়ার্দার জামালের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু খাবি?

জামাল না সূচক মাথা নাড়ল। জোয়ার্দার পুফির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কিছু খাবি? পুফি মাথা তুলে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিল।

টিভির সামনে বসে জোয়ার্দার রাতের খাবার খাচ্ছেন। জামাল তাঁর পাশে বসেছে। পুফি তাঁর পায়ের কাছে। টিভিতে বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আগুন জ্বলছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে পড়ে আগুনে কী যেন দিচ্ছে। আগুন দপ করে বাড়ছে। আগুনের পাশে বসা স্বামী স্ত্রী দু'জনই ভয় পেয়ে খানিকটা পিছাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে।

AMARBOI.COM

মোবাইল টেলিফোন বাজছে। সিনেমাতেই মনে হয় বাজছে। একসময় বুঝা গেল সিনেমার না জোয়ার্দারের টেলিফোন বাজছে। তাকে উঠে টেলিফোন আনতে হল না। পুফি লাফ দিয়ে উঠে দাঁতে কামড়ে ধরে টেলিফোন নিয়ে এল। এই জাতীয় দৃশ্য বিদেশী সিনেমায় দেখা যায়। ঘরের বিড়াল খাওয়া এবং ঘুমানো ছাড়া কিছু করে না।

টেলিফোন করেছে অনিকা।

হ্যালো বাবা! বল তো আমরা কোথায়?

কক্সবাজারে।

হয় নি। দশে গোল্লা পেয়েছ। এখন আমরা সেন্টমার্টিন আইল্যান্ডে। মামা একটা জাহাজ ভাড়া করে আমাদের সেন্টমার্টিন নিয়ে এসেছে।

মজা হচ্ছে মা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব মজা হচ্ছে। এখন আমরা বারবিকিউ করছি। নাও মা'র সঙ্গে কথা বল।

সুলতানা বললেন, এই একটা ইন্টারেস্টিং খবর শোন রঞ্জুর সেন্টমার্টিনে একটা হোটেল আছে। নাম দিয়েছে Solid Rock. সমুদ্রের পাশের বাড়ি নাম দিয়েছে Solid Rock অদ্ভুত না?

হুঁ।

ওর কী চমৎকার চমৎকার আইডিয়া। সে যে সেন্টমার্টিনে হোটেল বানিয়ে বসে আছে তাই জানতাম না। আমি এত অবাক হয়েছি। তুমি অবাক হও নি?

হুঁ।

এখন টেলিফোন রাখছি, পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে মাংস পুড়ে যাচ্ছে। যাই। আচ্ছা আরেকটু ধর অনিকা কথা বলবে।

অনিকা। কী খবর মা?

তোমাকে ছাড়া এসেছি তো বাবা এই জন্য আমার বেশি ভালো লাগছে না।

কয়েক দিন পর তো চলেই আসবে।

বাবা শোন। আমি ডাবের পানি দিয়ে গোসল করেছি।

কেন?

মা বলেছে ডাবের পানি দিয়ে গোসল করলে স্কিন ব্রাইট হয় এই জন্য।

তোমার স্কিন তো এমনিতেই ব্রাইট।

আরো ব্রাইট হবে। আমি তখন চাঁদের মতো হয়ে যাব। চাঁদের গা থেকে যেমন আলো বের হয় আমার গা থেকেও বের হবে।

ভালো তো।

বাবা আমি টেলিফোন রাখছি। মা ডাকছে। মা'কে সাহায্য করতে হবে।

জোয়ার্দার ঘুমুতে গেছেন। ঘুম যখন আসি আসি করছে তখন তাঁর মোবাইল বাজতে শুরু করেছে। তাঁর মোবাইল ধরার কোনো ইচ্ছা ছিল না, পুফি কামড়ে মোবাইল নিয়ে এসেছে বলে অনিচ্ছায় ধরতে হল।

হ্যালো। কে বলছেন।

আমার নাম করিম। আমি শায়লা ম্যাডামের অ্যাসিস্ট্যান্ট। ম্যাডাম জরুরি ভিত্তিতে আপনাকে একটু দেখা করতে বলেছেন।

আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেয়েছেন?

আপনিই তো আমাকে দিয়েছেন। টাকা দিয়ে যখন রশিদ নিলেন তখন টেলিফোন নাম্বার অ্যাড্রেস সব দিলেন।

ও আচ্ছা।

আপনার পক্ষে কি এখন আসা সম্ভব? আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।

এখন সম্ভব না। আমি শুয়ে পড়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামীকাল কি আসতে পারবেন? সকাল দশটা থেকে এগারটা এই সময় ম্যাডাম বাসায় থাকেন।

কাল আমার অফিস আছে।

তা হলে রাতে চেম্বারে আসুন।

আচ্ছা।

রাত ন'টার দিকে এলেই হবে। রাত ন'টার পর ম্যাডাম আপনার জন্য ফ্রি রাখবেন।

আচ্ছা।

জোয়ার্দার ঘুমিয়ে পড়লেন। করিম তারপরেও অনেকক্ষণ হ্যালো হ্যালো করল।

৪

অফিস পাঁচটায় ছুটি হয়। চারটা বাজতেই চেয়ার খালি হতে শুরু করে। যারা চক্ষুলজ্জার কারণে বসে থাকে তারা ঘন ঘন হাই তুলতে থাকে। ফাইলপত্র সব তালাবদ্ধ। টেবিল খালি। খালি টেবিলে সত্যি সত্যি মাছি ওড়ে। মাছি মারার ব্যাপারে কাউকে তেমন উৎসাহী মনে হয় না।

আজ অফিস খালি হওয়া শুরু হয়েছে তিনটা থেকে, কারণ আগামীকাল বুদ্ধপূর্ণিমার ছুটি। তা ছাড়া আকাশে ঘনকালো মেঘ। ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাসায় চলে যাওয়া ভালো।

AMARBOI.COM

জোয়ার্দার সাহেব গভীর মনোযোগে ফাইলে চোখ বোলাচ্ছেন। আকাশ মেঘে অন্ধকার বলে বাতি জ্বালিয়েছেন। খালেক ঘরে ঢুকে বলল, স্যার, যাবেন না?

জোয়ার্দার অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাব?

বাসায় যাবেন। আর কোথায় যাবেন?

পাঁচটা তো এখনো বাজে নাই।

খালেক টেবিলের সামনে বসতে বসতে বলল, আকাশের অবস্থা দেখেছেন? বিরাট তুফান হবে। আগে আগে চলে যাওয়া ভালো।

জোয়ার্দার কিছু বললেন না। খালেক বলল, স্যার, একটা রিকোয়েস্ট করব। যদি অনুমতি দেন।

জোয়ার্দার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

খালেক বলল, আজ আমার সঙ্গে আমার বাসায় চলুন। রাতে খাওয়াদাওয়া করবেন, তারপর আমি নিজে পৌঁছে দিব।

খালেককে অবাক করে দিয়ে জোয়ার্দার বললেন, আচ্ছা।

স্যার, তা হলে দেরি করে লাভ নেই। উঠে পড়ুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার বললেন, পাঁচটা বাজুক। অফিস ছুটি হোক।

ঠিক আছে, বাজুক পাঁচটা। আমি ক্যান্টিনে আছি। আপনার জন্য চা নাশতা কিছু পাঠাব?

না।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে জোয়ার্দার লাল রঙের প্রাইভেট কারে উঠলেন। খালেক বলল, পেছনের সিটে আরাম করে বসুন। আমি ড্রাইভারের সঙ্গে বসছি।

জোয়ার্দার বললেন, কার গাড়ি?

খালেক লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আমার। মেয়ের স্কুল ডিউটি করতে হয়, এজন্য ধারদেনা করে কিনে ফেলেছি। আমার স্ত্রী অবিশ্যি এ গাড়িতে ওঠে না। তার ধারণা, এটা ঘুষের টাকায় কেনা। ইচ্ছা করলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আর্গুমেন্টে যেতে পারতাম। বলতে পারতাম, স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর ভরণপোষণ। আমি সেই দায়িত্ব পালন করছি। কীভাবে সেটা আমার ব্যাপার। তুমি আমার বিচারক না। আর্গুমেন্ট ঠিক আছে না স্যার?

জোয়ার্দার জবাব দিলেন না। জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। জানালার কাচে ধুমধাম শব্দ থেকে মনে হয়, শিলও পড়ছে।

খালেকের ফ্ল্যাটবাড়ি ছবির মতো সুন্দর। বসার ঘরের টেবিলে লাল টকটকে ফুলদানিতে ধবধবে সাদা গোলাপ। গোলাপের গন্ধে ঘর গন্ধময় হয়ে আছে। জোয়ার্দার বললেন, বাহ্।

খালেক বলল, ঘর সাজানো আমার স্ত্রীর ডিপার্টমেন্ট। নিজের বাড়িতে যখন ঢুকি তখন মনে হয় নাটকের সেটে ঢুকে পড়েছি। বিশ্রী লাগে। নিজের ঘরে ঢুকব, জুতা খুলে একদিকে ফেলব, শার্ট আরেক দিকে ফেলব তখনই না মজা।

খালেকের স্ত্রী শামা ঘরে ঢুকে জোয়ার্দারকে অস্বস্তিতে ফেলে বলল, আপনার মতো পুণ্যবান মানুষ আমার বাড়িতে, আজ আমার ঈদ। বলেই কদমবুসি করল। মেয়েটি শ্যামলা, অপরূপ মুখশ্রী। চোখ মায়ায় টলমল করছে।

জোয়ার্দার থতমত খেয়ে গেলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। কথার পিঠে কথা তিনি বলতে পারেন না।

খালেক বলল, স্যার রাতে খাবেন। ফ্রিজে কিছু আছে? না থাকলে ড্রাইভার পাঠিয়ে আনাও। বৃষ্টি বাদলার দিনে ইলিশ ফ্রাই জমবে। মোরগ পোলাও ইলিশ ফ্রাই।

শামা বলল, তোমার স্যারকে আমি আমার খাবার খাওয়াব। তোমার কিছু না।

জোয়ার্দার অবাক হয়ে বললেন, দুজনের খাবার আলাদা নাকি?

শামা বলল, জি। ওর রোজগারের খাবার আমি খাই না। বাবার কাছ থেকে আমি কিছু টাকা পেয়েছি। আমি ওই টাকায় বাজার করি। ওর ফ্রিজ আলাদা। আমারটা আলাদা। আমি নিজের খাবার নিজে খাই। আমার বাবাও ছিলেন আপনার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ন্যাসী টাইপ মানুষ। সেই অর্থে আমি সন্ন্যাসীর মেয়ে। আমি রান্নার জোগাড় দেখছি। তুমি তোমার স্যারের সঙ্গে গল্প কর। আধঘণ্টার মধ্যে নাশতার ব্যবস্থা করছি। স্যার, আপনি গোসল করবেন না?

জোয়ার্দার অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। অফিস থেকে ফিরে দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করা তার অনেক দিনের অভ্যাস। অন্যের বাড়িতে নিশ্চয়ই এটা করা যায় না।

শামা বলল, স্যার, আমার বাবাকে দেখেছি অফিস থেকে ফিরেই অনেক সময় নিয়ে গোসল করতেন। আমার ধারণা, আপনিও তা-ই করেন।

জোয়ার্দার বললেন, হুঁ।

বাথরুমে সবকিছু আছে। আমি পরিষ্কার লুঙ্গি দিচ্ছি। আমার বাবার লুঙ্গি।

জোয়ার্দার বললেন, দরকার নাই।

শামা বলল, অবশ্যই দরকার আছে। আপনি বাথরুমে ঢুকুন, আমি নাশতার জোগাড় দেখি।

শামা চলে যেতেই খালেক বিরক্ত গলায় বলল, কথায় কথায় সন্ন্যাসী বাবা। সন্ন্যাসী বাবা। অস্থির হয়ে গেছি। কয়েকবার বলেছি তুমিও সন্ন্যাসী হয়ে যাও। পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো গুহা খুঁজে বের করি, গুহায় দাখিল হয়ে যাও। গুহার ভেতর হাগা মুতা কর। জংলি মশার কামড় খাও। সন্ন্যাসী বাবার কাণ্ডটা শুনুন স্যার। ঢাকা শহরে দু'টা বাড়ি, দু'টাই দান করে দিয়েছে। একটা মাত্র মেয়ে সে কিছু পায় নাই। নগদ কিছু টাকা দিয়ে খালাস। সেই টাকার পরিমাণ কত তাও জানি না। আমি তো সন্ন্যাসী না। আমাকে বলবে কেন?

জোয়ার্দার কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, আপনার মেয়ে কোথায়?

সে তার ছোট চাচার বাড়িতে। মেয়ের মধ্যেও সন্ন্যাসী ভাব দেখা দিয়েছে। আমি দুষ্ট লোক, আমার সঙ্গে কথা বলে না বললেই চলে। তার মা আমার গাড়িতে ওঠে না বলে মেয়েও ওঠে না। লোন করে গাড়ি কিনেছি, লোনের কাগজপত্র দেখিয়েছি, তাতেও লাভ হয় নাই। স্যার, যান গোসল করে আসুন। আমার স্ত্রী একবার যখন মুখ দিয়ে গোসলের কথা বের করেছে তখন গোসল করতেই হবে। বাথরুমে যদি না যান, বালতিতে করে পানি এনে মাথায় ঢেলে দেবে। সন্ন্যাসী বাবার মেয়ের নাড়িনক্ষত্র আমি চিনি।

রাত ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ হল। শামা বলল, স্যার, আপনার কি পান খাওয়ার অভ্যাস আছে?

জোয়ার্দার বললেন, না।

শামা বলল, আপনার তো খালি বাসা। একা বাসায় থেকে কী করবেন? এখানে থেকে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার মনে করতে পারলেন না তাঁর বাসা যে খালি এই খবর এদের দিয়েছেন কি না। দেবার তো কথা না।

শামা বলল, বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে স্যার, থেকে যান। গেস্টরুম রেডি করে দিই?

খালেক বলল, স্যারের বাড়িতে কেউ নাই?

জোয়ার্দার বললেন, না। ওরা কক্সবাজার বেড়াতে গেছে। সেখান থেকে গেছে সেন্টমার্টিন। কাল পরশু চলে আসবে।

খালেক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, স্যারের বাড়ি যে খালি এই খবর তুমি কীভাবে জানলে? স্যার তোমাকে বলেছেন? কখন বললেন?

শামা জবাব না দিয়ে উঠে গেল।

খালেক বিরক্ত গলায় বলল, বাড়িতে মহিলা পীর নিয়ে বাস করি। না বলতেই ঘটনা জানে। বাড়ি তো না, হুজরাখানা। স্যার বুঝলেন, মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বনে জঙ্গলে চলে যাই।

শামা অনেক চেষ্টা করেও জোয়ার্দারকে থেকে যাবার জন্য রাজি করাতে পারল না।

খালেকের ড্রাইভার তাকে নামিয়ে দিতে গেল। বৃষ্টি তখনো পড়ছে। রাস্তাঘাটে পানি উঠে গেছে। গাড়ি কিছুদূর যাবার পরই ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, স্যার, একটা কথা বলি? যদি মনে কিছু না নেন।

বল।

অপরাধ নিবেন না স্যার।

না অপরাধ নিব না।

রাস্তায় পানি উঠে গেছে। পানির ভিতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেল ইঞ্জিনে পানি ঢুকে যাবে। আমার চাকরি চলে যাবে।

আমি কি এখানে নেমে যাব?

নামলে ভালো হয় স্যার।

গাড়িতে কি ছাতা আছে?

জি না।

জোয়ার্দার বৃষ্টির মধ্যেই নেমে গেলেন। গাড়ি হুস করে তাকে পুরোপুরি ভিজিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। জোয়ার্দার মহা ঝামেলায় পড়লেন। চারদিক অন্ধকার। তিনি কোথায় আছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। বৃষ্টিও নেমেছে আকাশ ভেঙে। তিনি ফুটপাত ধরে এগোচ্ছেন। কিছু দূর যেতেই রাস্তা দুই ভাগ হয়ে গেল। এখন তিনি কোন দিকে যাবেন? খালেকের ড্রাইভার তাঁকে নিতে কেন রাজি হল না তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে। একটা গাড়ি তো তাঁর গা ঘেঁষে গেল। রাস্তার নোংরা পানিতে তিনি দ্বিতীয়বার মাখামাখি হয়ে গেলেন। রাস্তায় কোনো রিকশা নেই। রিকশা থাকলে জিজ্ঞেস করে জানা যেত তিনি কোথায়, তাঁকে কত দূর যেতে হবে?

মিঁয়াও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার চমকে তাকালেন। তার ডান দিকে পুফি। কুকুর যেমন লেজ উঁচু করে রাখে সেও লেজ উঁচু করে রেখেছে। মনে হয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। বিড়াল হাঁটতে শুরু করেছে। তিনি বিড়ালের পেছনে পেছনে যাচ্ছেন। জোয়ার্দার নিশ্চিত এই বিড়াল তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। বিড়াল পানি পছন্দ করে না। কিন্তু এর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তিনি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছেন, বিড়ালও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো। কার সঙ্গে আলাপ করবেন? সবার সঙ্গে সবকিছু নিয়ে আলাপ করা যায় না। ডাক্তার শায়লা তো পাত্তাই দিল না। আজ রাত ন'টায় তার সঙ্গে দেখা করার কথা। লাভ কী? তা ছাড়া যাবেনও বা কীভাবে?

রাত এগারটার দিকে জোয়ার্দার নিজ বাসার সামনে উপস্থিত হলেন। বিড়ালটা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, থ্যাংক য়্যু। বলেই নিজের ওপর খানিকটা রাগ লাগল। বিড়াল থ্যাংক য়্যুর মর্ম বুঝবে না।

জোয়ার্দারের সারা শরীর কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে ছিল। তাঁকে দ্বিতীয়বার গোসল করতে হল। এখন শুয়ে পড়ার সময়; কিন্তু তিনি অভ্যাসবশে টিভির সামনে বসলেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে মহিষের মতো দেখতে কোনো এক প্রাণীর জীবনবৃত্তান্ত দেখাচ্ছে। তিনি আগ্রহ নিয়ে দেখছেন, বিড়ালটাও আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

অনেকক্ষণ হল টেলিফোন বাজছে। তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সারা শরীরে আলস্য। মনে হচ্ছে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়বেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় টেলিফোন ধরলেন। সুলতানা টেলিফোন করেছেন।

এই, টেলিফোন ধরছ না কেন? তিনবার কল করলাম।

জোয়ার্দার বললেন, হুঁ।

কী প্রশ্ন করেছি আর কী উত্তর। হুঁ আবার কী? রাতে খাওয়াদাওয়া করেছ?

হুঁ।

হোটেলে খেয়েছ?

জোয়ার্দার আবারো বললেন, হুঁ। ঝামেলা এড়ানোর জন্য 'হুঁ' বলা।

কী দিয়ে খেয়েছ?

কৈ মাছ, মুরগির মাংস, ছোট মাছ, ঘি।

ঘি?

হুঁ। গরম ভাতে এক চামচ ঘি নিয়েছি।

হোটেলে ঘি দেয়? ঠিক করে বল তো কোথায় খেয়েছ? তুমি আমার সঙ্গে লুকোছাপা কর, এটা আমি জানি। বল কোথায় খেয়েছ?

জোয়ার্দার প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই পাশের ঘরে খিলখিল হাসির শব্দ হল।

সুলতানা বললেন, হাসছে কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার জানেন কে হাসছে। খালি বাড়ি পেয়ে জামাল চলে এসেছে। বিষয়টা সুলতানাকে বলা অর্থহীন। কী বুঝতে কী বুঝবে।

এই, কথা বলছ না কেন? কে হাসে?

কেউ না।

কেউ না মানে। আমি পরিষ্কার শুনছি। খালি বাড়ি পেয়ে কাকে তুমি নিয়ে এসেছ? মেয়েটার নাম কী? রাস্তা থেকে এনেছ? বেশ্যা মেয়ে? কত টাকা দিয়ে এনেছ?

জোয়ার্দার টেলিফোন লাইন কেটে দিলেন। সুলতানার কথা শুনার চেয়ে জন্তুর কাণ্ডকারখানা দেখা যাক। এর মধ্যেও নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় কিছু আছে। মহিষের মতো জানোয়ারটার নাম জানতে পারলে ভালো হতো। অনিকা বলতে পারত।

টেলিফোন আবার বাজছে। বাজুক। ওই দিকে কান না দিলেই হল।

জোয়ার্দার ঠিক করলেন, আজ আর বিছানায় যাবেন না। সোফাতেই ঘুমাবেন। জামালের লাফালাফিটা বাড়াবাড়ি রকমের। মাঝে মাঝে বিড়ালের মিয়াও শব্দও কানে আসছে। সেও যুক্ত হয়েছে জামালের সঙ্গে।

জোয়ার্দার সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। টিভি চ্যানেলের শব্দ, জামালের হইচই, একটু পরপর টেলিফোন বেজে ওঠা কিছুই তাঁর ঘুমের সমস্যা করল না। তবে অনেক দিন পর দুঃস্বপ্নটা দেখলেন।

কালো রঙের মাঝারি সাইজের চেয়েও ছোট একটা কুকুর তাকে কামড়ে ধরেছে। জামাল কুকুরটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। একসময় কুকুরটা তাকে ছেড়ে জামালকে কামড়ে ধরল। জামাল বুকফাটা আর্তনাদ করল, বাজান, বাজানগো।

জোয়ার্দারের স্বপ্ন এ পর্যন্ত হয়ে বাজান বাজান শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আজ ঘুম ভাঙল না। স্বপ্নটা চলতে থাকল। তিনি দেখলেন জামাল চার পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পেট ফুলে আছে। পেট ভর্তি কুকুরের বাচ্চা। পেটের চামড়া ভেদ করে বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে। কী ভয়ংকর দৃশ্য!

বাচ্চাগুলো কাঁদছে। কান্নার আওয়াজ টেলিফোনের রিং টোনের মতো। জোয়ার্দার জাগলেন। কুকুরের বাচ্চা কাঁদছে না। টেলিফোন বাজছে। পুফি মোবাইল ফোন কামড়ে ধরে তার বিছানার কাছে বসা। জামালকেও দেখা যাচ্ছে। সে জোয়ার্দারের পায়ের কাছে বসেছে। নিতান্ত অনিচ্ছায় জোয়ার্দার টেলিফোন ধরলেন। নিশ্চয়ই সুলতানা চিৎকার চেঁচামেচি করে রাতের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেবে। জোয়ার্দার বললেন, সুলতানা বল কী বলবে।

অপরিচিত তরুণী কণ্ঠ বলল, আপনার স্ত্রীর নাম সুলতানা।

জোয়ার্দার বললেন, আপনি কে?

আমার নাম শায়লা। ডাক্তার শায়লা।

ও আচ্ছা।

আজ আপনার আসার কথা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার বললেন, ঝড়বৃষ্টিতে আটকা পড়েছিলাম।

বুঝতে পারছি। আমি অপেক্ষা করেছিলাম। ভালো কথা আপনার মামা কি বেঁচে আছেন?

কোন মামা?

শায়লা বললেন, যে মামার কারণে আমাদের বিয়েটা হয় নি।

ও বড় মামা। হ্যাঁ বেঁচে আছেন। প্যারালাইসিস হয়েছে। বিছানা থেকে নামতে পারেন না।

সরি টু হিয়ার দ্যাট। আপনি আপনার বড় মামার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন। আমি তাকে একটা থ্যাংক য়্যু লেটার পাঠাব।

কেন?

উনার কারণে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি। নিজের মধ্যে প্রচণ্ড জেদ তৈরি হয়েছিল। পড়াশোনা করেছি। রেজাল্ট ভালো করেছি। একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি। আপনার স্ত্রী কি হাউস ওয়াইফ?

জি।

আপনার বড় মামা বাগড়া না দিলে আমাকেও বাকি জীবন হাউস ওয়াইফ হয়ে থাকতে হত। বৎসর বৎসর বাচ্চা পয়দা করতাম। আমার কথা শুনে রাগ করছেন?

না।

আমার ধারণা আমি উল্টাপাল্টা কথা বলছি। নিজের উপর কনট্রোল নেই বলেই বলছি। আমি রাতে নিয়ম করে দু'গ্লাস রেড ওয়াইন খাই। এই অভ্যাস বিদেশ থেকে Ph.D ডিগ্রির সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আজ আপনি না আসায় খানিকটা মেজাজ খারাপ ছিল বলে হুইস্কি খেয়েছি। চার পেগ।

জোয়ার্দার বললেন, ও আচ্ছা।

শায়লা বললেন, নিজের উপর কনট্রোল নেই বলেই এত রাতে টেলিফোন করে উল্টাপাল্টা কথা বলছি। শেম অন মি। টেলিফোন রাখছি। আপনি ঘুমুতে যান। সরি ফর এভরিথিং।

জোয়ার্দার টেলিফোন পাশে রেখে ঘুমুতে গেলেন।

৫

বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলার ব্যবস্থা থাকলে সুলতানা চোখ কপালে তুলতেন না, ব্রহ্মতালুতে তুলে ফেলতেন। বাসার একি অবস্থা! প্রতিটি বালিশের তুলা ছেঁড়া। ঘরের মেঝেতে তুলার সমুদ্র। শুধু যে বালিশের তুলা বের করা হয়েছে তা না, লেপ নামিয়ে লেপের তুলাও বের করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুহিন তুষার ঘটনা দেখে মজা পাচ্ছে। কানাকানি করছে। হাসি চাপার চেষ্টা করছে। ইদানীং তারা অতি অল্পতেই মজা পায়।

অনিকা ভীষণ অবাক। তার কোলে পুফি, পুফিও মনে হচ্ছে অবাক এবং ভীত। অনিকা মার দিকে তাকিয়ে বলল, বাসায় কী হয়েছে মা?

সুলতানা তিক্ত গলায় বললেন, তোমার বাবা লীলাখেলা করেছেন এগুলো লীলাখেলার আলামত।

অনিকা বলল, লীলাখেলা কী মা?

সুলতানা কঠিন গলায় বললেন, অকারণ কথা বলবে না। এখন আমার মাথা গরম। বিড়াল নিয়ে সামনে থেকে যাও। তুহিন তুষার তোমরাও সামনে থেকে যাও। খিক খিক করছ কেন? খিক খিক করার মতো কিছু হয়েছে?

তুহিন তুষার তাদের ঘরে গেল। অনিকা গেল পেছনে পেছনে। লীলাখেলা ব্যাপারটা কী জানতে হবে।

অনিকার প্রশ্নের জবাবে তুহিন বলল, খালুজান খালি বাড়ি পাইয়া এক মেয়েছেলে নিয়া আসছে। তার সাথে লটরপটর করছে। শুদ্ধ ভাষায় লটরপটররে কয় লীলাখেলা।

অনিকা বলল, ঐ মেয়ে আমাদের বালিশ ছিঁড়েছে কেন?

তুষার বলল, শইল গরম হইছে এই জন্যে বালিশ ছিঁড়ছে। শইল গরম হইলে মাথা ঠিক থাকে না। এখন বুঝছ?

অনিকা কিছু না বুঝেই হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল।

সুলতানা জোয়ার্দারের অফিসে টেলিফোন করেছেন। এই মুহূর্তেই সবকিছুর ফয়সালা হওয়া উচিত।

সুলতানা প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, হ্যালো! হ্যালো।

জোয়ার্দার বললেন, তোমরা চলে এসেছ? সবাই ভালো? কারোর অসুখবিসুখ হয় নি তো?

সুলতানা বললেন, এই মুহূর্তে তুমি বাসায় আস।

অফিস ছুটি হবে পাঁচটায়। এই মুহূর্তে কীভাবে আসব?

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি আধঘণ্টার মধ্যে আসবে। এতে চাকরি যদি চলে যায় চলে যাবে।

সুলতানা খট করে টেলিফোন রেখে দারোয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রওনা হলেন। ফ্ল্যাটবাড়ির কোথায় কী হচ্ছে এই খবর দারোয়ানদের কাছে থাকবেই। তারা হচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়ির গেজেট।

গতকাল রাতে ডিউটি কার ছিল?

ম্যাডাম আমার।

তোমাদের স্যার কাল রাতে কখন বাসায় ফিরেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক রাত করে ফিরেছেন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফিরলেন। কাদায় পানিতে মাখামাখি।

তোমার স্যারের সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল তার বয়স কত?

স্যারের সঙ্গে কোনো মেয়ে ছিল না।

তোমার নাম রশিদ না?

জ্বি।

রশিদ আমার সঙ্গে টাল্টুবাজি করবে না। বুঝতে পারছি তোমাকে টাকা খাইয়েছে। কত টাকা খাইয়েছে বল। সে যদি পাঁচশ টাকা দিয়ে থাকে আমি দেব হাজার। সত্যি কথা বলতে হবে।

রশিদ চুপ করে আছে। সুলতানা বললেন, এই নাও হাজার টাকার নোট। এখন বল মেয়ে ছিল?

হুঁ।

কম বয়েসী মেয়ে?

হুঁ।

সারা রাত ছিল?

হুঁ।

মেয়েটা দেখতে কেমন?

ভালো। দেখতে সৌন্দর্য আছে। তয় গায়ের রঙ শ্যামলা।

শ্যামলা রঙ আমি তোমার স্যারকে গিলায়ে খাওয়াব।

সুলতানা তাঁর ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হলেন।

অনিকা, তুহিন তুষারের ঘরে। ঘর ভেতর থেকে তালাবদ্ধ। অনিকা চোখমুখ লাল করে বসে আছে। তুহিন তুষার তাকে লীলালেখার মূল বিষয়টা বুঝাচ্ছে। বুঝাতে গিয়ে দু'বোনই আনন্দ পাচ্ছে। অনিকা তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু খারাপ শব্দও শিখল। ভয়ে এবং আতঙ্কে অনিকার হাত-পা কাঁপছে।

সুলতানা আবার টেলিফোন করলেন। জোয়ার্দারকে কঠিন গলায় বললেন, মেয়ের নাম কী বল?

জোয়ার্দার অবাক হয়ে বললেন, কোন মেয়ের নাম?

ন্যাকা সাজছ? কোন মেয়ের নাম তুমি জানো না! সব বের করে ফেলেছি। দারোয়ান মেয়েকে দেখছে।

ও আচ্ছা।

সুলতানা বললেন, ও আচ্ছা আবার কী? ও আচ্ছা তোমাকে গিলায়ে দিব। আজ শুধু বাসায় আস। এখন বল মেয়ের নাম বল।

জোয়ার্দার কিছু না ভেবেই বললেন, শায়লা।

রাস্তার মেয়ে নাকি অন্য কিছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার।

ও আচ্ছা ডাক্তার। ডাক্তার মেয়ে সারা রাত তোমার চিকিৎসা করেছে। চিকিৎসায় আরাম হয়েছে। শরীরের গরম কমেছে।

সুলতানা এইসব কী বলছ?

এখনো কিছুই বলছি না। কিছুই করছি না। আজ বাসায় ফিরে দেখ কী বলি আর কী করি।

সুলতানা তাঁর ভাই রঞ্জুকে খরব দিয়ে আনালেন। রঞ্জুর গায়ে এরশাদ সাহেবের সাফারি। বাঁ হাতে কালো সিল্কের রুমাল। প্রচুর টাকাপয়সা হবার পর রঞ্জু ঘন ঘন নিজের লেবাস বদলাচ্ছে। কোনোটাতেই তাকে মানাচ্ছে না। লম্বাটে ঠোঁটের কারণে চেহারায় কিছুটা বাঁদর ভাব থেকেই যাচ্ছে।

রঞ্জু বলল, ঘটনা তো মনে হয় ভয়ংকর। বালিশ লেপ কাটাকুটির বিষয়টা বুঝা যাচ্ছে না। দুলাভাইয়ের মাথা ঠিক আছে তো?

সুলতানা বললেন, মাথা ঠিক না থাকলে এখন ঠিক হবে। মাথা ঠিক করার অষুধ দেয়া হবে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরুক। দেখ আমি কী করি।

শুরুতেই হইচইয়ে যাবে না বুবু। ঠাণ্ডা মাথায় ক্রস এগজামিন করবে।

সুলতানা বললেন, যে অবস্থা এই লোক করেছে তারপর কি আর মাথা ঠাণ্ডা থাকবে?

রঞ্জু বলল, কথাবার্তা কী হবে তা কাজের মেয়ে দুটির শোনা ঠিক হবে না। আমি এই দুজনকে নিয়ে যাচ্ছি।

তোর যা ভালো মনে হয় কর।

অনিকা থাকুক তোমার সঙ্গে। তোমার মনের যে অবস্থা একা না থাকাই ভালো। ডিসকাশন যখন শুরু হবে তখন অনিকাকে পাশের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিলেই হবে। তোমাদের পুরো কথাবার্তার একটা অডিও রেকর্ড থাকা দরকার। আমার এই মোবাইলে চার ঘণ্টা অডিও রেকর্ড হয়। তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি তুমি সময় বুঝে বোতাম টেপে দিও।

জোয়ার্দার অফিস ক্যান্টিনে বসে আছেন। তার সামনে হাফ প্লেট কাচ্চি বিরিয়ানি। তিনি অর্ডার দিয়েছেন পাবদা মাছ, সবজি, ডাল। ক্যান্টিনের বয় তাঁর সামনে কাচ্চি বিরিয়ানি রেখেই চলে গেছে। সে চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

খালেক এগিয়ে এল। তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, স্যার আছেন কেমন?

ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কথা বলেন তো স্যার। গত রাতে ড্রাইভার কি আপনাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল? নাকি বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে?

জোয়ার্দার জবাব দিলেন না। তিনি ক্যান্টিনের বয়কে খুঁজছেন। প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। খাবারটা বদলানো দরকার।

খালেক বলল, আমার বাসায় এই নিয়ে বিরাট ক্যাচাল। আমার স্ত্রী একশ ভাগ নিশ্চিত ড্রাইভার আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। ড্রাইভারের কোনো কথাই শামা শুনছে না। ড্রাইভারের চাকরি নট হয়ে গেছে।

তাই নাকি?

ভালো একজন ড্রাইভার পাওয়া আর গুপ্তধন পাওয়া একই ব্যাপার। এ জিনিস শামা বুঝবে না।

আপনার ড্রাইভার খুব ভালো?

অবশ্যই ভালো। গাড়িটাকে সে নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে। এক বছর হয়েছে গাড়ি কিনেছি, এখনো গাড়িতে দাগ পড়ে নাই। এখন আপনি কি স্যার দয়া করে আমার স্ত্রীকে বলবেন ড্রাইভার আপনাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তা হলে গরিব বেচারার চাকরিটা থাকে, আমাকেও একজন ভালো ড্রাইভার হারাতে হয় না।

আচ্ছা আমি বলব।

আমি মোবাইলে শামাকে ধরে দিচ্ছি, আপনি একটু কথা বলুন। আমি জানি ড্রাইভার আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। শামা যখন বলছে তখন ঘটনা এটাই। শামা একটা কথা বলেছে আর কথাটা ঠিক হয় নাই তা হবে না। পীর নিয়ে সংসার করি। যন্ত্রণার সীমা নাই। একজন পুরুষ মানুষের স্ত্রী প্রয়োজন, মহিলা পীর না। মহিলা পীর দিয়ে আমি কী করব? সকাল বিকাল কদমবুসি করব?

খালেক মোবাইল ফোনে তাঁর স্ত্রীকে ধরে ফোন জোয়ার্দারের দিকে এগিয়ে দিল। জোয়ার্দার ইতস্তত করে বললেন, শামা! একটা কথা।

শামা বলল, কী কথা বলতে যাচ্ছেন আমি জানি আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ড্রাইভারের চাকরি থাকবে। স্যার আপনি ভালো আছেন?

হুঁ।

আমার ধারণা আপনি ভালো নেই। একদিন আমার বাসায় আসবেন। আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলব।

আচ্ছা।

আজ কি আসতে পারবেন?

না।

জোয়ার্দার টেলিফোন রেখে দিলেন। খালেক বলল, স্যার আপনি তো মূল কথাটাই বলেন নাই।

জোয়ার্দার বললেন, বলেছি। ড্রাইভারের চাকরি থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালেক আনন্দিত গলায় বলল, বলেন কী? বড় বাঁচা বাঁচলাম।

জোয়ার্দার বাসায় ফিরেছেন। বাসা আগের মতোই লণ্ডভণ্ড অবস্থায় আছে। মেঝেতে তুলা উড়ছে। সুলতানার প্রেশার অতিরিক্ত বেড়েছে বলে ডাক্তার এসে ঘুমের অষুধ দিয়ে তাকে শুইয়ে রেখেছেন। অনিকা আতঙ্কে অস্থির হয়ে বিড়াল কোলে মায়ের পাশে বসা।

রঞ্জু দুই কাজের মেয়েকে নিজের বাড়িতে রেখে আবার ফিরে এসেছে। এর মধ্যে তার পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। সে পরেছে প্রিন্স কোট। গলায় বো টাই। তাকে হোটেলের বেয়ারার মতো লাগছে।

রঞ্জু বসার ঘরে। তার মুখ থমথম করছে। জোয়ার্দার বললেন, কেমন আছ রঞ্জু?

রঞ্জু বলল, আমি ভালো আছি। যদিও ভালো থাকার মতো অবস্থা আমাদের কারোরই নেই। আপনি এখানে বসুন।

বিচার সভা নাকি?

বিচার সভা হবে কী জন্য? আপনার বিচার করার আমি কে? ঘটনা কী বলুন তো? ঘর ভর্তি তুলা কেন?

বালিশ ছিঁড়ে তুলা বের হয়েছে।

বালিশ ছিঁড়েছে কে?

পুফি ছিঁড়েছে। অবিশ্যি আমি তার নাম দিয়েছি কুফি। কুফি। একটা বিড়াল।

দুলাভাই! আপনি তো মানসিক রোগীর মতো কথা বলছেন। আপনার কথাবার্তা যে অসংলগ্ন এটা বুঝতে পারছেন?

হুঁ।

আপনি কিছু গোপন করতে চাইলে করবেন। আমাদের সবারই গোপন করার মতো কিছু না কিছু থাকে। বুবু বলেছিল শায়লা নামের এক ডাক্তার মেয়েকে বাসায় নিয়ে রাত কাটিয়েছেন। শ্যামলা রঙ। কথাটা কি সত্যি?

জোয়ার্দার কিছু বলার আগেই সুলতানা ঝড়ের মতো উপস্থিত হলেন। অনিকা এল তাঁর পিছু পিছু। অনিকা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার জন্য তার খুব খারাপ লাগছে। সে জানে, বাবাকে মা বের করে দেবে। তার মা অনেকবার এই কথা অনিকাকে বলেছে। বাবা যাবে কোথায়?

রঞ্জু বলল, বুবু যা বলার ঠাণ্ডা গলায় বল। তোমার শরীর খুবই খারাপ। প্রেশার অনেক হাই—এটা মনে রাখতে হবে।

সুলতানা বলল, আমি ওই বদমাইশ লোকের সঙ্গে কথাই বলব না। তুই বদমাইশটাকে চলে যেতে বল। এ বাড়িতে সে থাকতে পারবে না।

জোয়ার্দার বললেন, আমি যাব কোথায়?

সুলতানা বললেন, রঞ্জু তুই ওই বদমাইশটাকে বল সে কোথায় যাবে এটা তার ব্যাপার। তাকে এই মুহূর্তে ঘর থেকে বের হতে বল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঞ্জু বলল, আজকের রাতটা থাকুক। ঘটনা কী আমরা জানি তারপর একটা ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

ঘটনা কী সবই জানা আছে। নতুন করে জানার কিছু নাই। তুই বদটাকে যেতে বল। আর যদি সে যেতে না চায় তা হলে কাজি ডেকে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন, এই মুহূর্তে।

জোয়ার্দার উঠে দাঁড়ালেন। তাকালেন মেয়ের দিকে। অনিকা চোখ মুছছে। সে এখন আর বাবার দিকে তাকাচ্ছে না।

সুলতানা বললেন, বদমাইশের কাছ থেকে মোবাইল ফোনটা নে। চেক করে দেখ সেখানে শায়লা নামের ডাক্তার মাগির কিছু আছে নাকি। ফোন চালাচালি নিশ্চয়ই করে।

জোয়াররর্দার পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রঞ্জুকে দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন।

রাত অনেক হয়েছে। জোয়ার্দার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একটা বেঞ্চে বসে আছেন। এ দিকটায় আলো নেই। অন্ধকার হয়ে আছে। কাছেই কোথাও রাতের ফুল ফুটেছে। তিনি ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তিনি অস্থির হয়ে আছেন। দুপুরে তাঁর খাওয়া হয় নি। পাবদা মাছের জন্য অপেক্ষা করতে করতে টিফিনের টাইম শেষ হয়ে গেল। তাঁকে উঠে পড়তে হল।

মিয়াও।

জোয়ার্দার চমকে তাকালেন। ঝোপের আড়ালে বিড়ালটা বসে আছে। জোয়ার্দার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। একজন কেউ তো পাশে আছে। জোয়ার্দার বললেন, এই তোর খবর কী?

বিড়ালটা লাফ দিয়ে বেঞ্চে উঠে এল। জোয়ার্দার বললেন, তোর জন্য ভালো বিপদে পড়লাম। বালিশ ছিঁড়ে তুলা বের না করলে এই বিপদে পড়তাম না।

মিয়াও।

এখন বল, কোথায় যাওয়া যায়। আমার ছোট বোন থাকে যাত্রাবাড়ীতে। তার নাম ফাতেমা। একবার মাত্র গিয়েছি। বাড়ি খুঁজে বের করতে পারব না। ঠিকানাও জানি না।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। মেঘ তেমন নেই। বিদ্যুৎ যখন চমকাচ্ছে রাতে কোনো এক সময় ঝড়বৃষ্টি হবেই। জোয়ার্দার ঝড়বৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করছেন না। তিনি যেখানে বসে আছেন সেখানে ছাতার মতো আছে। তাঁর প্রধান সমস্যা হল ক্ষুধা। পাবদা মাছ দিয়ে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত খেতে পারলে হতো। জোয়ার্দার বিড়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কি খাওয়াদাওয়া করেছিস?

বিড়াল বলল, মিয়াও।

জোয়ার্দার শুয়ে পড়লেন। বিড়ালটা তার গা ঘেঁষে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের ওপর মেঘ জমছে। বৃষ্টি নামল বলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিকা মেয়েটার জন্য খারাপ লাগছে। বাসায় যে ঝামেলা যাচ্ছে এই ঝামেলায় বেচারা কি রাতে কিছু খেয়েছে? মেয়েটার তার বাবার সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা হয়ে গেল। এটা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। মানুষ যা তাই।

জোয়ার্দার নিশ্চিত বাসার অবস্থা ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন অনিকাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবেন। অনিকা জীবজন্তু দেখতে খুব পছন্দ করে।

রঞ্জু তার দুলাভাইয়ের সেই মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে একটি নাম্বার পেয়েছে যেখান থেকে রাত একটায় কল এসেছে। কথা হয়েছে এগার মিনিট বাইশ সেকেন্ড।

রঞ্জু এই নাম্বারে টেলিফোন করল। বিনীত গলায় জানতে চাইল, হ্যালো আপনি কে জানতে পারি?

শায়লা বললেন, টেলিফোন আপনি করেছেন। আপনার জানার কথা কাকে কল করছেন।

এটা আমার দুলাভাইয়ের মোবাইল সেট। আপনি রাত একটায় তাঁকে টেলিফোন করেছেন।

শায়লা বললেন, উনি আমার পেশেন্ট। আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করেছেন বলেই আমি কল করেছি। এত রাত হয়েছে বুঝতে পারি নি।

উনি আপনার পেশেন্ট?

জি। আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।

আমার দুলাভাইয়ের সমস্যাটা কী?

পেশেন্টের সমস্যা তো আপনাকে আমি বলব না।

আপনার নামটা কি জানতে পারি?

হ্যাঁ জানতে পারেন। আমার নাম শায়লা।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

রঞ্জু টেলিফোনের লাইন কেটে সুলতানাকে বলল, ঘটনা তো আসলেই খারাপ। শায়লা নামের মেয়েই টেলিফোন করেছিল।

বলিস কী?

রঞ্জু বলল, বুবু অস্থির হয়ো না। যা করার করা হবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।

AMARBOI.COM

৬

পার্কে আরামের ঘুম দিয়ে জোয়ার্দার ভোর ৬টার দিকে জাগলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন ঝাঁকে ঝাঁকে বুড়ো এবং আধবুড়ো হাঁটাহাঁটি করছেন। অনেকের পরনে খেলোয়াড়দের মতো হাফপ্যান্ট। সাদা কেডস জুতা। উৎসব উৎসব ভাব। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনায় টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলের পেছনে বাবরি চুলের এক ছেলে। সে পঞ্চাশ টাকা করে নিচ্ছে, সুগার মেপে দিচ্ছে। একজন ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র নিয়ে বসেছে। আরেকজনের কাছে ওজনের যন্ত্র। বুড়োদের দল স্বাস্থ্য রক্ষায় বের হয়েছে, এটা বুঝতে তাঁর সময় লাগল।

জোয়ার্দার আঙুল ফুটা করে সুগার মাপালেন। বাবরি চুল বলল, ফাস্টিং এ ফোর পয়েন্ট টু।

জোয়ার্দার বললেন, এটা ভালো না খারাপ?

কমতির দিকে আছে। আপনি কি ইনসুলিন নেন?

না।

জিটিটি করা আছে?

জিটিটি কী?

গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট।

না।

প্রতি বুধবারে আমরা জিটিটির ব্যবস্থা রাখি। বুধবারে চলে আসবেন। করে দেব।

অবশ্যই আসব।

জোয়ার্দার প্রেশার মেপে জানলেন তাঁর নিচেরটা একটু বাড়তির দিকে, তবে ওপরেরটা ঠিক আছে।

ওপর–নিচে ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন না। বোঝার ইচ্ছাও ছিল না। তিনি ওজন মাপলেন। তাঁর ওজন পাওয়া গেল একাত্তর পাউন্ড। ওজনের সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষার কাগজও পাওয়া গেল। সেখানে লেখা অচিরেই লটারি কিংবা গুপ্তধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

এক জায়গায় রঙ চা এবং ডায়াবেটিস বিস্কিট বিক্রি হচ্ছে। পাঁচ টাকায় একটা ডায়াবেটিস বিস্কিট এবং এক কাপ চা। সবাই খাচ্ছে। তিনিও খেলেন। বুড়োদের সঙ্গে কিছুক্ষণ দৌড়ালেন। তাঁর বেশ ভালো লাগল। বুড়োদের সব আলোচনাই রাতের ঘুম, রক্তের সুগার এবং ব্লাড প্রেশারে সীমাবদ্ধ। তাদের জগৎ ছোট হয়ে এই তিনে এসে থেমেছে।

জোয়ার্দারের অফিসে যেতে আধঘণ্টার মতো দেরি হয়ে গেল। তাকে এক জোড়া স্যান্ডেল কিনতে হল। রাতে তাঁর স্যান্ডেল চুরি হয়েছে। চোর পকেটে হাত দেয় নি। মানিব্যাগ নিয়ে গেলে ভালো ঝামেলা হতো। চোর মানিব্যাগ কেন নিল না জোয়ার্দার বুঝতে পারছেন না। মনে হয় এই চোর তেমন এক্সপার্ট না। কিংবা তার চাহিদা কম। সে অল্পতেই তুষ্ট।

অফিসে ঢুকে জোয়ার্দার লক্ষ করলেন, সবাই তাঁর দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে। তাদের তাকানোর ভঙ্গি থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। প্যান্টের জিপার খোলা থাকলে লোকজন এমন করে তাকায়। তাঁর জিপার ঠিক আছে।

অফিসের পিয়ন হঠাৎ পা ছুঁয়ে তাঁকে সালাম করল। জোয়ার্দার বললেন, কী ব্যাপার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যার, আপনার প্রমোশন হয়েছে। আপনি DGA হয়েছেন। জানেন না?

না তো। আমাকে এক কাপ চা দাও।

পিয়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। জোয়ার্দার যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ড্রয়ার খুলে ফাইল বের করতে লাগলেন। পিয়ন বলল, AG স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন না?

দেখা করতে কি বলেছেন?

জি না।

তা হলে শুধু শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করব কেন?

স্যার মিষ্টি খাওয়াবেন না?

মিষ্টি খাওয়াব কেন?

এতবড় প্রমোশন পেয়েছেন মিষ্টি খাওয়াবেন না?

জোয়ার্দার মানিব্যাগ খুলে একশ টাকার একটা নোট বের করলেন।

পিয়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুলতানার বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড।

অনিকা স্কুলে যায় নি। শুকনা মুখে বিড়াল কোলে ঘুরছে। রঞ্জু খবর পেয়ে ভোরে চলে এসেছে। বসার ঘরের সোফায় বসে কিছুক্ষণ পরপর বলছে,

Does not make any sense.

ঘটনা হচ্ছে সকালবেলা সুলতানা আবিষ্কার করেছেন তুহিন তুষারের ঘরের তিনটা বালিশ ছেঁড়া। ঘরময় তুলা উড়ছে। এই দু'জন কাল রাতে ছিল না। রঞ্জু তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। এখন রঞ্জুর সঙ্গে ফিরেছে। তারা সবকিছুতে মজা পায়। এবারের ঘটনায় মজা পাচ্ছে না। তারা আতঙ্কিত কারণ বালিশের ভেতর তাদের গোপন টাকা লুকানো ছিল। তুলার সঙ্গে টাকাও বের হয়েছে।

সুলতানা চায়ের কাপ হাতে ভাইয়ের পাশে বসতে বসতে বললেন, আমি যে ঘরে দুই চুন্নি পুষছি তা তো জানি না। এদের এক্ষুনি বিদায় করা দরকার। আট হাজার তিন শ টাকা পাওয়া গেছে।

রঞ্জু বিরক্ত গলায় বলল, মূল জিনিস নিয়ে আগে আলোচনা কর। টাকা চুরি তো মূল না। কাজের লোক কিছু টাকা এদিক-ওদিক করবে। এটা মেনে নিতে হবে। তোমরা অসাবধান থাকবে ঘরময় টাকা ছড়িয়ে রাখবে। চুরি তো হবেই। উঠানে ধান ছিটিয়ে রাখলে কাক আসে। আসে না?

হুঁ।

দোষ তো কাকের না। দোষ যে ধান ছিটিয়েছে তার। চুরির প্রসঙ্গ আপাতত বাদ। ওদের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেটাই ওদের শাস্তি। এই দু'জন চলে গেলে তোমার সংসার চলবে? কাজের মেয়ে পাওয়া আর ইউরেনিয়ামের খনি পাওয়া এখন সমান। বালিশ ছিঁড়ে তুলা কে বের করল এটা নিয়ে চিন্তা কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা বললেন, ভূত না তো?

রঞ্জু বলল, কথায় কথায় ভূত-প্রেত নিয়ে আসবে না। ভূত-প্রেত আবার কী। আমার ধারণা, দরজা খুলে কেউ ঢুকেছে। তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য এই কাণ্ড করেছে। বালিশ ছিঁড়ে চলে গেছে।

কে ঢুকবে দরজা খুলে?

যার কাছে মেইন দরজা খোলার ছাবি আছে সে ঢুকবে।

তোর দুলাভাইয়ের কথা বলছিস?

রঞ্জু জবাব দিল না।

তোর দুলাভাইকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করব?

রঞ্জু বলল, করতে পার। তবে টেকনিক্যালি জিজ্ঞেস করতে হবে। টেলিফোন তুলেই চিৎকার-চেঁচামেচি করলে তো হবে না। শায়লা মেয়েটি প্রসঙ্গে একটি কথাও বলবে না। আমি অলরেডি লোক লাগিয়েছি তারা পাত্তা লাগাবে।

সুলতানা বললেন, জিজ্ঞাসাবাদ যা করার তুই কর। আমি বাসায় আসতে বলি।

আসতে বললেই তো দুলাভাই ছুটে আসবেন না। অফিস ছুটি হলে তারপর হেলতে-দুলতে আসবেন।

জোয়ার্দারের সঙ্গে মোবাইল ফোন নেই। ফোন সিজ করা হয়েছে। সুলতানা বেশ ঝামেলা করেই অফিসের ল্যান্ডফোনে তাকে ধরলেন।

জোয়ার্দার বললেন, কেমন আছ?

সুলতানা বললেন, আমি কেমন আছি তোমার জানার দরকার নেই। তুমি এক্ষণ বাসায় আস।

অফিস ছুটি হলেই আসব।

বাসায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেও তুমি অফিস করবে?

দুর্ঘটনা ঘটেছে?

তোমার সঙ্গে ইতিহাস কপচাতে পারব না। তোমার কাছে মেইন দরজা খোলার চাবি আছে কি না বল।

চাবি আছে। এখন টেলিফোন রাখি। অফিসে কিছু ঝামেলা হয়েছে।

সুলতানা টেলিফোন রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, রঞ্জু তুই যা ভেবেছিস তাই। তোর দুলাভাইয়ের কাছে মেইন দরজার চাবি আছে। কী অদ্ভুত মানুষ চিন্তা কর। আমাকে ভয় দেখানোর জন্য চুপিচুপি ঘরে ঢুকেছে। বালিশ ছিঁড়ে তছনছ করেছে। এই লোক তো যে কোনো সময় আমাকে খুন করতে পারে। চুপিচুপি ঘরে ঢুকে খুন করে পালিয়ে গেল। কেউ কিছু জানল না।

রঞ্জু বলল, দুলাভাইয়ের যে অদ্ভুত মানসিকতা দেখছি। নাথিং ইজ ইম্পসিবল। তোমাকে বলতে আমার খারাপ লাগছে আমার ধারণা দুলাভাই মাথা খারাপের দিকে যাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা বললেন, আমি তো এই লোকের সঙ্গে বাস করব না। আজ সে অফিস থেকে ফিরুক, তুই তার সঙ্গে ফয়সালা করবি। আমি অনিকাকে নিয়ে তোর বাড়িতে উঠব।

আমার দিক থেকে কোনোই সমস্যা নেই।

অনিকা দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনছে। সেখান থেকেই ক্ষীণ গলায় বলল, বাবা একা থাকবে?

সুলতানা বিরক্ত গলায় বললেন, একা থাকবে কোন দুঃখে? রাস্তা থেকে মেয়ে ধরে আনবে। ঐ মেয়ের কোলে বসে বাকি জীবন কাটাবে।

রঞ্জু বলল, বাচ্চাদের সামনে এ ধরনের কথা বলা ঠিক না।

জোয়ার্দার সাহেবের অফিসে আসলেই ঝামেলা হচ্ছে। তাঁর সিনিয়র সহকর্মী বরকতউল্লাহর মাথা খারাপের মতো হয়ে গেছে। প্রমোশনের জন্য তিনি অনেক ওপরের লেভেলে ধরাধরি করিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব বরকতউল্লাহর আত্মীয়, সে বলেছে, বরকত ভাই, আপনি নাকে খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে ঘুমান। খাঁটি তেল আপনার সন্ধানে না থাকলে আমাকে বলুন, আমি ঘানি ভাঙা তেল এনে দেব। DGA আপনি হচ্ছেন। কলকাঠি যা নাড়ার তা নাড়া হয়েছে। এরচে বেশি নাড়লে কাঠি ভেঙে যাবে।

আজ ভোরবেলা কলকাঠি নাড়ার ফলাফল দেখে বরকতউল্লাহ স্তম্ভিত। ঘণ্টা দুই ঝিম ধরে থাকার পর হঠাৎ তাঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলেন। অশ্রাব্য ভাষায় জোয়ার্দারকে গালাগালি।

নির্বোধ গাধা। শূন্য আইকিউর একজন মানুষ। সে DGA হয় কীভাবে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া তো না, একে বলে হাতি ডিঙিয়ে কলা গাছ খাওয়া। আমি চুপচাপ বসে থাকব না। হাইকোর্টে মামলা করব। শালাকে আমি...।

বাকি কথা লেখা সম্ভব না। গালাগালি শোনার আনন্দের জন্য বরকতউল্লাহর অফিস রুমের সামনে ভিড় জমে গেল। গালাগালি করতে করতেই তাঁর স্ট্রোক হল। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে তিনি মেঝেতে পড়ে গেলেন। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

ক্যান্টিনে জোয়ার্দার এক কোনায় বসে আছেন। তাঁর এদিকে কেউ আসছে না। তবে ক্যান্টিনের বয় কয়েকবার এসে খোঁজ নিয়ে গেছে। তিনি সবজি, কৈ মাছ, ডালের অর্ডার দিয়েছেন। আজ মনে হয় দেরি হবে না। খালেক ক্যান্টিনে ঢুকে সংকুচিত ভঙ্গিতে জোয়ার্দারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার বসব?

জোয়ার্দার অবাক হয়ে বললেন, জিজ্ঞেস করছেন কেন?

এত বড় অফিসারের সামনে বসাও তো একধরনের বেয়াদবি। স্যার, আমি আপনার প্রমোশনে অন্তর থেকে খুশি হয়েছি। শুধু আমি একা না, অনেকেই খুশি হয়েছে। ভাবিকে কি খবরটা দিয়েছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

জানি উনাকে খবর দিবেন না। আপনি অতি আজব মানুষ। আজ বাসায় যাবার সময় অবশ্যই ভাবির জন্য কোনো উপহার কিনে নিয়ে যাবেন।

কী উপহার কিনব?

মেয়েরা শাড়ি পেলে খুশি হয়। জামদানি শাড়ি কিনে নিয়ে যাবেন।

এত টাকা সঙ্গে নাই।

আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে কিনবেন। শাড়ি আমি পছন্দ করে দেব। স্যার, আপনার ক্রেডিট কার্ড নাই?

না।

আশ্চর্য! আজকাল তো ভিক্ষুকেরও ক্রেডিট কার্ড আছে। আচ্ছা আমি এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লাগবে না।

লাগবে না মানে? অবশ্যই লাগবে। এখন তো আর লেবেনডিসভাবে চললে হবে না। গাড়িতে যাওয়া-আসা করবেন। ভাবই অন্য রকম।

গাড়ি কোথায় পাব?

অফিসের গাড়ি। DGA-র গাড়ি আছে।

ও আচ্ছা।

AMARBOI.COM

জোয়ার্দার বাসায় ফিরলেন সন্ধ্যায়। সুলতানার হাতে শাড়ি দিতেই সুলতানা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, শাড়ি দিয়ে পার পেতে চাচ্ছ? লুচ্চা কোথাকার। এই শাড়ি রেখে দাও। রাস্তা থেকে যে মেয়ে আনবে তাকে দিও। এখন সামনে বস। তোমার সঙ্গে খুবই জরুরি কথা আছে। কথাগুলো আমি গুছিয়ে বলতে পারব না। কারণ তোমাকে দেখলেই রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। রঞ্জু তুই বল।

সুলতানা সামনে থেকে চলে গেলেন। রঞ্জু বলল, দুলাভাই! বুবুর মানসিক অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। প্রেশার ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। আপনাকে দেখলে রেগে যাচ্ছে। আমার মনে হয় কিছুদিন আপনাদের আলাদা থাকা ভালো।

জোয়ার্দার বললেন, আচ্ছা।

বুবু কিছুদিন থাকুক আমার সঙ্গে।

থাকুক।

কী ঘটেছে আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না। আপনি কি নিজে থেকে কিছু বলবেন?

জোয়ার্দার বললেন, আমার মনটা খুব খারাপ। অফিস থেকে আসার পথে খবর পেয়েছি বরকতউল্লাহ্ সাহেব মারা গেছেন।

বরকতউল্লাহ কে?

আমার একজন কলিগ। স্ট্রোক করে মারা গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত এগারটা। জোয়ার্দারের বাসা খালি। সবাই চলে গেছে। রাতের জন্য জোয়ার্দার চুলায় খিচুড়ি বসিয়েছেন।

ছাত্রজীবনে অনেকবার নিজে রান্না করেছেন। মাঝে মধ্যে এখনো রাঁধতে হয়। খিচুড়ি অখাদ্য হবে না। রান্নার শেষে এক চামচ ঘি দিতে পারলে ভালো হতো। তিনি ঘিয়ের কৌটা খুঁজে পাচ্ছেন না।

শোবারঘরে হুটোপুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিড়ালটা নিশ্চয় চলে এসেছে। বাসা যেহেতু খালি, জামালেরও আসার সম্ভাবনা।

জোয়ার্দার রান্নাঘর থেকেই লক্ষ করলেন কে যেন মন দিয়ে টিভি দেখছে। জামালের মতো না, বয়স্ক একজন মানুষ। জোয়ার্দার এগিয়ে গিয়ে দেখেন বরকতউল্লাহ বসে আছেন। এটা কী করে সম্ভব?

বরকতউল্লাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভালো আছেন?

জোয়ার্দার তাকিয়েই আছেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বরকতউল্লাহ বললেন, কাইন্ডলি চ্যানেলটা বদলে দিন।

আমাকে বলছেন?

আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব? আর কেউ কি এখানে আছে? আমি সারা জীবন বলেছি আপনি একজন নির্বোধ। আমি যে একা বলেছি তা–না। সবাই বলেছে। তারপর প্রমোশন হয়ে গেল আপনার। এর মানে কি জানেন?

না।

এর মানে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হায়ার লেভেল গর্দভ চায়।

স্যার! আপনি যে মারা গেছেন এটা জানেন?

গর্দভের মতো কথা বলবেন না। যদি সম্ভব হয় এক কাপ কফি খাওয়ান।

গেস্টরুমটা দেখিয়ে দেই স্যার যদি ইচ্ছা করে গেস্টরুমে ঘুমাবেন।

আমি কোথায় ঘুমাব এটা আমার মাথাব্যথা আপনার না। You go to hell.

জোয়ার্দার মোটামুটি নিশ্চিত হলেন তার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে। তার কোনো মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৭

জোয়ার্দার শায়লার সামনে সংকুচিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। শায়লা বললেন, রসমালাই এনেছেন?

জোয়ার্দার বললেন, না।

আনেন নি কেন? যতবার আমার এখানে আসবেন ততবার রসমালাই আনতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা আনব।

আমি রাত একটায় টেলিফোন করেছিলাম এই নিয়ে কি বাসায় কোনো সমস্যা হয়েছে?

না।

আপনার এক শ্যালকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তার কথাবার্তা কীরকম যেন লাগল। বাদ দিন ঐ প্রসঙ্গ। আপনার শরীর কেমন?

ভালো।

চা খাবেন?

না।

না বললে হবে না। আপনি যতবার আসবেন আমার সঙ্গে চা খেতে হবে।

জোয়ার্দার বললেন, আপনার ছেলেমেয়ে কী?

শায়লা চা বানাতে বানাতে বললেন, আমি বিয়ে করি নি। কাজেই ছেলেমেয়ের প্রশ্ন আসছে না। একটা মেয়েকে দত্তক নিয়েছি। তার নাম সুপ্তি। তিন মাস বয়সে দত্তক নিয়েছিলাম। দিনরাত ঘুমিয়ে থাকত বলে নাম দিয়েছিলাম সুপ্তি। এখন তার বয়স আট। দিনরাত জেগে থাকে। আপনি কি চায়ে চিনি খান?

খাই।

শায়লা বলল, ঝিম ধরে চা খাবেন না। চা খেতে খেতে গল্প করুন।

জোয়ার্দার বললেন, কারো পক্ষে কি মৃত মানুষকে দেখা, তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব?

আপনি মৃত কাউকে দেখছেন? তার সঙ্গে কথা বলছেন?

হুঁ। বরকতউল্লাহ সাহেব। আমাদের অফিসে কাজ করতেন। আমার সিনিয়র ছিলেন। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

মৃত মানুষটার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়?

আমার বাসায়। উনি বেশিরভাগ সময় সোফায় বসে টিভি দেখেন।

শায়লা বললেন, আপনার মোবাইলে কি ছবি তোলার অপশন আছে?

জানি না আছে কি না। মোবাইল আমার সঙ্গে নেই। রঞ্জু নিয়ে নিয়েছে।

আরেকটা সেট কিনতে পারবেন না যেখানে ছবি তোলার ব্যবস্থা আছে।

খালেককে বললেই কিনে দেবে। সে এইসব ব্যাপারে খুবই দক্ষ।

শায়লা বললেন, ছবি তোলা যায় এমন একটা মোবাইল সেট আপনি কিনবেন। বরকতউল্লাহ সাহেবের কয়েকটা ছবি তুলবেন। পারবেন না?

পারব।

বিড়ালটা কি এখনো আসে?

আসে।

সেই বিড়ালটার ছবি তুলবেন। আপনার মেয়ের কোলে যে বিড়াল থাকে তার ছবি তুলবেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা তুলব। এখন উঠি?

শায়লা বললেন, এখন উঠবেন না। আরো কিছুক্ষণ বসবেন। আমি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিব। বক্তৃতাটা মন দিয়ে শুনবেন। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

শায়লা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমরা কঠিন নিয়মের এক জগতে বাস করি। নিয়মের সামান্য নড়চড় হলেই জগৎ ভেঙে পড়বে। জগৎকে পদার্থবিদ্যার সূত্রে মেনে চলতে হয়। কোনো মৃত মানুষ যদি আপনার সঙ্গে বসে হিন্দি ছবি দেখে তা হলে পদার্থবিদ্যার সূত্র কাজ করবে না।

জোয়ার্দার ক্ষীণ গলায় বললেন, তা হলে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

শায়লা বলল, সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। তবে আমি নিজে মনে করি আপনি অসম্ভব কল্পনাবিলাসী একজন মানুষ। যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রচুর কল্পনা করেন বলে একসময় কল্পনাটা নিজের কাছে সত্যি মনে হতে থাকে। বুঝতে পারছেন?

হুঁ।

ভাবির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী রকম?

ভালো না।

সমস্যাটা কার? ভাবির না আপনার?

আমার। সে আমার সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

আপনি বুঝাবার চেষ্টা করছেন না বলেই বুঝতে পারছেন না। একবার ভাবিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন না। দুজনের সঙ্গে কথা বলি। আমার কাজটা তখন হবে ম্যারেজ কাউন্সিলারের।

আচ্ছা আমি নিয়ে আসব। অনিকাকেও নিয়ে আসব।

শায়লা বললেন, চেম্বারে আনার দরকার নেই। কোনো একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের লাঞ্চ করলাম।

জি আচ্ছা। এখন কি আমি উঠব?

উঠুন। বাসায় যাবেন?

জি।

বাসায় গিয়ে যদি দেখেন বরকত সাহেব সোফায় শুয়ে আছেন, ছবি তুলতে ভুলবেন না।

ছবি কীভাবে তুলব? মোবাইল ফোন তো কেনা হয় নি।

সরি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কাছে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা আছে। অপারেশন খুব সহজ। টিপলেই ছবি। ক্যামেরাটা নিয়ে যান।

জি আচ্ছা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত একটা দশ। জোয়ার্দারের ঘুমাতে যাবার কথা। তিনি ঘুমাতে যান নি। বরকতউল্লাহর পাশে বসে আছেন। দু'জনের দৃষ্টিই টিভির দিকে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির অনুষ্ঠান হচ্ছে। পেঙ্গুইন পাখি দেখাচ্ছে। পাখির একটা দল বরফের ওপর দাঁড়িয়ে। অন্য দল পানিতে। পানির দলটা বরফে উঠতেই বরফের দল নেমে যাচ্ছে। ওঠা-নামা চলছেই।

জোয়ার্দার একটু আগে খিচুড়ি খেয়েছেন। খিচুড়ি খেতে ভালো হয়েছে। ভদ্রতা করে তিনি বরকতউল্লাহকে খিচুড়ি খেতে বলেছিলেন। বরকতউল্লাহ্ জবাব দেন নি। একজন মৃত মানুষ তাঁর পাশে বসে আছে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বরকতউল্লাহকে বললেন, চা খাবেন?

বরকতউল্লাহ না-সূচক মাথা নাড়লেন।

রাতে ঘুমাবেন? গেস্টরুম খালি আছে। গেস্টরুমে ঘুমাতে পারেন।

বরকতউল্লাহ মূর্তির মতো বসে রইলেন। তিনি রাতে ঘুমাতে যাবেন এ রকম মনে হচ্ছে না। জোয়ার্দারের বাসা খালি। খালি বাসায় জামাল এবং বিড়ালটা চলে আসে। আজ তারা আসে নি। জোয়ার্দার টিভির অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিলেন। পেঙ্গুইনরা এখন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। জোয়ার্দার নিজের মনেই বললেন, ঘটনা কী?

বরকতউল্লাহ বললেন, এরা ডিম পাহারা দিচ্ছে।

জোয়ার্দার বললেন, ও আচ্ছা।

বরকতউল্লাহ বললেন, এসব প্রোগ্রাম মন দিয়ে দেখতে হয়।

জি জি।

ডিম পাহারা দিচ্ছে পুরুষ পেঙ্গুইনরা।

ও আচ্ছা।

ওদের সোসাইটিতে এটাই নিয়ম।

জোয়ার্দার বললেন, ইন্টারেস্টিং!

বরকতউল্লাহ বিরক্ত গলায় বললেন, ইন্টারেস্টিং কিছু না। প্রাণীদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে চলতে হয়। আপনার টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরুন। ফোন হাতের কাছে রাখতে হয়। ফোন ধরতে যাবেন, অনেকটা প্রোগ্রাম মিস করবেন।

তা হলে কি টেলিফোন ধরব না?

আপনার ইচ্ছা।

জোয়ার্দার ইতস্তত করে বললেন, আমি কি আপনার একটা ছবি তুলতে পারি?

বরকতউল্লাহ বিরক্ত মুখে বললেন, ছবি তোলার প্রয়োজনটা কী? একটা ছবি দেখছি তার মধ্যে বদারেশন। মোবাইলে ক্যামেরা আসায় এমন বদারেশন হয়েছে সবাই ছবি তোলে।

জোয়ার্দার বললেন, স্যার আপনি বিরক্ত হলে ছবি তুলব না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরকতউল্লাহ বললেন, শখ করেছেন যখন তুলে ফেলেন। মাথার ডান দিক থেকে তুলবেন বাঁদিকে চুল কম।

জোয়ার্দার ছবি তুললেন। আবার টেলিফোন বাজছে।

জোয়ার্দার টেলিফোন ধরার জন্য শোবার ঘরে গেলেন। টেলিফোন করেছেন সুলতানা। তাঁর গলার স্বরে আতঙ্ক এবং হতাশা।

তুমি কি একটু আসতে পারবে?

কোথায় আসব?

রঞ্জুর বাসায় আসবে। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। রঞ্জুর ড্রাইভার তোমাকে নিয়ে আসবে। একটা সমস্যা হয়েছে।

জোয়ার্দার বললেন, ও আচ্ছা।

সুলতানা বললেন, ও আচ্ছা আবার কী? সমস্যাটা কী হয়েছে জানতে চাইবে না?

কী সমস্যা?

রঞ্জু তার বাসার বেডরুমে আটকা পড়েছে। বের হতে পারছে না।

দরজা লক হয়ে গেছে?

কী হয়েছে আমি জানি না, তোমাকে আসতে বলছি তুমি আস।

আমি এসে কী করব? আমি তো চাবি বানানোর মিস্ত্রি না। এত রাতে চাবি বানানোর মিস্ত্রি পাওয়াও যাবে না।

তোমাকে আসতে বলছি তুমি আস। আরো ঘটনা আছে।

আর কী ঘটনা?

রঞ্জুর সঙ্গে তুহিন-তুষারও আটকা পড়েছে। কেলেঙ্কারি ব্যাপার।

কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে কেন?

এত রাতে দুটা কাজের মেয়ে রঞ্জুর শোবার ঘরে। কেলেঙ্কারি না?

চা-কফি কিছু নিশ্চয়ই দিতে গিয়েছিল।

তোমাকে যুক্তি দিতে হবে না। তোমাকে আসতে বলছি আস। গাড়ি এর মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা। রাস্তা ফাঁকা।

জোয়ার্দার বললেন, আমার আসতে সামান্য দেরি হবে। টিভিতে পেঙ্গুইনদের ওপর একটা প্রোগ্রাম দেখছি। প্রোগ্রাম শেষ হলেই রওনা দেব। প্রোগ্রামের মাঝখানে উঠে গেলে উনি হয়তো রাগ করবেন।

উনিটা কে?

ইয়ে আমার এক সহকর্মী। হঠাৎ চলে এসেছেন।

তোমার কথাবার্তার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। এত রাতে বাসায় সহকর্মী?

জোয়ার্দার চুপ করে রইলেন।

শায়লা নামের ঐ মাগি চলে এসেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না না, বরকতউল্লাহ সাহেব এসেছেন। আমার কলিগ।

গাড়ি পৌছামাত্র তুমি গাড়িতে উঠবে। এ বিষয়ে আমি দ্বিতীয় কোনো কথা শুনতে চাই না।

আচ্ছা।

জোয়ার্দার বসার ঘরে ফিরে গেলেন। বরকতউল্লাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি ইন্টারেস্টিং পার্টটাই মিস করেছেন। যেসব পেঙ্গুইন মায়েদের ডিম নষ্ট হয়ে যায় তারা অন্যের ডিম চুরি করে।

বলেন কী!

চুপ করে বসে দেখুন। কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না।

জোয়ার্দার লজ্জিত গলায় বলণেন, আমাকে রঞ্জুর বাসায় যেতে হবে। রঞ্জু হচ্ছে আমার শ্যালক। ও তার শোবার ঘরে আটকা পড়েছে। বের হতে পারছে না। মনে হয় তাকে দরজা ভেঙে বের করতে হবে। তার সঙ্গে দুটা কাজের মেয়েও আটকা পড়েছে।

বরকতউল্লাহ বিরক্ত গলায় বললেন, এত কথা বলছেন কেন? মন দিয়ে একটা প্রোগ্রাম দেখছি।

সরি।

বরকতউল্লাহ জবাব দিলেন না। অপলক চোখে টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এখন পেঙ্গুইনরা দল বেঁধে কোথায় যেন যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

জোয়ার্দার রঞ্জুর শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ানো। সুলতানা তাঁর পাশে। সুলতানার চোখে পানি। তিনি একটু পরপর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন। তাঁর পাশেই অনিকা পুফিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছে।

ঘরের ভেতর থেকে বিড়ালের তীক্ষ্ণ মিঁয়াও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। জোয়ার্দার নিশ্চিত হলেন তাঁর কাছে যে বিড়াল আসে সেটাই রঞ্জুর ঘরে। বিড়াল যতবার মিঁয়াও করছে ততবারই তুহিন-তুষার চেঁচাচ্ছে, ও আল্লাগো! ও আল্লাগো!

সুলতানা জোয়ার্দারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু একটা কর।

কী করব?

দরজা ভাঙার ব্যবস্থা কর।

আমি কীভাবে দরজা ভাঙব?

শাবল দিয়ে বাড়ি দিয়ে ভাঙ।

শাবল কোথায় পাব?

রঞ্জু ঘরের ভেতর থেকে বলল, দুলাভাই ভাঙাভাঙিতে যাবেন না। ফ্ল্যাটের সব মানুষ ছুটে আসবে। কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার বললেন, কেলেঙ্কারির কী আছে? তুমি আটকা পড়েছ এটা একটা সমস্যা এর মধ্যে কেলেঙ্কারি কেন আসবে?

রঞ্জু হতাশ গলায় বলল, কেলেঙ্কারির কী আছে তা আপনি বুঝবেন না। এত বুদ্ধি আপনার মাথায় নাই।

জোয়ার্দার বললেন, তোমার ঘরে কি কোনো বিড়াল আছে?

হ্যাঁ আছে। পুফি হারামিটা কীভাবে যেন ঢুকেছে। আঁচড়াচ্ছে–কামড়াচ্ছে। ভয়ংকর অবস্থা।

জোয়ার্দার বললেন, পুফি না। এটা অন্য বিড়াল। এ বিড়ালটাকে মনে হয় আমি চিনি। পুফি অনিকার কোলে।

জোয়ার্দার দরজায় হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। তুহিন–তুষার দৌড়ে ঘর থেকে বের হল। তুহিনের গায়ে শুধু পেটিকোট। তুষার সম্পূর্ণই নগ্ন।

সুলতানা জোয়ার্দারকে বললেন, তুমি অনিকাকে নিয়ে অন্য ঘরে যাও। রঞ্জুর সঙ্গে আমি একা কথা বলব। জোয়ার্দার মেয়ের হাত ধরে পাশের ঘরে ঢুকলেন।

রঞ্জু বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। বিড়াল তাকেও কামড়েছে। শরীর রক্তাক্ত।

সুলতানা বললেন, মেয়ে দুটা তোর ঘরে কেন?

রঞ্জু বলল, বুবু শোনো। প্রায়োরিটি বলে একটা বিষয় আছে। তুমি প্রায়োরিটি বোঝো না। আমি ঘরে আটকা পড়েছি। দরজা খুলছে না। ঘরে ঢুকেছে একটা বুনো বিড়াল। আমাদের কামড়াচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে। এ ঘটনা কেন ঘটল সেটাই প্রায়োরিটি বিবেচনা করা উচিত। মেয়ে দুটা আমার ঘরে কেন সেটা অনেক পরের আলোচ্য বিষয়।

সুলতানা বললেন, আমি এটাই আগে জানতে চাই।

আগে জানতে চাইলে বলি। মন দিয়ে শোনো। উত্তেজনা একটু কমাও। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ লজিক ধরতে পারে না। আমার লজিক তুমি ধরতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। রাত একটার দিকে পানির পিপাসা পেল। বিছানার কাছে জগে পানি। পানি গ্লাসে ঢালতে গিয়ে দেখি পিঁপড়া ভাসছে। আমি তুহিনকে বললাম এক বোতল ঠাণ্ডা পানি দিতে। তুমি জানো, ওরা দু'জন সব সময় একসঙ্গে চলে। দুই বোন পানির বোতল নিয়ে ঢুকেছে। বোতল রেখে চলে যাবে হঠাৎ দেখে দরজা লক হয়ে গেছে। এর মধ্যে জানালা দিয়ে ঢুকল বিড়াল। তোমার কাছে ঘটনা কি পরিষ্কার?

সুলতানা কিছু বললেন না। রঞ্জু বলল, জগটা হাতে নিয়ে দেখো, জগের পানিতে পিঁপড়া ভাসছে। আর এই দেখো পানির বোতল। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না কাজের মেয়ে দুটিকে আমি অন্য উদ্দেশ্যে ডেকেছি। আমার রুচি এখনো এত নিচে নামে নি। এখন তুমি ঘর থেকে যাও। আমি ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা চিন্তা করি।

সুলতানা তুহিন–তুষারের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুই মেয়ে চৌকিতে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। তারা সুলতানাকে দেখে মিইয়ে গেল। দু'জনই তাকিয়ে আছে বিছানার চাদরের দিকে। কেউ চোখ তুলছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা বললেন, তোদের কী ঘটনা সবই রঞ্জু আমার কাছে স্বীকার করে পা ধরে ক্ষমা চেয়েছে বলে আমি ক্ষমা করেছি। তোরাও নিজের মুখে যা ঘটেছে বলবি। তারপর পা ধরে ক্ষমা চাইবি। আমি ক্ষমা করে দেব। প্রথমে তুহিন বল।

তুহিন বিড়বিড় করে বলল, উনি যদি আমাদের বলে রাত একটার দিকে সবাই ঘুমায়ে পড়লে চলে আসবি। আমরা কি তখন বলতে পারি 'না'। উনার একটা ইজ্জত আছে না? আপনারেই বা কীভাবে বলি। লজ্জার ব্যাপার। আপনার আপন ভাই।

প্রায়ই তার ঘরে যাস?

উনার এইখানে যখন থাকি তখন যাই।

তুষার এবার মুখ খুলল। সে নিচু গলায় বলল, আজ রাতে কোনো ঘটনা ঘটে নাই। আল্লাহর কিরা। আজ অন্য কারণে গেছি।

কারণটা কী?

তুষার বলল, আমাদের দু'জনের পেটে সন্তান এসেছে। উনি বলেছেন, সন্তান খালাসের ব্যবস্থা করে দিবেন। কোনো সমস্যা হবে না। আজ রাতে ওই বিষয়ে আলাপ করতে উনি ডেকেছিলেন।

সুলতানা হতভম্ব হয়ে দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারা যে খুব লজ্জিত বা ভীত তাও মনে হল না। তুহিনের ঠোঁটের কোণায় হাসির আভাসও চকিতের জন্য দেখা গেল।

AMARBOI.COM

জোয়ার্দারকে গাড়িতে করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। অনিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। সুলতানা জেগে আছেন। তিনি বসে আছেন খাবার ঘরের চেয়ারে। তাঁর হাতে চায়ের কাপ। তিনি কাপে চুমুক দিচ্ছেন না।

রঞ্জু এসে তাঁর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, বুবু চিন্তা করে কিছু পেয়েছ?

সুলতানা জবাব দিলেন না। রঞ্জু বলল, বুনো বিড়ালের বিষয়টা আমি বের করেছি। সে এসেছে পুফির খোঁজে। টম ক্যাট তো, এদের সঙ্গিনী দরকার। এ সময় এদের মাথাও থাকে গরম।

সুলতানা কঠিন চোখে তাকালেন। রঞ্জু বলল, বাকি থাকল অটো সিস্টেমে দরজা লক হয়ে যাওয়া। এরও ব্যাখ্যা আছে। মেকানিক্যাল ফল্ট। ভোরবেলা একজন তালাওয়ালা আনব সে পরীক্ষা করে দেখবে। চায়নিজ তালা কেনাটাই ভুল হয়েছে। নেক্সট টাইম সিঙ্গাপুর গেলে তালা নিয়ে আসব। বুবু কথা বলছ না কেন? এত চিন্তিত হবার কিছু নেই। সবকিছুরই ব্যাখ্যা আছে।

সুলতানা বললেন, তুহিন–তুষার যে পেট বাঁধিয়ে বসে আছে তার ব্যাখ্যা কী?

এইসব আবার কী বলছ?

তুই ভালো করে জানিস কী বলছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঞ্জু বলল, বুবু শোন। কাজের মেয়েরা প্রেগনেন্ট হয় ড্রাইভার, দারোয়ানদের কারণে। দোষ দেয় বাড়ির কর্তাদের। উদ্দেশ্য হল বিপদে ফেলে টাকাপয়সা হাতানো। ড্রাইভার দারোয়ান শ্রেণী তো টাকাপয়সা দিতে পারবে না। হা হা হা।

সুলতানা বললেন, হা হা করবি না। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব বদ কোথাকার।

৮

খালেক হাসিমুখে বলল, স্যার, আগামী পরশু আমার মেয়ের জন্মদিন।

জোয়ার্দার ফাইল থেকে চোখ না তুলেই বললেন, ও আচ্ছা।

খালেক বলল, স্যার, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আপনি প্রধান অতিথি।

জোয়ার্দার বিস্মিত গলায় বললেন, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকে?

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সবই থাকে।

জানতাম না তো।

খালেক বলল, অফিস ছুটি হলে আমি আপনাকে নিয়ে যাব। ঠিক আছে স্যার?

হুঁ।

জোয়ার্দার চাচ্ছেন যেন খালেক তাড়াতাড়ি এই ঘর ছেড়ে যায়। তাঁর টেবিলের নিচে কুফি বসে আছে। এই দৃশ্য তিনি অন্যদের দেখাতে চান না। নানান প্রশ্ন করবে। সব মানুষের কৌতূহল এভারেস্টের চূড়ার মতো।

খালেক বলল, স্যার, আপনার এখানে একটু বসি? এক কাপ চা খেয়ে যাই।

জোয়ার্দার আমতা আমতা করে বললেন, একটা জরুরি কাজ করছিলাম।

তা হলে আর বিরক্ত করব না। পরশু দিন ছুটির পর আপনাকে নিয়ে যাব।

খালেক ঘর থেকে বের হতেই জোয়ার্দারের মন সামান্য খারাপ হল। তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন এ কারণেই খারাপ লাগছে। তিনি কোনো জরুরি কাজ করছেন না। প্রমোশন পাবার পর তাঁর কাজ কমে গেছে। এসি ছেড়ে ঘর ঠাণ্ডা করে চুপচাপ বসে থাকাই এখন তাঁর প্রধান কাজ।

বিড়ালটা এক অর্থে তাঁর সময় কাটাতে সাহায্য করছে। কাল দুপুরের পর সে একটা ইঁদুর ধরেছে। বিড়াল ইঁদুর ধরে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলে না। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে খেলে, তারপর মারে। এই কথা তিনি শুনেছেন, আগে কখনো দেখেন নি। কালই প্রথম দেখলেন। ইঁদুরের বুদ্ধি দেখেও চমৎকৃত হলেন। বিড়ালের হাত থেকে একবার ছাড়া পেয়ে ভালো খেলা দেখাল। দৌড়ে সামনে যাচ্ছে হঠাৎ ১৮০ ডিগ্রি টার্ন নিয়ে উল্টা দৌড় শুরু করছে। বিড়াল বিভ্রান্ত। শেষ পর্যন্ত ইঁদুরটা পার্টিশনের একটা ফাঁক বের করে পালিয়ে গেল। বিড়াল হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল। জোয়ার্দার বিড়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে বুদ্ধিতে হারিয়ে দিয়েছে। তোর মন খারাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারছি। হেরে গেলে সবার মন খারাপ হয়। আমি প্রায়ই বুদ্ধিতে আমার মেয়ের কাছে হেরে যাই। আমারও খানিকটা মন খারাপ হয়। আমার মেয়েকে তুই চিনিস? অনিকা তার নাম।

বিড়ালের মনে হয় কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। সে জোয়ার্দারের টেবিলের নিচে ঢুকে তাঁর চোখের আড়াল হয়ে গেল। জোয়ার্দার অবিশ্যি কথা বন্ধ করলেন না। চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি বললেন, বেশি বুদ্ধি থাকা কোনো কাজের কথা না। এজন্য বাংলা ভাষায় বাগধারা আছে 'অতিচালাকের গলায় দড়ি'। আমার শ্যালক রঞ্জুর অসম্ভব বুদ্ধি। অর্থাৎ অতিচালাক। এ কারণেই তার গলায় দড়ি পড়েছে। বিরাট ঝামেলায় আছে। কী ঝামেলা সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার স্ত্রী তাকে নিষেধ করে দিয়েছে সে যেন বাসায় কখনো না আসে।

এই কুফি একটু বের হ। তোর ছবি তুলব। শায়লা তোর ছবি দেখতে চাচ্ছে। তোর কথা শায়লাকে বলেছি। সে বিশ্বাস করে না। ছবি দেখলে বিশ্বাস করবে।

কুফি আড়াল থেকে বের হল। জোয়ার্দার তার বেশ কিছু ছবি তুললেন। সে আপত্তি করল না। জোয়ার্দার বললেন, বাড়িতে বিরাট ঝামেলা হচ্ছে। অফিসে আমি আরামে আছি।

কুফি বলল, মিঁয়াও।

বাড়ির ঝামেলাটা কী তা জানার কোনো আগ্রহ জোয়ার্দার বোধ করছেন না। সুলতানা তাঁকে জানাতে চাইছে না। কী দরকার জানার চেষ্টা করা?

ঝামেলাটা ঘটায় সুলতানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কিছু উন্নতি হয়েছে। সুলতানা আগের মতো কথায় কথায় চেঁচিয়ে উঠছে না। এটা অনেক বড় ব্যাপার।

কাজের মেয়ে দুটো এখন বাসায় থাকছে না। অনিকার কাছে শুনেছেন তারা রঞ্জুর কাছে আছে। সুলতানা নতুন বুয়া রেখেছেন। তার নাম সালমা। দেখতে রাক্ষসীর মতো। তবে মেয়েটা কাজের। জোয়ার্দারের কখন কী লাগবে বুঝে গেছে। আগের দু'জন সাজগোজ নিয়েই থাকত। সালমা সাজগোজের কী করবে? রাক্ষসীকে সাজতে হয় না।

কী ভাবছেন?

জোয়ার্দার চমকে উঠলেন। তাঁর টেবিলের পাশে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য একটি বেতের ইজিচেয়ার আছে। সেখানে বরকতউল্লাহ বসে আছেন। বিড়ালটা এখন বসেছে চেয়ারের নিচে। দু'জনই তাকিয়ে আছে জোয়ার্দারের দিকে।

বরকতউল্লাহ বললেন, এসির টেম্পারেচার এত কম রেখেছেন! ঘরটা তো ডিপ ফ্রিজ হয়ে গেছে।

টেম্পারেচর কি বাড়িয়ে দেব?

না, থাক।

জোয়ার্দার বললেন, আপনার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরকতউল্লাহ বললেন, কোন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

আপনি কোত্থেকে আসেন? কীভাবে আসেন?

এটা না বোঝার কী আছে?

আপনি যে মারা গেছেন এটা জানেন?

বরকতউল্লাহ্ বললেন, আপনার সমস্যা কী? উল্টাপাল্টা কথা বলছেন কেন?

জোয়ার্দার লজ্জিত গলায় বললেন, কিছু কি খাবেন? চা বা কফি।

না।

জোয়ার্দার বললেন, আমার ধারণা আমার মাথায় কোনো ঝামেলা হয়েছে।

বরকতউল্লাহ্ বললেন, হতে পারে। ভালো ডাক্তার দেখান। সাইকিয়াট্রিস্ট।

জোয়ার্দার বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

বরকতউল্লাহ্ বললেন, দেরি করবেন না। প্রথম অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসা করে কন্ট্রোল করা যায়। আমার ছোট বোন নাইমা ব্রেস্ট ক্যানসারে মারা গেল। শুরুতে ধরা পড়লে ব্রেস্ট ক্যানসার কোনো ব্যাপারই না। তিনটা ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তার স্বামী কী বিপদেই না পড়েছে।

বরকতউল্লাহ্ উঠে দাঁড়ালেন। হাই তুলতে তুলতে বললেন, আচ্ছা যাই। কাজ করছিলেন, কাজের মধ্যে ডিস্টার্ব করলাম।

বরকতউল্লাহ্ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। বিড়ালটাও পিছু পিছু গেল। কেউই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল না।

AMARBOI.COM

৯

তিনি ওয়েটিং রুমে বসে আছেন। তাঁর সিরিয়াল এসেছে নয়। শায়লার অ্যাসিস্ট্যান্ট করিম গলা নামিয়ে বলল, আপনার সিরিয়ালে ব্রেক করতে পারি। অন্যরা রাগ করবে এইটাই সমস্যা।

জোয়ার্দার বললেন, আমি অপেক্ষা করব।

করিম বলল, একটা কাজ করি স্যার? সব রোগী বিদায় হবার পর আপনি যান। কথা বলার সময় বেশি পাবেন।

আমি যে সিরিয়াল পেয়েছি সেই সিরিয়ালেই যাব।

আজো মিষ্টি এনেছেন?

হুঁ।

ম্যাডাম কিন্তু মিষ্টি খান না।

তার মেয়েটা খাবে।

ম্যাডাম শাদি করেন নাই। মেয়ে কোথায় পাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনার একটা পালক মেয়ে আছে সুপ্তি নাম। সুপ্তি খাবে।

কী যে কথা বলেন। উনার পালক মেয়েটেয়ে কিছু নেই। একজন বুয়া আছে।

ও আচ্ছা।

নয় নম্বরে তার ডাক পড়ল না। অন্য রোগীরা যেতে থাকল। করিম গলা নামিয়ে বলল, আপনি এসেছেন ম্যাডামকে বলেছি। উনি বলেছেন আপনাকে সবার শেষে পাঠাতে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আমার কথাই ঠিক হয়েছে। তাই না স্যার?

হুঁ।

চা–কফি কিছু খাবেন?

না।

জোয়ার্দার আগ্রহ নিয়ে ওয়েটিং রুমের লোকজন দেখছেন। রোগী হিসেবে তিনি শুধু একা এসেছেন, অন্য সবার সঙ্গে দু'তিন জন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট। ষোল সতের বছরের একটি তরুণী মেয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে সেই রোগী। দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। সে তাকাচ্ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। মধ্যবয়স্ক যে ভদ্রলোক মেয়েটাকে নিয়ে এসেছেন তিনি কিছুক্ষণ পরপর মেয়েটার হাত নামিয়ে দিচ্ছেন, তাতে লাভ হচ্ছে না। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢাকছে।

জোয়ার্দারের ডাক পড়েছে। তিনি ঘরে ঢুকতেই শায়লা বলল, রসমালাই আনেন নি?

জোয়ার্দার বললেন, এনেছি। আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে দিয়েছি।

ভেরি গুড।

আপনার ক্যামেরাটাও নিয়ে এসেছি।

ছবি তুলেছেন?

জি।

ছবি উঠেছে?

জি উঠেছে।

শায়লা বিস্মিত হয়ে বললেন, দেখি ছবি?

জোয়ার্দার ছবি দেখাচ্ছেন। শায়লা তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যি এক ভদ্রলোকের ছবি।

জোয়ার্দার বললেন, এই বরকতউল্লাহ সাহেবের ছবি। উনি টিভি দেখছেন। উনার তিনটা ছবি তুলেছি। সব ছবি ডান দিক থেকে তুলতে হয়েছে। উনার মাথার বাঁ দিকে চুল কম এই জন্য।

শায়লা নিঃশ্বাস ফেললেন কিছু বললেন না। ছবি থেকে চোখ সরালেন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার বললেন, এটা কুফির ছবি। আমার কাছে যে বিড়ালটা আসে। আর এটা আমার মেয়ের কোলে পুফি। আমার মেয়ের নাম অনিকা। আপনাকে তার নাম বলেছিলাম।

আমার মনে আছে। আপনি কি এইসব ছবি আর কাউকে দেখিয়েছেন?

না।

এই ছবি যে বরকতউল্লাহ সাহেবের এটা আমি বুঝব কীভাবে?

জোয়ার্দার বললেন, উনাকে চেনেন এমন যে কাউকে দেখালেই হবে। খালেক চিনবে।

খালেক কে?

আমাদের অফিসে কাজ করেন। আমার জুনিয়র কলিগ।

বরকত সাহেব কত দিন হল মারা গেছেন?

দুই সপ্তাহের বেশি হয়েছে।

শায়লা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, বিরাট সমস্যা হয়ে গেল।

জোয়ার্দার বললেন, কী সমস্যা?

শায়লা বললেন, ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়েছে। দিন তারিখ সব ছবিতে আছে। দুই সপ্তাহ আগে যিনি মারা গেছেন সেই লোক আপনার বসার ঘরে বসে টিভি দেখতে পারে না।

জোয়ার্দার বললেন, সেটা বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি বলেই আপনার কাছে এসেছি।

শায়লা বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনার বুঝতে পারার কথা না।

শায়লার ভুরু কুঁচকে আছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি গভীর সমুদ্রে পড়েছেন।

জোয়ার্দার বললেন, আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট করিম বলছিল আপনার সুপ্তি নামের কোনো মেয়ে নেই।

শায়লা বলল, এই প্রসঙ্গ আপাতত থাকুক আমি ছবিগুলো নিয়ে চিন্তা করছি। আপনার মেয়ের কোলে যে বিড়াল আর সোফায় শুয়ে থাকা বিড়াল তো একই বিড়াল।

দেখতে একরকম মনে হলেও এক বিড়াল না। আমার মেয়ের বিড়ালটার নাম পুফি। পুফি খুবই শান্ত। আর এই বিড়ালটার নাম কুফি। এটা ভয়ংকর বিড়াল।

ভয়ংকর কোন অর্থে?

কুফি প্রায়ই আমার শ্যালক রঞ্জুকে আক্রমণ করে। রঞ্জুকে কুফির কারণে হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছে।

আমি আপনার শ্যালকের সঙ্গে কথা বলব। তার টেলিফোন নাম্বার দেয়া যাবে না? এই নিন কাগজ তার টেলিফোন নাম্বার ঠিকানা লিখে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার ঠিকানা লিখতে লিখতে বললেন, কুফি তুহিন-তুষারকেও অ্যাটাক করেছিল।

ওরা কারা।

ওরা দু'জন যমজ বোন। আমার বাসায় কাজ করত। এখন অবিশ্যি কাজ করে না।

শায়লা বললেন, আমি এই দুই বোনের সঙ্গেও কথা বলব।

দুই বোন রঞ্জুর বাসায় আছে। রঞ্জুর ঠিকানা লিখে দিয়েছি। আমি কি এখন চলে যাব?

শায়লা জবাব দিলেন না, তিনি একবার ছবি দেখছেন একবার জোয়ার্দারের দিকে তাকাচ্ছেন।

১০

বাড়ির ছাদে শামিয়ানা টাঙিয়ে খালেক সাহেবের মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠান। কেক এসেছে হোটেল সোনারগাঁও থেকে। গিফট রাখার জন্য একটা টেবিল সাজানো। টেবিলের পেছনে শুকনো মতো এক লোক খাতা-কলম নিয়ে বসে আছে। যে গিফট দিচ্ছে তার নাম ঠিকানা লিখে রাখছে।

AMARBOI.COM

জোয়ার্দার অস্বস্তিতে পড়েছেন। কারণ তিনি খালি হাতে এসেছেন। মেয়েটাকে পরে কিছু একটা কিনে দিতে হবে। মেয়ে কত বড় তাও জানেন না।

জোয়ার্দার খালেককে বললেন, আপনার মেয়ে কোথায়? খালেক গলা নিচু করে বলল, বিরাট বেইজ্জত হয়েছি স্যার। মেয়ের মা ঘুষের টাকার উৎসব করবে না বলে মেয়েকে নিয়ে দুপুর বেলায় কোথায় যেন গেছে। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছে বলে বুঝতেই পারছি না তারা কোথায়।

জোয়ার্দার বললেন, এখন গেস্টদের কী বলবেন?

খালেক বলল, সুন্দর গল্প বানিয়ে রেখেছি। গেস্টরা সবাই খুশি মনে খাওয়াদাওয়া করে বিদায় হবে। আপনাকে একটা কথা বলি স্যার, সুন্দর মিথ্যা কিন্তু সত্যের চেয়েও ভালো।

ছাদের এক কোনায় জোয়ার্দার বসে আছেন। গেস্টরা আসতে শুরু করেছে। তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসছে। একজন ম্যাজিশিয়ান এসেছেন। ম্যাজিশিয়ানের সহকারী মেয়েটির পোশাক যথেষ্ট উগ্র। জোয়ার্দারের মনে হল, ঢাকা শহর অতিদ্রুত বদলাচ্ছে। অল্প কিছুদিন আগেও কোনো বাঙালি মেয়েকে এই পোশাকে ভাবা যেত না। খালেক হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

স্যার, এক্ষুনি ম্যাজিক শুরু হবে। স্টেজের কাছে চলে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এখান থেকেই দেখব। ভালো কথা, আপনি কি বরকতউল্লাহ সাহেবের বোনকে চিনতেন?

অবশ্যই। উনি স্কুলশিক্ষিকা।

কত দিন আগে মারা গেছেন?

মারা যান নি তো। উনার নাম নাইমা। ইংরেজি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

ও আচ্ছা।

স্যার, হঠাৎ উনার প্রসঙ্গ কেন?

জোয়ার্দার জবাব দিলেন না। নড়েচড়ে বসলেন। ম্যাজিক শো শুরু হয়েছে। ম্যাজিশিয়ানের সহকারী মিস পপি একটা কাঠের খালি বাক্স সবাইকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল। ম্যাজিশিয়ান সেই খালি বাক্সের ভেতর থেকে ধবধবে সাদা রঙের একটা কবুতর বের করলেন। জোয়ার্দার অস্পষ্ট স্বরে বললেন, অদ্ভুত! তাঁর দৃষ্টি বারবার মিস পপির দিকে চলে যাচ্ছে। এ রকম কেন হবে? জোয়ার্দার চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ম্যাজিক দেখা যাচ্ছে না, ম্যাজিশিয়ানের কথা শুনে ম্যাজিক কল্পনা করে নেওয়া। ব্যাপারটা যথেষ্টই আনন্দদায়ক।

'আমার হাতে আছে কিছু রিং। ভালো করে দেখুন। রিংগুলো স্টিলের তৈরি। কোনো ফাঁকফোকর নেই। এখন দেখুন কীভাবে একটা রিঙের ভেতর অন্যটা ঢুকে যাচ্ছে।'

জোয়ার্দার কল্পনায় দেখছেন। রিংগুলো শূন্যে ভাসছে। একটার ভেতর আরেকটা আপনাআপনি ঢুকছে আবার বের হচ্ছে। ম্যাজিশিয়ানের চোখে কোনো বিস্ময় নেই। কিন্তু মিস পপি চোখ বড় বড় করে এই দৃশ্য দেখছে।

AMARBOI.COM

জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ করে জোয়ার্দারের বাসায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। দরজা সুলতানা খুললেন, কিছুই বললেন না। এটা ম্যাজিকের মতোই বিস্ময়কর ঘটনা। স্বামী এত রাত করে ফিরলে বাঙালি সব স্ত্রীর প্রথম প্রশ্ন হবে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

সুলতানা বললেন, রঞ্জুর কোনো খবর জানো?

না তো। ওর কী হয়েছে?

পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।

জোয়ার্দার বললেন, ও আচ্ছা। বাথরুমে কি টাওয়েল দেওয়া আছে? গোসল করব।

সুলতানা বললেন, এত বড় একটা ঘটনায় তোমার কোনো রি-অ্যাকশন নেই? একবার জানতে চাইলে না কেন অ্যারেস্ট করেছে? তুমি কি এই জগতে বাস কর?

জোয়ার্দার আমতা আমতা করে বললেন, কেন অ্যারেস্ট করেছে?

তুষার মারা গেছে। তার বোন পুলিশের কাছে উল্টাপাল্টা কী সব বলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারা গেছে কীভাবে?

ক্লিনিকে অ্যাবরশন করা হয়েছিল, সেখানে মারা গেছে।

ও আচ্ছা।

সুলতানা বললেন, আবার 'ও আচ্ছা'?

জোয়ার্দার বললেন, এক কাপ চা বানিয়ে দাও। চা খেয়ে গোসল করব।

থানায় যাবে না?

থানায় যাব কেন?

আমার ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। টর্চার করছে কি না কে জানে। আর তুমি বলছ চা খেয়ে গোসলে যাবে!

আমি থানায় গিয়ে কী করব? র‍্যাব-পুলিশ এসব আমি খুব ভয় পাই। রঞ্জুর অনেক টাকা। সে টাকা খরচ করবে, পুলিশ তাকে ছেড়ে দেবে। টাকাওয়ালা মানুষের এ দেশে কোনো সমস্যা হয় না।

সুলতানা বললেন, তুমি একজন অমানুষ। আমার জীবনটা তুমি নষ্ট করেছ। আমি একা থাকব, কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব না। দিস ইজ ফাইন্যাল।

জোয়ার্দার বললেন, আচ্ছা। তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। সুলতানা টেলিফোন করলেন থানায়। ওসি সাহেব বিনয়ী গলায় বললেন, রঞ্জু সাহেব তো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন। আমরা দু-একটা প্রশ্ন করার জন্য ডেকেছিলাম। প্রশ্ন করেছি, উনি জবাব দিয়েছেন। তাঁর কথাবার্তায় আমরা সন্তুষ্ট। তুহিন নামের একটা মেয়ের কথায় কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। এখন সব ঠিক আছে।

সুলতানা রঞ্জুকে টেলিফোন করতে যাবেন তার আগেই রঞ্জু টেলিফোন করল। রঞ্জুর কাছে জানা গেল পুলিশকে সন্তুষ্ট করতে তার দুই লাখ টাকা খরচ করতে হয়েছে। এখন সবকিছু আন্ডার কনট্রোল।

জোয়ার্দার বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে ভীত মুখে অনিকা দাঁড়িয়ে আছে। অনিকার কোলে বিড়াল নেই। নতুন রাক্ষসী চেহারার কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে। চা খেতে ভালো হয়েছে।

অনিকা বলল, বাবা তুমি ভালো আছ?

জোয়ার্দার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

অনিকা গলা নিচু করে বলল, বাবা তুমি এই ফ্ল্যাটে কি কোনো মেয়েকে নিয়ে এসেছিলে? মেয়ের নাম শায়লা।

জোয়ার্দার বললেন, না।

আমি জানি। তোমার খুব ঝামেলা হচ্ছে তাই না বাবা?

হুঁ।

অনিকা বলল, বাবা তোমার কি কোনো বিড়াল আছে? রঞ্জু মামা বলছিল তোমার নাকি একটা গুণ্ডা বিড়াল আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার বললেন, আছে।

দেখতে পুফির মতো বাবা?

হুঁ।

বিড়ালটার কোনো নাম আছে?

আমি নাম দিয়েছি কুফি।

অনিকা বলল, নামটা বেশি ভালো হয় নি।

জোয়ার্দার বললেন, তুমি একটা নাম দিয়ে দাও।

অনিকা বলল, আমি নাম দিলাম পুফি টু। আমারটার নাম পুফি ওয়ান তোমারটা পুফি টু। নাম পছন্দ হয়েছে বাবা?

হুঁ।

সুলতানা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, কঠিন গলায় বললেন, মেয়ের কানে কী মন্ত্র দিচ্ছ?

জোয়ার্দার জবাব দিলেন না। চিন্তিত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। অনিকা বলল, মা! তুমি শুধু শুধু বাবাকে বকা দিবে না। বাবাকে বকা দিলে পুফি টু এসে তোমাকে কামড় দিবে।

কী বললি? বাঁদর মেয়ে কী বললি তুই?

অনিকা কঠিন গলায় বলল, আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলবে না। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেও পুফি টু তোমাকে কামড়াবে। পুফি টু ভয়ংকর রাগী।

AMARBOI.COM

১১

রাত আটটা বাজে। মিসির আলি তাঁর শোবার ঘরের খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। যথেষ্ট গরম পড়েছে কিন্তু মিসির আলির গায়ে হলুদ চাদর। তাঁর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। মিসির আলির হাতে স্টিফান কিংয়ের ভৌতিক উপন্যাস নাম skeleton crew. তিনি অনেকখানি পড়ে ফেলেছেন কিন্তু ভয়ের জায়গাগুলো ধরতে পারছেন না।

স্যার আসব?

মিসির আলি বই থেকে মুখ তুললেন। শ্যামলা চেহারার মধ্যবয়স্ক এক মহিলা দাঁড়িয়ে। মিসির আলি কিছু বললেন না।

আপনার বাইরের দরজা হাট করে খোলা। কলিংবেল নেই বলে কড়া নেড়েছি। তারপর সাহস করে ঢুকে পড়লাম।

সাধারণত চাদরে পা ঢাকা থাকলে কেউ চাদর সরিয়ে পা বের করে সালাম করে না। এই মহিলা তাই করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আমি কি তোমাকে চিনি?

না স্যার।

তুমি যেভাবে পা ছুঁয়ে সালাম করলে তা থেকে মনে হয়ে ছিল আমার ছাত্রী। ছাত্রছাত্রীরাই এভাবে আমাকে সালাম করে। সালামের মধ্যে ভক্তির চেয়ে ভয় ভাব প্রবল থাকে।

আমার ছিল?

হ্যাঁ ছিল।

স্যার আমার নাম শায়লা। আমি ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিতে Ph.D করেছি। ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড। একসময় আপনি এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশোনা করেছেন।

মিসির আলি বললেন, শুনে খুশি হলাম। আমার পিএইচ ডিগ্রি নেই।

সবার এই ডিগ্রি লাগে না স্যার। আপনার লাগে না।

মিসির আলি বললেন, শায়লা তোমার সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। সিগারেট ধরাও আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই।

শায়লা বলল, আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে কীভাবে বুঝলেন?

তুমি টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তৃষ্ণার্তের মতো তাকাচ্ছ। একটু দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছ ইংরেজিতে একে বলে short breath. নিকোটিনে যারা অভ্যস্ত তাদের সিগারেট দেখলেই নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়তে থাকে।

শায়লা বলল, আমার বিষয়ে আর কী বলতে পারেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি লেফট হ্যান্ডার।

শায়লা বলল, আমি তো এমন কিছু করি নি যা থেকে বুঝা যাবে আমি লেফট হ্যান্ডার। আপনাকে সালাম করার সময়ও ডান হাতে সালাম করেছি।

মিসির আলি বললেন, তোমার বাঁ হাতের আঙুলে নিকোটিনের দাগ আছে। লেফট হ্যান্ডাররা বাঁ হাতে সিগারেট খায়। তুমি শুধু যে নিকোটিনে আসক্ত তা-না, তুমি অ্যালকোহলিক।

শায়লা হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেট বের করতে করতে বলল, আমি অ্যালকোহলিক এটা ঠিকই ধরেছেন। কীভাবে ধরেছেন জানতে চাচ্ছি না। জানা জরুরি না। আমি আপনার কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে এসেছি। আমার নিজের নয়, আমার পেশেন্টের বিষয়। পেশেন্টের নাম আবুল কাশেম জোয়ার্দার। এজি অফিসের বড় কর্মকর্তা। পোস্টের নাম ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। তিনি একজন মৃত মানুষকে তাঁর ঘরে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। এটা কি সম্ভব?

মিসির আলি বললেন, ভিজুয়েল হেলুসিনেশান অবশ্যই সম্ভব। অনেকেই মৃত মানুষকে দেখেছে তার সঙ্গে কথা বলেছে এমন বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পেশেন্ট মৃত মানুষের তিনটা ছবি তুলেছেন। মানুষটার নাম বরকতউল্লাহ। ছবিতে মৃত বরকতউল্লাহকে দেখা যাচ্ছে আগ্রহ নিয়ে টিভি দেখছে। স্যার এটা কি সম্ভব?

মিসির আলি বললেন, সম্ভব না। মানুষের ভ্রান্তি হয়। যন্ত্রের হয় না। মৃত মানুষের ছবি তোলা হয়েছে এমন গল্প শোনা যায় না। ট্রিক ফটোগ্রাফিতে কিছু ছবি তোলা হয়েছে। সবই লোক ঠকানো ছবি তাও প্রমাণিত হয়েছে। তোমার ছবিগুলো রেখে যাও দেখব।

এখন দেখবেন না।

এখন ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে না।

শায়লা বলল, পাঁচটা ছবি খামে ভর্তি করে রেখে যাচ্ছি।

মিসির আলি বললেন, তুমি না বললে তিনটা ছবি।

শায়লা বলল, বরকতউল্লাহ সাহেবের তিনটা ছবি। দু'টা আছে বিড়ালের ছবি।

মৃত বিড়াল জীবিত হয়ে ঘুরছে তার ছবি।

শায়লা বলল, বিড়ালের কিছু রহস্য আছে পরে বলব।

ঠিক আছে। পরে বললেও হবে।

শায়লা বলল, এই ভদ্রলোকের সমস্যা সমাধান আমার নিজের জন্য খুব জরুরি। তিনি আমাকে বিরাট ধাঁধার মধ্যে ফেলেছেন। ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে আমার খুবই ব্যক্তিগত একটা ঘটনা আছে। ঘটনাটা বলব?

মিসির আলি বললেন, আরেক দিন শুনব।

স্যার! আমি কি আজ চলে যাব?

মিসির আলি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

স্যার আমি কি আরো কিছু সময় থাকতে পারি? কোনো কথা বলব না। চুপচাপ বসে থাকব।

বসে থাকতে চাচ্ছ কেন?

কোনো কারণ নেই স্যার।

কারণ অবশ্যই আছে। মানুষ কারণ ছাড়া কোনো কাজই করে না। তুমি কেন বসে থাকতে চাচ্ছ তা আমি জানি।

শায়লা বলল, আপনি জানলে বলুন আমি শুনি। আমার নিজের জানা নেই।

মিসির আলি বললেন, তুমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে চাচ্ছ কারণ তুমি আশা করছ তুমি বসে থাকতে থাকতেই আজ ছবি দেখব।

শায়লা বলল, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনি ছবিগুলো এখন দেখছেন না, পরে দেখবেন। এর পেছনেও নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণটা বলুন আমি চলে যাচ্ছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আমি তোমার উপর বিরক্ত বলেই এখন ছবি দেখতে ইচ্ছা করছে না। ডক্টর অব ফিলসফি হয়ে বসে আছ আর বিশ্বাস করছ মৃত মানুষের ছবি তোলা হয়েছে। ছবিতে মৃত মানুষ টিভি দেখছে। হোয়াট এ ননসেন্স।

শায়লা উঠে দাঁড়াল এবং লজ্জিত গলায় বলল, স্যার আমি সরি।

১২

জোয়ার্দার মেয়ের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসেছেন। সুলতানা বসেন নি। কিছুদিন ধরে তিনি স্বামীর সঙ্গে খেতে বসছেন না। অনিকা বলল, আমি একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিতে পারবে?

জোয়ার্দার বললেন, না।

চেষ্টা করে দেখ। চেষ্টা না করেই বলছ, 'পারব না'।

জোয়ার্দার বললেন, আমি চেষ্টা করলেও পারব না।

অনিকা বলল,

'নাই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।'

জোয়ার্দার বললেন, পারব না মা।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে খাবার টেবিলের পাশে সুলতানা এসে দাঁড়ালেন। অনিকা বলল, এই ধাঁধাটার উত্তর তুমি দিতে পারবে?

সুলতানা বললেন, তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে তারপরেও বসে আছ কেন? উঠে হাতমুখ ধোও, নিজের ঘরে যাও। কাল ছুটি আছে এক ঘণ্টা টিভি দেখতে পারবে।

অনিকা উঠে গেল। সুলতানা অনিকার চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব আশা করি সত্যি উত্তর দেবে।

জোয়ার্দার বললেন, 'আমি তো কখনো মিথ্যা বলি না'। সুলতানা বললেন, শুরুই তো করলে মিথ্যা দিয়ে। এমন কেউ নেই যে মিথ্যা বলে না।

জোয়ার্দার হতাশ গলায় বললেন, কী জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস কর।

সুলতানা বললেন, মিথ্যা বলে পার পাবে না। আমার কাছে সব তথ্যপ্রমাণ আছে। রঞ্জু লোক লাগিয়ে রেখেছিল সে বের করেছে। ঐ মেয়েটার সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হয়েছিল তা আমি জানি।

কোন মেয়েটা?

ন্যাকা সাজবে না। খবরদার ন্যাকা সাজবে না। শায়লা মাগির কথা বলছি।

এখন বুঝতে পারছি। গালাগালি করছ কেন? এটা ঠিক না।

তুমি যদি তার সাথে লটরপটর করতে পার আমি গালাগালি করতে পারি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা হাতে মোবাইল নিয়ে বসেছিলেন। মোবাইল বাজছে। তিনি মোবাইল হাতে উঠে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, হাতমুখ ধুয়ে বসার ঘরে বসে থাক। আমি আসছি।

টেলিফোন করেছে রঞ্জু। তার গলার স্বরে রাজ্যের ভয়। কথাও ঠিকমতো বলতে পারছে না।

বুবু! একটু আসতে পারবে? আজকে মারাই যাচ্ছিলাম। চোখ গেলে ফেলতে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে চোখ বাঁচিয়েছি।

কে চোখ গেলে ফেলতে চেয়েছিল?

দুলাভাইয়ের বিড়ালটা।

তোর দুলাইভাইয়ের আবার কীসের বিড়াল?

রঞ্জু বলল, যে বিড়ালটা আমাকে কামড়ায় সেটা দুলাভাইয়ের বিড়াল।

তুই এখন কোথায়?

স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। বুবু গাড়ি পাঠিয়েছি তুমি আস। তোমার পায়ে পড়ি দুলাভাইকে সঙ্গে আনবে না।

জোয়ার্দার অনেকক্ষণ হল বসার ঘরে বসে আছেন। সুলতানা আসছে না। এগারটা বেজে গেছে এখন ঘুমুতে যাওয়া উচিত। তবে কাল ছুটির দিন কাজেই আজ একটু দেরিতে ঘুমুতে গেলেও ক্ষতি হবে না।

টিভি দেখতে দেখতে জোয়ার্দার ঘুমিয়ে পড়লেন।

AMARBOI.COM

রঞ্জু কেবিনে শুয়ে কাতরাচ্ছে। বিড়াল তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কামড়েছে। সেলাই লেগেছে নয়টা। ডাক্তার তাকে সিডেটিভ ইনজেকশান দিয়েছেন।

সুলতানা হাসপাতালে পৌঁছে দেখেন রঞ্জু ঘুমাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাত দিয়ে অদৃশ্য কিছু তাড়াবার চেষ্টা করছে।

টেলিফোনে ক্রমাগত রিং হচ্ছে। জোয়ার্দারের ঘুম ভাঙল রিঙের শব্দে।

হ্যালো কে?

আমি শায়লা।

ও আচ্ছা।

জোয়ার্দার টিভির উপর রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত একটা দশ।

এতবার টেলিফোন করলাম টেলিফোন ধরছ না। প্রথমে তোমার মোবাইলে করেছি না পেয়ে শেষে ল্যান্ডফোনে।

জোয়ার্দার বললেন, আপনি কি প্রচুর অ্যালকোহল খেয়েছেন?

শায়লা বলল, হ্যাঁ খেয়েছি। আমি পুরোপুরি ড্রাঙ্ক। সোজা বাংলায় মাতাল। মাতাল বলেই তুমি তুমি করছি।

শায়লা কোনো সমস্যা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ সমস্যা। তোমার কারণে একজন আজ আমাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে।

কে অপমান করেছে? সুলতানা?

না। মিসির আলি সাহেব। আপনার তোলা বরকতউল্লাহ্‌র ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম। ছবিগুলো দেখতে বললাম। উনি দেখলেন না। বরং এমন কথা বললেন যেন আমি একজন মানসিক রোগী।

মিসির আলি সাহেব কে?

আছেন একজন আপনি না চিনলেও চলবে।

শায়লা কাঁদছ কেন?

মাতাল হয়েছি এই জন্য কাঁদছি। আপনি তো মাতাল হন নি। আপনি কেন আমাকে তুমি তুমি করছেন?

সরি।

আপনি আর কখনো আমার অফিসে আসবেন না।

আচ্ছা আর যাব না।

শায়লা টেলিফোন রেখে দিল।

১৩

AMARBOI.COM

রান্নাঘরে চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দ হচ্ছে। বসার ঘরে অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে শায়লা। সে ছবিগুলো নিতে এসেছে। তাঁর ধারণা মিসির আলি ছবি দেখেন নি। এক সপ্তাহ পার হয়েছে এখনো ছবি না দেখা হয়ে থাকলে আর দেখা হবে না।

রান্নাঘর থেকে মিসির আলি বললেন, শায়লা তুমি চায়ে ক' চামচ চিনি খাও।

দু' চামচ।

মিসির আলি বললেন, ঘরে টোস্ট বিস্কিট আছে। চায়ের সঙ্গে খাবে?

না স্যার।

মিসির আলি ট্রেতে দু'কাপ চা এবং পিরিচে কয়েকটা টোস্ট বিস্কিট নিয়ে ঢুকলেন। শায়লার সামনে ট্রে রাখতে রাখতে বললেন, একটা টোস্ট বিস্কিট খেয়ে দেখ ভালো লাগবে। টোস্ট বিস্কিটের গায়ে পনির দেয়া আছে। পনিরের উপর এক ফোঁটা রসুনের রস। গার্লিক টোস্ট উইথ চিজ। রান্নার বইয়ে পেয়েছি।

আপনি রান্নার বই পড়েন?

কেন পড়ব না? আমি রাঁধতে পারি না কিন্তু রান্নার বই পড়তে ভালবাসি। তুমি কি জান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া পার্ল এস বাকের চায়নিজ রান্নার উপর একটা বই আছে। আমি অনেক খোঁজ করছি কিন্তু বইটা পাচ্ছি না।

আপনার গার্লিক টোস্ট উইথ চিজ খুব ভালো হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি চায়ে চুমুক দিলেন। তিনি কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছেন। শায়লা বাড়তি কৌতূহলের কারণ ধরতে পারছে না।

স্যার আপনি কি ছবিগুলো দেখার সময় পেয়েছিলেন?

মিসির আলি বললেন, তুমি যেদিন ছবিগুলো দিয়ে গেলে তার পরদিন ভোরবেলায় দেখেছি। এজি অফিসের সঙ্গে দুপুরবেলা যোগাযোগ করেছি। সেখান থেকে জানলাম বরকতউল্লাহ সাহেব জীবিত। প্রমোশন পেয়ে তিনি ডিএজি হয়েছেন।

শায়লা চায়ে চুমুক দিয়েছিল, মিসির আলির কথায় বিষম খেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, Oh God.

তোমার নিজের কী ধারণা জোয়ার্দার সাহেব কেন একজন জীবিত মানুষকে মৃত ঘোষণা করলেন?

স্যার আমার ধারণা তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার অজুহাত হিসেবে এইসব গল্প করেন। উনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কথাবার্তা অনেক দূর এগোনোর পর বিয়ে ভেঙে যায়। আমার প্রতি উনার আলাদা দুর্বলতা একটা কারণ হতে পারে।

তোমার কি ঐ ভদ্রলোকের প্রতি কোনো দুর্বলতা আছে?

না।

বিয়ে করেছ?

জ্বি না।

বাড়িতে একা থাক?

জি। আমি আর একটা কাজের মেয়ে।

জোয়ার্দার কি জানে তুমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কর?

জানেন না। আমি তাকে বলেছি যে একটি মেয়েকে আমি পালক নিয়েছি। ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করে আমার সময় কাটে।

মিথ্যা কথা কেন বলেছ?

যাতে সে কোনো রং সিগন্যাল না পায়। ভেবে না বসে তাঁর সঙ্গে বিয়ে না হওয়ায় আমি মেয়ে দেবদাস হয়ে গেছি।

মিসির আলি বললেন, তাই তো হয়েছ। তুমি যখন হাইলি ইনটকসিকেটেড অবস্থায় থাক তখন কি জোয়ার্দারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ কর?

দু'বার করেছি।

জোয়ার্দারের তোমার প্রতি কী মনোভাব তা আমি জানি না। তবে তুমি যে মহিলা দেবদাস তা আমি যেমন জানি তুমিও জান। রোগীর সমস্যা নিয়ে ছুটে এসেছ আমার কাছে।

শায়লা উঠে দাঁড়াল। আহত গলায় বলল, স্যার আমি যাব। চেম্বারের সময় হয়ে গেছে। ছবিগুলো দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, বস। ছবি নিয়ে তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। ছবিগুলো অত্যন্ত বিস্ময়কর।

বিস্ময়কর কোন অর্থে?

মিসির আলি বললেন, সব অর্থেই। তুমি বস আমি বলছি।

তিনি পড়ার টেবিলে ড্রয়ারে রাখা ছবিগুলো নিয়ে এলেন। অনিকার কোলের বিড়াল এবং আলাদা বিড়ালের ছবি শায়লার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, বিড়াল দু'টার মধ্যে তুমি কি কোনো পার্থক্য দেখছ?

শায়লা বলল, জি না। দু'টা একই বিড়াল।

মিসির আলি বললেন, একই বিড়াল না। একটার ডান চোখের উপর সাদা স্পট, অন্যটার বাঁ চোখের উপর সাদা স্পট। বিড়াল দু'টার একে অন্যের মিরর ইমেজ। বাচ্চা মেয়েটার কোলের বিড়াল আয়নার সামনে যে বিড়াল দেখা যাবে অন্যটা সেই বিড়াল।

শায়লা বলল, ঠিক বলেছেন। আমার চোখে কেন পড়ল না?

তুমি ভালো করে তাকাও নি এই জন্য চোখে পড়ে নি। এখন বরকতউল্লাহ্ সাহেবের একটা ছবি দেখাচ্ছি। এই দেখ। ছবিটিতে অতি অদ্ভুত একটা বিষয় আছে। এটা বের কর।

শায়লা বলল, স্যার আমি অদ্ভুত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মিসির আলি বললেন, বরকতউল্লাহ্ সাহেবের তিনটা ছবি আমাকে দিয়ে গেছ। এই একটাতে বরকতউল্লাহ সাহেবের পেছনের দেয়াল খানিকটা ছবিতে এসেছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ক্যালেন্ডারের একটা কোনা ছবিতে এসেছে। ক্যালেন্ডারের কোনার দু'টা তারিখই এসেছে উল্টা। এর অর্থ বরকতউল্লাহ্ সাহেবের মিরর ইমেজ আছে এই ছবিতে।

শায়লা বিস্মিত গলায় বলল, এর মানে কী?

মিসির আলি বললেন, আমিও তোমার মতোই ভাবছি, 'এর মানে কী'?

শায়লা বলল, আমাকে দু'দিন সময় দিন আমি ঘটনা বের করে ফেলব।

মিসির আলি বললেন, গুড লাক।

তাঁর গলার স্বরে তেমন ভরসা নেই।

শায়লা এজি অফিসে। দুপুর একটা লাঞ্চ বিরতি। শায়লা খোঁজ নিয়ে জানল, জোয়ার্দার আজ অফিসে আসেন নি। সিক লিভ নিয়েছেন। বরকতউল্লাহ্ অফিসে আছেন।

সরকারি অফিসে ঢিলাঢালা ভাব থাকে। হুটহাট করে যে কোনো ঘরে যে কেউ ঢুকে যেতে পারে।

বরকতউল্লাহ্র ঘরের সামনে টুল পেতে বেয়ারা বসে আছে। তাকে পাশ কাটিয়ে শায়লা ঢুকে পড়ল। বেয়ারা কিছু বলল না, উদাস চোখে তাকিয়ে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরকতউল্লাহর সামনে হটপটে দুপুরের খাবার। তিনি এখনো খাওয়া শুরু করেন নি। শায়লা বলল, আমি অসময়ে চলে এসেছি। তার জন্য লজ্জিত। আমি আপনার এক মিনিট সময় নেব।

বলুন কী ব্যাপার।

শায়লা ব্যাগ থেকে তিনটা ছবি বের করে বরকতউল্লাহর সামনে রাখতে রাখতে বলল, এই ছবিগুলো নিশ্চয়ই আপনার।

হ্যাঁ।

ছবিগুলো কে তুলেছে?

বরকতউল্লাহ একটা ছবি হাতে নিয়ে বলল, কে তুলেছে বলতে পারছি না।

কোথায় তোলা হয়েছে তা বলতে পারবেন?

না।

আপনি কি আপনার অফিসের কলিগ জোয়ার্দার সাহেবের বাসায় কখনো গিয়েছিলেন?

না তো।

আপনার কাছ থেকে এক মিনিট সময় নিয়েছিলাম। এক মিনিটের বেশি হয়ে গেছে। এখন আমি যাই?

বরকতউল্লাহ বললেন, আপনি বসুন। আপনার পরিচয় দিন। হুট করে এসে কয়েকটা ছবি দেখিয়ে চলে যাবেন তা তো হবে না। ছবিগুলো কে তুলেছে?

শায়লা বলল, আমি একজন ডাক্তার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি হল আমার বিষয়। আমার একজন পেশেন্ট আমাকে এই ছবিগুলো দিয়েছেন। আমি বিষয়টা অনুসন্ধান করছি।

আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি নিজেও এখন কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যাই।

শায়লা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হল। তাঁর পেছনে পেছনে বরকতউল্লাহ বের হলেন। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

এজি অফিস থেকে জোয়ার্দারের বাসার ঠিকানা শায়লা নিয়েছে। ভরদুপুরে জোয়ার্দারের বাসায় উপস্থিত হওয়া কোনো কাজের কথা না। শায়লা তাই করল।

অনেকক্ষণ বেল টেপার পর জোয়ার্দার নিজেই দরজা খুললেন, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শায়লার দিকে।

শায়লা বলল, আপনি কি আমাকে চিনেছেন?

জোয়ার্দার বললেন, চিনব না কেন? তুমি আগের মতোই আছ। শরীর সামান্য ভারী হয়েছে। আমার ঠিকানা কোথায় পেয়েছ?

আপনার অফিস থেকে ঠিকানা নিয়েছি।

আমি যে এজি অফিসে কাজ করি সেটা জান কীভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শায়লা বলল, আমার শরীর খারাপ লাগছে, মাথা ঘুরছে আমি কি আপনার বসার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে পারি?

অবশ্যই পার। এস।

আপনার স্ত্রী কিছু মনে করবেন না তো?

জোয়ার্দার বললেন, শায়লা আমি তো বিয়েই করি নি। স্ত্রী আসবে কোথে কে?

শায়লা বিড়বিড় করে বলল, ও আচ্ছা আচ্ছা। আমি এক গ্লাস পানি খাব।

তুমি বস আমি পানি আনছি। তোমাকে এরকম বিধ্বস্ত লাগছে কেন? দুপুরে খেয়েছ?

না।

আমার সঙ্গে দুপুরে খেতে কোনো সমস্যা আছে?

না।

শায়লা বলল, আপনার মেয়ে অনিকা কোথায়?

জোয়ার্দার অবাক হয়ে বললেন, তোমাকে একটু আগে বলেছি আমি বিয়ে করি নি এখন হঠাৎ মেয়ে প্রসঙ্গ তুললে কেন? আমি একা বাস করি। একাও ঠিক না। আমার একটা পোষা বিড়াল আছে।

শায়লা বলল, বিড়ালের নাম কি পুফি?

হ্যাঁ পুফি। বিড়ালের নাম জানলে কীভাবে?

শায়লা জবাব দিল না। চোখমুখ শক্ত করে বসে রইল। জোয়ার্দার বললেন, কোনো সমস্যা?

শায়লা বলল, হ্যাঁ সমস্যা বিরাট সমস্যা। আমার মাথা দপদপ করছে। মাথায় পানি ঢালতে হবে। আপনার বাথরুমটা কি ব্যবহার করতে পারি?

অবশ্যই পার। এস বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি।

AMARBOI.COM

১৪

ড. শায়লার ডায়েরি।

ডায়েরি ইংরেজিতে লেখা। এখানে বাংলা ভাষ্য দেয়া হল। শুরুর দু'টি লাইন, I am lost. I am totaly lost.

আমি তলিয়ে গেছি। পুরোপুরি তলিয়ে গেছি। আমার ব্রেইনের নিউরো ট্রান্সমিটার সিগন্যাল পাঠানোয় ভুল করছে কিংবা তথ্য গুছাতে পারছে না। সব এলোমেলো করে দিচ্ছে।

শারীরিকভাবেও আমি ভেঙে পড়েছি। শরীরে প্রচুর অ্যালকোহল নেবার পরও আমার ঘুম আসছে না। আমার ক্ষুধা কমে গেছে তবে তৃষ্ণা বেড়েছে। কিছুক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরপরই মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। তখন পানি খাচ্ছি তাতেও শুকনা ভাব দূর হচ্ছে না। এই সঙ্গে শুরু হয়েছে ভার্টিগো সমস্যা। সারাক্ষণ মনে হয় চারপাশের সবকিছু ঘুরছে। চোখ বন্ধ করে রাখলেও এই ঘূর্ণন বন্ধ হয় না।

আমার জীবনের ঘটনা প্রবাহ ভালোমতো লিখে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ আমার জীবনের ঘটনাবলি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আমি নিজে ব্যাখ্যা করতে পারলে ভালো হত, তা পারছি না। বিশেষ বিশেষ সময়ে হাতির পা কাদামাটিতে আটকে পড়ে, মিসির আলি স্যারের পা এখন কাদাবন্দি। তিনি অবিশ্যি পা টেনে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।

হাল ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমি কী আর করতে পারি।

আমি দু'জন জোয়ার্দারকে দেখলাম। এদের চেহারা এক, নাম এক, এমনকি টেলিফোন নাম্বার এক কিন্তু দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা। একজন বিয়ে করেছেন তাঁর একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির একটি পোষা বিড়াল আছে। বিড়ালটার নাম পুফি।

অন্যজন চিরকুমার। তবে তারও একটি বিড়াল আছে। বিড়ালটার নাম কুফি।

বরকতউল্লাহ নামের একজনকে আমি দেখলাম তারও মনে হয় দুটি সত্তা। এক জায়গায় তিনি মৃত অন্য জায়গায় তিনি জীবিত।

এই উদ্ভট হাস্যকর ব্যাপার কল্পকাহিনীর জন্য ঠিক আছে। আমার জন্য ঠিক নেই। আমি কল্পকাহিনীর কোনো চরিত্র না।

মিসির আলি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আমি কি পাগল হয়ে গেছি?

স্যার বললেন, এখনো হও নি তবে সম্ভাবনা আছে।

সম্ভাবনা যে আছে তা আমার মতো কেউ জানে না। জোয়ার্দারের সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়েছিল তারপর কুৎসিত অজুহাতে বিয়ে ভেঙে যায়। তখন একবার আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। লোকলজ্জার ভয়ে দেশে আমার কোনো চিকিৎসা করা হয় নি। আমাকে ইন্ডিয়ার রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কাজেই পাগলামির বীজ আমার মধ্যে আছে। এটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কখনো কখনো জাগে।

আমি আমার ব্রেইনের সিটি স্ক্যান করিয়েছি। মস্তিষ্কের কিছু জায়গায় অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততা (super activity) দেখা গেছে। মৃগীরোগীদের মধ্যে এরকম দেখা যায়। আমার কি বিশেষ কোনো ধরনের মৃগীরোগ হয়েছে? যখন রোগের আক্রমণ হয় তখন আমি অন্য জোয়ার্দারকে দেখতে পাই?

আমি মাঝে মাঝেই এজি অফিসে যাই। কখনো সেখানে দেখি বরকতউল্লাহ সাহেব বেঁচে আছেন কখনো দেখি বরকতউল্লাহ সাহেব বেঁচে নাই। দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা এজি অফিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি স্যার বললেন, তুমি যে এজি অফিসে বরকতউল্লাহ জীবিত সেখান থেকে একটা খবরের কাগজ আনবে এবং যেখানে বরকতউল্লাহ সাহেব মৃত সেখান থেকে একটা খবরের কাগজ আনবে।

আমি তা করেছি। দেখা গেছে একটা খবরের কাগজ মিরর ইমেজ। পুরোটা উল্টা করে লেখা। আয়নার সামনে ধরলেই শুধু পড়া যায়।

এর মানে কী? আমি মিসির আলি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, একজন মানুষের পক্ষে কি একই সময় দু'টি ভিন্ন সত্তায় যাওয়া যায়?

স্যার বললেন যাওয়া যায়। মনে কর তুমি স্বপ্ন দেখছ। স্বপ্নে তুমি জেগে তোমার মা'র সঙ্গে গল্প করছ। এখন তোমার দু'টি সত্তা হয়ে গেল। একটিতে তুমি ঘুমাচ্ছ একটিতে তুমি জেগে আছ।

আমি বললাম, একজন জোয়ার্দার সত্যি আছেন, আরেকজনকে আমি স্বপ্নে দেখছি এরকম কি হতে পারে?

স্যার বললেন, হতে পারে। চিরকুমার জোয়ার্দার হয়তো তোমার ব্রেনের সৃষ্টি। তাঁর প্রতি তীব্র আবেগের কারণে ব্রেইন এই খেলাটা খেলাচ্ছে তবে কিন্তু আছে।

কী কিন্তু?

মিরর ইমেজগুলো কিন্তু। তুমি খবরের কাগজের মিরর ইমেজ এনেছ এর অর্থ তুমি স্বপ্নের জগৎ থেকে একটা কাগজ নিয়ে এসেছ। এটা কোনোক্রমেই সম্ভব না। প্রকৃতি এ ধরনের কিছুই ঘটতে দেবে না।

আমি বললাম, স্যার আমি কি এই বিষয়টা জোয়ার্দারের সঙ্গে আলাপ করব?

স্যার বললেন, করতে পার। দুই জোয়ার্দারের সঙ্গেই আলাপ করবে। কে কীভাবে নিচ্ছে তা দেখবে। তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য এঁদের দু'জনেরই সাহায্য লাগবে।

এর মধ্যে চিরকুমার জোয়ার্দার এক রাতে তাঁর সঙ্গে খেতে বলল। সে নিজেই রাঁধবে। একা থাকার কারণে তাঁর রান্নার হাত নাকি খুলেছে। সন্ধ্যা মিলাবার পরপর তাঁর বাসায় গেলাম। বেল টিপতেই বাচ্চা একটা মেয়ে দরজা খুলল। তার হাতে বিড়াল।

আমি বলাম, তোমার নাম অনিকা?

অনিকা বলল, হ্যাঁ। আর এর নাম পুফি।

তোমার বাবা বাসায় নেই?

না। মাকে নিয়ে নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে গেছেন। আমাদের চাল শেষ হয়ে গেছে এই জন্য। আমরা মিনিকেট চাল খাই। আপনি মিনিকেট চাল চেনেন?

হুঁ।

মিনিকেট চাল কীভাবে বানানো হয় তা জানেন?

না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটা চালকে মেশিনে কেটে চিকন বানানো হয়। একে বলে মিনিকাট। মিনিকাট থেকে এসেছে মিনিকেট।

বাহ্ তুমি তো অনেক কিছু জান।

কুকুর এবং বিড়ালের মধ্যে তফাত জানেন?

কিছুটা জানি। তুমি কী জান বল শুনি।

কুকুরকে যখন খাবার দেয়া হয় তখন কুকুর ভাবে মানুষ আমাদের দেবতা। এই জন্য মানুষ আমাদের খাওয়াচ্ছে। আর বিড়ালকে যখন খাবার দেয়া হয় তখন বিড়াল ভাবে আমরা মানুষের দেবতা এই জন্য মানুষ আমাদের যত্ন করছে।

সুন্দর তো। কার কাছে শুনেছ?

আমাদের মিসের কাছ থেকে। মিসের নাম শিরিন। আমরা তাকে ডাকি বি শিরিন।

বি শিরিন কেন?

উনি বাঁটকু তো এই জন্য বি শিরিন। বাঁটকু শিরিন থেকে বি শিরিন।

মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে আমার হৃদয় হাহাকার পূর্ণ হল। এই চমৎকার মেয়েটা তো আমারও হতে পারত।

অনিকা বলল, আপনি কি বাবার জন্য অপেক্ষা করবেন?

আমি বললাম, না। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যাব।

চা খাবেন? আমি চা বানাতে পারি। বসার ঘরে বসুন, আমি চা বানিয়ে আনছি।

মেয়েটির বসার ঘরে বসলাম। এই ঘর আমি ছবিতে দেখেছি। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে।

মোবাইল ফোনের ক্যামেরা অপশন দিয়ে ক্যালেন্ডারের ছবি তুললাম। ক্যালেন্ডারের লেখা ছবিতে উল্টা এল। মিরর ইমেজ। কী হচ্ছে এসব?

বাসায় ফিরে হুইস্কির বোতল খুলে বসলাম। পেগের পরে পেগ খাচ্ছি, নেশা হচ্ছে না।

রাত একটার দিকে আমার কাছে টেলিফোন এল। জোয়ার্দার টেলিফোন করেছে। সে বলল, আমি তোমার জন্য রান্না করেছি তুমি আস নি কেন? কোনো সমস্যা?

সমস্যা তো বটেই। এই সমস্যা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি কী করব তাও বুঝতে পারছি না। Is there any one who can help. God of God! Help me please.

১৫

মিসির আলি আতঙ্কিত গলায় বললেন, তোমার একি অবস্থা! কী সর্বনাশ!

শায়লাকে চেনা যাচ্ছে না। তাঁর ওজন কমেছে আঠার পাউন্ড। গালের হাড় বের হয়ে গেছে। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। চোখের চারদিকে কালি। শায়লা কাঁদো কাঁদো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলায় বলল, স্যার আমি কিছু খেতে পারছি না। রাতে ঘুমাতে পারছি না। আমার ভার্টিগো হয়েছে। চারদিকে সবকিছু ঘুরছে।

মিসির আলি বললেন, আমি পানিতে ভিজিয়ে টাওয়েল এনে দিচ্ছি। চোখের উপরে ভেজা টাওয়েল চেপে ধরে কিছুক্ষণ বসে থাক এবং মনে মনে বল, আমি ঠিক হয়ে গেছি। আমি ঠিক হয়ে গেছি। ভার্টিগোর ক্ষেত্রে অটো সাজেশনে খুব ভালো কাজ করে।

স্যার আমার কোনো কিছুই কাজ করবে না। আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এই যন্ত্রণায় আমি থাকব না।

কোথায় যাচ্ছ, কবে যাচ্ছ?

মঙ্গলবার বিকেলে আমার ফ্লাইট। যাচ্ছি ইংল্যান্ড। সেখানে আমার বড় চাচা আর চাচি থাকেন। তাদের সঙ্গে থাকব। সব ছেড়েছুড়ে চলে যাচ্ছি তাতেও ভয় কাটছে না।

ভয় কাটছে না কেন?

আমার মনে হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে দেখব জোয়ার্দার আমাকে নিতে এসেছে। তাঁর সঙ্গে বের হয়ে দেখব আরেকজন জোয়ার্দার কালো বিড়াল কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

AMARBOI.COM

চোখে ভেজা টাওয়েল এবং সেলফ হিপনোসিসে কিছুটা কাজ হয়েছে। শায়লা আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে। তাঁর মাথাও ঘুরছে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কিছু তথ্যও জোগাড় করেছি।

শায়লা বলল, স্যার আমি এই বিষয়ে আর কোনো কিছুই শুনতে চাচ্ছি না। আমি আপনার কাছে এসেছি বিদায় নিতে। আমি সবকিছু থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছি।

মিসির আলি বললেন, তুমি চেষ্টা করলেও হাত ধুতে পারবে না। পালিয়ে গিয়েও লাভ হবে না।

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি করব কী?

Reality face করবে।

শায়লা বলল, কোনটা রিয়েলিটি? চিরকুমার জোয়ার্দার রিয়েলিটি নাকি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে যে জোয়ার্দার বাস করছে সে রিয়েলিটি?

তুমি দু'জন জোয়ার্দারকে দেখছ তোমার কাছে দু'জনই রিয়েলিটি। তোমার শুনলে ভালো লাগবে যে এরকম সমস্যায় তুমি একা পড় নি। অনেকেই পড়েছে।

শায়লা বলল, পাগলাগারদে যারা আছে তারা হয়তো পড়েছে। পাগলদের কাছে রিয়েলিটি বলে কিছু নেই কিন্তু স্যার আমি তো পাগলাগারদের বাসিন্দা না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, পাগলাগারদের বাসিন্দা না হয়েও অনেকে রিয়েলিটি সমস্যায় পড়েছে। তিনটা ডকুমেন্টেড উদাহরণ আমি তোমাকে দিতে পারি।

শায়লা বলল, স্যার আমি কিছু শুনব না। ডকুমেন্টেড গল্প শুনে তো আমার সমস্যার সমাধান হবে না।

মিসির আলি বললেন, শুনতে না চাইলে শুনবে না তবে আমি মনে করি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে রিয়েলিটির নতুন ব্যাখ্যা তোমার শোনা উচিত।

শায়লা হতাশ গলায় বলল, আচ্ছা আমি শুনছি। আপনি বলুন।

চা বানিয়ে আনি? চা খেতে খেতে শোন।

আচ্ছা। আর টোস্ট বিস্কিট থাকলে আনুন। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। গার্লিক টোস্ট উইথ চিজ।

টোস্ট বিস্কিট নেই। তুমি তোমার ড্রাইভারকে পাঠাও তোমার জন্য এক বাটি স্যুপ নিয়ে আসবে। তোমার খাওয়া দরকার।

শায়লা আধশোয়া হয়ে চেয়ারে বসা। তাঁর চোখে ভেজা টাওয়েল। পুরো এক বাটি স্যুপ সে কিছুক্ষণ আগে খেয়ে শেষ করেছে। তাঁর সামনে চায়ের কাপ। সে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে তা হলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও।

শায়লা বলল, আমি ঘুমাব না। আপনি কী বলবেন বলুন। আমি মন দিয়ে শুনছি।

মিসির আলি বললেন, সারা পৃথিবীতেই গির্জা হচ্ছে রেকর্ড কিপিংয়ের জায়গা এটা তো জান?

জানি। গির্জা জন্ম মৃত্যুর রেকর্ড রাখে।

জন্ম মৃত্যু ছাড়াও বড় বড় ঘটনার রেকর্ডও রাখা হয়। ছয় শ বছর আগে একটা সুপার নোভার এক্সপ্লোশন হয়ে ছিল। রাতের বেলাতেও তখন পৃথিবীতে দিনের মতো আলো থাকত। মনে হত আকাশে দু'টি সূর্য। এই ঘটনাও আমরা পেয়েছি গির্জার রেকর্ড থেকে। শায়লা! তুমি শুনছ না ঘুমিয়ে পড়েছ?

শায়লা মুখ থেকে টাওয়েল সরাল। সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, আমি খুব মন দিয়ে শুনছি।

মিসির আলি বললেন, রেকর্ড রাখার দায়িত্ব চার্চের ফাদারের তবে তিনি ছাড়াও কেউ যদি বিশেষ কোনো ঘটনা জানাতে চাইত তাও পারত।

১৮৬৭ সনে আমেরিকার মন্টানা স্টেটের চার্চে জন উইলিয়াম স্মিথ নামের এক ভদ্রলোক তার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা লিখে জমা দেন। ঘটনা তিনি যেভাবে লিখে গেছেন সেভাবে পড়ি। নাকি তুমি নিজে পড়বে?

আমি নিজে পড়ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি একটি বই এগিয়ে দিলেন। বইটির মাঝামাঝি জায়গায় পেজ মার্ক দেয়া আছে। বইটির নাম The Oxford book of the Supernatural লেখক D. J. Enright. বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯০২ সনে। প্রকাশক Oxford University Press.

জন উইলিয়াম স্মিথ লিখেছেন ইংরেজিতে। তার বাংলা ভাষ্য—

আমি জন উইলিয়াম স্মিথ। মন্টানার বনের ভেতর আমার একটা খামার বাড়ি আছে। তিনশ একর জমি ইজারা নিয়ে আমি এই বাড়িতে বাস করি। আমার সঙ্গী একটা কুকুর। কুকুরটার নাম লং টেইল। তার লেজ অস্বাভাবিক লম্বা বলেই এই নাম। আমি লগ হাউসে একা বাস করি। লগ হাউস হ্রদের কাছে। হ্রদ থেকে ট্রাউট মাছ ধরি। বনের ভেতরে শিকারের জন্য প্রচুর প্রাণী আছে। একটা হরিণ মারলে অনেক দিন যায়।

আমি একা মানুষ আমার প্রয়োজন সামান্য। একদিনের কথা, মধ্য দুপুর। বনের ভেতর থেকে মৌচাক ভেঙে লগ হাউসে ফিরছি। আমার সঙ্গে লং টেইল নেই। সে খরগোশ তাড়া করতে গিয়ে কাঁটা বিঁধে ব্যথা পেয়েছে। আমি মধু নিয়ে যাচ্ছি তার ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্য।

দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে আমি হতভম্ব। সাত আট বছরের একটি কিশোরী লং টেইলের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। অবিকল কিশোরীর মতো দেখতে এক তরুণী ফায়ার প্লেসের সামনে কাঠ জড়ো করছে। এরা দু'জন আমাকে দেখে অবাক হল না বা চমকাল না। মেয়েটি বলল, পাপা মধু এনেছ? লং টেইলের কাটা জায়গায় আমি মধু দিয়ে দেব।

তরুণী বলল, জন তুমি যখন ডাউন টাউনে যাবে আমাদের নিয়ে যাবে এলিজাবেথের জন্য ড্রেস কিনতে হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে এলিজাবেথ নামের এই কিশোরী আমার মেয়ে। তরুণী আমার স্ত্রী। এটা কী করে সম্ভব?

হলি ফাদার এবং হলি গোস্টের নামে শপথ আমি যা লিখছি সবই সত্য। এর মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই।

অবিবাহিত মানুষের লগ হাউস আর বিবাহিত মানুষের লগ হাউসে কিছু পার্থক্য থাকে। এখন আমার লগ হাউস বিবাহিত মানুষদের ঘর ভর্তি মেয়ে এবং তার মেয়ের জিনিস।

আমি এদের কাছে নিজের কথা কিছুই বললাম না। এদেরকে আমি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নিলাম। আমার স্ত্রীর নাম মার্থা। তার গর্ভে আমার একটি পুত্রসন্তান হল। পুত্রের নাম দিলাম মার্শাল।

এক শীতের রাতের কথা। প্রচুর বরফ পড়ছে। মার্শাল তার বোনের কোলে এলিজাবেথ ফায়ার প্লেসে আগুন দিয়েছে। আগুনের পাশে লং টেইল থাবা মেলে বসে আছে। লং টেইল জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে মৃত্যুর অপেক্ষায়। আমার সঙ্গে শিকারে যাওয়া বন্দুক। আমি বন্দুক নিয়ে বের হচ্ছি। ঘরে মাংস নেই। হরিণ পাওয়া গেলে হরিণের মাংস বরফের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে হবে। শীতের খাদ্য সঞ্চয়।

মার্থা বলল, যেভাবে বরফ পড়ছে তুমি যেও না। ফায়ার প্লেসের সামনে মার্শালকে কোলে নিয়ে বস। এস আমরা গল্প করি।

আমি তার কথা শুনলাম না। বন্দুক নিয়ে বের হলাম। একটা বন্য ছাগল মেরে ঘরে ফিরে দেখি কেউ নেই। শুধু লং টেইল মরে পড়ে আছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে না। আমার ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা'র কোনো কাপড়চোপড়ও নেই। আমি ফিরে গেছি অবিবাহিত পুরুষের জীবনে।

এরপর আমি আর পরিবারের দেখা পাই নি। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করেছি কোনো একদিন লগ হাউসে ঢুকে দেখব সবাই আছে।

শায়লা পড়া শেষ করে বলল, জন স্মিথের এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা কি কেউ দিয়েছে?

মিসির আলি বললেন, একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, জন স্মিথ ছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষ। তিনি তার পরিবার কল্পনা করে নিয়েছেন। কল্পনাকেই রিয়েলিটি ভেবেছেন। এই রিয়েলিটির একটা নাম আছে SCR অর্থাৎ Self Created Reality.

শায়লা বলল, এই ব্যাখ্যা আমার কাছে যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, ভুল ব্যাখ্যা। লং টেইলের মৃত্যুর পর জন স্মিথ আরো নিঃসঙ্গ হয়েছে। এই অবস্থায় কল্পনার পরিবার তার কাছে ফিরে আসার কথা কিন্তু আসে নি।

শায়লা চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, আমার ধারণা লং টেইল কুকুরটা জন স্মিথের ডাবল রিয়েলিটির সঙ্গে যুক্ত। কুকুর নেই ডাবল রিয়েলিটিও নেই।

শায়লা বলল, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন জোয়ার্দারের পুফি বিড়ালটা তার ডাবল রিয়েলিটির সঙ্গে যুক্ত? পুফি না থাকলে ডাবল রিয়েলিটি থাকবে না?

মিসির আলি শায়লার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, তোমার একটা সিগারেট দাও খেয়ে দেখি। আমার প্যাকেটে সিগারেট নেই।

১৬

রঞ্জু সুলতানার ফ্ল্যাটে এসেছে। তার হাতে ব্যান্ডেজ, চোখের নিচে ব্যান্ডেজ।

রঞ্জুর ভাবভঙ্গিতে প্রবল অস্থিরতা। সুলতানা বললেন, তোকে আবার বিড়াল কামড়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুঁ।

কখন কামড়েছে?

রাতে। চোখে আঁচড় দিতে চেয়েছিল। নখ দিয়ে থাবা দিতে গিয়েছে। আমি খপ করে পা চেপে ধরায় রক্ষা। অনিকা কোথায়?

স্কুলে।

তার বিড়ালটা আছে না?

আছে।

গুড ভেরি গুড। পুফি পুফি। কাম হিয়ার লিটল ডার্লিং।

পুফি ঘরে ঢুকল। সুলতানার পায়ের কাছে বসল। রঞ্জু বলল, বিড়ালটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে লক্ষ করেছ?

হ্যাঁ।

রঞ্জু বলল, এতদিন ধারণা ছিল দুলাভাইয়ের বিড়াল আমাকে কামড়ায়। ঘটনা তা না। কাল রাতে বুঝতে পেরেছি পুফি আমাকে কামড়ায়। পুফিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে কনফার্ম হলাম। গত রাতে তার একটা পা ভেঙে দিয়েছি।

সুলতানা বললেন, পাগলের মতো কথা বলছিস কেন? এই বিড়াল রাতে গুলশানে যায় তোকে কামড়ে ফিরে আসে?

রঞ্জু বলল, হ্যাঁ। বিড়াল কীভাবে যায় কীভাবে ফিরে আসে তা আমি জানি না। বিড়াল যে এই পুফি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাকিয়ে দেখ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কীভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে দেখ। মনে হচ্ছে না এক্ষুনি আমার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে?

তোর ভাবভঙ্গি আমার কাছে ভালো লাগছে না। তুই করতে চাস কী?

খুন করতে চাই। মানুষ খুন না, বিড়াল খুন। বুবু বাসায় হাতুড়ি আছে? আমাকে একটা হাতুড়ি দাও।

তুই চুপ করে বোস। মাথা ঠাণ্ডা কর।

রঞ্জু বলল, মাথা ঠাণ্ডা করে তুমি বসে থাক। আমাকে আমার কাজ করতে দাও। আজ এই বিড়ালটা না মারলে সে আমার দুই চোখ তুলে নেবে। এটা কি ভালো হবে?

রঞ্জু খাবার ঘরে ঢুকল। তার হাতে মাংস কাটার বড় ছুরি। রঞ্জু মধুর গলায় ডাকল, পুফি পুফি! কাম হিয়ার লিটল ডার্লিং।

সন্ধ্যা থেকে ঢাকা শহরে বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া। বঙ্গোপসাগরে ডিপ্রেশন হয়েছে। মানুষ তার ডিপ্রেশন অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে না, সাগর পারে। সাগর তার ডিপ্রেশন স্থলভূমিতে ছড়িয়ে দেয়।

নিশ্চয়ই কোথাও বড় ধরনের ঝড় হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিড ফেল করেছে। ঢাকা শহর অন্ধকারে ডুবে আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শায়লা এই ঝড়বৃষ্টির রাতে জোয়ার্দারের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাল ইংল্যান্ড চলে যাবে। আজ এসেছে বিদায় নিতে। এখন মনস্থির করতে পারছে না ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকবে কি ঢুকবে না।

কিছুক্ষণ আগেও জেনারেটর চলছিল। এখন জেনারেটর বন্ধ। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। শায়লা দরজায় ধাক্কা দিল। মোমবাতি হাতে দরজা খুললেন জোয়ার্দার। বিস্মিত গলায় বললেন, আরে তুমি!

শায়লা বলল, আসব?

আসব মানে! অবশ্যই আসবে। ঝড়বৃষ্টির রাতে তোমাকে দেখে এত অবাক হয়েছি। আমার মন ভয়ংকর খারাপ ছিল এখন মন ভালো হতে শুরু করেছে।

মন খারাপ ছিল কেন?

আজ অফিস থেকে ফিরে দেখি আমার বিড়ালটা রান্নাঘরে মরে পড়ে আছে। কেউ একজন তাকে মেরে ফেলেছে।

মেরে ফেলেছে মানে?

একটা ছুরি দিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়েছে। বিড়ালটার পাশে রক্তমাখা ছুরি পড়ে আছে।

এই কাজটা কে করেছে?

জোয়ার্দার বললেন, আমিও তাই ভাবছি। আমি একা মানুষ। কেউ যে ঘরে ঢুকবে সেটা সম্ভব না। আমি নিজের হাতে ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছি অফিস থেকে ফিরে তালা খুলেছি।

AMARBOI.COM

বাতাসের ঝাপটায় মোমবাতি নিভে গেছে। জোয়ার্দার দেয়াশলাই খুঁজে পাচ্ছেন না। শায়লা বলল, দেয়াশলাই পরে খুঁজবেন। আগে আমাকে কোথাও বসার ব্যবস্থা করে দিন। আমার শরীর খারাপ। ভার্টিগো সমস্যা। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

জোয়ার্দার বললেন, হাত ধরে তোমাকে নিয়ে গেলে কি কোনো সমস্যা হবে?

শায়লা বলল, না সমস্যা হবে না আপনি আমার হাত ধরুন।

বসার ঘরে জোয়ার্দার এবং শায়লা মুখোমুখি বসে আছে। ঘর অন্ধকার। তুমুল ঝড় শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় শায়লার করুণ হতাশ চেহারা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে।

জোয়ার্দার বললেন, তোমার শরীর এত খারাপ করেছে কেন?

শায়লা বলল, আপনার বিড়ালটার জন্য। বিড়াল গেছে এখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

জোয়ার্দার বললেন, তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

শায়লা বলল, আমিও বুঝতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ার্দার বললেন, তোমার গায়ে যে অনেক জ্বর এটা জান?

জানি।

এত জ্বর নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ফিরবে কীভাবে? গাড়ি এনেছ?

না। আমি এখানেই থাকব। আপনাকে আর চোখের আড়াল করব না। চোখের আড়াল করলে যদি অন্য রিয়েলিটিতে চলে যাই।

জোয়ার্দার বললেন, শায়লা! তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

শায়লা বলল, জ্বরের ঘোরে আমি ভুল বকছি। এই জন্য আমার কথা বুঝতে পারছেন না। দয়া করে আপনি আমার হাত ধরে পাশে বসে থাকুন। আর আপনার যদি আমার হাত ধরতে লজ্জা লাগে তা হলে আমি হাত ধরে বসে থাকব। লজ্জা করার বিলাসিতা এখন আমার আর নেই।

জোয়ার্দার শায়লার পাশে এসে বসলেন। ঢাকা শহর বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন নামিবে আঁধার

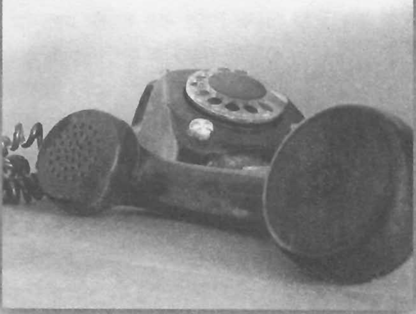

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

খোকন নামের সঙ্গে কীভাবে যেন আমি যুক্ত।
চারজন খোকনের সঙ্গে আমার গাঢ় পরিচয় আছে।

খোকন সিঙ্গাপুর
খোকন নিউইয়র্ক
খোকন লাসভেগাস
খোকন ঢাকা

চার খোকনের এক বই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

When a portrait painter sets out
to create a likeness, he relies above all
upon the face and the expression of the
eyes and pays less attention
to the other parts of the body.
—Plutarch, Life of Alexander

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

গত তিন রাতেই ঘটনাটা ঘটেছে। অতি তুচ্ছ ব্যাপার। একে 'ঘটনা' বলে গুরুত্বপূর্ণ করা ঠিক না। তারপরেও মিসির আলি তাঁর নোটবুকে লিখলেন—

> বিগত তিন রজনীতেই একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। রাত্রি তিনটা দশ মিনিটে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না।

মিসির আলির নোটবইটা চামড়ায় বাঁধানো। দেখে মনে হবে প্রাচীন কোনো বই। বইয়ের মলাটে সোনালি রঙে নাম লেখা—

ব্যক্তিগত কথামালা
ড. মিসির আলি
পিএইচডি

নোটবইটা তিনি কারো সামনে বের করেন না। বের না করার অনেকগুলো কারণের একটি হল, তাঁর কোনো পিএইচডি ডিগ্রি নেই। সাইকোলজিতে নর্থ ডেকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমএস ডিগ্রি পেয়েছিলেন। নামের আগে 'ড.' কখনো লিখতে পারেন নি। যদিও বিদেশ থেকে প্রচুর চিঠিপত্র পান যেখানে তারা ভুল করে 'ড. মিসির আলি' লেখে।

শুদ্ধ দ্রুত প্রবাহিত হয় না। ভুল হয়। নিজের দেশেও অনেকেই মনে করে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি আছে। বিশেষ করে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা।

চামড়ায় বাঁধানো এই নোট বইটা তাঁর এক ছাত্রী দিয়েছিল। ছাত্রীটির নাম রেবেকা। নোট বইটার সঙ্গে রেবেকার একটা দীর্ঘ চিঠিও ছিল। যে চিঠি পড়লে যে কোনো মানুষের ধারণা হবে, রেবেকা নামের তরুণী তার বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। চিঠির একটি লাইন ছিল এরকম—'স্যার, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি আপনার পাশে থাকতে চাই। কে কী মনে করবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

চিঠি পড়ে মিসির আলি তেমন শঙ্কিত বোধ করেন নি। তিনি জানেন, তরুণী মেয়েদের হঠাৎ আসা আবেগ হঠাৎই চলে যায়। আবেগকে বাতাস না দিলেই হল। আবেগ বায়বীয় ব্যাপার, বাতাস পেলেই তা বাড়ে। অন্য কিছুতে বাড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবেকা থার্ড ইয়ারে উঠেই ইউনিভার্সিটিতে আসা বন্ধ করল। মিসির আলি স্বস্তি বোধ করলেন। মেয়েদের হঠাৎ ইউনিভার্সিটিতে আসা বন্ধ করা স্বাভাবিক ঘটনা। বিয়ে হয়ে গেছে, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, কিংবা বিদেশে চলে গেছে। আজকাল ছাত্রীরাও বিদেশ যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই রেবেকার ব্যাপারটা তিনি জানতে পারতেন। তার বান্ধবীদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যেত। মিসির আলির ইচ্ছে করে নি।

মেয়েটা ভালো থাকলেই হল। যদি কখনো দেখা হয় তাকে বলবেন, তুমি যে নোটবইটা আমাকে দিয়েছ, সেটা আমি যত্ন করে রেখেছি। মাঝে মধ্যে সেখানে অনেক ব্যক্তিগত কথা লিখি।

সমস্যা হচ্ছে, ব্যক্তিগত কথা মিসির আলির তেমন নেই। তিন বছর হল ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। দুই কামরার একটা ঘর এবং অর্ধেকটা বারান্দা নিয়ে তিনি থাকেন। জসু নামের বারো-তের বছরের একটা ছেলে আছে। বাজার, রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার সব সে করে। সন্ধ্যার পর তিনি তাকে পড়াতে বসেন। এই সময়টা মিসির আলির খুব নিরানন্দে কাটে। এক বছর হয়ে গেল তিনি জসুকে পড়াচ্ছেন। এই এক বছরেও সে বর্ণমালা শিখতে পারে নি। অথচ অতি বুদ্ধিমান ছেলে। গত সোমবার তাঁর এমন মেজাজ খারাপ হল—একবার ইচ্ছে করল জসুর গালে থাপ্পড় লাগাবেন। সে 'ক' 'খ' পর্যন্ত ঠিকমতোই পড়ল। 'গ'-তে এসে শুকনা মুখ করে বলল, এইটা কী ইয়াদ নাই।

মাঝে মাঝে মিসির আলির মনে হয়, জসুর সবই 'ইয়াদ' আছে। সে ভান করে ইয়াদ নাই। জসুর সবকিছুই 'ইয়াদ' থাকে, শুধু অক্ষর ইয়াদ থাকে না—তা কী করে হয়? মিসির আলি নিশ্চিত, ছেলেটি অতি বুদ্ধিমান। প্রায়ই তার সঙ্গে তিনি সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সে আলোচনায় অংশগ্রহণও করে। হা করে মুখের দিকে তাকিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকে না।

তাঁর যে প্রতিরাতেই তিনটা দশ মিনিটেই ঘুম ভাঙে—এটা নিয়েও তিনি জসুর সঙ্গে কথা বলেছেন। জসু গম্ভীর হয়ে বলেছে, চিন্তার বিষয়।

তিনি বলেছেন, চিন্তার কোনো বিষয় না। আমার মতো বয়েসী মানুষের মাঝরাত থেকে ঘুম না হওয়ারই কথা।

জসু তার উত্তরে বলেছে, কিন্তুক স্যার, প্রত্যেক রাইতে তিনটার সময় ঘুম ভাঙে, এই ঘটনা কী? এইটা চিন্তার বিষয় কি না আপনে বলেন। দেখি আপনার বিবেচনা।

মিসির আলি তেমন কোনো 'বিবেচনা' এখনো দেখাতে পারেন নি। তবে তিনি চিন্তা করছেন।

জসু তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলেছে, আপনে চিন্তা করেন, আমিও চিন্তা করব। দেখি দুইজনে মিল-মিশ কইরা কিছু বাইর করতে পারি কি না। 'নদী-খাল-বিল আসল জিনিস মিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জসুকে অত্যন্ত পছন্দ করেন মিসির আলি। এতে অবশ্য প্রমাণিত হয় না যে, জসু চমৎকার একটি ছেলে। সমস্যাটা মিসির আলির। যে-ই মিসির আলির সঙ্গে কাজ করতে এসেছে তাকেই তিনি পছন্দ করেছেন। এদের অনেকেই টাকা-পয়সা নিয়ে ভেগে গেছে। জসুর ক্ষেত্রেও হয়তো এরকম কিছু ঘটবে। তবে না ঘটা পর্যন্ত মিসির আলির ভালবাসা কমবে না। সন্ধ্যার পর রোজ তিনি তাকে পড়াতে বসবেন। রাতে একসঙ্গে খেতে বসে অনেক জটিল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। ঘুমানোর সময়ও কিছু গল্পগুজব হবে। দু'জন একই ঘরে ঘুমায়। মিসির আলির বড় খাটের পাশেই জসুর চৌকি। রাতে জসু একা ঘুমুতে পারে না বলেই এই ব্যবস্থা। তার খুবই ভূতের ভয়।

সে একা ঘুমালেই নাকি একটা মেয়ে-ভূত এসে জসুর পায়ের তলা চাটে। মেয়ে-ভূতটার নাম হুড়বুড়ি।

মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে হুড়বুড়ির কাঁটা জসুর মাথা থেকে দূর করা প্রয়োজন। মিসির আলি সময় পাচ্ছেন না।

সময় পাচ্ছেন না কথাটা ঠিক না। তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই। তিনি প্রচুর বই পড়ছেন। বই পড়া কাজের মধ্যে পড়ে না। বই পড়া হল বিনোদন।

মিসির আলির ঘুমুতে যাওয়ার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। জসুর আবার এই বিষয়ে ঘড়ি ধরা স্বভাব। রাতের খাবারের পর থেকে সে হাই তুলতে থাকে। হাই তুলতে তুলতে বাড়িওয়ালার বাড়িতে (দোতলায়) টিভি দেখতে যায়। রাত ন'টার দিকে ফিরে এসে চা বানায়। আগে এক কাপ বানাত, এখন বানায় দু কাপ। মিসির আলি যেমন বিছানায় পা ছড়িয়ে খাটের মাথায় হেলান দিয়ে চা খান, সেও তা-ই করে। চা শেষ করে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুম।

আজো তা-ই হচ্ছে। দু'জনই গম্ভীর ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। মিসির আলি দিনের শেষ সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর হাতে পপুলার সায়েন্সের একটা বই, নাম—*The Other Side of Black Hole*। লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন ব্ল্যাক হোলের ওপাশের জগৎটা পুরোটাই অ্যান্টিমেটারে তৈরি। সেখানকার জগৎ অ্যান্টিমেটারের জগৎ। এই জগতে যা যা আছে অ্যান্টিমেটারের জগতেও তা-ই আছে। সেই জগতে এই মুহূর্তে একজন মিসির আলি চা খেতে খেতে *The other Side of Black Hole* বইটা পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আছে জসু নামের এক ছেলে।

মিসির আলি বই নামিয়ে হঠাৎ করেই জসুর দিকে তাকিয়ে বললেন, জসু, তুই একটু বাড়িওয়ালার বাসায় যেতে পারবি?

জসু বলল, কী প্রয়োজন বলেন?

মিসির আলি বললেন, খোঁজ নিয়ে আয় এই বাড়ির কেউ অসুস্থ কি না। আমার ধারণা, বাড়ির কেউ অসুস্থ, তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের একটা ডোজ পড়ে রাত তিনটায়। তখন ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। রাত তিনটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যালার্ম বাজে, তখন সেই শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। আমার ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়। দশ মিনিট বাড়তি লাগে।

জসু বলল, বাড়িওয়ালার নাতির নিউমোনিয়া হয়েছে। তার নাম কিসমত। ছক্কা ভাইজানের ছেলে।

মিসির আলি বললেন, তারপরেও যা। জেনে আয় রাত তিনটায় অ্যালার্ম বাজে কি না।

জসু বলল, বাদ দেন তো স্যার। বাজে প্যাচাল।

মিসির আলি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে যা বাদ দিলাম।

জসু ঘুমুতে গেল। মিসির আলি রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে বসে রইলেন। অ্যালার্ম বাজল তিনটা দশ মিনিটে। মিসির আলির ভুরু কুঁচকে গেল। বাড়িওয়ালার ঘড়ি ফাস্ট, নাকি তাঁরটা স্লো—এটা নিয়ে ভাবতে বসলেন।

মিসির আলির বাড়িওয়ালার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক। তিনি পেশায় একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। এই বাড়িতেই (একতলা দক্ষিণ দিকে) তাঁর রোগী দেখার চেম্বার। পুরুষ ও মহিলা রোগীদের বসার ব্যবস্থা আলাদা। সিরিয়াস রোগী, যাদের সার্বক্ষণিকভাবে দেখাশোনা করা দরকার, তাদের জন্য একটা ঘরে দুইটা বিছানা পাতা আছে। এটা তাঁর হাসপাতাল। হাসপাতালে একজন নার্স আছে। এই ঘরের পাশেই হোমিও ফার্মেসি। রোগীদের এই ফার্মেসি থেকেই ওষুধ কিনতে হয়। বাইরে সব ওষুধই দু নম্বরি। আজিজুর রহমান মল্লিক সব ওষুধ সরাসরি হোমিওপ্যাথের জনক হানিম্যান সাহেবের দেশ জার্মানি থেকে আনান।

বাড়ির সামনে ১০ ফুট বাই ৪ ফুটের বিশাল সাইনবোর্ড। সেখানে লাল, সবুজ এবং কালো রঙের লেখা—

সুরমা হোমিও হাসপাতাল

ডা. এ মল্লিক

এমডি

গোল্ড মেডেল (ডাবল)

মিসির আলি আজিজ মল্লিক সাহেবের বাড়ির একতলায় উত্তর পাশে গত এক বছর ধরে আছেন। গত এক বছরে তিনি রোগীর কোনো ভিড় লক্ষ করেন নি। তাঁর ধারণা মানুষজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর এখন আর তেমন ভরসা করছে না।

রোগী না থাকলেও মল্লিক সাহেবের আর্থিক অবস্থা ভালো। তাঁর ছয়টা সিএনজি বেবিট্যাক্সি আছে, চারটা রিকশা আছে। সম্প্রতি একটা ট্রাক কিনেছেন। আগারগাঁও বাজারে কাচ্চি বিরিয়ানির দোকান আছে। দোকানের নাম 'এ মল্লিক কাচ্চি হাউস'। কাচ্চি হাউসের বিরিয়ানির নামডাক আছে। সন্ধ্যাবেলা দুই হাঁড়ি কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না হয়। রাত আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে। দু'জনেরই বিয়ে হয়েছে। তারা বউ-বাচ্চা নিয়ে বাবার সঙ্গে থাকে। দু'জনের কেউ কিছু করে না। তাদের প্রধান কাজ, বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করা। বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া। দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা। তারা যখন রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে একসঙ্গে করে। চায়ের দোকানে সব সময় পাশাপাশি বসে চা খায়। পরিচিত কাউকে দেখলে দুই ভাই একসঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলে। তারা তাদের বাবার ভয়ে যেমন অস্থির থাকে, পরিচিতদের ভয়েও অস্থির থাকে।

সকাল আটটা। মল্লিক সাহেব মিসির আলির ঘরে বসে আছেন। মল্লিক সাহেবের বয়স ষাটের কাছাকাছি। চেহারা বিশেষত্বহীন। নাকের নিচে পুরুষ্টু গোঁফ আছে। মাথা কামানো। তাঁর চেহারা, চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গিতে কার্টুনভাব আছে। মল্লিক সাহেবকে আজ অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছে। দ্রুত পা নাচাচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর ওপর দিয়ে বিরাট ঝড় বয়ে গেছে কিংবা এখনো যাচ্ছে। মল্লিক সাহেব মানুষটা ছোটখাটো। রাগে ও উত্তেজনায় তিনি আরো ছোট হয়ে গেছেন। তাঁর শোবার ঘর থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডেল চুরি গেছে। তাঁর ধারণা টাকাটা দুই ছেলের কোনো-একজন নিয়েছে। রাগ ও উত্তেজনার প্রধান কারণ এইটাই। এই পরিস্থিতিতে কী করা যায়, তিনি তা জানতে এসেছেন। মিসির আলির বিচার-বুদ্ধির ওপর তাঁর আস্থা আছে।

মিসির আলি সাহেব।

জি।

ব্যবস্থা করে দেন।

কী ব্যবস্থা করব?

আমি আমার এই দুই বদপুত্রকে শায়েস্তা করব। এই দুইজনকে ন্যাংটা করে বাড়ির সামনে যে সাইনবোর্ড আছে, সেই সাইনবোর্ডের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবে। এটা আমার ফাইনাল ডিসিশান।

মিসির আলি বললেন, চা খান। একটু চা দিতে বলি?

আজিজ মল্লিক বললেন, এই দুই বদকে শিক্ষা না দিয়ে আমি কিছু খাব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখনো নাশতা খাই নাই। এরা কত বড় বদ চিন্তা করেন—বাপের টাকা চুরি করে? কোনো আয় নাই, রোজগার নাই, দুইজনে গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে। বউ-বালবাচ্চা নিয়ে বাপের ঘরে খায়, আবার বাপের টাকা চুরি করে।

আপনি কি নিশ্চিত যে, এরাই টাকা চুরি করেছে?

অবশ্যই। কাগজ কলম আনেন লিখে দেই।

চুরিটা কে করেছে? বড়জন, না ছোটজন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই ভাই একসঙ্গে মিলে করেছে। এরা যা করে একসঙ্গে করে। এখন শাস্তিও একসঙ্গে হবে। থাক ন্যাংটা হয়ে।

মিসির আলি বিনীতভাবে বললেন, ভাই সাহেব, এক কাপ চা আমার সঙ্গে খান। জসু খুব ভালো রং চা বানায়।

আপনাকে তো একবার বললাম, দুই কুসন্তানকে শাস্তি না দিয়ে আমি কিছু খাব না। এক জিনিস বারবার কেন প্যাঁচাচ্ছেন?

সরি।

ইংরেজি এক কথা সবাই শিখেছে—'সরি'। সরি দিয়ে কী হয়? সরি বলে কিছু নাই। পাপ করবে পানিশমেন্ট হবে। সরি আবার কী?

মল্লিক সাহেব পুত্রদের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। তাদের কাউকে পাওয়া গেল না। এরা সকালবেলাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। দোতলা থেকে মেয়েদের কান্নার শব্দ আসতে লাগল। নিশ্চয়ই ছেলেদের দুই বউ কাঁদছে। জসু এসে খবর দিল—মল্লিক সাহেব ছেলের বউদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন বলেই কান্নাকাটি শুরু হয়েছে।

দুপুরের মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। ছেলের বউরা কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেল। তাদের পেছনে পেছনে গেলেন মল্লিক সাহেবের স্ত্রী (দ্বিতীয়জন, প্রথমজন মারা গেছেন), তাঁর কাজের দুই মেয়ে। মল্লিক সাহেব উঠানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন, যারা গেছে তারা যদি ফিরে আসতে চায় তা হলে তাদের এই উঠানে দশবার করে কান ধরে উঠবোস করতে হবে। কান ধরে উঠবোস, তারপর বাড়িতে ঢোকার টিকিট। আমি এ মল্লিক। আমার কথাই এ বাড়িতে আইন।

মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে এ মল্লিক পরিবারের সদস্যদের বিদায়-দৃশ্য দেখছেন। এই দৃশ্য তাঁর কাছে নতুন না। আগেও দু'বার দেখেছেন।

২

রাত দশটা। জসু ঘুমিয়ে পড়েছে। সদর দরজা লাগাতে ভুলে গেছে। দরজা খোলা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। 'বৃষ্টিকণিকা নিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের আগমন' এই বাক্যটা মিসির আলির মাথায় ঘুরছে। মাঝে মাঝে গানের কলি মাথায় ঢুকে যায়। সারাক্ষণ বাজতে থাকে। এই বাক্যটাও সেরকম। মিসির আলি বাক্যটা মাথা থেকে দূর করতে চাচ্ছেন। অ্যান্টিমেটারের জগৎ নিয়ে লেখা বইটা পড়বেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন। কোনো একটা বাক্য মাথার ভেতর ঘুরলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে কীভাবে?

মিসির আলি সাহেব, জেগে আছেন?

মল্লিক সাহেবের গলা। মিসির আলি বললেন, জেগে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার দরজা খোলা। আমি ভাবলাম দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি আজিব আদমি। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব।

মল্লিক সাহেব! ভেতরে আসুন।

ভেতরে আসব না। দরজা বন্ধ করুন, আমি চলে যাব। দরজা খোলা রেখে ঘুমানো ঠিক না। চোর এসে সাফা করে দিয়ে যাবে। ভালো কথা, আপনার কাজের ছেলে জসু কি জেগে আছে?

জি–না। কেন বলুন তো?

একা ভয় ভয় লাগছে। সে জেগে থাকলে তাকে নিয়ে যেতাম।

বলতে বলতে মল্লিক সাহেব ঘরে ঢুকলেন। মিসির আলির বিছানার পাশে রাখা কাঠের চেয়ারে বসলেন।

মিসির আলি বললেন, চা খাবেন? একটু চা করি।

চা খাওয়া যায়।

মিসির আলি বিছানা থেকে নামলেন। মল্লিক সাহেব বললেন, আপনি কেন যাচ্ছেন? জসুকে পাঠান।

বেচারা আরাম করে ঘুমাচ্ছে।

মুনিবের প্রয়োজন আগে, তারপর নফরের ঘুম। পাছায় লাথি দিয়ে এর ঘুম ভাঙান।

মিসির আলি কিছু না বলে রান্নাঘরে ঢুকলেন। একবার ভাবলেন বলেন, মুনিব–নফরের বিষয়টা ঠিক না। অল্পদিনের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। এখানে আমরা সবাই নফর। মুনিব কেউ না। যদিও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর ধারণা, আমরা সবাই রাজা। কিছুই বলা হল না। উচ্চমার্গের কথা মল্লিক সাহেবের সঙ্গে বলা অর্থহীন। মল্লিক সাহেবের অবস্থান নিম্নমার্গে।

মল্লিক সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চা ভালো বানিয়েছেন। বাংলাদেশ চায়ের দেশ। এখানে কেউ চা বানাতে পারে না। সবাই বানায় পিশাব। দিনে আট–দশ কাপ পিশাব খাই।

আপনার নাতির খবর কী?

কোন নাতি? নাতি তো একটা না, এক হালি।

আমি তো জানতাম দুই ভাইয়ের দুই ছেলে।

ভুল জানতেন। এরা দুই ছেলে কোলে নিয়ে ঘুরে, মেয়ে দুইটা ঘরে থাকে। এখন বলেন কোনটার কথা জানতে চান?

যার নিউমোনিয়া হয়েছিল।

ও আচ্ছা, কিসমতের কথা জানতে চান? আমি কোনো খবর জানি না। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর আর খোঁজ নেই নাই।

ওরা টেলিফোন করে নাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে কি টেলিফোন করার সাহস এদের আছে? আমার গলার শব্দ শুনলে পিশাব করে দেয়, এমন অবস্থা।

বলেন কী?

এইটা আমরা বংশপরম্পরায় পেয়েছি। আমার বাবার খড়মের শব্দ শুনলেও আমি দৌড়ে পালাতাম। দুই একবার প্যান্টে 'ইয়েও' করেছি।

মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে দুটা মনে হয় সেরকম হবে না। তারা সারাক্ষণই বাচ্চাদের কোলে নিয়ে থাকে।

এই দুই গাধার কথা তুলবেন না। এদের নাম শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায়।

মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে দুটার নাম কি আপনার দেওয়া?

আর কে দেবে? নাম ভালো দিয়েছি না? একজন ছক্কা আরেকজন বক্কা। ছক্কা বড়, বক্কা ছোট।

মিসির আলি বললেন, নাম দেওয়া থেকেই বোঝা যায় আপনার ছেলে দু'জনের জন্য মমতা নাই।

মল্লিক সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, ওদেরও নাই। নাই–এ নাই–এ কাটাকাটি। আরেক কাপ চা খাব, যদি আপনার তকলিফ না হয়।

আমার তকলিফ হবে না। আপনি আরাম করে চা খাচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে।

মল্লিক সাহেব বললেন, আপনার বসার ঘরের সোফায় আমি যদি শুয়ে থাকি তা হলে সমস্যা হবে?

মিসির আলি বললেন, কোনো সমস্যা হবে না। তবে ভাই, আমার বসার ঘরে সোফা নাই।

সোফা আমি আনায়ে নিব।

মিসির আলি এখন বুঝতে পারছেন, মল্লিক সাহেব তাঁর এখানে থাকতে এসেছেন। 'সদর দরজা খোলা' এই সাবধান বাণী ঘরে ঢোকার অজুহাত।

মল্লিক সাহেবের তাঁর ঘরে রাত্রিযাপনের বিষয়টা মিসির আলির কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। একা ঘুমাতে ভয় পাচ্ছেন, তা ঠিক আছে। খালি বাড়িতে অনেকেই একা ঘুমাতে ভয় পায়। কিন্তু মল্লিক সাহেবের বাড়ি খালি না। পরিবারের লোকজন চলে গেলেও অনেকেই এখনো আছে। বাড়ির দারোয়ান আছে, কাজের লোক আছে।

দ্বিতীয় কাপ চা মল্লিক সাহেব আগের মতোই তৃপ্তি করে খাচ্ছেন। এর মধ্যে তাঁর লোকজন বসার ঘরে সোফা নিয়ে এসেছে। বালিশ চাদর এনেছে। মল্লিক সাহেব সব ব্যবস্থা করেই এসেছেন।

মিসির আলি বললেন, আপনি কি বিশেষ কোনো কারণে বাড়িতে একা থাকতে ভয় পাচ্ছেন?

মল্লিক সাহেব হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়লেন।

কারণটা বলতে চাইলে বলতে পারেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চাই না।

তা হলে চা শেষ করে শুয়ে পড়ুন। আপনার সকাল সকাল ঘুমানোর অভ্যাস।

সবদিন সকাল সকাল ঘুমাই না। মাঝে মাঝে রাত জাগি। সারা রাতই জেগে থাকি।

আজ কি সারা রাত জাগবেন?

হুঁ। আপনি ঘুমায়ে পড়েন।

মিসির আলি বললেন, সময় কাটানোর জন্য আপনাকে বই দেব?

গল্প–উপন্যাস আমি পড়ি না। বানানো কিচ্ছাকাহিনী। কথায় কথায় প্রেম। গল্প–উপন্যাস পড়লে মনে হয় দেশে প্রেমের হাট বসে গেছে। স্কুলে প্রেম, কলেজে প্রেম, ইউনিভার্সিটিতে প্রেম, অফিসে প্রেম, আদালতে প্রেম। ফালতু বাত।

মিসির আলি বললেন, প্রেম ছাড়াও আমার কাছে বিজ্ঞানের কিছু সহজ বই আছে।

মল্লিক সাহেব বললেন, বিজ্ঞান তো আরো ফালতু। আমাকে বইপত্র কিছু দিতে হবে না। আপনি আপনার মতো ঘুমান। আপনাকে শুধু একটা কথা বলে রাখি, ছক্কা–বক্কা এই দুইয়ে মিলে আমাকে খুন করবে। যদি খুন হই পুলিশের কাছে এদের নামে মামলা দিবেন।

মিসির আলি বললেন, পুলিশ আমার কথায় তাদের আসামি করবে না।

টাকা খাওয়ালেই করবে। টাকা খাওয়াবেন। আমি চাই ছক্কা–বক্কা দুইটাই যেন ফাঁসিতে ঝুলে।

আপনি যে কোনো কারণেই হোক উত্তেজিত হয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়ুন। ভালো ঘুম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই দুই ভাই সাক্ষাৎ শয়তান। বুঝার উপায় নাই। নিজের মাকে মেরেছে। ধাক্কা দিয়ে কুয়াতে ফেলে মেরেছে। প্রথমে বুঝতে পারি নাই। মামলা মোকদ্দমা হয় নাই। কীভাবে হবে বলেন! দুই ভাই কেঁদে কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলেছিল। কিছুক্ষণ পরপর ফিট মারে। উপায়ান্তর না দেখে দুইজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম, তখন তো জানি না দুই ভাই মিলে এই কীর্তি করেছে।

যখন জানলেন তখন পুলিশের কাছে গেলেন না কেন?

ছয় বছর পর জেনেছি। ছয় বছর আগের ঘটনা পুলিশ মুখের কথায় বিশ্বাস করবে কেন? তারপরও বলেছি। রমনা থানার ওসি বাড়িতে এসেছেন। দুই ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দুই ভাই চিৎকার করে এমন কান্না শুরু করল, বাড়িতে কাজ–কাম থেমে গেল। কাঁদতে কাঁদতে দুই জনই ফিট। ওসি সাহেব তখন তাদের উল্টা সান্ত্বনা দেয়। বলে কী, তোমাদের বাবার বয়স হয়েছে। বয়সের কারণে মাথায় উল্টাপাল্টা চিন্তা ঢুকে। তোমরা কিছু মনে নিয়ো না। আমাকে তিনি যখন বললেন তখনো বিশ্বাস করি নাই। ছেলের হাতে বাবা সম্পত্তির কারণে খুন হন। মা কখনো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আপনি কীভাবে জানলেন ছেলেরা মাকে খুন করেছে?

তাদের মা আমাকে বলেছে।

মৃত মা বলেছে?

জি। আমার একটা বিশেষ ক্ষমতার কথা আপনাকে বলা হয় নাই। আমি মাঝে মধ্যে মৃত মানুষ দেখতে পাই। তাদের সঙ্গে বাত-চিতও করি।

ও আচ্ছা।

আমার কথা মনে হয় এক ছটাকও বিশ্বাস করেন নাই।

মিসির আলি বললেন, শুরুতে আমি সবার কথাই বিশ্বাস করি। অবিশ্বাস পরের ব্যাপার।

মৃত মানুষদের সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয়, এটা বিশ্বাস করেছেন?

জি বিশ্বাস করছি। এটা এক ধরনের ডিলিউশন।

ডিলিউশন জিনিসটা কী?

ভ্রান্ত ধারণা। যে ধারণার শিকার সে মানসিক রোগী। আমরা সাইকোলজিস্টেরা মনে করি তার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

মল্লিক সাহেব ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, আমার চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

মল্লিক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি, এখন চলে যাব। দরজা বন্ধ করে দেন, আমি নিজের বাড়িতে থাকব।

আমার এখানে থাকবেন না?

না।

জসুকে কি তুলে দিব? আপনার সঙ্গে ঘুমাবে?

প্রয়োজন নাই। নবাবের বাচ্চা ঘুমাইতেছে ঘুমাক।

আপনি মনে হয় আমার ওপর রাগ করেই চলে যাচ্ছেন।

কিছুটা রাগ করেছি। এখন বিশ্বাস পরে অবিশ্বাস, এটা কেমন কথা? আমার দুই পুত্র যে আমাকে নিয়ে নানান কথা ছড়ায়, এটা নিশ্চয় জানেন?

জানি না।

আপনাকে কখনো কিছু বলে নাই?

জি--না। তাদের সঙ্গে আমার কখনো কথাবার্তা হয় না। এদের দূর থেকে দেখি।

এরা আমার বিষয়ে ছড়ায়েছে যে, আমাকে নাকি দুটা করে দেখে।

মিসির আলি বললেন, দুটা মানে বুঝলাম না।

মল্লিক বললেন, দুইজন আমি আমার ঘরে বসে আছি এই রকম। সত্য কখনো কেউ বিশ্বাস করে না। অসত্য কথা, ভুল কথা, বানোয়াট কথা সবাই বিশ্বাস করে। এই দুই কুপুত্রের কারণে সবাই বিশ্বাস করে দুইজন মল্লিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ও আচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

এত বড় একটা কথা বললাম, আপনি 'ও আচ্ছা' বলে ছেড়ে দিলেন? আপনি কি আমার দুই কুপুত্রের কথা বিশ্বাস করেছেন?

না।

মল্লিক সাহেব বললেন, সব কথাই আপনি প্রথমে বিশ্বাস করেন, এই কথাটা কেন করলেন না?

মিসির আলি বললেন, বিশ্বাস করি নি, কারণ আমি দুইজন মল্লিককে দেখছি না। তা ছাড়া আপনার দুই পুত্রের কেউ আমাকে এ ধরনের কথা বলে নি।

তারা যদি বলত, আপনি বিশ্বাস করতেন?

প্রথমে অবশ্যই বিশ্বাস করতাম। তারপর চিন্তা-বিশ্লেষণে যেতাম। অ্যারিস্টটল একবার বললেন, মানুষের মস্তিষ্ক রক্ত পাম্প করার যন্ত্র। এক শ বছর মানুষ তা-ই বিশ্বাস করেছে। এক শ বছর পর অবিশ্বাস এসেছে।

অ্যারিস্টটল লোকটা কে?

একজন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী।

দার্শনিক, বিজ্ঞানী সবই ফালতু।

আপনার কাছে মনে হতে পারে।

মল্লিক সাহেব হঠাৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কিছু সময়ের জন্য ঝিম ধরে গেলেন।

মিসির আলি বললেন, একটা সিগারেট কি খাবেন?

মল্লিক সাহেব বললেন, না। নিজের ঘরে গিয়ে আরাম করে সিগারেট খাব। আপনার এখানে না। আপনাকে শেষ কথা বলি—আমি কিন্তু সত্যি মৃত মানুষ দেখতে পাই। তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলি। আপনার ঘরেও একজন মৃত পুরুষ দেখি। হাবে-ভাবে মনে হয় সে আপনার পিতা।

ও আচ্ছা।

মল্লিক সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, এত বড় একটা কথা বললাম, আর আপনি 'ও আচ্ছা' বলে ছেড়ে দিলেন? আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসাই ভুল হয়েছে।

মল্লিক সাহেব ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছাতা নিয়ে এসেছিলেন, যাওয়ার সময় ছাতা ছাড়াই বৃষ্টিতে নেমে গেলেন।

মল্লিক সাহেবের আর কোনো খোঁজ-খবর পরের এক মাসে পাওয়া গেল না। জলজ্যান্ত একজন মানুষ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছক্কা-বক্কা দুই ভাই পরিবার নিয়ে ফাঁকা বাড়িতে ফিরে এল। আবার তাদের দু'জনকে ছেলে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেল। বাবার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এতে তাদের দুঃখিত বা চিন্তিত মনে হল না। মল্লিক পরিবারের সব কর্মকাণ্ড আগের মতোই চলতে লাগল। বক্কার ছোট ছেলের আকিকার অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হল। আকিকা হল। জসুকে আকিকার মাংস দেওয়া হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্কার ছোট ছেলের নাম রাখা হল, 'সৈয়দ শাহ্ আমিনুর রহমান বখতিয়ার খিলজি'।

ওজনদার নাম রাখতে পারার আনন্দে বক্কাকে অভিভূত বলে মনে হল।

৩

মল্লিক সাহেবের দুই পুত্র মিসির আলির সামনে বসে আছে। তাদের বসার ভঙ্গি আড়ষ্ট, দৃষ্টি এলোমেলো। তবে এলোমেলো দৃষ্টিতেও শৃঙ্খলা আছে। এক ভাই ছাদের দিকে তাকালে, অন্য ভাইও ছাদ দেখে। ছাদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একজন যদি জানালা দিয়ে তাকায়, অন্যজনও জানালার দিকে তাকায়। কে কাকে অনুসরণ করছে? মিসির আলির কাছে স্পষ্ট না। কেউ কাউকে অনুসরণ করছে এরকমও মনে হচ্ছে না। সম্ভবত যা করছে একসঙ্গে করছে।

দুই ভাইয়ের চেহারায় কোনো মিল নেই। বড়ভাই (শফিকুল গনি ছক্কা) শ্যামলা, মোটাসোটা, বেঁটে। ছোটভাই (আবদুল গনি বক্কা) ফর্সা, রোগা পাতলা এবং লম্বা। দু'জনেরই গোঁফ আছে। লুঙ্গির ওপর হাফ হাতা শার্ট। একই রঙের লুঙ্গি (সবুজ), একই রঙের শার্ট (কমলা)। মিসির আলি মনে করার চেষ্টা করলেন এরা আগেও মিল করে শার্ট পরত কি না। তাদের জুতাও একই রকম—কালো রাবারের জুতা।

শফিকুল গনি বলল, চাচা, ভালো আছেন?

মিসির আলি বললেন, ভালো আছি।

আবদুল গনি বলল, একটা কাগজ আপনাকে দেখাতে এনেছি। আপনার পরামর্শ দরকার।

মিসির আলি বললেন, কাগজ দেখাও।

দুই ভাই চুপ করে বসে রইল। কোনো কাগজ বের করল না। দু'জনই ডান পা নাচাচ্ছে এবং অতি দ্রুত নাচাচ্ছে। 'মিসির আলি এর আগে কাউকে এত দ্রুত পা নাচাতে দেখেন নি।

শফিকুল গনি বলল, একটা হ্যান্ডবিল ছাপাব, লেখা ঠিক আছে কি না যদি দেখে দেন।

মিসির আলি বললেন, দেখে দিব। কাগজটা দাও।

এবারো কাগজ বের হল না। দুই ভাই আগের নিয়মে পা নাচাচ্ছে, তবে এবার নাচাচ্ছে বাঁ পা। মিসির আলি কাগজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবছেন এই দুই ভাই মানসিক প্রতিবন্ধী কি না। সম্ভাবনা প্রবল। কাগজটা দেখে দিন বলার পরও তারা কাগজ বের করছে না—এটা মানসিক ক্ষমতার অভাবই বোঝায়।

তোমরা চা খাবে?

দু'জন একই সঙ্গে না–সূচক মাথা নাড়ল।

তোমাদের বাবার কোনো খোঁজ কি পাওয়া গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জন আবারো একই সঙ্গে না-সূচক মাথা নাড়ল।

কাগজের কথা বলছিলে, কাগজটা কি আসলেই দেখাবে?

দু'জন একই সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল, তবে কাগজ বের করল না।

জসু ট্রে নিয়ে ঢুকেছে। ট্রেতে তিন কাপ চা। দুই ভাই আগে চা খাবে না বলেছে, এখন দু'জন একই সঙ্গে অতি দ্রুত চায়ের কাপ নিল এবং অতি দ্রুত চা শেষ করল। প্রায় শরবত খাওয়ার মতোই বড় বড় চুমুক দিল। মিসির আলি এই দুই ভাইয়ের মতো এত দ্রুত গরম চা কাউকে খেতে দেখেন নি।

শেষ পর্যন্ত ছোটভাই আবদুল গনি বক্কার শার্টের পকেট থেকে কাগজ বের হল। পরিষ্কার ঝকঝকে হাতের লেখা। মানসিক প্রতিবন্ধীদের হাতের লেখা সুন্দর হয়। মিসির আলি বিজ্ঞাপনটা দু'বার পড়লেন।

সন্ধান চাই

আমাদের পিতাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ সন্ধান দিলে তাকে কুড়ি হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে। কোনো পুলিশ ভাই যদি সন্ধান দেন, তিনিও পুরস্কারের দাবিদার হবেন। যদি কয়েকজন একত্রে সন্ধান দেন, তবে পুরস্কারের টাকা সমভাবে তাহাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এই নিয়ে কোনো বিবাদ বিসংবাদ করা যাইবে না।

বিবাদ উপস্থিত হইলে আমাদের দুই ভাইয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

ইতি

শফিকুল গনি ছক্কা (বড়ভাই)

আবদুল গনি বক্কা (ছোটভাই)

AMARBOI.COM

মিসির আলি বললেন, হ্যান্ডবিলে কি তোমাদের বাবার ছবি যাবে?

জি-না, ছবি পাওয়া যায় নাই।

ছবি না পেলে তাঁর একটা বর্ণনা দিতে হবে। তা না হলে মানুষ বুঝবে কীভাবে এ মল্লিক দেখতে কেমন। তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম আছে, কিন্তু ঠিকানা কোথায়?

শফিকুল গনি বলল, ঠিকানা ইচ্ছা করে দেই নাই। ঠিকানা দিলে বাজে লোক ঝামেলা করবে। বলবে, এই জায়গায় দেখেছি। ওই জায়গায় দেখেছি।

মিসির আলি বললেন, ঠিকানা ছাড়া তোমাদের সন্ধান দিবে কীভাবে?

আবদুল গনি বলল, সন্ধান না দিলেও অসুবিধা হবে না।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমাদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমাদের কাছে যদি মনে হয় বিজ্ঞাপন ঠিক আছে তা হলে ঠিক আছে।

দুই ভাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তাদের আনন্দিত মনে হচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, যে সোফাটায় তোমরা এতক্ষণ বসে ছিলে সেটা তোমাদের। কাউকে পাঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিকুল গনি বলল, চাচাজি। এটা আপনার কাছে রেখে দিন। এটা আমার বাবার একটা স্মৃতি।

মিসির আলি বললেন, স্মৃতি বলছ কেন? তোমরা কি নিশ্চিত তিনি মারা গেছেন?

দুই ভাই একসঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

মৃত যদি তোমরা জানো তা হলে সন্ধান চেয়ে হ্যান্ডবিল ছাপাচ্ছ কেন?

শফিকুল গনি বলল, কেউ যেন না ভাবে আমরা সন্ধান করি নাই। চাচাজি যাই।

তোমরা হ্যান্ডবিলে ঠিকানা দাও নাই, এটা লোকজনের চোখে পড়বে না?

আবদুল গনি বলল, এটা নিয়ে কেউ কিছু মনে নিবে না। সবাই জানে আমরা বোকা।

মিসির আলি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তিনি ব্যক্তিগত কথামালার খাতা খুললেন। 'ছক্কা-বক্কা দুই ভাই' শিরোনামে কিছুক্ষণ লিখলেন। তাঁর লেখা—

ছক্কা বক্কা দুই ভাই

> বাবা-মায়ের উদ্ভট মানসিকতার কারণে অনেক সন্তানদের উদ্ভট ডাকনাম নিয়ে সমাজে বাস করতে হয়। আমার জানা মতে, কিছু উদ্ভট ডাকনাম—
>
> নাট-বল্টু (দুই যমজ ভাই। বাবা বুয়েট থেকে পাস করা আর্কিটেক্ট)
>
> ডেঙ্গু (এক ডাক্তার বাবার পুত্রের নাম)
>
> অঙ্ক, মানসাঙ্ক (বাবা স্কুলের অঙ্ক শিক্ষক। অঙ্ক ছেলের নাম, মানসাঙ্ক মেয়ের নাম)

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। ছক্কা-বক্কা সম্পর্কে বেশি কিছু তিনি জানেন না।

জসু্র কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য, তবে এই তথ্য ঘোলাটে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ছক্কা-বক্কা এই দুই ভাইয়ের বুদ্ধি কেমন?

জসু বলল, দুই ভাই যখন একত্রে থাকে তখন বুদ্ধি নাই। আলাদা যখন থাকে তখন বেজায় বুদ্ধি।

আলাদা কখন থাকে? দুপুরে দুই ভাই দেখি কলপাড়ে একসঙ্গে গোসল করে।

জসু বলল, মাঝে মধ্যে আলাদা হয়। ধরেন, বড়ভাইরে তার পরিবার ডাক দিল। সে চইলা গেল। তখন ছোটভাই একলা।

মিসির আলি বললেন, এরা নাকি তাদের বাবাকে দুটা করে দেখে। এমন কিছু শুনেছিস?

শুনেছি। শুধু এই দুইজনই না। তাদের পরিবারও দেখেছে। ছোটভাইয়ের বউ একবার দুই শ্বশুর দেইখা ফিট পড়েছে। খাটের কোনায় লাইগা মাথা ফাটছে। হাসপাতালে নিতে হইছে। তয় এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর ফিট পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই মানুষকে দু'জন দেখা বিষয়টাকে মিসির আলি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অপটিক্যাল হেলুসিনেশন। দৃষ্টি বিভ্রম। এই দুই ভাই তাদের দৃষ্টি বিভ্রম স্ত্রীদের কাছেও ছড়িয়ে দিয়েছে। সাইকোলজির পরিভাষায় এর নাম Induced hallocination।

দৃষ্টি বিভ্রমের বড় শিকার স্কিজোফ্রেনিক রোগীরা। তাদের ব্রেইন কাল্পনিক ছবি তৈরি করে। রোগীরা সেই ইমেজ সত্যি মনে করে। তারা যে বাস্তবতায় বাস করে তার নাম Distorted reality।

স্কিজোফ্রেনিক রোগীদের ধর্মকর্মে প্রবল আসক্তি থাকে। এই দুই ভাইয়ের তা আছে। সারা দিন এরা নামাজ পড়ে না। সন্ধ্যার পর বারান্দায় জায়নামাজ বিছিয়ে বসে। অনেক রাত পর্যন্ত নামাজ পড়ে। জিকির করে।

মিসির আলি জসুকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুই ভাই মানুষ কেমন?

জসু বলল, অত্যধিক ভালো। সবার সাথে তাদের মধুর ব্যবহার। একটা ঘটনা বললে বুঝবেন। এই দুই ভাই গলির সামনের স্টলে চা খাইতেছে, এমন সময় আমি সামনে দিয়া যাই। বড়ভাই আমারে হাত উঁচায়ে ডাকল। মধুর গলায় বলল, জসু! আমরার সাথে এক কাপ চা খাও। যদি না খাও মনে কষ্ট পাব। এই ঘটনা শুধু যে আমার জীবনে ঘটেছে তা না। অচেনা অজানা মানুষের সাথেও ঘটেছে। অনেক ফকির মিসকিনও দুই ভাইয়ের সঙ্গে চা খেয়েছে।

এই বিষয়টা স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে কখনো ঘটে না। তারা কারো সঙ্গে মেশে না। আলাদা থাকে। তাদের বাস্তবতা আলাদা বলেই সাধারণ বাস্তবতার মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারে না।

AMARBOI.COM

'সন্ধান চাই' হ্যান্ডবিল ছাপা হয়েছে। হ্যান্ডবিলে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। এ মল্লিক কাচ্চি হাউসের ঠিকানা। হ্যান্ডবিল ফার্মগেটে বিলি হচ্ছে। কাচ্চি হাউসের কাস্টমারদেরও দেওয়া হচ্ছে।

ছাপা হ্যান্ডবিল নিয়ে দুই ভাই মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সেই আগের মতো অবস্থা। দু'জনের গায়েই এক রকম কাপড়। প্রথম দিনের মতোই দু'জন পা নাচাচ্ছে। সেই পা নাচানো অসম্ভব 'সিনক্রনাইজড'। যেন একে অন্যের সঙ্গে অদৃশ্যভাবে যুক্ত। বড়জনের ডান পা যখন নাচছে, তখন ছোটজনের ডান পা-ই নাচছে। সামান্য এদিক-ওদিকও হচ্ছে না।

ছক্কা বলল, চাচাজি ভালো আছেন?

মিসির আলি বললেন, ভালো আছি।

বক্কা বলল, বাবার কুলখানির তারিখ ফেলেছি। আগামী বিষ্যুদবার বাদ মাগরেব। মিলাদ হবে, দোয়া হবে, এশার নামাজের পর বড়খানা।

ছক্কা বলল, বড়খানায় থাকবে মুরগির রোস্ট, কাচ্চি বিরিয়ানি আর বোরহানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, মৃত্যু নিশ্চিত না করেই কি কুলখানি করা যায়?

বক্কা বলল, যায়। আমরা মুনশি–মৌলবির সঙ্গে কথা বলেছি। কেউ ইচ্ছা করলে নিজের কুলখানির খানা খেতেও পারে।

ছক্কা বলল, চাচাজি, আপনি কি কুলখানিতে আসবেন?

মিসির আলি বললেন, না।

বক্কা বলল, সমস্যা নাই। টিফিন ক্যারিয়ারে করে আপনার আর জসুর খানা পাঠায়ে দিব।

মিসির আলি কিছু বললেন না। তিনি একদৃষ্টিতে দুই ভাইকে লক্ষ করছেন। তাদের অস্বাভাবিকতা শনাক্ত করার চেষ্টা। ভিডিও ক্যামেরায় ভিডিও করে রাখতে পারলে সুবিধা হতো। ভিডিও ক্যামেরা ছাড়াই মিসির আলি একটি বিষয় লক্ষ করলেন। এক ভাই যখন কথা বলে তখন অন্য ভাই ঠোঁট নাড়ে। যে কথা বলে তার দিকে দৃষ্টি থাকে বলে অন্যজনের ঠোঁট নাড়া চোখে পড়ে না।

ছক্কা বলল, চাচাজি, যদি অনুমতি দেন তা হলে উঠি। কাজকর্ম আছে।

মিসির আলি বললেন, অনুমতি দিলাম।

অনুমতি পাওয়ার পরেও দুই ভাইয়ের কেউই উঠছে না। বিরতিহীন পা নাচিয়েই যাচ্ছে। এখন দু'জনের দৃষ্টিই ছাদের দিকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে— ছাদে বিশেষ কিছু ঘটছে। ভীতিপ্রদ কিছু। তারা দু'জনই ভয় পাচ্ছে। একজন আরেকজনের পাশে সরে এসেছে।

AMARBOI.COM

৪

বিষ্যুদবার। কুলখানি উপলক্ষে আসরের নামাজের পর থেকে বিপুল আয়োজন চলছে। মাদ্রাসার দশজন তালিবুল এলেম কোরান খতম দিচ্ছে। তালিবুল এলেমদের আরেকটি দল তেঁতুলের বিচি নিয়ে বসেছে। তারা খতমে জালালি নিয়ে ব্যস্ত।

এশার নামাজের পর বড়খানা শুরু হল। জসু বিশাল টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি করে খাবার নিয়ে চলে এসেছে। তার চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল। সে শুধু খাবার নিয়ে আসে নি, খেয়েও এসেছে।

ঝড়–বৃষ্টির কারণে কুলখানির অনুষ্ঠান সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হল। রাত বারোটা পর্যন্ত জিকিরের ব্যবস্থা ছিল। এগারটার মধ্যেই তালিবুল এলেমরা চলে গেল। মুনশি–মৌলবিরা খাওয়াদাওয়ার পরে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে ফেলেন।

মিসির আলি শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা তাঁর পছন্দের একটি বিষয়। দরজা ধাক্কানোর শব্দে তিনি জাগলেন। দরজা খুলে দেখেন রেইনকোট পরা মল্লিক সাহেব। মল্লিক সাহেব আহত গলায় বললেন, আমার দুই হারামজাদার কাণ্ড দেখেছেন! বাপ জীবিত, তার কুলখানি করে বসে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, ভেতরে আসুন।

মল্লিক ঘরে ঢুকলেন। মিসির আলি বললেন, আপনি বাড়িতে গিয়েছিলেন, নাকি সরাসরি আমার এখানে এসেছেন?

বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে আমার দুই পুত্র দুই দিকে দৌড় দিয়ে পালায়া গেছে।

আপনি ছিলেন কোথায়?

বিষয়সম্পত্তির দেখভালের জন্য গিয়েছিলাম।

ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি?

বড়টার সাথে একবার মোবাইলে কথা হয়েছে। তারপরেও দুই কুলাঙ্গার কুলখানি করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে।

কী মতলব থাকবে?

আমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছে। সকালেই আমার মৃত্যুসংবাদ শুনবেন। কীভাবে মারবে তাও জানি। ধাক্কা দিয়ে কুয়াতে ফেলে দিবে।

মিসির আলি বললেন, আপনার কুয়ার মুখ তো বন্ধ। ফেলবে কীভাবে?

মল্লিক বললেন, এইটাই ঘটনা। ঘরে পা দিয়ে প্রথমেই গেলাম কুয়ার কাছে। মনে সন্দেহ, এইজন্য গিয়েছি। গিয়ে দেখি কুয়ার মুখ খোলা। এরা কারিগর ডেকে খুলেছে।

মিসির আলি বললেন, বসুন, চা খান।

মল্লিক বললেন, চা খাব না। ক্লান্ত হয়ে এসেছি। স্নান করব, তারপর নিজের কুলখানির খানা খাব।

মিসির আলি বললেন, খাওয়াদাওয়ার পর যদি মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলবেন তা হলে চলে আসবেন। আমি জেগে থাকব।

আপনার জেগে থাকতে হবে না। আপনি ঘুমান। বটি হাতে নিয়ে আমি জেগে থাকব। দুইজনকে বটি দিয়ে কেটে চার টুকরা করব। কুয়ার ভেতর ফেলে কুয়া আটকে দিব। যেমন রোগ তেমন চিকিৎসা।

মিসির আলি বললেন, আপনি উত্তেজিত। উত্তেজনা কোনো কাজের জিনিস না। উত্তেজনা কমান। বসুন, গা থেকে রেইনকোট খুলুন। চা বানাচ্ছি, চা খান।

মল্লিক সাহেব গা থেকে রেইনকোট খুললেন। হতাশ মুখে সোফায় বসলেন, নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন, কেউ কোনোদিন শুনেছে ছেলে বাপ বেঁচে থাকতেই বাপের কুলখানি করে ফেলে? শুনেছে কেউ? বাপের জন্মে এই ঘটনা কখনো ঘটেছে?

চায়ে চুমুক দিয়ে মল্লিক সাহেব কিছুটা শান্ত হলেন।

মিসির আলি বললেন, আপনাকে মাঝে মাঝে ধূমপান করতে দেখি। উত্তেজনা প্রশমনে নিকোটিনের কিছু ভূমিকা আছে। একটা সিগারেট কি ধরাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টিতে সিগারেটের প্যাকেট ভিজে গেছে।

মিসির আলি তাঁর প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। মল্লিক সিগারেট ধরিয়ে আরো খানিকটা শান্ত হলেন। মিসির আলি বললেন, কখন থেকে আপনার দুই ছেলে আপনার কাছে অসহ্য হয়েছে?

মল্লিক বললেন, যখন বড়টার বয়স পাঁচ আর ছোটটার তিন।

তারা করত কী?

আমার সামনে যখন দাঁড়িয়ে থাকত তখন আমার দিকে তাকাত না। দুইজনেই আমার দুই ফুট দূরে, আমার ডানদিকে তাকায়ে থাকত। আমি কোনো প্রশ্ন করলে সেই দিকে তাকিয়েই উত্তর দিত।

এই কাজ কেন করত জিজ্ঞেস করেন নাই?

করেছি। একবার না, অনেকবার করেছি।

তাদের জবাব কী?

তারা নাকি দুইজন বাবা দেখে। একটা বাবা খারাপ, একটা ভালো। তারা তাকিয়ে থাকে ভালো বাবার দিকে।

আপনি তা হলে তাদের কাছে খারাপ বাবা?

হুঁ। যতবার দুই ভাই এই রকম কথা বলেছে ততবার এদের শক্ত মাইর দিয়েছি। একবার তো বড়টার গলা চিপে ধরলাম। গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি ভাবলাম, মরে গেছে। কিছুক্ষণ পর উঠে বসে চিঁ চিঁ করে বলে, বাবা, পানি খাব।

আপনার দিকে তাকিয়ে কি বলেছে?

না, ওই যে বললাম, দুই ফুট দূরে তাকায়। আমার ডানে।

এরা দু'জন দেখি সব সময় একই রকম কাপড় পরে। এটা কখন থেকে শুরু হল?

মল্লিক সাহেব হতাশ গলায় বললেন, তারা দু'জন যে শুধু একই রকম কাপড় পরে তা না, তাদের বউ দুইটারও একই চেহারা। যমজ বোন। একটার নাম পারুল, আরেকটার নাম চম্পা। বুঝার উপায় নাই, কোনটা কে। আমি কোনোদিনই বুঝি না। আমার ধারণা, আমার দুই বদ পোলাও জানে না কোনটা কে?

পুত্রবধূদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

খারাপ।

কতটা খারাপ?

পারুলকে আমি ডাকি বড় কুত্তি, চম্পাকে ডাকি ছোট কুত্তি। এখন বুঝে নেন সম্পর্ক কত খারাপ। এদের স্বভাব চরিত্রও কুত্তির মতো। কেন তা বলব না। শ্বশুর হয়ে পুত্রবধূদের বিষয়ে নোংরা কথা বলা যায় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন, মিসির আলিকে কোনো কিছু না বলেই হঠাৎ করে বের হয়ে গেলেন। ঘুমুতে যাওয়ার আগে মিসির আলি ব্যক্তিগত কথামালার খাতা খুলে কিছুক্ষণ লিখলেন—

ছক্কা-বক্কা এবং তাদের বাবার ব্যাপারে আমি কিঞ্চিৎ আগ্রহ বোধ করছি। তাদের পুরো কর্মকাণ্ডে এক ধরনের অসুস্থতা আছে। ছেলে দুটি মানসিক রোগগ্রস্ত, নাকি তাদের বাবা? বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার না। মল্লিক সাহেবের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তাঁর পুত্রবধূদেরও কিছু সমস্যা আছে।

দুটি ছেলেই বাবাকে অসম্ভব ভয় পায়। সেটাই স্বাভাবিক। যে বাবা শাস্তি হিসেবে গলা চেপে ধরে অজ্ঞান করে ফেলেন, তাকে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

এমনকি হতে পারে, বাবাকে অসম্ভব ভয় পায় বলেই এরা অন্য এক বাবাকে কল্পনা করেছে, যে বাবা ভালো, স্নেহময়? কল্পনার সেই বাবা, খারাপ বাবার ডানদিকে দুই ফুট দূরত্বে থাকেন। মস্তিষ্ক চাপ সহ্য করতে পারে না। চাপ মুক্তির পথ খোঁজে। একটি ভালো বাবা কল্পনা করে নেওয়া চাপমুক্তির পথ।

দুটি ছেলেই অন্তর্মুখী। এদের পক্ষে দুই যমজ বোনের প্রেমে পড়ে নিজেদের ইচ্ছেয় বিয়ে করা অসম্ভব। আমি নিশ্চিত, মল্লিক সাহেব দুই ছেলের বিয়ের জন্য যমজ বোন খুঁজে বের করেছেন। তাঁর আগ্রহেই বিয়ে হয়েছে।

দুই ভাই একই পোশাক পরে। বিষয়টা তারা করেছে, না তাদের বাবা ঠিক করে দিয়েছে?

একই চেহারার দুই স্ত্রী যিনি ঠিক করে দিয়েছেন, তিনিই একই পোশাকের ব্যাপারটা করবেন। সাধারণ লজিক তা-ই বলে।

আরো রহস্য আছে। ছক্কা-বক্কা দু'জনেরই একটি করে ছেলে (যদিও মল্লিক বলেন তাদের চারটি সন্তান)। তাদের বয়স কাছাকাছি। দুই থেকে তিন বছর। বেশিরভাগ সময় তারা বাবার কোলে থাকে। দুই বাবাই সন্তান কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লান্তিহীন হাঁটাহাঁটি করেন। ছক্কার ছেলেই যে ছক্কার কোলে থাকে তা না, কখনো সে থাকে বক্কার কোলে। কে কার কোলে থাকবে তা নিয়ে ধরাবাঁধা কোনো ব্যাপার নেই। রহস্য হচ্ছে যখন যে শিশু যার কোলে থাকবে তাকেই বাবা ডাকবে।

মল্লিক সাহেব দাবি করেন, তিনি মৃত মানুষদের দেখতে পান। তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন। একটি পরিবারের সবাই ডিলিউশনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুগবেন, এটাই বা কেমন কথা! কোনো পরিবারে একজন কঠিন মানসিক রোগী থাকলে তার প্রভাব অন্যদের ওপর পড়বে। এটা স্বাভাবিক। তবে সুস্থ মানুষ কখনোই অসুস্থ হয়ে পড়বে না।

দুর্বোধ্য রহস্যের মুখোমুখি হলে বেশিরভাগ মানুষ এক পর্যায়ে হাল ছেড়ে দিয়ে শেক্সপিয়ার আওড়ায়। দার্শনিক ভাব ধরে বলে—There are many things in heaven and earth...

মিসির আলি হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ না। তিনি রহস্যের ভেতর ঢুকতে চাইছেন। দুই ভাইয়ের কাছ থেকে কয়েকটা জিনিস জানা তাঁর খুবই প্রয়োজন। দুই ভাইকে তিনি পাচ্ছেন না। তারা সারা দিন নানান জায়গায় ঘোরে, গভীর রাতে বাবার কাচ্চি হাউসে ঘুমিয়ে থাকে।

মিসির আলি কয়েকবার তাদের খোঁজে জসুকে পাঠিয়েছেন। জসু তাদের পায় নি।

দুই ভাই বিষয়ে মল্লিক এক রাতে তথ্য দিলেন। মিসির আলিকে আনন্দের সঙ্গে জানালেন, ওরা হাজতে।

মিসির আলি বললেন, হাজতে কেন? কী করেছে?

নতুন কিছু করে নাই। পুরোনো পাপে হাজতে বাস করছে। রমনা থানার ওসি সাহেবকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলেছি, দু'জনকে ধরে নিয়ে যেন ভালোমতো ডলা দেওয়া হয়। তিন দিন হাজত বাস করে ফিরবে। শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। এরকম শিক্ষা সফর আগেও একবার করেছে।

আপনি ব্যবস্থা করেছেন?

হ্যাঁ, ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। প্রায়ই ওনাকে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস উপহার হিসেবে পাঠাই। একবার পাঠিয়েছিলাম এক কলসি রাবরি। রাবরি চেনেন?

চিনি।

আরেকবার পাঠিয়েছিলাম একশ একটা ডাব। ডাব পাঠানোর পর উনার সঙ্গে আমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক হয়ে গেছে। মাই ডিয়ার লোক। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। পুলিশের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো। কখন কোন কাজে লাগে। চা খাব, আপনার কাজের ছেলেটাকে সুন্দর করে এক কাপ চা বানাতে বলেন। বাসায় ঝামেলা, চা বানানোর অবস্থায় কেউ নাই বিধায় আপনার এখানে চা খেতে এসেছি।

মিসির আলি বললেন, কী ঝামেলা?

ছক্কার ছেলেটা মারা গেছে। নিউমোনিয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা বুঝে না-বুঝে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক বিষ ছাড়া কিছু না।

মল্লিক সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি বললেন, আপনার নাতি মারা গেছে, আর আপনি স্বাভাবিকভাবে গল্পগুজব করছেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লিক বললেন, মৃত্যু হল কপালের লিখন। দুঃখ করে লাভ কী? যত স্বাভাবিক থাকা যায় ততই ভালো।

মিসির আলি বললেন, ছক্কা কি তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ জানে?

মল্লিক বললেন, না। পুলিশের ডলা খেয়ে বাড়ি ফিরে জানবে। ডাবল অ্যাকশান হবে।

জসু চা বানিয়ে এনেছে। মল্লিক তৃপ্তি করেই চা খাচ্ছেন। মিসির আলি তাকিয়ে আছেন মানুষটার দিকে।

মল্লিক সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে মিসির আলির দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাকে বলেছি না আপনার বাসায় একজন মৃত মানুষকে ঘোরাফিরা করতে দেখি?

জি বলেছেন।

এই মানুষটার পরিচয় জেনেছি। উনি আপনার পিতা।

ও আচ্ছা।

মল্লিক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'ও আচ্ছা' বলে উড়ায়ে দিবেন না। উনি আমাকে বলেছেন, আপনি মহাবিপদে পড়বেন। গাড়ি চাপা পড়ে মারা পড়বেন। গাড়ির রঙ কালো। গাড়ি চালাবে অল্পবয়সী মেয়ে। বুঝেছেন?

জি।

সাবধানে থাকবেন। সাবধানে। সাবধানের কোনো 'মাইর' নাই। কথায় আছে—

বামে না ডানে
চল সাবধানে।

আপনার পিতা আমাকে বলেছেন আপনাকে সাবধান করে দিতে। সাবধান করে দিলাম।

৫

মিসির আলি খাতা খুলে বসেছেন। আজকের দিন শুরু করবেন ব্যক্তিগত কথামালায় এক পাতা লিখে। তাঁর সামনে চায়ের কাপ, পিরিচে টোস্ট বিস্কুট। সকালের প্রথম চা। জসু পরোটা-ভাজি আনতে গেছে। সে নিজে ভালো পরোটা বানায়, তবে নিজের বানানো পরোটা সে খেতে পারে না। তার পরোটা-ভাজি সে দোকান থেকে কিনে আনে। দুপুরে প্রায়ই সে মল্লিক সাহেবের কাচ্চি হাউস থেকে খেয়ে আসে। কাচ্চি হাউসের লোকজন তাকে চেনে। জসুকে টাকা দিতে হয় না।

মিসির আলি লিখছেন—

নাতিদের প্রসঙ্গে মল্লিক সাহেব দু'বার আমাকে বলেছেন, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হালি নাতি। দুই নাতি এবং দুই নাতনি।

আমি তাঁর দুই নাতির কথাই জানি। জসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেও দুই জনের কথাই বলছে।

মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে যেমন তাদের দুই বাবাকে দেখে, মল্লিক সাহেবও কি একইভাবে দুই নাতির জায়গায় চার নাতি দেখেন? বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তবে তাড়াহুড়ার কিছু নেই। হাতে সময় আছে।

মল্লিক সাহেবের বাড়ির অবস্থা শান্ত। 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ'-টাইপ শান্ত। একটি শিশু মারা গেছে, তার প্রভাব কারো ওপরেই মনে হয় পড়ে নি। ছক্কা-বক্কা ছেলে কোলে নিয়ে আগের মতোই হাঁটাহাঁটি করছে। আগে দু'জনের কোলে দুটি ছেলে থাকত। এখন একজন ভাগাভাগি করে দু'জনের কোলে থাকছে।

সুরমা হোমিও হাসপাতালে মল্লিক সাহেব নিয়মিত বসা শুরু করেছেন। সুরমা তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম।

এই স্ত্রীকে মনে হয় মল্লিক সাহেব খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর বেবিটেক্সির প্রতিটির পেছনে লেখা, 'সুরমা পরিবহন'।

মল্লিক সাহেবের প্রথম স্ত্রী সম্পর্কে কোনো তথ্য এখনো আমার হাতে নেই। মহিলা রূপবতী ছিলেন, সব সময় বোরকা পরে থাকতেন। ঘরের মধ্যেও বোরকা খুলতেন না।

এই বাড়ির সবকিছুই জট পাকিয়ে আন্ধা গিট্টু হয়ে আছে। এই জাতীয় আন্ধা গিট্টুর সুবিধা হচ্ছে, কোনোরকমে একটা গিট্টু খুলে ফেললে বাকিগুলি একের পর এক আপনাতেই খুলতে থাকে। আমাকে অবশ্যি গিট্টু খোলার দায়িত্ব কেউ দেয় নি। কর্মহীন মানুষ কর্ম খুঁজে বেড়ায়। আমার মনে হয় এই দশাই চলছে।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করলেন। ঠাণ্ডা সরপড়া চায়ে চুমুক দিলেন। তাঁর মুখ সামান্য বিকৃতও হল না। নিজের মনেই ভাবলেন, এক ধরনের নির্বিকারত্ব সবার মধ্যেই আছে। তিনি যেমন চায়ের ঠাণ্ডা গরম বিষয়ে নির্বিকার, মল্লিকের দুই পুত্রও আশপাশে কী ঘটছে সেই বিষয়ে নির্বিকার। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের শিশুপুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। অবশ্য এই শিশুটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে তা না। মল্লিক সাহেব তার চিকিৎসা করেছেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছেন। অ্যান্টিবায়োটিক খেতে দেন নি। কারণ অ্যান্টিবায়োটিক শিশুদের জন্য বিষ।

সিগারেট হাতে বারান্দায় এসে মিসির আলি অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলেন। মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কানে ধরে উঠবোস করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতবার উঠবোস করা হচ্ছে তারা সেই হিসেবও রাখছে। শব্দ করে বলছে—৪১, ৪২, ৪৩ ...

ছক্কা–বক্কা দুই ভাইয়ের একটির শিশুপুত্র দু'জনের মাঝখানে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। তার হাতে কাঠি লজেন্স। সে লজেন্স চুষছে।

এ ধরনের দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না। মিসির আলি ঘরে ঢুকে *The Others Side of Black Hole* বই খুললেন। বিজ্ঞান যে পর্যায়ে চলে গেছে এখন যে কোনো গাঁজাখুরি গল্পও বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ব্ল্যাকহোলের বইটিতেও লেখক এই জিনিস করেছেন। কঠিন বিজ্ঞানের লেবাসে কল্পগল্প।

চাচাজি আসব?

মিসির আলি চমকে তাকালেন। দুই ভাই মুখ কাঁচুমাচু করে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গে বাচ্চাটি নেই। মিসির আলি বই বন্ধ করে বললেন, এসো।

দুই ভাই ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

চাচাজি, আপনার ঘরে একটু বসি?

বসো। কোনো সমস্যা নেই। চা খাবে?

জি–না।

সকালের নাশতা করেছ?

জি। বিরিয়ানি খেয়েছি।

কথা বলছে বড়ভাই। ছোটভাই ঠোঁট নাড়াচ্ছে। এইবার ছোটভাই কথা শুরু করল, বড়জন চুপ।

বাবা এক শ বার কানে ধরে উঠবোস করতে বলেছিলেন, আমরা এক শ দশ বার করেছি। দশটা ফ্রি করে দিয়েছি। ভালো করেছি না চাচাজি?

অবশ্যই ভালো করেছ। শাস্তিটা হয়েছে কী জন্য? অপরাধ কী করেছিলে?

উনার দিকে তাকিয়ে হেসেছি।

হেসে ফেলার জন্য শাস্তি?

খারাপ হাসি হেসেছি চাচাজি।

হাসির ভালো–খারাপ আছে?

জি আছে।

মিসির আলি বললেন, আমার দিকে তাকিয়ে একটা খারাপ হাসি দাও তো। দেখি ব্যাপারটা কী?

দুই ভাই চুপ করে আছে। মনে হয় তাদের পক্ষে খারাপ হাসি দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না।

ছোটভাই বলল, চাচাজি, আপনি কি অন্য ঘরে যাবেন? আমরা এখন বেয়াদবি করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী বেয়াদবি করবে?

সিগারেট খাব।

আমার সামনে খাও। অসুবিধা নেই।

চাচাজি, মন থেকে অনুমতি দিয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনার মতো মানুষ ত্রিভুবনে কম আছে।

বলতে বলতে বড়ভাই শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করল। একটা সিগারেটই দু'জনে মিলে টানছে। কুৎসিত গন্ধে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। তারা যে সিগারেট টানছে তা সাধারণ সিগারেট না। গাঁজাভর্তি সিগারেট।

মিসির আলির মনে হল রহস্যের একটা জট খুলেছে। গাঁজা ডিলিউশনের দরজা খুলে দেয়। এইজন্যই লোকগানে বলা হয়—'গাঁজার নৌকা শূন্যের ভরে যায়।'

বক্কা বিনীত গলায় বলল, চাচাজি কি একটা টান দিবেন?

মিসির আলি বললেন, না। তোমরা কি নিয়মিত খাও?

দুই ভাই একসঙ্গে বলল, জি–না। আজ একটা বিশেষ দিন।

বিশেষ দিন কী জন্য?

দুই ভাইয়ের কেউই জবাব দিল না। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল।

তার মিনিট দশেকের মাথায় জিপভর্তি করে পুলিশের গাড়ি চলে এল। পুলিশের কাছে দুই ভাই স্বীকার করল, তারা ধাক্কা দিয়ে তাদের বাবাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছে।

দমকল বাহিনীর লোক এসে গহিন কুয়া থেকে অনেক ঝামেলা করে মল্লিক সাহেবের ডেডবডি উদ্ধার করল।

৬

মল্লিক সাহেবের ছোট ছেলের স্ত্রী চম্পা এসেছে মিসির আলির কাছে। মল্লিক সাহেব এই ছেলের বউকেই ডাকতেন ছোট কুত্তি নামে।

মেয়েটি দেখতে কেমন মিসির আলি কিছুই বুঝলেন না। তার সারা শরীর গোলাপি রঙের বোরকায় ঢাকা। চোখ দেখা যাওয়ার কথা, তাও দেখা যাচ্ছে না। মশারির জালের আড়ালে চোখ। দুই হাতে কালো হাতমোজা। পায়ে টকটকে লাল মোজা।

চাচাজি, আমার নাম চম্পা। আমি বক্কার স্ত্রী। আপনার কাছে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

যাকে দেখা যাচ্ছে না তার সঙ্গে স্বস্তি নিয়ে কথা বলা যায় না। এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলা আর দূরের কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা একই জিনিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, মা! তুমি বসো। প্রয়োজনটা কী বলো?

চম্পা বসল। মিসির আলি লক্ষ রাখলেন এই মেয়ে তার স্বামীর মতো পা নাচায় কি না। পা নাচাচ্ছে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার কী জরুরি কথা বলো।

চম্পা বলল, আমার স্বামী আর ভাসুরকে হাজত থেকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করে দেন। তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মিসির আলি বিব্রত গলায় বললেন, এরা দুজনই খুনের মামলার আসামি। খুনের কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ এদের ছাড়বে না।

চম্পা বলল, খুন এরা করে নাই। এই দুই ভাই খুবই ভালো মানুষ। এরা পিঁপড়াও মারে না। খুন কী করবে! খুন আমি আর আমার বড় বোন পারুল আপা মিলে করেছি। উনার খাবারের সঙ্গে এন্টাসি মিশায়ে দিয়েছি।

নিজেকে সামলাতে মিসির আলির কিছুটা সময় লাগল। এই মেয়ে সহজ গলায় এইসব কী বলছে। মিসির আলি বললেন, এন্টাসি কী জিনিস?

ইঁদুর মারা বিষ। কোনো গন্ধ নাই। লেবুর শরবতের সঙ্গে মিশায়ে দিয়েছি। কয়েক চুমুক দিয়ে উনি চিৎ হয়ে পড়ে গেছেন। মৃত্যু হওয়ার আগেই দুই ভাই মিলে লাশ কুয়াতে ফেলেছে।

তোমরা দুই বোন পুলিশকে এই কথা বলতে চাও?

জি, চাচাজি।

তোমরা যে হত্যা–পরিকল্পনা করেছিলে এইটা কি ছক্কা–বক্কা জানত?

না। তাদের বলি নাই।

বিষ কে কিনে এনেছে?

ইঁদুর মারা বিষ ঘরে ছিল, কেউ কিনে নাই।

খুন করেছ কী জন্য?

উনি খুব খারাপ লোক ছিলেন। সপ্তাহে একদিন উনার কাছে আমার কিংবা আমার বোনের যেতে হতো। রাতে থাকা লাগত। আমার বড়বোন কখনো থাকে নাই। আমি থেকেছি। কখনো বলেছি আমার নাম পারুল, কখনো বলেছি চম্পা। আমরা দুই বোন দেখতে একই রকম। উনি ধরতে পারেন নাই।

তোমার স্বামী বা ভাসুর এই ঘটনা জানে?

জি জানে।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমাকে যা বলেছ পুলিশকে কি তা বলতে পারবে?

পারব। ইনশাল্লাহ।

তোমাদের দু'বোনের কথা আমি পুলিশকে জানাতে পারি। তার আগে তোমার বড় বোন পারুলের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।

আমি আপনাকে যা বলেছি পারুল আপা সেই কথাই বলবে। আলাদা কিছু বলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরেও তার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন।

চম্পা বলল, আমি চেষ্টা নিব উনাকে পাঠাতে। তবে চেষ্টায় কাজ হবে না। পারুল আপা কারো সঙ্গে কথা বলে না। চাচাজি, তা হলে আমি যাই। আসসালামু আলায়কুম।

মিসির আলি কিছু বললেন না। ঘটনা শুনে তিনি ধাক্কার মতো খেয়েছেন। ধাক্কা সামলাতে তাঁর সময় লাগছে।

তিনি বড় বোন পারুলের অপেক্ষা করতে করতে সিগারেট ধরালেন। নিকোটিনের জট আলগা করার ক্ষমতা আছে। এই মুহূর্তে নিকোটিনের ধোঁয়া তার ওপর কাজ করছে না। জট আলগা হচ্ছে না, বরং আরো পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

পারুল এসেছে। ঠিক ছোটবোন চম্পার মতো বোরকা, মোজা, বোরকার রঙ কালো। পা এবং হাতের মোজার রঙও কালো। ছোটবোনের গা এবং বোরকা থেকে কোনো পারফিউমের গন্ধ আসে নি। বড়বোনের বোরকা থেকে হালকা পারফিউমের গন্ধ আসছে। লেবু ও চা-পাতার মিশ্র গন্ধের পারফিউম। ছোটবোনের গলা ঝনঝন করছিল। বড়বোনের গলা চাপা, কিছুটা খসখসে।

মিসির আলি বললেন, তোমার ছোটবোন আমাকে ভয়ংকর কিছু কথা শুনিয়েছে।

পারুল বলল, ভয়ংকর হলেও কথা সত্য। আপনার সঙ্গে যদি কোরান মজিদ থাকে, আমার হাতে দেন। আমি কোরান মজিদ মাথায় নিয়া বলব, ঘটনা সত্য।

তোমরা কি নিয়মিত নামাজ রোজা করো?

জি করি। আমরা দুই বোনই অনেক রাত জেগে ইবাদত বন্দেগি করি। তবে ইবাদত বন্দেগি শ্বশুরের আড়ালে করতে হয়। উনি পছন্দ করেন না। রাত তিনটা থেকে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত আমরা নামাজ পড়ি। রাত তিনটায় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখি।

মিসির আলির কাছে দু'টা বিষয় স্পষ্ট হল। রাত তিনটায় তাঁর নিজের ঘুম ভাঙার রহস্য তার একটি। চম্পা-পারুল এই দুই বোন স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী, তাও এখন স্পষ্ট। এই ধরনের রোগীদের প্রধান লক্ষণ হল ধর্মকর্মে চূড়ান্ত আসক্তি।

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, শ্বশুরের সঙ্গে রাত্রি যাপনের কথাটাও কি সত্যি?

জি চাচাজি। তবে আমি কখনো উনার কাছে যাই নি। চম্পা গিয়েছে। কখনো চম্পা হিসেবে গেছে, কখনো পারুল হিসেবে। চম্পার গর্ভে উনার একটি ছেলেও হয়েছিল। নাম কিসমত। এই ছেলেটিই নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।

মিসির আলি বললেন, আমি শুনেছিলাম ছেলেটি তোমার।

পারুল বলল, আমার কোনো ছেলেপুলে নাই। আমি নিঃসন্তান। চম্পার দু'বার যমজ সন্তান হয়েছে। একবার হল এক সন্তান। কিসমত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, নিউমোনিয়ার চিকিৎসা কি হয়েছিল?

আসল চিকিৎসা হয় নাই। ছেলের বাপ অর্থাৎ আমার শ্বশুর সাহেব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন। তার নিউমোনিয়া কীভাবে হয়েছিল জানতে চান?

বলো শুনি।

পারুল বলল, আমি আর চম্পা এই দুজনে শলাপরামর্শ করে কিসমতকে ছাদে খালি গায়ে দুই ঘণ্টা শুইয়ে রেখেছি, এতেই কাজ হয়েছে। পাপ বিদায়।

পারুল খিলখিল করে অনেকক্ষণ হাসল। তার হাসি থামার পর মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, তুমি পারুল না, তুমি চম্পা! পারুল সেজে দ্বিতীয়বার আমার কাছে এসেছ। গলা চেপে কথা বলছ। মাঝে মাঝে চেপে কথা বলার ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছ বলে মূল স্বর চলে আসছে। চম্পা! তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছ। কেন করছ জানি না। জানতে চাচ্ছি না। তুমি এখন বিদায় হও। তোমার আর কোনো গল্প শুনতে আমি রাজি না। আমার ধারণা, তোমরা দুই বোনই অসুস্থ। স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী। তোমাদের কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য না।

চাচাজি, পারুল আপা কখনো কোথাও যায় না। কারো সঙ্গে কথাও বলে না। এই জন্য বাধ্য হয়ে পারুল সেজে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাদের একটু সাহায্য করুন।

মিসির আলি বললেন, আমার সাহায্যের তোমার প্রয়োজন নেই। আমাকে যা বলেছ পুলিশকে তা-ই বলবে। পুলিশ তদন্ত করে বের করবে ঘটনা কী?

চাচাজি! আমি এখন আপনাকে একটা জরুরি কথা বলব।

মিসির আলি বললেন, আমি তোমার কোনো কথাই শুনব না।

তা হলে কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যা হবে।

বলো কী সমস্যা?

আপনি ভাড়াটে হিসেবে এখানে আর থাকতে পারবেন না। এখন সবকিছু চালাচ্ছে আমার বড়বোন পারুল।

মিসির আলি বললেন, সমস্যা নেই, আমি বাড়ি ছেড়ে দিব।

আজকেই ছাড়তে হবে।

মিসির আলি হেসে ফেলে বললেন, পুরো মাসের ভাড়া আমার দেওয়া, তারপরেও আজ রাতেই বাড়ি ছেড়ে দেব।

মিসির আলির মনে হল তিনি অতি বৃদ্ধ মানুষের মতো আচরণ করছেন। অতি বৃদ্ধরা অকারণে অভিমান করে। তিনিও তা-ই করছেন। চম্পা মেয়েটির ওপর অভিমান ঘটিত রাগ করেছেন। চট করে কারো ওপর রেগে যাওয়া তার স্বভাবেই ছিল না। এরকম কেন হচ্ছে?

আজকের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হলে নতুন বাসা খুঁজে বের করতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা শহরে বাড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি অনেক খুঁজে পেতে মালিবাগের এক হোটেলে এসে উঠলেন। হোটেলের নাম 'মুন হাউস'। হোটেলের মালিক কবীর সাহেবকে মিসির আলির কাছে যথেষ্টই ভদ্রলোক বলে মনে হল। তিনি মিসির আলির বিছানা, বালিশ, সিঙ্গেল খাট, চেয়ার-টেবিল গুদামঘরে রাখার ব্যবস্থা করলেন। মিসির আলির বারো ইঞ্চি কালার টিভি তাঁর ঘরেই লাগানোর ব্যবস্থা করলেন।

মুন হাউসে খাবারের ব্যবস্থা নেই। হোটেলের বয় টিফিন ক্যারিয়ারে করে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসে। কবীর সাহেব মিসির আলিকে এই ঝামেলা থেকেও মুক্তি দিলেন। হোটেলের কর্মচারীদের জন্য যে খাবার তৈরি হয়, তার সঙ্গে মিসির আলি এবং জসুও যুক্ত হয়ে গেল।

হোটেলে মিসির আলির রুম নম্বর ২১২ বি। ২১২-র দুটা ঘর আছে। একটা ২১২ এ, আরেকটা ২১২ বি। এ-বি দিয়ে রুম নম্বর দেওয়ার ব্যাপারটি তিনি বুঝতে পারলেন না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আমাদের এই জগৎ কার্যকারণের জগৎ। কার্যকারণ ছাড়া এখানে কিছুই হয় না। প্রথমে Cause, তারপর effect।

মিসির আলির ঘরটা বেশ বড়। ঘরে দুটা জানালা। একটা পশ্চিমে আরেকটা পুবে। পশ্চিমের জানালা খুললে প্রকাণ্ড এক কাঁঠালগাছ দেখা যায়। কাঁঠালগাছে কাক বাসা বেঁধেছে। জানালা দিয়ে তাকালে কাকের বাসায় চারটা ডিম দেখা যায়। কোকিলরা সন্তান বড় করার ঝামেলা এড়ানোর জন্য কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। এখানে কি কোনো কোকিলের ডিম আছে? মিসির আলি ঠিক করলেন, ডিম থেকে ছানা বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই হোটেলেই থাকবেন। নতুন বাসা খুঁজে বেড়াবেন না।

AMARBOI.COM

রাত ন'টার দিকে হোটেলের মালিক নিজেই টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এলেন।

গরম ভাত
মুগের ডাল
পটল ভাজি
কৈ মাছের ঝোল।

কবীর সাহেব বললেন, আয়োজন খারাপ, কিন্তু খেয়ে আনন্দ পাবেন। বাবুর্চির রান্না খুবই ভালো। সে যদি কাঁঠাল পাতার ঝোল রাঁধে, সেই ঝোল খেয়েও বলবেন, অসাধারণ! এই বাবুর্চি আবার ভালো পা দাবাতে পারে। আপনার যে বয়স তাতে পা দাবালে শরীর ভালো থাকবে। তাকে বলে দেব সে প্রতি রাতে এসে কিছুক্ষণ আপনার পা দাবাবে।

মিসির আলি বললেন, আমার পা দাবাতে হবে না। শারীরিক এই আরাম আমি নেব না। আপনি আমার প্রতি যে বাড়তি মমতা দেখাচ্ছেন, তার কারণটা কী বলবেন?

কবীর সাহেব বললেন, বাড়তি মমতা দেখাচ্ছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোটেলের সব বোর্ডারের জন্য আপনি নিশ্চয়ই খাবারের ব্যবস্থা করেন না, বা নিজে তার জন্য টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার আনেন না।

কবীর সাহেব বললেন, আপনার চেহারা, কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটা সবই আমার বাবার মতো। আমি আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম।

আপনার বাবা কবে মারা গেছেন?

আমার বয়স যখন পাঁচ। তখন।

মিসির আলি বললেন, পাঁচ বছর বয়সের কথা পরে মনে থাকে না। আপনার বাবার বিষয়ের খুব কম স্মৃতিই আপনার আছে। এই কারণেই অনেকের সঙ্গে আপনি আপনার বাবার চেহারার মিল পাবেন। আমার আগেও নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গে আপনি আপনার বাবার চেহারার মিল পেয়েছেন। তাই না?

জ্বি।

মিসির আলি রাতের খাবার খেয়ে সত্যি সত্যি আনন্দ পেলেন। পটল ভাজিকে তিনি এত দিন অখাদ্যের পর্যায়ে রেখেছিলেন। আজ মনে হল এই ভাজি খাদ্যতালিকায় রোজ থাকতে পারে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর কবীর সাহেব বললেন, পান খাওয়ার অভ্যাস কি আছে?

মিসির আলি বললেন, নাই। তবে আজ একটা পান খাব। তৃপ্তি করে খাবার খেলে কেন জানি না জর্দা দিয়ে পান খেতে ইচ্ছা করে।

পান ছাড়া আর কিছু কি লাগবে?

একটা বাইনোকুলার কি জোগাড় করে দিতে পারবেন?

বাইনোকুলার দিয়ে কী করবেন?

কাঁঠালগাছে একটা কাক বাসা বেঁধেছে। ডিম পেড়েছে। ডিমে তা দিচ্ছে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার দৃশ্যটা দেখব।

কবীর সাহেব বললেন, পান এনে দিচ্ছি। সকালবেলা বাইনোকুলার এনে দেব। চলবে না?

অবশ্যই চলবে। থ্যাংক য়্যু।

কবীর সাহেব হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। তার হাসি দেখে মিসির আলির ভালো লাগল।

হোটেল জসুর খুবই পছন্দ হয়েছে। হোটেলের সব কর্মচারী বড় একটা ঘরে থাকে। জসুর ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। বিনিময়ে বাবুর্চির ফুটফরমাশ খাটবে। জসুর মাথায় ঢুকেছে সে বাবুর্চি হবে। সে স্বপ্নে দেখেছে, বিশাল এক রেস্টুরেন্টের ক্যাশবাক্সে সে বসেছে। রেস্টুরেন্টের নাম 'জসুর মোরগপোলাও'।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে জসু মিসির আলির খোঁজ নিতে এল। মিসির আলি বললেন, জসু, তোর বিষয়টা নিয়ে আমি এখন চিন্তাভাবনা শুরু করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জসু অবাক হয়ে বলল, আমার কোন বিষয়?

মিসির আলি বললেন, এক ভূতনি এসে তোর পা চাটে ওই বিষয়। ভূতনিটার বয়স কত?

জসু বলল, তার বয়স কত ক্যামনে বলব? আমি তো তারে বয়স জিগাই নাই।

তাকে তো দেখেছিস?

জি দেখছি।

দেখে বয়স কীরকম মনে হয়?

পারুল আপার বয়সী মনে হয়। চেহারাও উনার মতো। খুবই সৌন্দর্য।

মিসির আলি বললেন, পারুল আপা হল ছক্কার স্ত্রী?

জি। এমন সুন্দর উনার চেহারা। দেখলে আপনি ফিট পড়বেন। রাইতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। জসুর ভূতনি ফ্রয়েডীয়, এটা বোঝা যাচ্ছে। তবে ফ্রয়েডীয় ভূতনির সঙ্গে 'হুড়বুড়ি' নাম যাচ্ছে না।

৭

২১২ বি ঘরের সামনে এক চিলতে বারান্দার মতো আছে। সেখানে কবীর সাহেব চাপাচাপি করে দুটা লাল রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার এবং টেবিল ঢুকিয়েছেন।

মিসির আলি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে বাইনোকুলারে কাক-দম্পতিকে আগ্রহ নিয়ে দেখছেন। মিসির আলির ধারণা কাক-দম্পতিও বিষয়টা টের পেয়েছে। মনুষ্য সম্প্রদায়ের কেউ-একজন তাদের প্রতি লক্ষ রাখছে, এটা তারা জানে। বিষয়টাতে কাক-দম্পতি মনে হয় খানিকটা চিন্তিত।

দুপুর বারোটার মতো বাজে। জসু কিছুক্ষণ আগে প্লেটে করে শিঙাড়া দিয়ে গেছে। গরম শিঙাড়া, ভাপ উঠছে, কিন্তু কেন জানি মিসির আলির খেতে ইচ্ছা করছে না। এটাও বয়স হওয়ার লক্ষণ। ক্ষিধে হবে, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করবে না।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, বিদেশিনী এক তরুণী হোটেলের বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটির পরনে ঘাগড়া জাতীয় পোশাক। মাথায় স্কার্ফ। চোখে রোদ চশমা। মেয়েটি এগিয়ে আসছে মিসির আলির দিকে। মিসির আলি বাইনোকুলার নামিয়ে তরুণীর দিকে তাকালেন। তরুণী বলল, চাচাজি, কেমন আছেন? আমার নাম পারুল। চম্পার বড় বোন পারুল। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছি। আমি কি আপনার সামনের চেয়ারটায় বসতে পারি?

চম্পা-পারুলদের কেউ হোটেল খুঁজে বের করে চলে আসবে, এটা মিসির আলি ভাবেন নি। পারুল মেয়েটা যে এত রূপবতী তাও ভাবেন নি। বিস্ময় চাপা দিয়ে মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, বসতে পারো। বোরকা নেই, ব্যাপার কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো কখনো বোরকা পরি না। আমার ছোটবোন পরে।

তোমার ছোটবোন কি তোমার মতোই রূপবতী?

জি। আমরা যমজ বোন। তবে আমার চোখ নীল, ওর চোখ কালো।

পারুল বসতে বসতে বলল, চাচাজি, আমি দূর থেকে দেখেছি আপনি বাইনোকুলার চোখে দিয়ে গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী দেখছিলেন?

কাক দেখছিলাম।

কাক?

হ্যাঁ কাক। কেন কাক দেখছিলাম, এইসব জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করবে না। আমার কাছে কী জন্য এসেছ সেটা বলো।

আপনাকে আপনার আগের বাসায় নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার পা ধরে বসে থাকব।

মিসির আলি কিছু বোঝার আগেই পারুল চেয়ার থেকে মেঝেতে নেমে এসে দু'হাতে পা চেপে ধরল।

মিসির আলি বললেন, পা ধরা অতি গ্রাম্য ব্যাপার। পা ছাড়ো।

পারুল বলল, গ্রাম্য ব্যাপার হোক বা আধুনিক ব্যাপার হোক, আমি আপনার পা ছাড়ব না।

আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছ কেন?

আমরা দুই বোন মহাবিপদে পড়েছি। আপনি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। কীরকম বিপদ শুনলে আপনি চমকে উঠবেন।

কীরকম বিপদ বলো?

আমাদের মৃত শ্বশুর ফিরে এসেছেন। বাসায় ঘোরাফিরা করছেন। খাওয়াদাওয়া করছেন। আপনার কথাও জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কোথায় গেছেন জানতে চাইলেন।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, আমি এই মুহূর্তে যদি তোমার সঙ্গে যাই তাঁকে দেখতে পাব?

হ্যাঁ দেখতে পাবেন।

একজন মৃত মানুষ জীবিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

জি।

মিসির আলি হাতের বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, চল যাই।

দুর্বল মানুষের সমস্যা হচ্ছে, তারা নানান ধরনের ডিলিউশনে ভুগে। এই রোগ আবার সংক্রামক। একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে যায়। মাস হিস্টিরিয়াও আছে। মানবগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের ডিলিউশনের শিকার হওয়ার ঘটনাও আছে। ইউরোপের ডাইনি অনুসন্ধান ছিল বড় ধরনের ডিলিউশন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি নিশ্চিত, মল্লিক সাহেবের পরিবার দুই পুত্রবধূ ডিলিউশনে ভুগছে। তারা মৃত মল্লিককে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখছে। মৃত মানুষকে জীবিত দেখা সাধারণ পর্যায়ের ডিলিউশন। অনেক পিতা-মাতাই তাদের মৃত সন্তানদের জীবিত দেখেন। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এই বিষয়ে প্রচুর কাজ করেছেন Christopher Bird। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *The Secret Life of Dead People*। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য বই।

পারুল মিসির আলিকে তাদের মূল বাড়িতে নিয়ে এল। দোতলার একটা ঘরে ঢুকিয়ে বলল, চাচাজি, আপনি এই ঘরে অপেক্ষা করুন। আমি এখান থেকে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব। অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখাব। আপনি কি চা-কফি কিছু খাবেন?

না।

আপনি খবরের কাগজ পড়ুন। আমি আসছি।

চারদিনের বাসি খবরের কাগজ টেবিলে পড়ে আছে। খাবার বাসি হলে যেমন দুর্গন্ধ ছড়ায়, বাসি খবরের কাগজও একই রকম দুর্গন্ধ ছড়ায়।

পারুল পাঁচ দশ মিনিটের কথা বলে গিয়েছিল। চল্লিশ মিনিট পার হওয়ার পর মিসির আলির হঠাৎ করেই সন্দেহ হল—পারুল নামের মেয়েটা তাকে এই ঘরে আটকে ফেলেছে। ঘরের দরজা তালা দেওয়া। তিনি চেষ্টা করলেও সেই তালা খুলতে পারবেন না।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে গেলেন, দরজা খুলতে পারলেন না। দরজা সত্যি সত্যি তালা দেওয়া। মিসির আলি দরজা ধাক্কাধাক্কি কিংবা 'পারুল পারুল' বলে ডাকাডাকির ভেতর দিয়ে গেলেন না। ঘরের ভেতরটা ভালোমতো দেখতে শুরু করলেন।

গেস্ট রুম বা অতিথি কক্ষের মতো ঘর। সিঙ্গেল খাট পাতা আছে। খাটে বালিশ এবং চাদর পরিষ্কার। এই ঘরে কেউ ঘুমায় না।

আসবাবপত্রের মধ্যে একটা আলনা আছে, জানালার কাছে লেখালেখির জন্য চেয়ার-টেবিল আছে। টেবিলে পুরোনো *রিডার্স ডাইজেস্টের* দু'টা কপি এবং *নেয়ামুল কোরান* গ্রন্থ আছে। যে জানালার পাশে টেবিল-চেয়ার আছে, সেই জানালা বাইরে থেকে বন্ধ।

ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে। বাথরুম অনেকদিন ব্যবহার হয় না। বাথরুমের র‍্যাকে সাবান-শ্যাম্পু আছে। ধোয়া টাওয়েল আছে। কমোডের ওপর ফ্লাশ-বেসিনে তিন মাস আগের একটা *টাইম* পত্রিকা দেখে মিসির আলি অবাক হলেন। মল্লিক সাহেবের বাড়ির কারোরই *টাইম* পত্রিকা পড়ার কথা না।

ঘরে একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। বেশিরভাগ গেস্টরুমের দেয়াল ঘড়ি ব্যাটারি শেষ হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে থাকে। অতিথি এলেই নতুন ব্যাটারি লাগানো হয়। এই ঘড়ির কাঁটা সচল আছে। এখন বাজছে একটা পঁচিশ। মিসির আলির ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। টেনশনে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়াল ঘড়ি ছাড়াও গাঢ় লাল রঙের একটা টেলিফোন সেট আছে। মিসির আলি রিসিভার কানে দিলেন। পাতালের নৈঃশব্দ্য। লাইন কাটা। এটা যুক্তিযুক্ত। বন্দিশালায় টেলিফোন থাকবে না।

মিসির আলি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। আবহাওয়া আরামদায়ক শীতল। ক্ষুধার্ত মানুষেরা সহজে ঘুমুতে পারে না, কিন্তু মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর ঘুম ভাঙল তিনটা দশে। প্রায় দু'ঘণ্টার আরামদায়ক ঘুম।

মিসির আলি মূল দরজা এবং টেবিলের সামনের জানালা পরীক্ষা করলেন। দু'টা এখনো বন্ধ। তিনি যথেষ্টই ক্ষুধার্ত বোধ করছেন। তাঁকে খাবার দেওয়া হবে কি না বুঝতে পারছেন না। তাঁকে আটকে রাখার উদ্দেশ্যও পরিষ্কার হচ্ছে না। পারুল মেয়েটা তার কাছে কী চাচ্ছে? মানুষের ধর্ম হল, যাকে সে ভয় পাবে তাকে আটকে ফেলার চেষ্টা করবে। পারুল মেয়েটা কি তাকে ভয় পাচ্ছে? কিসের ভয়? তার কোনো গোপন কথা জেনে ফেলার ভয়।

গোপন কথা দূরে থাকুক, পারুল ও তার বোন চম্পা সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য কোনো কথাও জানেন না। তিনি শুধু জানেন, এই বাড়ির ওপর এক ধরনের অসুস্থতা ভর করে আছে।

AMARBOI.COM

রাত এগারটা বাজে। মিসির আলিকে এখন পর্যন্ত কোনো খাবার দেওয়া হয় নি। তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগের চেষ্টাও কেউ করে নি।

তিনি কয়েকবার দরজা ধাক্কাধাক্কি করেছেন। 'পারুল পারুল' বলে ডেকেছেন। কেউ সাড়া দেয় নি।

মিসির আলির কাছে মনে হচ্ছে, তালাবন্ধ অবস্থায় তিনি ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। বাড়ি নিঃশব্দ, নিশ্চুপ।

মিসির আলি *টাইম* পত্রিকা, *রিডার্স ডাইজেস্ট* এবং *নেয়ামুল কোরান* গ্রন্থের সবটা পড়ে শেষ করেছেন। *নেয়ামুল কোরান* পড়তে গিয়ে মিসির আলি বুঝতে পারলেন এই ঘরে আরো একজনকে আটকে রাখা হয়েছিল। সে *নেয়ামুল কোরান* গ্রন্থের অনেক জায়গায় যেসব কথা লিখেছে তা হল—

১. আমাকে কত দিন তালাবন্ধ করে রাখবি?

২. ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি, খাওয়া দে।

৩. আমি তোরে ছাড়ব না। তোরে এইভাবে আটকায়ে রাখব।

৪. হে আল্লাহপাক। হে গাফুরুর রহিম। আমাকে উদ্ধার করো।

যাকে আটকে রাখা হয়েছিল তার নাম পারুল। এই তথ্য বের করতে মিসির আলির তেমন বেগ পেতে হয় নি। বালিশে পারফিউমের গন্ধ পেয়েছেন। এই গন্ধ তাঁর চেনা।

প্রাইভেট জেলখানা থেকে মুক্তির একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। এই বুদ্ধি কতটা কার্যকর হবে তা মিসির আলি এখনো বুঝতে পারছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল দরজাটি কাঠের। এই দরজা কি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে? পুরোনো দরজা, শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে। কোনোরকমে দরজার এক কোনায় আগুন লাগালে দরজা পুড়ে যাবে।

আগুন লাগানোর জন্য ম্যাচ বাক্স তাঁর কাছে আছে। ম্যাচ বাক্সে এগারটা কাঠি। এগারবার জ্বালানো যাবে। কাগজ আছে। ধৈর্য ধরে দরজার একটা কোনায় আগুন ধরাতে হবে। কাজটা করতে হবে ভোররাতে। যখন সবাই থাকবে ঘুমে। দরজার আগুন বা ধোঁয়ার বিষয়টা কারো চোখে পড়বে না। বাথরুমে তিনি শ্যাম্পুর একটি বোতল দেখেছেন। কিছু কিছু শ্যাম্পু যথেষ্ট দাহ্য। শ্যাম্পুর বোতলটা নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

খাটের নিচে তিনি একটা ফিডার পেয়েছেন। প্লাস্টিকের ফিডারে আগুন ধরলে ধিকি ধিকি করে অনেকক্ষণ জ্বলবে। কাঠের দরজার এক কোনায় আগুন ধরে যাওয়ার কথা। দরজায় চাকু দিয়ে দাগ দিতে পারলে হতো। এতে দরজার সারফেস এরিয়া বাড়বে।

রাত তিনটায় মিসির আলি দরজা পোড়ানোর সময় নির্ধারণ করলেন। রাত তিনটা ভালো সময়। তিন প্রাইম নম্বর। পিথাগোরাসের মতে, অতি রহস্যময় সংখ্যা।

AMARBOI.COM

৮

দরজা পুড়িয়ে বের হওয়ার বুদ্ধি কাজ করল না। দরজার এক কোনায় আগুন ঠিকই জ্বলল, তবে সে আগুন স্থায়ী হল না। দরজার খানিকটা পুড়িয়ে নিভে গেল। লাভের মধ্যে লাভ এই হল যে, দরজা পোড়ানোর উত্তেজনায় মিসির আলির রাত কাটল নির্ঘুম। শরীরে ধস নেমে গেল।

বেঁচে থাকার জন্য শরীরকে মোটামুটি ঠিক রাখতে হবে। প্রচুর পানি খেতে হবে। তা তিনি খাচ্ছেন। বাথরুমের বেসিন থেকে নিয়ে মগভর্তি পানি। কিছুক্ষণ পরপর পানি। তাঁর মন বলছে বাথরুমের বেসিনের পানি থাকবে না। যে তাঁকে আটকেছে সে পানি বন্ধ করে দেবে। তখন প্রবল তৃষ্ণায় কমোডের পানি ছাড়া গতি থাকবে না।

ক্ষুধার যন্ত্রণা কমে আসছে। কাজটি করছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক যখন দেখে খাবার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন ক্ষিধে কমিয়ে দেয়। শরীরে জমে থাকা চর্বি থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। একজন সবল মানুষ কোনো খাদ্য গ্রহণ না করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

মিসির আলি কোনো সবল মানুষ না। নানান অসুখে পর্যুদস্ত একজন মানুষ। তিনি ধরে নিয়েছেন, এইভাবে তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন দশ দিন। এর বেশি না। তবে শেষ দিনগুলো খুব কষ্টকর হবে না। তার হেলুসিনেশন শুরু হবে। বাস্তবতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়াল ভেঙে যাবে। তিনি ঢুকে পড়বেন অবাস্তব এক জগতে। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে অনেকবার সেই জগতে তার ঢোকার ইচ্ছে হয়েছে। ইচ্ছে এখন পূর্ণ হতে চলছে, কিন্তু তাঁর ভালো লাগছে না।

বন্দি অবস্থায় মিসির আলি আটান্ন ঘণ্টা পার করলেন। ক্ষুধাবোধ এখন পুরোপুরি চলে গেছে। তৃষ্ণা আছে, তবে তা কম। বেসিনের কলের পানি বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি শেষ পানি কখন খেয়েছেন তা মনে করতে পারছেন না। প্রবল ক্লান্তি তাঁকে ভর করেছে। সময় কাটাচ্ছেন বিছানায় শুয়ে। হেলুসিনেশন শুরু হয়েছে। শুরুটা হল ঘড়ি দিয়ে। মিসির আলি হঠাৎ দেখলেন ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরছে।

মিসির আলি মনে মনে বললেন, ইন্টারেস্টিং। হাতে কাগজ–কলম থাকলে হেলুসিনেশনের ধাপগুলো লিখে ফেলতে পারতেন। হাতে কাগজ–কলম নেই।

ঠিক তিনটা বাজার সময় ঘড়ি উল্টোদিকে চলা শুরু করেছিল। এখন বাজছে দু'টা। ঘড়ির কাঁটা কি দ্রুত ঘুরছে? তিনি বুঝতে পারলেন না।

মিসির আলি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙলে দেখেন, তিনি বাইনোকুলার হাতে হোটেলের বারান্দায় বসে আছেন। কাক–দম্পতি দেখছেন। তিনি কি সত্যি হোটেলের বারান্দায়? নাকি এটিও হেলুসিনেশন? যখন কাক মানুষের মতো কথা বলতে শুরু করল তখন বুঝলেন এটা হেলুসিনেশন।

কাক বলল, মানুষের যেমন প্রাইভেসি আছে, আমাদেরও আছে। আপনি সারাক্ষণ বাইনোকুলার ফিট করে রাখছেন, এটা কি ঠিক? আপনার ওপর কেউ বাইনোকুলার ফিট করে রাখলে আপনার ভালো লাগত?

মিসির আলি বললেন, না।

কাক বলল, সবারই অনেক প্রাইভেট ব্যাপার আছে। হাগা–মুতা আছে। ঠিক কি না স্যার আপনি বলেন?

মিসির আলি বললেন, অবশ্যই ঠিক। আমি দুঃখিত। আর বাইনোকুলার ধরব না।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ ঘুমালেন তিনি জানেন না। হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙল অথবা দীর্ঘ সময় ঘুমালেন। ঘুম ভাঙলে প্রথমেই ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ি উল্টাদিকে যাচ্ছে না। স্থির হয়ে আছে। ঘড়ির হিসেবে সময় এখন বারোটা। দিন বা রাত বোঝা যাচ্ছে না।

বাথরুম থেকে শব্দ আসছে। মনে হচ্ছে কেউ থালাবাসন ধুচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, কে?

কিশোরীদের মিষ্টি গলায় কেউ একজন বলল, চাচাজি! আমি চম্পা।

মিসির আলি হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আবার হেলুসিনেশন শুরু হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, বাথরুমে কেন? সামনে আসো।

চাচাজি! আমি বাথরুম পরিষ্কার করছি। আমার হাতে হাতমোজা নেই বলে আপনার সামনে আসতে পারব না। আপনার সামনে এলে আপনি আমার হাত দেখে ফেলবেন। আমার বিরাট পাপ হবে। শেষ বিচারের দিন জবাব দিতে পারব না।

মিসির আলি বললেন, ও আচ্ছা।

চম্পা বলল, শরীরের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে তো চাচাজি। কাউকেই এখন শরীর দেখাই না। হাত পায়ের আঙুল, চোখ, সব লুকিয়ে রাখি। চাচাজি! এই ঘরটা কি চিনতে পারছেন?

না।

আপনার এত বুদ্ধি, আর সাধারণ ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না। ঘরে একটা মাত্র জানালা। সেই জানালা কঠিনভাবে বন্ধ।

মিসির আলি বললেন, এই ঘরেই কি তুমি তোমার শ্বশুর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসো?

চম্পা বলল, আপনি খুব সুন্দর করে বললেন, দেখা করতে আসি। আমি দেখা করতে আসি না। বাধ্য হয়ে ভয়ংকর কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য আসি।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমাকে আটকে রেখেছ কেন?

চম্পা বলল, আমি আপনাকে আটকে রাখি নি। বড়পা রেখেছে।

কেন?

বড়পা এই ঘরে অনেক দিন আটক ছিল। এই দুঃখে সে সবাইকেই এভাবে আটকে রাখতে চায়।

কত দিন আটকে রাখবে?

জানি না। মনে হয় ছাড়বে না।

ছাড়বে না?

না। চাবি কুয়ায় ফেলে দিয়েছে তো। দরজা খুলবে কীভাবে?

সেটাও একটা কথা।

চাচাজি! আমি এখন যাই। পরে আসব। হাতমোজা পরে আসব, তখন আপনার সামনে আসা যাবে। গল্প করা যাবে।

আচ্ছা।

আপনার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসব। আপনি আরাম করে সিগারেট খাবেন।

মিসির আলি বললেন, সঙ্গে দিয়াশলাই আনবে। আমার দিয়াশলাইয়ের কাঠি শেষ হয়ে গেছে।

চম্পা বলল, অবশ্যই দিয়াশলাই আনব। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন তো চাচাজি। আপনার ঘুম দরকার। ঘুমপাড়ানি গান গাইয়ে ঘুম পাড়াব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, গান লাগবে না। এমনিতেই ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

মিসির আলি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

একসময় ঘুম ভাঙল। তিনি অবাক হয়ে দেখেন ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে ঘরের ভেতর। কাক-দম্পতির বাসাও ঘরের ভেতর। বৃষ্টিতে ভিজে দু'টা কাক শীতে থরথর করে কাঁপছে। পুরুষ কাকটা মিসির আলিকে বলল, স্যার, একটা ছাতা দিতে পারবেন? প্লিজ!

মিসির আলি বললেন, ছাতা পাব কোথায়? তাকিয়ে দেখো, আমিও ভিজছি।

কাক বলল, একটা কিছু ব্যবস্থা কি করা যায় স্যার? বৃষ্টির পানি ভয়ংকর ঠাণ্ডা। ডিমগুলো পুরোপুরি ভিজে গেলে আর বাচ্চা ফুটবে না।

মিসির আলি বললেন, তোমার বাসাটা কি আমার খাটের নিচে আনতে পারো? তা হলে বৃষ্টির পানির হাত থেকে বাঁচতে পারো।

থ্যাংক য়্যু স্যার। ভালো সাজেশন।

কাক-দম্পতি অনেক কষ্টে বাসাটা খাটের দিকে আনছে। বাসা মিসির আলির হাতের নাগালে চলে এসেছে। তিনি ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে বাসাটা ধরে খাটের নিচে চালান করে দিতে পারেন, কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর সমস্ত শরীর অবশ। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মিসির আলির কেন জানি মনে হচ্ছে এবার ঘুমিয়ে পড়লে আর ঘুম ভাঙবে না। তিনি প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করছেন।

স্যার স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আপনার ছাত্রী। আমার নাম রেবেকা।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

চিনতে পারেন নি?

শরীরটা ভালো না তো। এইজন্য সমস্যা হচ্ছে।

স্যার, আমি আপনাকে চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতা দিয়েছিলাম।

এখন মনে পড়েছে। তুমি কেমন আছ?

আমি ভালো আছি। কিন্তু আপনার এ কী অবস্থা!

একটু বেকায়দা অবস্থাতেই আছি। এরা আমাকে আটকে ফেলেছে।

কেন?

কেন তা তো জানি না।

স্যার, আপনি জানবেন না তো কে জানবে? আপনি হচ্ছেন মিসির আলি। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বের করুন কেন তারা আপনাকে আটকেছে। এরা কি আপনার শত্রুপক্ষ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

তাদের ক্ষতি হয় এমন কিছু কি আপনি করেছেন?

না।

আপনাকে আটকে রাখলে তাদের কি কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয়?

না।

আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা ঠিক আছে কি না, সেই পরীক্ষা কি করবেন?

কী পরীক্ষা?

ক্লিৎস টেস্ট। স্যার, মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, পড়েছে। ১০০ থেকে নিচের দিকে নামতে হবে।

প্রথমবার একটি সংখ্যা বাদ দিয়ে নিচে নামা। ১০০ থেকে হবে ৯৮, তারপর দু'টা সংখ্যা বাদ ৯৫, তারপর তিন সংখ্যা বাদ ৯১।

স্যার, পরীক্ষা দিতে থাকুন। এই ফাঁকে আমি পানি এনে দিচ্ছি। পানি খান।

পানি কোথায় পাবে? পানি তো বন্ধ।

আমি কমোড থেকে পানি আনব। আপনি কল্পনা করবেন ঝরনার পবিত্র পানি খাচ্ছেন। বেঁচে থাকার জন্য আপনার পানি খাওয়াটা জরুরি। ঠিক না স্যার?

হ্যাঁ ঠিক।

মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি কতক্ষণ ঘুমালেন তা জানেন না। পানির পিপাসায় তাঁর বুক শুকিয়ে গেছে। বিছানা থেকে নামার শারীরিক শক্তি তাঁর নেই।

মাথার কাছে দুঃখিত চোখমুখ করে পারুল দাঁড়িয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, পারুল! আমাকে একগ্লাস পানি খাওয়াতে পারবে?

আমি পারুল না। আমি এক ভূতনি। আমার নাম—হুড়বুড়ি।

ও আচ্ছা, তুমি হুড়বুড়ি?

জি হুড়বুড়ি। একটা ছড়া শুনবেন স্যার।

হুড়বুড়ি, থুরথুরি
বুড়বুড়ি, কুরকুরি
ফুরফুরি ফুরফুরি

মিসির আলি বললেন, চুপ করো প্লিজ।

হুড়বুড়ি চুপ করল। তখন বেজে উঠল লাল টেলিফোন। এই টেলিফোনের তার ছেড়া, তারপরেও বাজছে কেন? টেলিফোন নিশ্চয়ই বাজছে না। তিনি ভুল শুনছেন। তাঁর বিভ্রান্তির কাল শুরু হয়েছে।

রিং হতে হতে টেলিফোন থেমে গেল। এখন ভাঙচুরের শব্দ হচ্ছে। মিসির আলি বললেন, কী হচ্ছে?

হুড়বুড়ি বলল, স্যার! পুলিশ এসেছে। দরজা ভাঙছে। শব্দ শুনছেন?

মিসির আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, ও আচ্ছা পুলিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশের সঙ্গে জসু আছে। মনে হয় সে-ই আপনাকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ এনেছে।

স্যার! দরজা ভেঙে ফেলেছে। তাকিয়ে দেখুন, পুলিশ ঢুকছে।

মিসির আলি তাকিয়ে আছেন। তিনি পুলিশ দেখতে পাচ্ছেন। জসুকে দেখতে পাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে মল্লিক সাহেবও আছেন। একজন মৃত মানুষ। যার ডেডবডি কুয়া থেকে তোলা হয়েছে। মৃত মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই হেলুসিনেশন।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন।

৯

স্যার, চোখ মেলুন।

মিসির আলি চোখ মেললেন। তাঁর কাছে মনে হল তিনি হাসপাতালে আছেন। তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। একজন অল্পবয়সী ডাক্তার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। এই ডাক্তার লাল সোয়েটারের ওপর সাদা অ্যাপ্রন পরেছে। তাকে সুন্দর লাগছে।

স্যার, আপনি একটা প্রাইভেট হাসপাতালে আছেন এবং ভালো আছেন। আপনার শরীর খাদ্য গ্রহণের জন্য এখনো তৈরি না বলে আপনাকে স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

পারছি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর রকিব আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চান। কথা বলবেন?

হুঁ।

পুলিশ ইন্সপেক্টর রকিব এসে সামনে দাঁড়ালেন। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মিসির আলির এখন মনে হল, তাঁর হেলুসিনেশন হচ্ছে না। তিনি বাস্তবে বাস করছেন। হেলুসিনেশনের দৃশ্যগুলো চড়া রঙে আঁকা হয়। এখন তা না।

মিসির আলি বললেন, আমি কত দিন বন্দি ছিলাম?

রকিব বললেন, ছয় দিন।

আমি বন্দি—এই খবর আপনাদের কে দিল?

একজন মহিলা টেলিফোনে জানিয়েছেন। তাঁর নাম পারুল।

কবে জানিয়েছে?

যেদিন আপনাকে আটকানো হয় তার পরদিন ভোরবেলা। আমরা তাঁর কথা গুরুত্বের সঙ্গে নেই নি। কারণ এই মহিলা উদ্ভট সব কথা বলছিলেন। তাঁর মৃত শ্বশুর জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন, এইসব হাবিজাবি।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। কথা বলতে বা কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। ঘুমুতে ইচ্ছে করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন, স্যার, আপনি রেস্ট নিন। পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আপনার কিছু সাহায্যও আমাদের দরকার। মৃত মানুষকে জীবিত দেখার ঘটনা কিন্তু ঘটেছে। একজন দাবি করছেন, তিনি মল্লিক সাহেব। তাঁর কর্মচারীরাও তা-ই বলছে।

মিসির আলি চোখ না মেলেই বললেন, একজন মৃত মানুষ কখনোই জীবিত হয়ে ফিরবে না। এটা মাথায় রাখুন। আমার ধারণা আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারব। তবে সুস্থ হওয়ার জন্য আমাকে কিছুটা সময় দিন।

রকিব বললেন, অবশ্যই স্যার। অবশ্যই।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন। চোখ মেললেন তের ঘণ্টা পর। শারীরিক এবং মানসিকভাবে তিনি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

মুন হাউস হোটেলে ২১২ নম্বর ঘর। সময় সন্ধ্যা ৭টা।

মিসির আলি বিছানায় বসে আছেন। তাঁর সামনে প্লাস্টিকের লাল চেয়ারে মল্লিক সাহেব বসে আছেন। মল্লিক সাহেবের মুখ হাসি হাসি। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে তিনি আনন্দময় সময় কাটাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ আগে ছোট্ট একটা নাটক হয়েছে। নাটক দেখেও তিনি তৃপ্তির হাসি হেসেছেন।

নাটকটার প্রধান চরিত্র জসু। সে মিসির আলির জন্য চা নিয়ে এসেছিল। ঘরে ঢুকে মল্লিক সাহেবকে বসে থাকতে দেখে আর্ত চিৎকার দিল—ও আল্লাগো! হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মল্লিক সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ভয় খাইছে। প্যান্টে পিশাব না করে দেয়।

মিসির আলি বললেন, ভয় পাওয়ারই কথা। সবার কাছে আপনি একজন মৃত মানুষ। আপনার শবদেহ কুয়া থেকে তোলা হয়েছে। তারপর আপনাকে জীবিত দেখা যাচ্ছে। আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সিগারেট খাচ্ছেন।

মল্লিক দাঁত বের করে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, পুরা ঘেংড়া অবস্থা!

মিসির আলি বললেন, ঘেংড়া অবস্থা মানে কী?

অতিরিক্ত বেড়ছেড়াকে বলে ঘেংড়া অবস্থা। পাবলিক তো ভয় খাবেই। পাবলিকের ভয় খাওয়ারই কথা। পুলিশও ভয় খাচ্ছে। ঘটনা শোনেন, মজা পাবেন। আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর রকিব সাহেবের সঙ্গে হাত মিলাবার জন্য হাত বাড়ালাম, উনি লাফ দিয়ে দুই ফুট সরে গেলেন। একমাত্র আপনাকে দেখলাম ভয় খান নাই। আপনাকে দেখে কিছুটা আচানক হয়েছি। আপনি কেন ভয় খান নাই?

মিসির আলি বললেন, আমি জানি মৃত মানুষ কখনো জীবিত হয়ে ফেরে না। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। এইজন্য ভয় পাই নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লিক সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, অন্য ব্যাপারটা কী? আমারে একটু বুঝায়ে বলেন।

মিসির আলি বললেন, আপনার যমজ ভাই আছে, যে দেখতে অবিকল আপনার মতো। সে মারা গেছে অথবা খুন হয়েছে। তার ডেডবডি কুয়ায় ফেলা হয়েছে। আপনার না।

মল্লিক সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, আমার যমজ ভাই আছে, তার বিষয়ে কেউ জানল না—এটা কেমন কথা!

মিসির আলি বললেন, কেউ জানে না তা ঠিক না। আপনার দুই ছেলে তো প্রায়ই বলত, এরা দু'জন মল্লিককে দেখে। একজন ভালো। একজন মন্দ।

পাগলের কথা আপনি ধরবেন? দু'টাই পাগল। নির্বোধ পাগল। প্রায়ই দেখবেন এরা কানে ধরে উঠবোস করছে। কেউ তাদের কানে ধরে উঠবোস করতে বলে নাই। তারপরেও করছে। বলুন তো কেন?

মিসির আলি বললেন, জানি না কেন?

অনুমান করতে পারেন?

না। অনুমানও করতে পারছি না।

মল্লিক সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এই দুই ছাগলকে আমি প্রায়ই একশ বার পঞ্চাশ বার কানে ধরে উঠবোস করতে বলি। এরা অ্যাডভান্স করে রাখে। খাতায় লেখা থাকে। সেখান থেকে বাদ দেয়। এদের কোনো কথার উপর বিশ্বাস রাখা যায়? আপনি বলেন? পাগলের সাক্ষী কি কোর্ট গ্রাহ্য করবে? চুপ করে থাকবেন না। কথা বলেন।

মিসির আলি বললেন, পাগলের সাক্ষ্য কোর্ট গ্রাহ্য করে না।

এই তো এখন পথে আসছেন। বড় পুত্র ছক্কার ছেলে মারা গেল। কিসমত নাম। তার মধ্যে কোনো বিকার নাই। এক ফোঁটা চোখের পানি নাই। আরেকজনের বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরছে।

মিসির আলি বললেন, কিসমত কার ছেলে এই নিয়ে মনে হয় বিতর্ক আছে।

মল্লিক বললেন, কোনো বিতর্ক নাই রে ভাই। বিতর্ক দুই বদ পুলার দুই বদ স্ত্রী তৈরি করেছে। কুৎসিত নোংরা কথা চালু করেছে। এইজন্য এদের একজনরে আমি ডাকি বড়কুত্তি, আরেকজনরে ডাকি ছোটকুত্তি। আরে কুত্তি, তোদের শ্বশুর নাকি তোদের তার সাথে সেক্স করতে বলে। এরকম ঘটনা ঘটলে তোরা কেন সোনামুখ করে তার কাছে যাবি? কেন পাবলিকরে বলবি না? পুলিশের কাছে যাবি না? মিসির আলি সাহেব, বলেন, আমার কথায় কি যুক্তি আছে?

মিসির আলি বললেন, যুক্তি আছে।

মল্লিক বললেন, বড়কুত্তিটা আবার বলে তার কোনো সন্তানাদি নাই। আরে কুত্তি, সিজারিয়ান করে তোর পেটের সন্তান বের করা হয়েছে। পেটে সিজারিয়ানের দাগ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, সে তা হলে মিথ্যাটা কেন বলছে?

মল্লিক সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি জানি না। আমি যেমন জানি না, যারা এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে তারাও জানে না। আমি ঘটনা জানার অনেক চেষ্টা নিয়েছি ভাইসাহেব। বড়কুত্তিটাকে তিন দিন খাওয়া পানি ছাড়া আটকায়ে রেখেছিলাম। ঘটনা কী বল। বললে ছাড়া পাবি।

ঘটনা বলেছে?

না, বলে নাই। তবে এই বিষয়ে আমার অনুমান একটা আছে। অনুমান সত্য কি না জানি না।

কী অনুমান শুনি?

দুই মেয়ে এই ধরনের কথা বলেছে যাতে আমার দুই পুত্র আমার উপর রাগ করে। আমাকে খুন করে। সমস্যা কি জানেন? আমার দুই পুত্রের রাগ করার ক্ষমতা নাই। একবার কী হল ঘটনা শুনেন। বাড়ির একটা বিড়াল মটরগাড়ির চাকার নিচে পড়ে মারা গেল। আমার দুই পুত্র দানাপানি বন্ধ করে দিল। দুইজনে দুইজনের গলা জড়ায়ে ধরে কাঁদে। আমি বললাম, বিড়াল তোদের বাপ না মা? বিড়াল মরে গেছে, খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিস? কানে ধরে পঞ্চাশবার উঠবোস কর, তারপর খেতে বস। তারা দু'জনেই বলল, জি আচ্ছা। পঞ্চাশবার কানে ধরে উঠবোস করল, তারপর মল্লিক বিরানি হাউস থেকে দুই প্লেট বিরানি খেয়ে ঘুমাতে গেল, যেন কিছুই হয় নাই। আমি যে কথাগুলি বললাম, সেগুলি কি বিশ্বাস হচ্ছে?

হচ্ছে।

এখন আপনাকে আসল কথা বলি। এতক্ষণ যা বললাম সবই ফালতু কথা। আসল কথা হচ্ছে, আমি বাবা-মা'র এক সন্তান। আমার কোনো যমজ ভাই নাই। আপনি এবং পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও কোনো যমজ ভাইয়ের সন্ধান পাবেন না।

মিসির আলি বললেন, কুয়াতে যে ডেডবডি পাওয়া গেল সেটা তা হলে কার?

মল্লিক সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, খুঁজে বের করেন কার। সিআইডি মিআইডি কী কী যেন আছে, সবে মিলে খুঁজুক। বার করুক ডেডবডি কার। ইন্সপেক্টর রকিব সাহেব যদি প্রমাণ করতে পারেন ডেডবডি আমার যমজ ভাইয়ের, তা হলে আমি উনার পিশাব গ্লাসে ভর্তি করে চুমুক দিয়ে খাব। এক হাজার বার কানে ধরে উঠবোস করব। এখন ভাই আমি বিদায় নিব। আপনাকে একটা শেষ কথা বলি। আমার উপর কোনো রাগ রাখবেন না। আমি আপনাকে আটকাই নাই। বড়কুত্তি আটকায়েছে। সে ভালো সাজার জন্য পরদিনই পুলিশকে টেলিফোন করেছে। এমনভাবে করেছে যে, পুলিশ তার কথা পাগলের প্রলাপ ভেবেছে। আমি যখন টের পেলাম ঘরে কেউ আটক আছে তখন থানা থেকে পুলিশ নিয়ে এলাম। রকিব সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেই আমার কথার সত্যতা পাবেন। ভাইসাহেব, ইজাজত দেন। বিদায় নেই। আসসালামু আলায়কুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত কথামালায় মিসির আলির সর্বশেষ লেখা
বিষয় : মল্লিক সাহেব

পুলিশ ব্যাপক অনুসন্ধান করেও মল্লিক সাহেবের কোনো যমজ ভাই আছে তা প্রমাণ করতে পারে নি। আমি অনেক চেষ্টা করেও পুলিশকে DNA পরীক্ষায় রাজি করাতে পারি নি। মৃত মানুষ এবং মল্লিক সাহেবের DNA পরীক্ষার ফলাফল তদন্তে সাহায্য করত।

আমার কাছে মনে হচ্ছে, পুলিশ তদন্তের বিষয়েও আগ্রহী না। ছক্কা–বক্কাকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। তারা আগের মতোই আছে। দুই ভাই বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরছে। একসঙ্গে স্নান করছে। সময় পেলেই কানে ধরে উঠবোস করে খাতায় হিসেব জমা করছে। মল্লিক সাহেব নিয়ম করে হোমিও ক্লিনিকে বসছেন। রোগী দেখছেন। সব আগের মতো চলছে।

মল্লিক পরিবারের রহস্য সমাধানের চেষ্টা আমি করেছি। সমাধান করতে পারি নি। মল্লিক সাহেব সহায়তা করলে হয়তো কিছু হতো। তিনি সহযোগিতার ধারে কাছেও নাই। তিনি আমার কাছে যে একেবারেই আসেন না, তা না। মাঝে মধ্যেই আসেন, নানান বিষয়ে কথা বলেন, একটি বিষয় ছাড়া। অবিকল তাঁর মতো দেখতে যে মানুষটির মৃতদেহ কুয়া থেকে তোলা হল সে কে? তাঁর সঙ্গে মল্লিক সাহেবের সম্পর্ক কী?

মাল্টিপল পার্সোনালিটি মনোবিজ্ঞানের স্বীকৃত বিষয়। একজন ভালো মানুষ এবং একজন মন্দ মানুষ একজনের মধ্যে বিকশিত হতে পারে। ভালো মানুষ মল্লিক এবং মন্দ মানুষ মল্লিক—একই ব্যক্তি। এটি মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্য। কিন্তু দু'জন আলাদা দুই মানুষ, যাদের একজনকে খুন করা যায়, তা কী করে হয়?

আমি চেষ্টা করেছি চম্পা ও পারুলের সঙ্গে কথা বলতে। তারা রাজি হয় নি।

এই দুই মেয়ে মল্লিককে খুন করেছে বলে যে দাবি করছে তা মিথ্যা। অ্যান্টাসি নামে কোনো ইঁদুর মারা বিষ নেই। অ্যান্টাসি নামটাও হঠাৎ করে তাদের মাথায় এসেছে। অ্যান্টাসিড থেকে 'ড' বাদ দিয়ে অ্যান্টাসি। মল্লিক সাহেবের বাড়িতে গোটাচারেক বিড়াল আছে। যে বাড়িতে বিড়াল থাকে সে বাড়িতে ইঁদুর থাকে না।

আমি একপর্যায়ে জীবিত এবং মৃত মল্লিকের DNA পরীক্ষা নিজ খরচে করতে চেয়েছিলাম, তাও সম্ভব হল না। পরীক্ষাটা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঙ্গাপুরে। যে পরিমাণ অর্থ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন, তা আমার ছিল না।

আমি নিজেও মনে হয় মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছি। প্রায়ই যে ঘরে বন্দি ছিলাম সেই ঘর স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে লাল টেলিফোন বাজতেই থাকে। আমি টেলিফোন ধরতেই ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় একজন বলে—DNA টেস্ট করা হয়েছে। রিপোর্ট লিখে নিন। জীবিত এবং মৃত দু'জনের একই DNA, অর্থাৎ দু'জন একই ব্যক্তি।

স্বপ্ন আর কিছুই না, আমার নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন। আমি কি তা হলে ভাবছি, মৃত এবং জীবিত একই মানুষ? এর মানেই বা কী?

আমি মুন হাউস হোটেলের ২১২ নম্বর ঘরে এখনো আছি। কাক-দম্পতির ওপর লক্ষ রাখছি। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে। কাক-দম্পতির সে-কী আনন্দ! তাদের আনন্দ দেখে মল্লিক পরিবারের জটিলতা ভোলার চেষ্টা করছি। যখন মনে হয় পুরোপুরি ভুলে গেছি, তখনই স্বপ্নে লাল টেলিফোন বেজে ওঠে। কেউ-একজন বলে, জীবিত এবং মৃত মল্লিক একই ব্যক্তি। প্লিজ, টেক নোট।

AMARBOI.COM

১০

মিসির আলি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি কিছু খেতে পারেন না। রাতে ঘুমুতেও পারেন না। যখন চোখে ঘুম নেমে আসে, তখনই লাল টেলিফোন বাজতে থাকে। তিনি লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসেন।

মিসির আলি তাঁর অসুখের কারণ ধরতে পেরেছেন। মল্লিক পরিবারের রহস্য সমাধানে তাঁর ব্যর্থতা। নিজেকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন—ব্যর্থতা সফলতারই অংশ। দাবায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নকেও কখনো কখনো হার মানতে হয়। যেখানে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদেরই এই অবস্থা, সেখানে তাঁর অবস্থান কোথায়! সাইকোলজির খেলায় তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন না। অনেক রহস্য তিনি ভেদ করেছেন, আবার অনেক রহস্যেরই কিনারা করতে পারেন নি। তাঁর একটি খাতা আছে যার শিরোনাম 'অমীমাংসিত রহস্য'। যেসব রহস্যের তিনি কিনারা করতে পারেন নি, তার প্রতিটি সেই খাতায় লেখা আছে। তবে সুযোগ পেলেই তিনি পুরোনো রহস্যের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন।

মিসির আলি নিশ্চিত, তিনি মল্লিক সাহেবের রহস্য নিয়ে অনেক দিন ভাববেন। নির্ঘুম রজনী কাটাবেন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তৃতীয় দিনে মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে এল বক্কা। দুই ভাই সব সময় একসঙ্গে চলাফেলা করে। আজ বক্কা একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্কা বলল, জসুর কাছে শুনেছি আপনি অসুস্থ। আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনার জন্য চারটা কচি ডাব এনেছি। ডাব বলকারক।

মিসির আলি বললেন, তোমার ভাই কোথায়?

বক্কা বলল, সে কুয়ার মুখ বন্ধ করছে। কুয়ার মুখ বন্ধ থাকা ভালো, তা হলে অ্যাকসিডেন্ট হয় না। আমার মা কুয়াতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন, এটা কি আপনি জানেন?

জানি।

আমার মা'র নাম সুরমা। এটা জানেন?

জানি।

মা'র মনে অনেক কষ্ট ছিল তো, এইজন্য তিনি কুয়ায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। অনেক কষ্ট থাকলে কুয়ায় ঝাঁপ দিতে হয়। ঠিক না চাচাজি?

হ্যাঁ ঠিক।

আমি আর ভাইজান কী ঠিক করেছি জানেন? আমাদের মনে যদি অনেক কষ্ট হয় তা হলে কুয়ায় ঝাঁপ দিব। মনের কষ্ট দূর করার জন্য বাবাকে মারা ঠিক না। বাবা হল জন্মদাতা পিতা। চাচাজি, ডাব কেটে দিব? খাবেন?

এখন খাব না। পরে খাব।

বক্কা বলল, চাচাজি, এখন কাটি? আপনি ডাবের পানি খাবেন। আমি খাব শাঁস।

মিসির আলি বললেন, ঠিক আছে কাটো। ডাব কাটবে কীভাবে? দা লাগবে তো।

বক্কা বলল, দা নিয়ে এসেছি চাচাজি। দা খারাপ জিনিস, এইজন্য রুমের বাইরে রেখেছি। ভালো করেছি না চাচাজি?

হ্যাঁ, ভালো করেছ।

বক্কার ডাব কাটা দেখতে দেখতে মিসির আলি মল্লিক রহস্যের আংশিক সমাধান বের করলেন। এই সমাধানে ডাবের কোনো ভূমিকা নেই। কিছু মীমাংসা হঠাৎ করেই মাথায় আসে। বেশিরভাগ সময় স্বপ্নে আসে। কেকুলে বেনজিনের স্ট্রাকচার স্বপ্নে পেয়েছিলেন। মেন্ডেলিফ পিরিয়ডিক টেবিল স্বপ্নে পান। মিসির আলিও স্বপ্ন দেখছেন—জীবিত মল্লিক এবং মৃত মল্লিক একই। তাদের DNA তা-ই বলছে।

স্বপ্ন অনেককেই ইশারা দিয়েছে। তাঁকেও দিচ্ছে। কনশাস মস্তিষ্ক হিসাব-নিকাশ করে আনকনশাস মস্তিষ্ককে খবর দিচ্ছে। সেই খবর নিজেকে প্রকাশ করছে স্বপ্নে।

স্বপ্নে তিনি লাল টেলিফোন দেখছেন। এই টেলিফোন অবশ্যই তাঁকে ক্লু দিয়ে সাহায্য করবে।

বক্কা আগ্রহ নিয়ে ডাবের শাঁস খাচ্ছে। তৃপ্তিতে তার চোখ প্রায় বন্ধ। মিসির আলি বললেন, তোমাদের বাসার গেস্টরুমে একটা লাল টেলিফোন আছে না?

বক্কা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই টেলিফোনের নম্বর জানো?

বক্কা বলল, এই টেলিফোনের নম্বর শুধু বাবা জানে। আর কেউ জানে না।

তোমার বাবা কি ওই ঘরেই থাকেন?

বক্কা বলল, না। মাঝে মাঝে থাকেন। বাকি সময় ওই ঘর তালাবন্ধ থাকে।

তালাবন্ধ থাকে কেন?

ওই ঘরে ভূত থাকে, এইজন্য তালাবন্ধ থাকে।

কী রকম ভূত?

বক্কা বলল, চাচাজি, কী রকম ভূত আমি জানি না। আমি কখনো দেখি নাই।

কেউ কি দেখেছে?

আমার স্ত্রী চম্পা দেখেছে। বড় ভাইজানের স্ত্রীও দেখেছে। চাচাজি, আরো চাইরটা ডাব কিনে নিয়ে আসি?

আর ডাব দিয়ে কী হবে?

বক্কা লজ্জিত গলায় বলল, দু'টা মাত্র ডাবে শাঁস হয়েছে। তৃপ্তি করে খেতে পারি নাই।

মিসির আলি বললেন, এখানে ডাব না এনে তুমি বরং ডাব কিনে বাড়িতে চলে যাও। পুরুষ্ট দেখে কেনো, যাতে ভেতরে শাঁস থাকে। তারপর দুই ভাই মিলে খাও।

বক্কার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন দিশেহারা নাবিক দিশা ফিরে পেয়েছে।

চাচাজি, দা-টা কি নিয়ে যাব, না রেখে যাব?

দা নিয়ে যাওয়াই ভালো।

বক্কা বিদায় হতেই মিসির আলি কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। একটা লিস্ট করবেন। যাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

১. 'এ মল্লিক কাচ্চি হাউস'-এর ম্যানেজার মবিনুদ্দিন। ইনি শুধু কাচ্চি হাউসের ম্যানেজারই না, মল্লিক সাহেবের ডানহাত। যারা নিজেদের ডানহাত প্রমাণ করে, তাদের কাছে অনেক গোপন তথ্য থাকে। সমস্যা একটাই, এরা মুনিবের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে কোনো তথ্যই প্রকাশ করে না।

২. মল্লিক সাহেবের মূল বাড়ির দারোয়ান আক্কাস মিয়া। এই লোক দীর্ঘ দিন ধরে দারোয়ানের কাজ করছে। সে নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে।

৩. পুলিশ ইন্সপেক্টর রকিব। তাঁর সাহায্যে ছক্কা-বক্কা গ্রেপ্তার হওয়ার পর যে জবানবন্দি দিয়েছিল তার কপি আনতে হবে।

৪. চম্পা-পারুলের মা-বাবার একটা ইন্টারভ্যু দরকার। মল্লিক সাহেবের বাড়ির ভেতরের খবর নিশ্চয়ই দুই মেয়ে তার বাবা-মা'কে বলেছে।

৫. লাল টেলিফোনের নম্বর জানতে হবে। তারপর বের করতে হবে—এই টেলিফোন থেকে কাকে কাকে টেলিফোন করা হয় সেই তথ্য। মোবাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোনে এই তথ্য সংরক্ষিত থাকে। ল্যান্ড টেলিফোনে থাকে কি না, তিনি জানেন না। চেষ্টা করতে দোষ নেই। মুন হোটেলের মালিক কবীর সাহেবের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই লোকের কানেকশান ভালো।

মিসির আলির শারীরিক অসুস্থতা মনে হয় সেরে গেছে। তিনি যথেষ্টই বল পাচ্ছেন।

মিসির আলি বিছানা থেকে নামলেন। তাঁকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ অর্ডার নিয়ে হোটেলে চলে যেতে হবে। হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে উঠতে হবে মল্লিক সাহেবের ভাড়া বাসায়। তাঁকে হোটেলে থাকলে হবে না। থাকতে হবে মূল ঘটনার কাছাকাছি।

এ মল্লিক কান্ট্রি হাউসের ম্যানেজার মবিনুদ্দিন এবং মিসির আলির কথোপকথন

মিসির আলি : কেমন আছেন?

মবিনুদ্দিন : আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আপনার দোয়া।

মিসির আলি : আপনি ভালো থাকুন এমন দোয়া তো করি নাই।

মবিনুদ্দিন : আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, এতে আমার প্রতি আপনার মুহব্বত প্রকাশিত। যে মানুষ আমাকে মুহব্বত করে, সে তার নিজের অজান্তেই আমার জন্য দোয়া করে।

মিসির আলি : আমি আপনার কাছে দু'একটি জিনিস জানতে চাচ্ছি। মল্লিক সাহেব বিষয়ে কিছু তথ্য আপনি কি বলবেন?

মবিনুদ্দিন : মুনিবের ক্ষতি হয় এমন কিছু আমি বলব না। আমি উনার নুন খাই। 'যার নুন খাই তার গুণ গাই'—এটা আমার ধর্ম।

মিসির আলি : আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মল্লিক সাহেবের ক্ষতি হয়, এমন তথ্য আপনার কাছে আছে?

মবিনুদ্দিন : আমি আপনার সঙ্গে বাহাসে যাব না। আসসালামু আলায়কুম।

মিসির আলি : চলে যাচ্ছেন?

মবিনুদ্দিন : জি। আল্লাহ হাফেজ।

মল্লিক সাহেবের বাড়ির দারোয়ান আক্কাস মিয়া এবং মিসির আলির কথোপকথন

আক্কাস মিয়া : স্যার, আমি কিছুই জানি না। আমি কিছুই দেখি নাই। আমার রাতকানা রোগ আছে। রাইতে খালি আন্ধাইর দেখি। আর কিছু দেখি না।

মিসির আলি : দিনে তো দেখেন।

আক্কাস মিয়া : আমি দিনেও দেখি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি : দারোয়ানের চাকরি করেন, রাতেও দেখেন না, দিনেও দেখেন না?

আব্বাস মিয়া : জি–না।

মিসির আলি : রাতেও দেখেন না, দিনেও দেখেন না—এই তথ্য কি মল্লিক সাহেব জানেন?

আব্বাস মিয়া : উনাকে জানাই নাই। জানালে চাকরি চলে যাবে, এইজন্য। স্যার, আমি এখন যাই। আসসালামু আলায়কুম।

মিসির আলি এবং সুরমা হোমিও হাসপাতালের নার্স জাহানারা বেগমের সাক্ষাৎকার

মিসির আলি : আপনি কি জানেন যে, আমাকে মল্লিক সাহেবের বাড়ির একটা ঘরে ছয় দিন আটকে রাখা হয়েছিল?

জাহানারা বেগম : জি–না, জানি না। আমি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকি। স্যারের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার নাই। স্যারের কুলখানিতে আমাকে উনার বড় ছেলে দাওয়াত দিয়েছিল, সেখানেও যাই নাই।

মিসির আলি : মল্লিক সাহেবের দুই ছেলে ছক্কা–বক্কা দাবি করে যে তারা দুইজন মল্লিক দেখে। এই বিষয়ে কিছু জানেন?

জাহানারা বেগম : কিছু জানি না। তারা দুইজন বাবা দেখে না তিনজন দেখে, এটা তাদের বিষয়। আমার বিষয় না।

মিসির আলি : গত ছয় দিন ধরে মল্লিক সাহেবের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। উনি কোথায় জানেন?

জাহানারা : জানি না, উনি কাজকামের মানুষ। উনি কাজকর্ম নিয়া থাকেন।

মিসির আলি : আমি শুনেছি আপনি মাঝে মাঝে রাতে বাসায় যান না। দুই বেডের হাসপাতালে থেকে যান। এটা কি সত্যি?

জাহানারা বেগম : কাজকামের চাপ যখন বেশি থাকে, তখন বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। রোগী ভর্তি হলে রাত জেগে তার সেবা–যত্ন করতে হয়, তখন থাকা লাগে।

মিসির আলি : মল্লিক সাহেবের এই হাসপাতালে কখনো কি রোগী ভর্তি হয়েছে?

জাহানারা : আপনি উল্টাপাল্টা প্রশ্ন কেন করছেন? আপনি তো পুলিশের লোক না। পুলিশের লোক হলেও আমি ভয় পাই না। আপনাকে সত্যি কথা বলি—স্বামীর সঙ্গে আমার বনিবনা নাই। প্রায়ই ঝগড়া হয়। তখন এখানে থাকি। যাদের মনে পাপ, তারা এর মধ্যে পাপ দেখতে পারে, আমার মধ্যে কোনো পাপ নাই। আমি বুঝতে পেরেছি, কেউ আপনার কাছে কিছু লাগায়েছে। আপনাকে বলেছে যে, আমি যখন রাতে থেকে যাই, তখন মল্লিক স্যার আমার ঘরে থাকেন। ইহা সত্য না। মানুষের কথায় দয়া করে নাচবেন না। ক্লিয়ার?

মিসির আলি : জি ক্লিয়ার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্সপেক্টর রকিব এবং মিসির আলির কথোপকথন

মিসির আলি : আপনারা কি মল্লিক সাহেবের কেইসটা ক্লোজ করে দিয়েছেন?

রকিব : জি–না। কেইস চালু আছে। গোপনে গোপনে তদন্ত চলছে। মাঝে মাঝে আমরা এরকম করি। ভাব দেখাই যে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। তখন সাসপেক্টরা গা ছেড়ে দেয়। এতে আমাদের সুবিধা হয়।

মিসির আলি : আপনি বলছেন তদন্ত চলছে—তা হলে মল্লিক সাহেব এখন কোথায় বলতে পারবেন?

রকিব : বলতে পারব। তিনি আগামসি লেনের এক বাড়িতে আছেন। মাঝে মাঝে এই বাড়িতে থাকেন।

মিসির আলি : আমি যে ঘরে বন্দি ছিলাম, ওই ঘরে একটা লাল টেলিফোন আছে। টেলিফোনের নম্বরটা কি আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবেন?

রকিব : স্যার, আপনার সঙ্গে যদি কাগজ–কলম থাকে তা হলে নম্বরটা লিখুন।

মিসির আলি : এই নম্বর তা হলে আপনারা জানেন?

রকিব : কেন জানব না? বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটেছে। একই মানুষ—একজন জীবিত আরেকজন মৃত। আর আমরা ঠিকমতো তদন্ত করব না, তা কি হয়? আপনি দু'জনের DNA টেস্টের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। আপনি শুনে খুশি হবেন যে, DNA টেস্ট হয়েছে। রেজাল্ট আমাদের কাছে আছে।

মিসির আলি : আমাকে কি DNA টেস্টের রিপোর্টটা দেখানো যায় না?

রকিব : (হাসতে হাসতে) আপনি বিখ্যাত মিসির আলি। আপনাকে কেন দেখাব না! ফটোকপি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মিসির আলি : আরেকটা ছোট্ট সাহায্য চাচ্ছি। আমি মল্লিক সাহেবের যে ঘরে বন্দি ছিলাম, সেখানে আরেক রাত থাকতে চাই।

রকিব : কেন?

মিসির আলি : আছে একটা বিষয়। তবে আমি ভয় পাচ্ছি, ওরা না আবার আমাকে আটকে ফেলে।

রকিব : আপনি কবে থাকতে চান বলবেন। সব ব্যবস্থা হবে। বাড়ির চারদিকে পুলিশ থাকবে। স্যার, এখন লাল টেলিফোনের নম্বরটা লিখুন।

মিসির আলি নম্বর নিয়েই টেলিফোন করলেন। চারবার রিং হওয়ার পর তরুণীর গলা শোনা গেল, হ্যালো কে বলছেন?

মিসির আলি বললেন, চম্পা, আমি তোমার চাচাজি। মিসির আলি। তুমি ভালো আছ?

তরুণী জবাব দিল না। তবে সে টেলিফোন নামিয়েও রাখল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি বললেন, আগামী কাল রাতে আমি তোমাদের ওই ঘরে থাকব। ব্যবস্থা করতে পারবে?

তরুণী জবাব দিল না।

মিসির আলি বললেন, চম্পা, তুমি যে টেলিফোন কানে ধরে আছ তা আমি জানি। আগামীকাল রাত আটটার দিকে আমি চলে আসব। রাতে কি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে?

তরুণী এইবার কথা বলল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, কেন আসতে চাচ্ছেন?

মিসির আলি বললেন, স্মৃতি রোমন্থনের জন্য। মাঝে মাঝে পুরোনো স্মৃতি হাতড়াতে হয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

১১

রাত আটটা। সারা দিন ঝলমলে রোদ ছিল। সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মিসির আলি ছাতা মাথায় মল্লিক সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছেন। দেখে মনে হচ্ছে মল্লিক সাহেবের বাড়ি শ্মশানপুরী। কেউ বাস করে না। বিড়ালের মিঁউ মিঁউ শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মিসির আলি দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, বাড়িতে কেউ আছেন?

কেউ জবাব দিল না। দারোয়ান আক্কাস মিয়াকে এক ঝলক দেখা গেল। সে দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল। মিসির আলি দোতলায় উঠে গেলেন। যে ঘরে বন্দি ছিলেন, সেই ঘর খুঁজে বের করতে তার বেগ পেতে হল না। মূল দরজা পুলিশ ভেঙেছে। দরজা ঠিক করা হয় নি। মিসির আলি ঘরে ঢুকে দেখেন ঘরের ভেতর কাঠের চেয়ারে মল্লিক সাহেব বসে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেটের প্যাকেট। মিসির আলি অবাক হলেন না। মল্লিক সাহেব এখানে থাকবেন, মিসির আলি তা ধরেই নিয়েছিলেন।

মল্লিক মিসির আলির দিকে না তাকিয়ে বললেন, ছোটকুত্তির কাছে শুনলাম রাতে আপনি খানা খেতে চেয়েছেন। সে আপনার জন্য খানা পাকিয়েছে। মোরগপোলাও আর খাসির বটি কাবাব। তবে আমার উপদেশ, ছোটকুত্তির রান্না খাবার খাবেন না। খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে।

মিসির আলিকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি মল্লিক সাহেবের কথা শুনছেন। তিন খাটে বসলেন। পরিচিত খাট। পরিচিত বিছানা। বালিশ–চাদর কিছুই বদলানো হয় নি। তিনি বালিশ নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন।

মল্লিক বললেন, আপনার ভাব–ভঙ্গি দেখে মনে হয় কিছু বলতে চান। বলতে চাইলে বলেন। বালিশ শুঁকাশুকির প্রয়োজন নাই। বালিশের মধ্যে 'হিসটরি' লেখা নাই।

মিসির আলি বললেন, আপনার দুই ছেলে যে দু'জন বাবা দেখত সেই রহস্য ভেদ করেছি। তারা আসলেই ছোটবেলা থেকে দু'জন বাবা দেখত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মল্লিক সাহেব বললেন, আপনাকে অনেকবার বলেছি—আমার কোনো যমজ ভাই নাই।

মিসির আলি বললেন, যমজ ভাই না, সে আপনার সৎ ভাই। আপনার বাবা তারও বাবা। DNA টেস্টে তা–ই পাওয়া গেছে। আপনার এই সৎভাইয়ের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। মনে হয় তার জন্ম কাজের মেয়ের গর্ভে। তবে আপনার বাবা তাকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেন নি। আগামসি লেনে তাকে একটা বাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। আপনার এই ভাই সত্যিকার অর্থেই ভালো মানুষ ছিল। সে আপনার দুই ছেলেকে অসম্ভব পছন্দ করত। এই ছেলে দু'টির টানেই সে মাঝে মাঝে গোপনে আপনার বাড়িতে আসত। সে লুকিয়ে থাকত এই ঘরে। আপনি তাকে খুন করেছেন।

মল্লিক বললেন, এত কিছু বলেছেন, কীভাবে খুন করেছি সেটাও বলেন। গলা টিপে মেরেছি?

মিসির আলি বললেন, ডাব কাটা হয় এমন দা–এর পেছন দিয়ে তার মাথায় বাড়ি দিয়েছেন।

মল্লিক অবাক হয়ে বললেন, এটা কীভাবে বললেন?

মিসির আলি বললেন, আপনার ছেলে বক্কা এই দা নিয়ে আমাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল। সে বলেছে—দা খারাপ জিনিস। তার কথা থেকে বুঝেছি।

মল্লিক বললেন, হারামজাদাটা আমাকে ধরায়ে দিয়েছে। দুই হারামজাদা ভাব ধরে থাকে যে এরা কিছুই বুঝে না। তলে তলে বিরাট বুদ্ধি।

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। তৃপ্তির সঙ্গে দু'টা টান দিয়ে বললেন, আপনার সম্পর্কে আপনার দুই পুত্রবধূ যা বলে তা ঠিক না। আপনি এই কাজ কখনো করেন নি। করলে এদের কুস্তি ডাকতেন না। আপনার রুচি নিম্নমুখী কাজের মেয়ে বা আপনার হাসপাতালের নার্সে সীমাবদ্ধ।

মল্লিক সাহেব বললেন, নার্স হারামজাদিও মুখ খুলেছে। আপশোস। বিরাট আপশোস। আপনি এত কিছু বের করে ফেলেছেন। এখন বলেন, আমার স্ত্রী সুরমাকে কে মেরেছে? আমি?

মিসির আলি বললেন, আপনি না। আপনার স্ত্রী নিজেই কুয়াতে ঝাঁপ দিয়েছেন। আমার ধারণা, আপনার পুত্রবধূরা আপনার বিষয়ে তাঁর কানে কথা তুলেছে। তিনি এই দুঃখ নিতে পারেন নি।

মল্লিক আনন্দিত গলায় বললেন, আপনার বিরাট বুদ্ধি। কিন্তু আপনিও শেষ পর্যন্ত ধরা খেয়েছেন। আমার স্ত্রীকে আমিই মেরেছি। সে স্বেচ্ছায় কুয়াতে ঝাঁপ দেয় নাই। কেন মেরেছি, সেটা একটা ইতিহাস। আপনাকে বলার প্রয়োজন নাই। খানা কি দিতে বলব? খানা খাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি হাঁ–সূচক মাথা নাড়লেন। মল্লিক সাহেব বললেন, আপনাকে দেখে কখনো বুঝি নাই একজন চিকন–চাকন মানুষের পেটে এত বুদ্ধি। জানলে কোনোদিন বাড়ি ভাড়া দিতাম না। লাথি দিয়ে বের করতাম।

মল্লিক কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্ত গলায় বললেন, ছোটকুত্তি, আমাদের খানা দাও। পুলিশ আজ রাতেই আমাকে থানায় নিয়ে যাবে। বাড়ির চারদিকে পুলিশ। খালি পেটে থানায় যাওয়া ঠিক না।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। চম্পা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। আজ তার সারা শরীর বোরকায় ঢাকা না। অতি রূপবতী এই মেয়েকে দেখে মিসির আলি মুগ্ধ হলেন। তাঁর কাছে মনে হল, হেলেন অব ট্রয়, ক্লিওপেট্রা কিংবা কুইন অব সেবা কখনোই দুইবোন চম্পা–পারুলের চেয়ে রূপবতী না। বাঙালি প্রাচীন কবির মতো মিসির আলি মনে মনে আওড়ালেন—

'কে বলে শারদ শশি সে মুখের তুলা
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~